



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
October 2020

০১-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- এই জ্ঞানের দ্বারা কোন্ বাচ্চারা তীক্ষ্ণ যেতে পারে ? কাদের ক্ষতি হয় ?

উত্তর:- যারা নিজের কর্মের চার্ট রাখতে পারে, তারা এই জ্ঞানের দ্বারা খুব তীক্ষ্ণ যেতে পারে। ক্ষতি তাদের হয়, যারা দেহী-অভিমানী থাকে না। বাবা বলেন ব্যবসায়ীদের হিসেবের চার্ট রাখার অভ্যেস থাকে, তারা এখানেও তীক্ষ্ণ যেতে পারে।

গীত:- মুখটি দেখে নে প্রাণী মন রূপী দর্পণে.....

ওম্ শান্তি। আত্মারূপী পার্টধারী বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝান। কারণ আত্মা ই পার্ট প্লে করছে অসীমের এই নাটকে। নাটকটি হলো তো মানুষের। বাচ্চারা এই সময় পুরুষার্থ করছে। যদিও বেদ-শাস্ত্র পড়ে, শিবের পূজা করে কিন্তু বাবা বলেন এইসবের দ্বারা আমাকে কেউ প্রাপ্ত করতে পারে না কারণ ভক্তি হলো অবতরণ কলা। জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয় তো নিশ্চয়ই কারণ অবনতিরও থাকবে। এই হলো একটি খেলা, যা কেউ জানে না। শিবলিপ্সের পূজা করে তো তাঁকে ব্রহ্ম বলবে না। তাহলে কে যাকে পূজা করে। তাঁকেও ঈশ্বর ভেবেই পূজা করে। তোমরা যখন প্রথমে ভক্তি আরম্ভ কর তখন হীরার শিবলিপ্স বানাও। এখন তো গরীব হয়েছো তাই পাথরের বানাও। হীরের শিবলিপ্সের দাম তখন ৪-৫ হাজার হবে। এই সময় দাম ৫-৭ লক্ষ হবে। এমন হীরে এখন খুব মুশকিল পাওয়া যায়। পাথর বুদ্ধি হয়েছে তাই পূজাও পাথরের করে, জ্ঞান বিহীন। যখন জ্ঞান থাকে তখন তোমরা পূজা করো না। চৈতন্য সামনে বসে আছেন, তাঁকেই তোমরা স্মরণ কর। জানো স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। গানেও বলা হয় - হে বাচ্চারা, প্রাণী বলা হয় আত্মাকে। প্রাণ বেরিয়ে গেলে তো মৃত। আত্মা বেরিয়ে যায়। আত্মা হলো অবিনাশী। আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে তখন হয় চৈতন্য। বাবা বলেন - হে আত্মারা, নিজের অন্তরে চেকিং করো কতখানি দিব্যগুণ ধারণ হয়েছে ? কোনও বিকার নেই তো ? চুরি ইত্যাদি করার কোনও আসুরিক গুণ নেই তো ? আসুরিক কর্তব্য করলে পতন হবে। উচ্চ পদমর্যাদা প্রাপ্ত হবে না। খারাপ স্বভাব অবশ্যই দূর করতে হবে। দেবতারা কখনও কারো প্রতি ক্রোধ করেন না। এখানে অসুরের মার খেতে হয় কারণ তোমরা দৈব সম্প্রদায়ে পরিণত হও তাই মায়া শত্রু হয়ে যায়। মায়ার অবগুণ গুলি কাজ করে। মারধর করা, বিরক্ত করা, খারাপ কাজ করা এইসব হলো পাপ। বাচ্চারা তোমাদের তো খুব শুদ্ধ থাকা উচিত। চুরি ইত্যাদি করা তো মহান পাপ। বাবার কাছে তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছো - একমাত্র বাবা আমার, অন্য কেউ নয়। আমরা তোমাকেই স্মরণ করবো। যদিও ভক্তিমার্গে গান করে কিন্তু তারা জানে না স্মরণ করলে কি হয়। তারা তো বাবাকে জানে না। একদিকে বলে নাম-রূপবিহীন, অন্যদিকে লিপ্স রূপে পূজা করে। তোমাদের তো ভালো করে বুঝে অন্যদের বোঝাতে হবে। বাবা বলেন এই কথা বিচার করো যে মহান আত্মা কাকে বলা হবে ? শ্রীকৃষ্ণ যিনি শিশু, স্বর্গের প্রিন্স, তিনি মহাত্মা নাকি আজকালকার কলিযুগের মানুষ ? তিনি বিকার দ্বারা জন্ম নেন না। ওই হলো নির্বিকারী দুনিয়া। এই হল বিকারী দুনিয়া। নির্বিকারী কে অনেক টাইটেল দেওয়া যেতে পারে। বিকারী কে কি টাইটেল দেওয়া হবে ? শ্রেষ্ঠাচারী তো একমাত্র বাবা বানান। বাবা হলেন সর্বোচ্চ এবং সব মানুষ হলো পার্টধারী অতএব পার্ট প্লে করতে তো অবশ্যই আসতে হবে। সত্যযুগ হলো শ্রেষ্ঠ মানুষের দুনিয়া। পশু পাখি সবাই শ্রেষ্ঠ। সেখানে মায়া রাবণ নেই। সেখানে কোনও তমোগুণী পশু থাকে না। তোমরা কি জানো - ময়ূর পাখির বিকার দ্বারা সন্তান জন্ম হয় না। ময়ূরের অশ্রু ময়ূরী ধারণ করে। রাষ্ট্রীয় পক্ষী বলা হয়। সত্যযুগেও বিকারের নাম নেই। ময়ূরের পালক, প্রথম নম্বরের প্রিন্স হলেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর মাথায় লাগানো হয়। কিছু তো রহস্য আছে, তাইনা। সুতরাং বাবা এইসব কথা রিফাইন করে বোঝান। সেখানে সন্তান জন্ম হবে কীভাবে, সে কথা তো তোমরা জানো। সেখানে বিকার নেই। বাবা বলেন তোমাদের দেবতায় পরিণত করি তাই নিজের সম্পূর্ণ চেকিং করো। পরিশ্রম না করলে বিশ্বের মালিক হতে পারবে না।

যেমন তোমাদের আত্মা হলো বিন্দু, তেমন বাবাও হলেন বিন্দু। এতে সংশয়ের দরকার নেই। কেউ বলে দেখবো। বাবা বলেন যারা দেখেছে তোমরা তো তাদের পূজা কর। লাভ তো কিছুই হয় নি। এখন যথার্থ রীতি আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে। আমি সুপ্রীম সোল, সুপ্রীম ফাদার। কোনো সন্তান নিজের লৌকিক পিতাকে এমন বলবে না। একজনকেই বলা হয়। সন্তানসীদের তো সন্তান নেই যে কেউ পিতা বলবে। ইনি হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা, যিনি অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তাদের তো কোনও গৃহস্থ আশ্রম নেই। বাবা বসে বোঝান - তোমরাই ৮৪ জন্ম

ভোগ করেছে। সর্ব প্রথমে তোমরা সত্যপ্রধান ছিলে, পরে নীচে নেমেছো। এখন কেউ নিজেকে সুপ্রীম বলবে না, এখন তো সবাই নীচ ভাবে। বাবা বার বার বোঝান মুখ্য কথা হলো যে নিজের মনের অন্তরালে দেখো যে আমার মধ্যে কোনও বিকার নেই তো ? রোজ রাতে কর্মের চার্ট লেখো। ব্যবসায়ী রা নিয়মিত চার্ট লেখে। সরকারি কর্মচারী চার্ট লিখতে পারবে না। তাদের তো মাসে নির্দিষ্ট বেতন থাকে। এই জ্ঞান মার্গেও ব্যবসায়ীরা তীক্ষ্ণ হয়ে যায়, শিক্ষিত অফিসাররা অত হয় না। ব্যবসায় আজ ৫০, তো কাল ৬০ রোজগার হবে। কখনও ক্ষতিও হবে। সরকারি কর্মচারীদের ফিক্স থাকে। এই উপার্জনে দেহীঅভিমাত্রী হয়ে না থাকলে ক্ষতি হয়ে যাবে। মাতা-রা ব্যবসা ইত্যাদি করে না। তাদের জন্য তো খুবই সহজ। কন্যাদের জন্যেও খুব সহজ কারণ মাতাদের তো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয়। তাদের বলিহারী যারা এমন পরিশ্রম করে। কন্যারা তো বিকার গ্রস্ত হয়ই না তাহলে ত্যাগ করার প্রশ্ন নেই। পুরুষদের পরিশ্রম করতে হয়। পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। সিঁড়ি বেয়ে যেমন উঠে থাকে ততটাই নীচে নামতে হয়। ক্ষণে ক্ষণে মায়া চড় মেরে ফেলে দেয়। এখন তোমরা বি.কে. হয়েছো। কুমারীরা হয় পবিত্র। সবচেয়ে বেশি থাকে স্বামীর সঙ্গে প্রেম। তোমাদেরকে তো স্বামীদের স্বামীকে (পরমাত্মা) স্মরণ করতে হবে, অন্য সবকিছু ভুলে যেতে হবে। মা বাবার মোহ থাকে সন্তানের প্রতি। সন্তান তো জানে না। বিবাহ ইত্যাদির পরে মোহ হওয়া শুরু হয়। প্রথমে স্ত্রী প্রিয় অনুভব হয় তারপরে বিকার গ্রস্ত হওয়া শুরু হয়। কুমারী নির্বিকারী থাকলে পূজো করা হয়। তোমাদের নাম হলো বি.কে. । তোমরা মহিমার যোগ্য হয়ে পূজনীয় হয়ে যাও। তোমাদের শিক্ষকও হলেন বাবা। তাই বাচ্চারা তোমাদের কতখানি নেশা থাকা উচিত, আমরা হলাম স্টুডেন্ট। ভগবান নিশ্চয়ই ভগবান-ভগবতী বানাবেন। শুধু বোঝানো হয় - ভগবান হলেন এক। বাকি সবাই হলো ভাই-ভাই। অন্য কোনো কানেকশন নেই। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা রচনা হয় তারপরে বৃদ্ধি হয়। আত্মাদের বৃদ্ধি বলা হবে না। বৃদ্ধি তো মানুষের হয়। আত্মাদের তো সীমিত সংখ্যা আছে। অনেকে আসতে থাকে। যতক্ষণ ওইখানে আছে, আসতেই থাকবে। বৃক্ষ টি বাড়তেই থাকবে। এমন নয় শুকিয়ে যাবে। বট বৃক্ষের সঙ্গে এই বৃক্ষের তুলনা করা হয়। ফাউন্ডেশন নেই। যদিও সম্পূর্ণ বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে আছে। তোমাদেরও এমনই আছে। ফাউন্ডেশন নেই। যদিও কিছু কিছু চিহ্ন আছে। এখনও পর্যন্ত মন্দির নির্মাণ করতেই থাকে। মানুষ জানে না দেবতাদের রাজ্য কবে ছিল ? তারপরে কোথায় গেল ? এই নলেজ শুধুমাত্র মাত্র তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের আছে। মানুষ জানে না পরমাত্মার স্বরূপ হলো বিন্দু। গীতায় লেখা আছে ভগবান হলেন অখন্ড জ্যোতি স্বরূপ। পূর্বে অনেকের সাক্ষাৎকার হতো ভাবনা অনুসারে। লালে লাল হয়ে যেতো। আর সহ্য করতে পারছি না। সেসব ছিল সাক্ষাৎকার। বাবা বলেন সাক্ষাৎকার দ্বারা কারো কল্যাণ হয় না। এখানে তো মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা। যেমন ভাবে পারদ সরে যায়। স্মরণও ক্ষণে ক্ষণে সরে যায়। সবাই কত চেষ্টা করে বাবাকে স্মরণ করার তবুও অন্য চিন্তা এসে যায়। এতেই তোমাদের রেস করতে হবে। এমন তো নয় ফট করে পাপ নষ্ট হবে। সময় লাগবে। কর্মজীবিত অবস্থা হয়ে গেলে তো এই শরীরও থাকবে না। কিন্তু এখন কেউ কর্মজীবিত অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারবে না। তাহলে তো তাদের সত্যযুগী শরীর চাই। সুতরাং বাচ্চারা এখন তোমাদের বাবাকে ই স্মরণ করতে হবে। নিজেকে চেক করতে থাকো - আমার দ্বারা কোনো খারাপ কাজ হয় না তো ? কর্মের চার্ট নিশ্চয়ই রাখতে হবে। এমন ব্যবসায়ী খুব শীঘ্র ধনী হতে পারে।

বাবার কাছে যা নলেজ আছে তিনি প্রদান করছেন। বাবা বলেন আমার আত্মায় এই জ্ঞান ভরা আছে। তোমরা সব কথা সেরকমই বলবে যা কল্প পূর্বে জ্ঞান প্রদান করেছিলাম। বাচ্চাদেরকে ই বোঝাবেন, অন্যরা কিছু জানে না। তোমরা এই সৃষ্টিচক্রের কথা জানো, এতে সব অ্যাক্টরদের পার্ট ফিক্স আছে। কোনো পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। কোনও ছাড়ও নেই। হ্যাঁ, অন্য সময়ে মুক্তি পাওয়া যায়। তোমরা তো হলে অলরাউন্ডার। ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো। বাকিরা সবাই নিজ ধামে থাকবে তারা পরে আসবে। যারা মোক্ষ প্রাপ্তি করতে চায় তারা এখানে আসবে না। তারা সব শেষের দিকে চলে যাবে। জ্ঞান কখনও শুনবে না। মশার মতন আসে আর যায়। তোমরা তো ড্রামা অনুযায়ী পড়াশোনা কর। জানো যে বাবা ৫ হাজার বছর পূর্বেও এমন রাজযোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তোমরা আবার অন্যদের বোঝাও যে শিববাবা এমন বলেন। এখন তোমরা জানো আমরা কতখানি উঁচুতে ছিলাম, বর্তমানে কত নীচে নেমেছি। বাবা পুনরায় উচ্চ স্বরূপ প্রদান করেন অতএব এমন পুরুষার্থ করা উচিত তাইনা। এখানে তোমরা আসো রিফ্রেশ হতে। এর নামই হলো মধুবন। তোমাদের কোলকাতা বা মুম্বাইতে তো মুরলী পড়ানো হয় না। মধুবনেই মুরলী বাজে। মুরলী শোনার জন্য বাবার কাছে আসতে হবে রিফ্রেশ হতে। নতুন নতুন পয়েন্টস বাবা দিতে থাকেন। সামনে বসে শুনলে তোমরা অনুভব করো, অনেক তফাৎ আছে। ভবিষ্যতে অনেক কিছু পার্ট দেখতে হবে। বাবা আগেই যদি সব বলে দেন তাহলে তো টেস্ট থাকবে না। ধীরে ধীরে ইমার্শ হতে থাকে। এক সেকেন্ডের মিল নেই অন্যের সাথে। বাবা এসেছেন রুহানী সেবা করতে তাই বাচ্চাদেরও কর্তব্য হলো রুহানী সেবা করা। এইটুকু তো বলা - বাবাকে স্মরণ করো এবং পবিত্র হও। পবিত্রতায় ফেল হয়ে যায় কারণ স্মরণে থাকে না। বাচ্চারা তোমাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত। আমরা অসীমের পিতার সম্মুখে বসে আছি যাঁকে কেউ চেনে না। জ্ঞানের সাগর তো হলেন শিববাবা। দেহধারীদের সঙ্গে বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া উচিত। ইনি হলেন শিববাবার

রথ। ব্রহ্মাবাবার সম্মান না করলে ধর্মরাজের দন্ডভোগ করতে হবে। বড়দের সম্মান তো করতে হয় তাইনা। আদি দেবকে অনেক সম্মান করে। জড় চিত্রের এতখানি সম্মান আছে, তাহলে চৈতন্যের প্রতি সম্মান কতখানি থাকা উচিত ! আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের ভিতরে নিজের চেকিং করে দিব্য গুণ ধারণ করতে হবে। খারাপ স্বভাব দূর করতে হবে। দূঢ় প্রতিজ্ঞা করতে - বাবা আমরা আর খারাপ কাজ করব না।

২) কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য স্মরণের রেস করতে হবে। আধ্যাত্মিক (ক্লহানী) সেবায় তৎপর থাকতে হবে। বড়দের সম্মান করতে হবে।

বরদান:- সর্ব খাজানাকে নিজের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি ব্যবহার করে অখন্ড মহাদানী ভব*
ব্যাখা: যেমন বাবার ভান্ডারা থেকে সর্বদা বিতরণ হতে থাকে, রোজ দান হতে থাকে। তেমনই তোমাদেরও অখন্ড দান (লঙ্গর) যেন চলতে থাকে। কারণ তোমাদের কাছে জ্ঞানের, শক্তির, খুশীর ভরপুর ভান্ডার আছে। যা সঙ্গে রাখলে বা ব্যবহার করলে কোনো ক্ষতি হওয়ার ভয় নেই। এই ভান্ডার খোলা থাকলেও চোর আসবে না। বন্ধ থাকলে চোর আসবে। তাই রোজ প্রাপ্ত খাজানা দেখো আর নিজের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি বিতরণ করো, তাহলেই অখন্ড মহাদানী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যা শুনেছো সেসব মনন করো, মনন করলেই শক্তিশালী হবে ।*

০২-১০-২০২০ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- কোন্ কথা চিন্তা করলে অথবা বললে, এই জ্ঞানমার্গে কখনো উন্নতি হতে পারে না?

উত্তর:- ড্রামাতে থাকলে ঠিক পুরুষার্থ করে নেব, ড্রামা যদি করিয়ে নেয়, তাহলে পুরুষার্থ করব - যারা এইরকম চিন্তা করে কিংবা কথাবার্তা বলে, তাদের কখনো উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। এইরকম বললে তো ভুল বলা হয়। তোমরা জানো যে এখন আমরা যেমন পুরুষার্থ করছি, সেটাও ড্রামাতেই আছে। পুরুষার্থ তো করতেই হবে।

গীত:- এটা একটা প্রদীপ আর ঝড়ের কাহিনী...

ওম্ শান্তি এটা কলিযুগের মানুষের গান। কিন্তু ওরা এই গানের প্রকৃত অর্থ জানে না, কিন্তু তোমরা জানো। তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ নিবাসী। সঙ্গমযুগের সঙ্গে পুরুষোত্তম শব্দটাও লিখতে হবে। জ্ঞানের পয়েন্টগুলো মনে না থাকার জন্য বাচ্চারা এইরকম শব্দগুলো লিখতে ভুলে যায়। এই শব্দটাই মুখ্য, যার অর্থ কেবল তোমরাই বুঝতে পারো। পুরুষোত্তম মাস তো প্রচলিত রয়েছে। এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই সঙ্গমযুগটাও একটা পার্বন। এটা হল সর্বশ্রেষ্ঠ পার্বন। তোমরা জানো যে, এখন আমরা পুরুষোত্তম হচ্ছি। অর্থাৎ সর্বোত্তম পুরুষ। সবথেকে ধনী ব্যক্তির থেকেও ধনী, এক নম্বর সম্পদশালী হলো লক্ষ্মী - নারায়ণ। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে বিশাল প্রলয় হয়েছিল। তারপর সবার প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ সাগরের মধ্যে অস্থিত পাতায় ভেসে এসেছিলেন। তোমরা এখন কি বলবে? শ্রীকৃষ্ণই হলো নম্বর ওয়ান, যাকে শ্যামসুন্দর বলা হয়। দেখানো হয়েছে যে তিনি মুখে আগুুল দিয়ে ভেসে ভেসে এসেছেন। সন্তানের জন্ম তো গর্ভ থেকেই হয়। সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণ হলেন জ্ঞানের সাগর থেকে সর্বপ্রথম জন্ম নেওয়া সর্বোত্তম পুরুষ। জ্ঞানের সাগরের দ্বারা-ই স্বর্গ স্থাপন হয়। তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হলেন নম্বর ওয়ান পুরুষোত্তম। আর ইনি হলেন জ্ঞানের সাগর, জলের সাগর নন। একেবারে প্রলয় তো হবে না। কিছু কিছু নতুন বাচ্চা আসতেই থাকে। তাই পুরাতন পয়েন্টগুলো বাবাকে রিপিট করতে হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি - এই চারটে যুগ তো আছেই। পাঁচ নম্বর যুগ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই যুগেই মানুষের পরিবর্তন হয়। অধম থেকে সর্বোত্তম হয়ে যায়। শিববাবাকেও পুরুষোত্তম বা সর্বোত্তম বলা হয়। তিনি হলেন পরম আত্মা বা পরমাত্মা। ওনার পরে সকল আত্মার (পুরুষ) মধ্যে উত্তম হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। এনাদেরকে কে এইরকম বানিয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তর তো তোমরা বাচ্চারা জানো। বাচ্চারাও বুঝেছে যে বর্তমান সময়ে আমরা এইরকম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। খুব কঠিন পুরুষার্থ নয়, একদম সিম্পল। যারা শিক্ষাগ্রহণ করছে, তারা কেউ অবলা, কেউ কুঁজো, কেউ আবার একটুও লেথাপড়া শেখেনি। তাদের জন্য অনেক সহজভাবে বোঝানো হয়। আমেদাবাদের একজন সাধু বলতো যে সে নাকি কিছুই খায় না। আচ্ছা, কেউ যদি সারা জীবন ধরে না খায়, তাহলে তার প্রাপ্তি কি হবে? কিছুই নয়। বৃক্ষেরও পুষ্টির প্রয়োজন হয়, যেগুলো সে সার এবং জলের দ্বারা প্রাকৃতিক ভাবে পেয়ে যায় এবং তার ফলে বৃদ্ধি হতে থাকে। তিনি হয়তো কোনোও ঋদ্ধি-সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এমন অনেকেই আছে যারা জলের উপর দিয়ে, আগুনের উপর দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এইসব করে কি লাভ? তোমাদের এই সহজ রাজযোগের দ্বারা তো জন্ম জন্মান্তরের লাভ হয়ে যায়। তোমাদের অনেক জন্মের জন্য দুঃখী থেকে সুখী বানানো হয়। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, ড্রামা অনুসারে আমি তোমাদেরকে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় বলছি।

যেমন, বাবা বুঝিয়েছেন যে ওরা কেন শিব এবং শঙ্করকে মিলিয়ে দিয়েছে? *শঙ্করের তো এই দুনিয়ায় কোনো ভূমিকাই নেই। শিববাবার, ব্রহ্মার এবং বিষ্ণুর ভূমিকা রয়েছে।* ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণুর তো অলরাউন্ড ভূমিকা আছে। শিববাবার কেবল এইসময়েই ভূমিকা রয়েছে। তাই তিনি এসে জ্ঞান শোনাচ্ছেন। তারপর পুনরায় নির্বাণধামে চলে যাবেন। সন্তানদেরকে সম্পত্তি দেওয়ার পর নিজে বাণপ্রস্থে চলে যান। বাণপ্রস্থে যাওয়ার অর্থ হলো গুরুর সাহায্য নিয়ে বাণীর থেকেও ওপরে যাওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু এখন সবাই বিকারগ্রস্ত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, তাই কেউই ফেরত যেতে পারবে না। সকলেই বিকারের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ নির্বিকার ছিলেন। ওনাদের বিকারের দ্বারা জন্ম হতো না। তাই শ্রেষ্ঠাচারী বলা হতো। *সুতরাং, বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই দুনিয়ায় শঙ্করের কোনো ভূমিকাই নেই। তবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অবশ্যই প্রজাদের পিতা। আর শিববাবা হলেন সকল আত্মার পিতা।* তিনি আমাদের অবিনাশী পিতা। এই অতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলো ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে। যারা বড় বড় দার্শনিক, তারা কতো উপাধি পায়। যেমন অনেক বিদ্বান-পন্ডিত শ্রীশ্রী ১০৮ উপাধি পেয়ে থাকে। বেনারসের কলেজ থেকে পাস করে টাইটেল নিয়ে আসে।

বাবা তো সেইজনাই গুপ্ত মহাশয়কে বেনারসে পাঠিয়েছিলেন, যাতে ওদেরকে বোঝানো যায় যে, ওরা কিভাবে বাবার উপাধিকে নিজেরা ধারণ করে নিয়েছে। বাবাকেই শ্রীশ্রী ১০৮ জগৎ গুরু বলা হয়। ১০৮-এর মালাও হয়। অষ্টরঞ্জেরও গায়ন আছে। ওরাই সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। তাই ওদের মালা বানিয়ে জপ করা হয়। তারপরে ১০৮-এর মালাকে একটু কম পূজা করা হয়। যজ্ঞের সময়ে কেউ হাজার শালিগ্রাম বানায়, কেউ দশ হাজার বানায়, কেউ পঞ্চাশ হাজার বানায়, কেউ আবার এক লক্ষও বানায়। মাটি দিয়ে এইরকম বানিয়ে তারপর যজ্ঞ রচনা করে। যারা অনেক বড় শেঠ (ধনী ব্যক্তি), তারা এইরকম লক্ষ লক্ষ বানায়। বাবা বুঝিয়েছেন যে মালা তো অনেক বড়। ১৬ হাজার ১০৮-এর মালাও বানানো হয়। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকেই বাবা এইসব বিষয় বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। বাবার সঙ্গে তোমরাও ভারতের সেবা করছ। তাই বাবার পূজা হলে, বাচ্চাদেরও পূজা হওয়া দরকার। মানুষ জানে না যে, রুদ্র পূজা আসলে কি? সবাই তো শিববাবার সন্তান। এখন গোটা বিশ্বের জনসংখ্যা কত বৃদ্ধি পেয়েছে। এরা সকলেই শিববাবার সন্তান। কিন্তু সকলে তো সহযোগী নয়। এখন তোমরা যত বেশি স্মরণ করবে, তত ভালো পদ পাবে এবং সেই অনুসারেই পূজনীয় হবে। অন্য কারোর মধ্যে এইরকম শক্তি নেই যে এইসব বিষয় বোঝাবে। তাই ওরা বলে দেয় যে ঈশ্বরের অন্ত পাওয়া সম্ভব নয়। বাবা এসেই এইসব বোঝান। বাবাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। সুতরাং তিনি এসে নিশ্চয়ই জ্ঞান শোনাবেন। কেবল প্রেরণা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। ভগবান কি প্রেরণার দ্বারা শিক্ষা দেন? তোমরা জানো যে তাঁর কাছে সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান রয়েছে। তিনি তোমাদেরকে সেগুলো শোনান। এই বিষয়ে তোমরা সুনিশ্চিত। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার পরেও বাবাকে ভুলে যায়। বাবাকে স্মরণ করাই হলো এই শিক্ষার সার। স্মরণের যাত্রার দ্বারা কর্মজীবিত অবস্থা পাওয়ার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। এই ক্ষেত্রেই অনেক মায়াবী বিঘ্ন আসে। পড়াশুনার ক্ষেত্রে এতো বিঘ্ন আসে না। শঙ্করের সম্বন্ধে বলা হয় যে শঙ্কর নাকি চোখ খুললেই বিনাশ হয়ে যায়। কিন্তু এটাও তো সঠিক নয়। *বাবা বলছেন, আমিও বিনাশ করাই না, আর শঙ্করও বিনাশ করে না।* কোনো দেবতা কিভাবে পাপ করবে? শিববাবা নিজে বসে থেকে এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। এই শরীরটা হলো আত্মার রথ। প্রত্যেক আত্মাই নিজের নিজের রথে চেপে আছে। বাবা বলছেন, আমি এনার শরীরটা লোন নিই, তাই আমার জন্মকে দিব্য এবং অলৌকিক বলা হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ৮৪ চক্রের কাহিনী রয়েছে। তোমরা জানো যে এখন আমরা বাড়ি যাব এবং সেখান থেকে স্বর্গে আসব। বাবা খুব সহজ ভাবে বোঝাচ্ছেন। এক্ষেত্রে হার্টফেল হলে চলবে না। অনেকে বলে - বাবা, আমি তো লেখাপড়া জানি না, কিছুই বলতে পারি না। কিন্তু এইরকম তো হওয়ার কথা নয়। অন্যদেরকে কিছু না কিছু তো বলতেই হবে। খাওয়ার সময়েও মুখের ব্যবহার হয়। তাহলে কথা বলতে পারবে না কেন? বাবা অনেক সহজভাবে বুঝিয়েছেন। কেউ কেউ নীরব থেকেও উপরের দিকে ইশারা করে বুঝিয়ে দেয় যে ওনাকে স্মরণ করো। তিনি দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন। কেবল তিনিই সুখ দেন। ভক্তির সময়েও তিনি দাতা এবং এখনো তিনি দাতা। বাণপ্রস্থে তো কেবল শান্তি আর শান্তি। বাচ্চারাও শান্তিধামে থাকে। যার যেমন পাট আছে, সে সেইরকম ভূমিকা পালন করে। *এখন আমাদের পাট হলো - বিশ্বকে পুনরায় নতুন বানানো।* ওনার নামও খুব সুন্দর - হেভেনলি গড ফাদার। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। বাবা কি কখনো নরক রচনা করবেন? কেউ কি কখনো পুরাতন জিনিস তৈরি করে? সর্বদাই নতুন বাড়ি বানানো হয়। শিববাবাও ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। এটাই ওনার ভূমিকা। এখানে পুরাতন দুনিয়ায় যত মানুষ আছে, সকলেই পরস্পরকে দুঃখ দেয়।

তোমরা জানো যে, আমরা হলাম শিববাবার সন্তান এবং শরীরধারী প্রজাপিতা ব্রহ্মার দত্তক নেওয়া সন্তান। রচয়িতা অর্থাৎ শিববাবা আমাদেরকে জ্ঞান শোনান। তিনি নিজের রচনার আদি, মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান শোনান। তোমাদের লক্ষ্য হলো এইরকম হওয়া। মানুষ কত টাকা খরচ করে মার্বেল পাথরের মূর্তি বানায়। এটা ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি। সমগ্র ইউনিভার্সকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। সকলের স্বভাব এখন অসুরের মতো হয়ে গেছে। আদি, মধ্য, অন্ত কেবল দুঃখই দেয়। এটা ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি। ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় তো একটাই হয় যেটা স্বয়ং ঈশ্বর এসে প্রতিষ্ঠা করেন। এর দ্বারা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা এখন ঠিক-ভুলের জ্ঞান পাচ্ছ। অন্য কোনো মানুষ এগুলো বোঝে না। ঠিক-ভুলের জ্ঞান বোঝানোর ক্ষমতা কেবল একজন ধার্মিকের আছে, যাকে 'সত্য' বলা হয়। তিনি এসে সবাইকে ধার্মিক বানিয়ে দেন। প্রকৃত ধার্মিক হলেই, মুক্তিধামে যাওয়ার পর জীবনমুক্তিতে আসতে পারবে। তোমরা বাচ্চারা তো এই ড্রামাকেও জেনেছ। অভিনয় করার জন্য আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ক্রমানুসারে আসতে থাকো। এই খেলাটা চলতেই থাকে। ড্রামাও প্রতি মুহূর্তে রেকর্ড হতে থাকে। এই ড্রামা সদাই নতুন, কখনোই পুরাতন হয় না। অন্যান্য নাটক তো শেষ হয়ে যায়। এটা সীমাহীন অবিনাশী নাটক। এখানে প্রত্যেকের অবিনাশী ভূমিকা রয়েছে। দেখেছ, কত সুবিশাল এই অবিনাশী খেলা এবং এই অবিনাশী মঞ্চ। বাবা এসে পুরাতন দুনিয়াকে পুনরায় নতুন বানান। ভবিষ্যতে দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে তোমরা সব কিছু দেখতে পাবে। যত সময় এগিয়ে আসবে, তত তোমরা খুশি হবে, দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে দেখতে পাবে। তখন তোমরা বলবে - এবার অভিনয় শেষ হয়েছে। এখন এই ড্রামা আবার রিপিট হবে। যারা আগের

কল্পেও ছিল, তারা পুনরায় প্রথম থেকে অভিনয় শুরু করবে। এক্ষেত্রে একটুও তফাৎ হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাচ্চারা, যতটা সম্ভব উঁচু পদ পেতে হবে। পুরুষার্থ করতে হবে। সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয়। ড্রামা যা করানোর সেটাই করাবে - এইরকম কথা বলাও ঠিক নয়। আমাদেরকে অবশ্যই পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পড়াশুনার সার কথাকে বুদ্ধিতে রেখে স্মরণের যাত্রার দ্বারা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। শ্রেষ্ঠ, পূজনীয় হওয়ার জন্যে বাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে।

২) সত্য বাবার কাছ থেকে ঠিক - ভুলের যে জ্ঞান পেয়েছ, সেই জ্ঞানের দ্বারা ধার্মিক হয়ে জীবন বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে। মুক্তি এবং জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নিতে হবে।

বরদান:- সঙ্গমযুগের সকল প্রাপ্তিকে স্মরণে রেখে উর্ধ্বগামী অবস্থার অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ প্রারক্ষী ভব*
পরমাত্ম-মিলন কিংবা পরমাত্ম-জ্ঞানের বিশেষত্ব হলো - অবিনাশী প্রাপ্তি। এমন নয় যে, সঙ্গমযুগ কেবল পুরুষার্থ করার যুগ আর সত্যযুগ হলো প্রারন্ধ পাওয়ার যুগ। সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব হলো এক পদক্ষেপ এগিয়ে যাও আর হাজার পদক্ষেপ প্রারন্ধতে পাও। সুতরাং, কেবল পুরুষার্থী নয়, বরং শ্রেষ্ঠ প্রারক্ষী - নিজের এই স্বরূপকে সর্বদা সামনে রাখো। প্রাপ্তি গুলিকে দেখলে সহজেই উর্ধ্বগামী অবস্থার অনুভব করবে। “পানা থা, সো পা লিয়া” - এই গান গাইতে থাকলে ঝিমুনি কিংবা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার হাত থেকে বেঁচে যাবে।

স্লোগান:- সাহস হলো ব্রাহ্মণদের শ্বাস, এর দ্বারা সবথেকে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়।*

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য

“মুক্তি এবং জীবনমুক্তি”

আজকাল মানুষ মুক্তিকেই মোক্ষ বলে দেয়। ওরা ভাবে - যে একবার মুক্তি পেয়ে যায়, তাকে আর জন্ম মৃত্যুর মধ্যে আসতে হয় না। ওরা তো জন্ম মরণে না আসাকেই উঁচু পদপ্রাপ্তি মনে করে, ওটাকেই প্রাপ্তি বলে ভাবে। আর শরীরে থেকে ভালো কর্ম করাকে জীবনমুক্তি মনে করে। তাই বিভিন্ন ধর্মাত্মাকে জীবনমুক্ত মনে করে। কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টা তো কোটি কোটি মানুষের মধ্যে খুব কমজনই মানে। এগুলো সব ওদের মতামত। কিন্তু আমরা পরমাত্মার কাছ থেকে জেনেছি যে যতক্ষণ মানুষ আগের বিকারগ্রস্ত কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ এই আদি, মধ্য, অন্তিমের দুঃখ থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং, এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াটাও একটা অবস্থা। ঈশ্বরীয় জ্ঞানকে ধারণ করলেই এইরকম অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব এবং এইরকম অবস্থায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে স্বয়ং পরমাত্মাকেই প্রয়োজন, কারণ তিনিই আমাদেরকে মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দেন। তিনি কেবল একবার এসে সবাইকে মুক্তি এবং জীবনমুক্তি প্রদান করেন। পরমাত্মা কখনোই অনেক বার আসেন না এবং এটাও ভেবো না যে তিনি এইরকম অবতার বেশ ধারণ করেন। ওম্ শান্তি।

০৩-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- বাবা কোন্ বাচ্চাদের খুবই ভাগ্যশালী মনে করেন?

উত্তর:- যাদের কাছে কোনো ঝগড়া থাকে না, যে নির্বন্ধন, ওইরকম বাচ্চাদের বাবা বলেন তোমরা হলে খুবই ভাগ্যশালী, তোমরা স্মরণে থেকে নিজের ব্যাটারী ফুল চার্জ করতে পারো। যদি যোগ ব্যাভীত শুধুমাত্র জ্ঞান শোনাও তবে তীর লাগতে পারে না। যদিও কেউ অনেক বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে নিজের অনুভব শোনায়, কিন্তু নিজের মধ্যে ধারণা যদি না থাকে, তো হৃদয় দন্ধ হতে থাকে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদেরকে পরমাত্মা পরমপিতা বোঝান। আত্মাদের পিতার নাম কি? *শিববাবা*। তিনি হলেনই ভগবান, অসীম জগতের পিতা। মানুষকে কখনো অসীম জগতের পিতা অথবা ঈশ্বর বা ভগবান বলা যেতে পারে না। যদিও অনেকের নাম হলো শিব, কিন্তু তারা হলো দেহধারী, সেইজন্য তাদের ভগবানবলা যাবে না। এটা বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। আমি যার মধ্যে প্রবেশ করছি, তাঁর এ হল অনেক জন্মের শেষের জন্ম। বাচ্চারা, তোমাদেরকে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে - তোমরা ঐনাকে কেন ভগবান বলা? *বাবা প্রথমেই বোঝান - কোনো স্থূল অথবা সূক্ষ্ম দেহধারীকেই ভগবান বলা যেতে পারে না। সূক্ষ্মদেহধারী সূক্ষ্মলোকবাসী হিসাবেই গণ্য হবে। তাদেরকে দেবতা বলা হয়। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলেন ভগবান, পরমপিতা। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ঐনার নাম, উচ্চতম ঐনার গ্রাম (নিবাস স্থান)।* বাবা সকল আত্মাদের সাথে সেখানে নিবাস করেন। বৈঠকও (বসার স্থান) হলো উচ্চ। বাস্তবে কোনো বসার জায়গা নেই। যেমন স্টার কোথাও কি বসে? দাঁড়িয়ে থাকে! তোমরা আত্মারাও নিজের সামর্থ্যে সেখানে দাঁড়িয়ে আছো। শক্তি এরকম প্রাপ্ত হয় যে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। বাবার নামই হলো সর্বশক্তিমান, ঐনার থেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়। আত্মা ঐনাকে স্মরণ করে, ব্যাটারী চার্জ হয়ে যায়। যেমন- মোটরে ব্যাটারী থাকে, তার জোরেই মোটর চলে। ব্যাটারীতে কারেন্ট ভরা থাকে আবার চলতে-চলতে সেটা খালি হয়ে যায়, তারপর ব্যাটারী মেইন পাওয়ার থেকে চার্জ করে মোটরে ভরা হয়। সেটা হলো পার্থিব জগতের কথা। এটা হলো অসীম জগতের কথা। তোমাদের ব্যাটারী তো ৫ হাজার বছর ধরে চলে। চলতে-চলতে আবার টিলে হয়ে যায়। বুঝতে পারা যায়- একদম শেষ হয় না, কিছু না কিছু থাকে। যেসকল টর্চে ডিম (জ্বালান) হয়ে যায় যে না! আত্মা তো হলোই এই শরীরের ব্যাটারী। এটাও ডাল (নিষ্প্রভ) হয়ে যায়। ব্যাটারী এই শরীর থেকে বেরিয়েও যায়, তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় মোটরে গিয়ে পড়ে। ৮৪ মোটরে থাকে রাখা হয়। তাই বাবা এখন বলেন, তোমরা এখন কতো ডালহেড পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছো। এখন আবার নিজের ব্যাটারীকে পূর্ণ করো। বাবার স্মরণ ব্যাভীত আত্মা কখনো পবিত্র হতে পারে না। একজনই সর্বশক্তিমান বাবা আছেন, যাঁর সাথে যোগ যুক্ত হতে হয়। বাবা স্বয়ং নিজের পরিচয় দেন যে আমি কে, কী রকম। কীভাবে তোমাদের ব্যাটারী ডাল হয়ে যায়। আমি এখন তোমাদের রায় দিই- আমাকে স্মরণ করো, তবে ব্যাটারী সতোপ্রধান ফার্স্টক্লাস হয়ে যাবে। পবিত্র হলে আত্মা ২৪ ক্যারেট হয়ে যায়। এখন তোমরা অ্যালয় বা মিশ্র ধাতু হয়ে গেছো। শক্তি একদম নিঃশেষ হয়ে গেছে। সেই শোভা আর নেই। এখন বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন- *বাচ্চারা, মূখ্য ব্যাপার হলো স্মরণে থাকা, পবিত্র হয়ে ওঠা*। তা না হলে ব্যাটারী পূর্ণ হবে না। যোগ যুক্ত হতে পারবে না। যদিও মোরগের মতো জ্ঞানী (অন্যদের জাগিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়ে) তো অনেকেই আছে। জ্ঞান যদিও প্রদান করে, কিন্তু সেই অবস্থা নেই। এখানে খুব মগ্ন হয়ে অনুভব শোনায়। ভিতরে-ভিতরে দন্ধ হতে থাকে। আমি যে অবস্থা বর্ণনা করছি সেই অবস্থা তো আমার নেইই। কেউ আবার যোগী তুমি আত্মা বাচ্চাও আছে। বাবা তো বাচ্চাদের মহিমার খুবই সুখ্যাতি করেন। বাবা বলেন- বাচ্চারা, তোমরা হলে খুবই ভাগ্যশালী। তোমাদের তো এতো ঝগড়া নেই। যাদের অনেক বাচ্চা থাকে তাদের বন্ধনও থাকে। বাবার কতো পরিমাণ বাচ্চা আছে। সকলকে সামলানো দেখা-শুনা করতে হয়। বাবাকেও স্মরণ করতে হবে। প্রিয়তমের স্মরণ তো একদম দৃঢ় হওয়া উচিত। ভক্তি মার্গে তো তোমরা বাবাকে কতো স্মরণ করে এসেছো- হে ভগবান, পূজাও সর্বপ্রথমে ঐনার করো। প্রথমে নিরাকার ভগবানকেই করে। এমন নয় যে সেই সময় তোমরা আত্ম- অভিমানী হয়ে থাকো। আত্ম- অভিমানী কী আর পূজা করবে! বাবা বোঝান, সর্বপ্রথম ভক্তি শুরু হয় তো প্রথমে এক বাবাকেই পূজা করে। একমাত্র শিবকেই পূজা করত। যেমন রাজা- রাণী, তেমনই প্রজা। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলেন ভগবান, ঐনাকেই স্মরণ করতে হবে। আর অন্যান্য যারাই আছে সবই হলো নীচে, ব্রহ্মা- বিষ্ণু- শঙ্করকেও স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ পিতাকে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু ড্রামার পার্ট এরকম যে, তোমরা নীচে নামার জন্য বাধ্য। বাবা বোঝান তোমরা

কীভাবে নীচে নামো। প্রত্যেক কথা ইত্যাদিতে শেষ পর্যন্ত উপর থেকে নীচে পর্যন্ত বাবা বোঝান। ভক্তিও প্রথমে সত্যপ্রধান তারপর সত্য-রজো-তমো হয়। এখন তোমরা আবার সত্যপ্রধান হচ্ছে, এতেই পরিশ্রম করতে হয়। পবিত্র হতে হবে। নিজেকে দেখতে হবে, কোথাও তো মায়া ধোঁকা দিচ্ছে না তো ? আমার ক্রিমিনাল আই হয়ে যাচ্ছে না তো ? কোনো পাপের ভাবনা আসছে না তো ? গায়ন আছে প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তবে তো তাঁর সন্তান ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীরা বোন- ভাই দাঁড়াল, তাই না!

এখানের ব্রাহ্মণরাও নিজেকে ব্রহ্মার সন্তান বলে থাকে। তোমরাও ব্রাহ্মণ ভাই-বোন হলে তাই না ! তবে বিকারী দৃষ্টি কেন রাখো। ব্রাহ্মণদের তোমরা ভালো ভাবে দৃষ্টি দিতে পারো। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ- ব্রাহ্মণী হয়ে আবার দেবতা হয়ে ওঠে। বলেও যে বাবা এসে ব্রাহ্মণ দেবী- দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। এটা বোঝার ব্যাপার যে না। আমরা ব্রহ্মার সন্তান ভাই - বোন হয়ে গেলাম তো কখনো কুদৃষ্টি যাওয়া উচিত নয়। ওকে থামাতে হয়। এও যে হলো আমাদের মিষ্টি বোন। সেই লভ থাকা চাই। যেমন ব্লাড কানেকশনে লভ (ভালোবাসা) থাকে, সেটা পরিবর্তিত হয়ে আত্মিক হয়ে যায়। এতে খুবই পরিশ্রম হয়। এটাই হল সহজ স্মরণ। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বিকারের দৃষ্টি রাখতে পারবে না। বাবা বুঝিয়েছেন- এই চোখ খুবই ধোঁকা দেওয়ার, তাকে পরিবর্তন করতে হবে। আমরা হলাম আত্মা। এখন তো আমরা হলাম শিববাবার বাচ্চা। অ্যাডস্ট করা ভাই - বোন হলাম। আমরা নিজেদের বি.কে. বলে থাকি। আচার আচরণে পার্থক্য তো এসে যায়, তাই না! টিচারের কাজ হলো ক্লাসে সকলকে জিজ্ঞাসা করা - তোমরা কী মনে করো আমাদের ভাই- বোনের দৃষ্টি থাকে, নাকি কিছু চঞ্চলতা হতে থাকে ? সত্য পিতার সম্মুখে সত্য না বললে, মিথ্যা যদি বলো, তবে খুবই দন্ড পেতে হবে। কোটির মধ্যে প্রতিজ্ঞা রাখে ! সত্য ঈশ্বর পিতার সম্মুখে সত্য বলবে। সত্য পিতার বাচ্চারাও সত্য হবে। বাবা হলেন সত্য যে। তিনি সত্যই বলেন। এছাড়া সব হলো গল্পকথা। শ্রী শ্রী ১০৮ নিজেকে বলে, বাস্তবে এটা তমালা, যা জপ করে। বৌদ্ধদেরও মালা, খ্রীষ্টানদেরও মালা হয়। প্রত্যেকে নিজের ঢঙে মালা জপ করে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, বলা ১০৮ এর যে মালা আছে তার উপরে ফুল তো হলো নিরাকার। ওঁনাকেই সকলে স্মরণ করে। ওঁনার স্মরণেই আমরা স্বর্গের পাটরাণী অথবা মহারাণী হই। নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়া - এটা হলো সূর্যবংশী মখমলের পাটরাণী হওয়া আবার খাদিরই হয়ে যায়। তাই এরকম ধরনের পয়েন্টস্ বুদ্ধিতে রেখে তারপর বুঝতে হবে। আবার তোমাদের নাম খুব উজ্জ্বল হয়ে যাবে। কথা বলতে শেরনী বা বাঘিনী হও। তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা। অনেক প্রকারের সেনারা আছে যে না। সেখানেও তোমরা গিয়ে দেখো কি শেখাও। লক্ষ মানুষ যায়। বাবা বুঝিয়েছেন- ক্রিমিনাল আই খুবই ধোঁকা দিতে পারে। নিজের অবস্থাকে বর্ণনা করা উচিত (আত্ম সমালোচনা)। অনুভব শোনানো উচিত - আমি বাড়ীতে কীভাবে থাকি ? অবস্থার উপর কি প্রভাব পড়ে ? ডায়েরী রাখো- কতোটা সময় এই অবস্থায় থাকতে পারি ? বাবা বোঝান জোরালো হয়ে মায়াও জোরদার হয়ে লড়াই করে। যুদ্ধের ময়দান যে। মায়া খুবই বলবান। মায়া অর্থাৎ ৫ বিকার। ধনকে সম্পত্তি বলা হয়, যার কাছে বেশী সম্পত্তি থাকে, অজামিলও সে-ই বেশী হয়। বাবা বলেন- সর্বপ্রথমে তোমরা বেশ্যাদের তো বাঁচাও। তবে তারা আবার নিজেদের অ্যাসোসিয়েশন তৈরী করবে। আমাদের তো বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের শিবালয়ের মালিক করতে এসেছি। এটা হলো অন্তিম জন্ম। বেশ্যাদের বোঝানো উচিত- তোমাদের নামের কারণে ভারতের এতো আত্মা চলে গেছে। এখন বাবা এসেছেন শিবালয়ে নিয়ে যেতে। আমরা শ্রীমত অনুযায়ী এসেছি তোমার কাছে। এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। ভারতের নাম উজ্জ্বল করো, আমাদের মতোন করে। আমরাও বাবাকে স্মরণ করার ফলে পবিত্র হচ্ছি। তোমরাও এক জন্ম ঘৃণ্য কাজ ছেড়ে দাও। করুণা তো করতে হবে যে না। তারপর তোমাদের নাম খুব উজ্জ্বল হয়ে যাবে। বলবে এর মধ্যে তো এই রকম শক্তি আছে যা এরকম নোংরা ব্যবসা, এর থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সকলের অ্যাসোসিয়েশন আছে। তোমরা নিজেদের অ্যাসোসিয়েশন তৈরী করে গভর্নমেন্টের থেকে যা সাহায্য দরকার চাইলে নিতে পারো। তাই এখন এরকম ঘৃণ্য (ছিঃ ছিঃ) যারা ভারতের নাম বদনাম করেছে, তাদের সেবা করো। তোমাদেরও ইউনিয়ন খুব দৃঢ় হওয়া উচিত। যা ১০-১২ জন নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে গিয়ে বোঝাবে। মাতা'রাও ভালো। কোনো নূতন যুগল হলে, বলে আমরা পবিত্র থাকি। পবিত্র থাকলেই বিশ্বের মালিক হয়ে উঠবো। তবে কেন পবিত্র হবো না। সকলেই ঝাঁকে- ঝাঁকে যাবে। খুবই নম্রতার সাথে গিয়ে বলতে হবে, আমরা আপনাদের পরমপিতা পরমাত্মার ঈশ্বরীয় সংবাদ দিতে এসেছি। এখন বিনাশ সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা বলেন আমি সকলকে উদ্ধার করতে এসেছি। তোমরাও এই এক জন্ম বিকারে যেও না। তোমরা বোঝাতে পারো আমরা অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার- কুমারীরা নিজেদেরই তন-মন-ধন দ্বারা সার্ভিস করে থাকি। আমরা ভিক্ষা তো চাই না। ঈশ্বরের বাচ্চা। এরকম সব প্ল্যান তৈরী করো। এরকম না যে তোমরা সাহায্য করতে পারবে না। এরকম কাজ করো যাতে বাঃ- বাঃ হয়। হাজার জন সাহায্যকারী বেরিয়ে আসবে। এরকম নিজেদের সংগঠন তৈরী করো। মুখ্য যারা তাদের নির্বাচিত করো, সেমিনার করো। বাচ্চাদের সামলাতে পারবে এই রকম অনেক তো বেরিয়ে আসতে

পারে। তোমরা ঈশ্বরীয় সার্ভিসে লেগে যাও। এরকম প্র্যাকটিক্যাল হওয়া উচিত যে, শীঘ্রই সার্ভিসে বেরিয়ে যাবে। এক দিকে এই সার্ভিস আর দ্বিতীয় কথা হলো গীতার, এই ব্যাপার গুলি মিলিয়ে নিয়ে ধরো। তোমরা পড়াশুনা করোই এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য। তাই এখানে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ থাকা উচিত নয়। যদি কেউ বাবার কাছে গোপন করো, সত্যি না বলো, তবেও নিজের লোকসান করো আরোই শতগুণ পাপ চড়ে যায়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আমরা হলাম মিষ্টি বাবার সন্তান, নিজেদের মধ্যে বোন- ভাই হয়ে থাকতে হবে। কখনো বিকারের দৃষ্টি রাখতে নেই। দৃষ্টিতে কোনো চঞ্চলতার থাকলে রুহানী সার্জেনকে সত্যি বলতে হবে।

২) কখনো নিজেদের মধ্যে মতভেদে যেতে নেই। বড় মনের হয়ে সার্ভিস করতে হবে। নিজের তন-মন-ধনের দ্বারা, খুবই নম্রতার সাথে সেবা করে সকলকে বাবার পরিচয় বা ঈশ্বরীয় সংবাদ দিতে হবে।

বরদানঃ- নিজের শ্রেষ্ঠ জীবন দ্বারা পরমাত্মা জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফ্রফ প্রদানকারী মায়া ফ্রফ হও*
নিজেকে পরমাত্মা জ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা ফ্রফ মনে করলে মায়া ফ্রফ হয়ে যাবে। প্রত্যক্ষ ফ্রফ হলো - তোমাদের শ্রেষ্ঠ পবিত্র জীবন। সবচেয়ে বড় অসম্ভব থেকে সম্ভব হওয়ার মতো বিষয় হল - প্রবৃত্তিতে থেকে পর-বৃত্তিতে থাকা। দেহ আর দেহের দুনিয়ার সম্বন্ধের উর্ধ্ব বা পৃথক ভাবে থাকা। পুরানো শরীরের চক্ষুর দ্বারা পুরানো দুনিয়ার বস্তু সমূহকে দেখেও না দেখা, অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্র জীবনে চলা। এটাই হল পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য মায়া ফ্রফ হওয়ার সহজ সাধন।

স্লোগানঃ- অ্যাটেনশন রূপী পাহাড়াদার যদি ঠিক থাকে, তবে অতীন্দ্রিয় সুখের ধন ভান্ডার কখনো হারাবে না।*

ডবল বিদেশি বাচ্চাদের সাথে বাপদাদার আধ্যাত্মিক বার্তালাপ

আজ বাপদাদা চারিদিকের ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বতনে ইমার্জ করে সব বাচ্চার বিশেষত্ব দেখছিলেন। কারণ সব বাচ্চাই বিশেষ আত্মা। তাইতো বাবার হয়েছে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হয়েছে। বিশেষ সবাই, কিন্তু নম্বরানুক্রমিক তো বলবে ! সেইজন্য আজ বাপদাদা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বিশেষভাবে দেখছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকের বিভিন্ন রীতি-নীতি এবং মান্যতা থাকলেও এক মান্যতায় একমতের হয়ে গেছ তোমরা। বাপদাদা মেজরিটিতে দুটো বিশেষ বিশেষত্ব দেখছিলেন। এক তো স্নেহের সম্বন্ধে খুব তাড়াতাড়ি স্থিরবুদ্ধি হয়েছে। স্নেহের সম্বন্ধ, ঈশ্বরীয় পরিবারের এবং বাবার হওয়াতে তোমাদের ভালো সহযোগ দিয়েছে। সুতরাং, এক স্নেহে আসার বিশেষত্ব, দুই, স্নেহের কারণে পরিবর্তন-শক্তি সহজভাবে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল জীবনে রাখা। স্ব-পরিবর্তন আর সেইসঙ্গে নিজ-সমদের পরিবর্তনে একমনা হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং স্নেহের শক্তি আর পরিবর্তন করার শক্তি এই দুই বিশেষত্ব সাহস তথা মনোবলের সাথে ধারণ করে ভালো প্রমাণ দেখাচ্ছে।

আজ বতনে বাপদাদা নিজেদের মধ্যে বাচ্চাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে অধ্যাত্ম বার্তালাপ করছিলেন। এখন এই বছরের অব্যক্ত'র ব্যক্ত মিলনের সীজন বলো বা মিলন মেলা, সমাপ্ত হয়ে এসেছে, সেইজন্য বাপদাদা সবার রেজাল্ট দেখছিলেন। সাধারণতঃ, অব্যক্ত রূপে অব্যক্ত স্থিতিতে মিলন তো আছেই আর সদা থাকবেও। কিন্তু সাকার রূপ দ্বারা মিলনের সময় নির্ধারণ করতে হয় এবং এতে সময়-সীমাও ধার্য করতে হয়। অব্যক্ত রূপে মিলনে সময়ের কোনও সীমা নেই, যে যতটা চায় মিলন উদযাপন করতে পারে। অব্যক্ত শক্তির অনুভূতি করে তুমি নিজেকে এবং সেবাকে সদা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো। যদিও নির্ধারিত সময় অনুসারে এই বছরের এই সীজন সমাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু তোমাদের সমাপ্তি নয়, তোমরা সম্পন্ন হচ্ছে। মিলন হওয়া অর্থাৎ সমান হওয়া। সমান হয়েছে, তাই না ! অতএব, সমাপ্তি নয়, যতই সীজনের সময় সমাপ্ত হয়ে আসুক না কেন তোমরা কিন্তু সমান আর সম্পন্ন হয়ে গেছ। সেইজন্য বাপদাদা চারিদিকের ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বতনে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছিলেন। কারণ সাকারে তো কেউ আসতে পারে, কেউ নাও আসতে পারে, সেইজন্য তোমরা নিজের চিত্র অথবা পত্র পাঠিয়ে দাও। কিন্তু অব্যক্ত রূপে বাপদাদা চারিদিকের সংগঠনকে সহজে ইমার্জ করতে পারেন। যদি সবাইকে এখানে আমন্ত্রণ জানাতেন, তাহলে আসা-থাকার সব বন্দোবস্ত বা সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন হতো। অব্যক্ত বতনে তো এই স্থূল সাধনের কোনও আবশ্যকতা নেই। ওখানে যে শুধু ডবল বিদেশি তা' নয়, বরং সমগ্র ভারতের বাচ্চাদেরও একত্রিত করলে এমন মনে হবে যেন অসীম জগতের অব্যক্ত বতন। ওখানে যত লাখই হোক না কেন, তবুও এমনই মনে হবে যেন ছোট একটা সংগঠন দেখছ ! সেইজন্য আজ বতনে শুধু ডবল বিদেশিদের ইমার্জ করেছিলেন।

বাপদাদা দেখছিলেন যে ভিন্ন ভিন্ন রীতি-রেওয়াজ হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে ভালো উন্নতি করেছে। মেজরিটি উৎসাহ-উদ্দীপনায় এগিয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খেলা দেখায় ঠিকই, কিন্তু রেজাল্টে বাবা এই প্রভেদ দেখেছেন যে গত বছরও পর্যন্ত তোমরা অনেক কনফিউজড হতে। কিন্তু এই বছরের রেজাল্টে বাবা দেখেছেন অনেক বাচ্চা বিগত বছরের থেকে শক্তিশালী। কিছু কিছু বাচ্চা বাপদাদাকে তাদের খেলা দেখায়, তিনি এমনও দেখেছেন। তোমরা কনফিউজ হওয়ার খেলাও কর, তাই না ! সেই সময়ের ভিডিও তুলে যদি বসে দেখ তাহলে একেবারে ড্রামা বলে তোমাদের মনে হবে। যেমনই হোক, আগের চেয়ে অন্যরকম ছিল। এখন যারা অনুভাবী হয়েছে, তারা গম্ভীর হয়েছে অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে। তাইতো রেজাল্টে বাবা দেখেছেন পড়াশোনার প্রতি তোমাদের অনুরাগ আর স্বরণে থাকার উৎসাহ আলাদা রীতি-রেওয়াজ মান্যতা সহজে বদলে দেয়। ভারতবাসীর পরিবর্তন হওয়া সহজ। তারা দেবতাদের জানে, শাস্ত্রের মন্ত্র নলেজ আছে তাদের, আর সেইজন্য মান্যতা ভারতবাসীর কাছে ততো নতুন নয়। তবুও, চারিদিকের টোটাল বাচ্চাদের মধ্যে এমন নিশ্চয়বুদ্ধি, অটল, অনড় বাচ্চাদের দেখেছেন। এমন নিশ্চয়বুদ্ধি যে অন্যকেও নিশ্চয়বুদ্ধি বানানোতে এক্সাম্পল হয়ে উঠেছে। প্রবৃত্তিতে থেকেও পাওয়ারফুল সঙ্কল্পের দ্বারা দৃষ্টি, বৃত্তি পরিবর্তন করে নেয়। বাবা সেই বিশেষ রত্নও দেখেছেন। কিছু এমন বাচ্চাও আছে যারা যতই নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী অল্পকালের সাধনে, অল্পকালের সুখে নিমজ্জিত ছিল, সেইরকম বাচ্চারাও দিন-রাতের পরিবর্তনে তীব্র পুরুষার্থীদের লাইনে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে। যদিও তারা তেমন বেশি নয়, কিন্তু তবুও তারা ভালো। যেমন বাপদাদা 'ঝটকু'র দৃষ্টান্ত দেন, *ঝটকু অর্থাৎ এক ঝটকায় (লহমায়) যে সমর্পিত হয়।* এইরকম মন থেকে ত্যাগের সঙ্কল্প করার পর তোমাদের চোখও পিছনে ফিরে দেখে

না, সেইরকমও ছিল। আজ টোটাল রেজাল্ট দেখছিলেন। শক্তিশালী আত্মাদের দেখে বাপদাদা স্মিতহাস্যে ব্রহ্মার দু ধরণের রচনার গায়ন কীভাবে হয়, সেই সম্বন্ধে অন্তরঙ্গভাবে মনখোলা আলাপচারিতা করছিলেন। এক, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ বেরিয়েছে। আর দ্বিতীয় রচনা-ব্রহ্মা সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেছেন। সেইজন্য ব্রহ্মাবাবা বহু সময় ধরে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সঙ্কল্প করেছেন! যদিও বাপদাদা উভয়েই আছেন, তবুও শিববাবার রচনা বলা যাবে না। শিববংশী বলা হবে। শিবকুমার শিবকুমারী বলা হবে না। ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলা হবে। সুতরাং ব্রহ্মা বিশেষ শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা তোমাদের আহ্বান জানিয়েছেন অর্থাৎ রচনা রচেন। তাইতো ব্রহ্মার এই শক্তিশালী সঙ্কল্পের আহ্বান দ্বারা তোমরা এখানে পৌঁছে গেছ।

সঙ্কল্পের রচনাও কম নয়। সঙ্কল্প শক্তিশালী ছিল, কারণ বিভিন্ন পর্দার আড়াল থেকে বাচ্চাদের নিজের পরিবারে নিয়ে আসার ছিল, শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সঙ্কল্প তোমাদের অনুপ্রাণিত করে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, সেইজন্য এই শক্তিশালী সঙ্কল্পের রচনাও শক্তিশালী। তোমাদের মধ্যে কারও কারও অনুভবও হয়েছে বুদ্ধিকে কেউ যেন বিশেষ প্রেরণা দিয়ে কাছে নিয়ে আসছে। ব্রহ্মার শক্তিশালী সঙ্কল্পের কারণে ব্রহ্মার চিত্র দেখতেই চেতনার অনুভব হয়। চৈতন্য সম্বন্ধের অনুভব দ্বারা তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ। তাইতো বাপদাদা রচনা দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। তোমরা এখন আরো শক্তিশালী রচনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে থাকবে। ডবল বিদেশিদের সেবার সময় অনুসারে এখন শৈশবের সময় সমাপ্ত হয়েছে। এখন অনুভাবী হয়ে অন্যকেও অনড়, অটল বানানোর অনুভব করার সময়। এখন খেলার সময় সমাপ্ত হয়েছে, এখন সদা শক্তিশালী হয়ে নির্বল আত্মাদের শক্তিশালী বানাও। তোমাদের মধ্যে যদি নির্বলের সংস্কার থাকে তাহলে তোমরা অন্যকেও নির্বল বানাবে। সময় কম আর সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক রচনা আসতে চলেছে। এই সংখ্যাতেই খুশি হয়োনা যে অনেক হয়ে গেছে। এখন সংখ্যাবৃদ্ধি তো হওয়ারই আছে। কিন্তু তোমরা যত সময় পালনা নিয়েছ আর যে বিধিতে তোমরা পালনা নিয়েছ, এখন তা পরিবর্তন হতে থাকবে।

যেমন, যারা গোল্ডেন জুবিলির তারা ৫০ বছরে যে পালনা লাভ করেছে তাদের সঙ্গে সিলভার জুবিলির পালনার তারতম্য তো ছিল, তাই না! সেইভাবে যারা পরে আসবে তাদের মধ্যে প্রভেদ হতে থাকবে। সুতরাং অল্প সময়ে তাদের শক্তিশালী বানাতে হবে। যেমনই হোক, তাদের শ্রেষ্ঠ ভাবনা তো থাকবেই। কিন্তু তোমাদেরও সবাইকে এইরকম অল্প সময়ের মধ্যে আওয়ান বাচ্চাদের নিজেদের সম্বন্ধ আর সম্পর্কের সহযোগ দিতে হবে, যাতে তারা সহজে এগিয়ে যাওয়ার প্রবল উৎসাহ আর সাহস পায়। এখন এই সেবা বর্ধিত হতে চলেছে। এখন শুধু নিজের জন্য শক্তি সঞ্চয় করার সময় নয়। বরং নিজের সাথে অন্যদের জন্যও শক্তি এতটাই সঞ্চয় করতে হবে যাতে অন্যদেরও সহযোগ দিতে পারো। শুধু সহযোগ গ্রহণকারী নয়, বরং সহযোগ দানকারী হতে হবে। যাদের দু'বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এখানে, তাদের ক্ষেত্রে সেইসঙ্গে সেবাধারীরও অনুভব করতে হবে। সেবাধারীর শুধু কোর্স করানো কিংবা ভাষণ দেওয়াই নয়, সেবাধারী অর্থাৎ সদা উৎসাহ-উদ্দীপনার সহযোগ দেওয়া। শক্তিশালী বানানোর সহযোগ দেওয়া। অল্প সময়ে সব সাবজেক্টস পাস করতে হবে। এইরকম তীব্রগতিতে করবে তবে তো গন্তব্যে পৌঁছাবে, তাই না! সেইজন্য পরস্পরের সহযোগী হতে হবে। পরস্পরের যোগী হয়ো না। একে অন্যের সঙ্গে যোগ শুরু করোনা। সহযোগী আত্মা সদা সহযোগ দ্বারা বাবার সমীপ আর সমান বানায়। নিজসম নয়, বরং অন্যদের বাবা সমান বানাতে হবে। নিজের মধ্যে যা যা দুর্বলতা আছে তা এখানেই ছেড়ে যাও। নিজেদের সঙ্গে বিদেশে নিয়ে যেও না। শক্তিশালী আত্মা হয়ে শক্তিশালী বানাতে হবে। এই বিশেষ দৃঢ় সঙ্কল্প সদা স্মৃতিতে থাকতে দাও। আচ্ছা!

বাবা চারিদিকের সব বাচ্চাকে বিশেষ স্নেহ সম্পন্ন স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। সদা স্নেহী, সদা সহযোগী আর শক্তিশালী এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

সবার এই খুশি আছে যে, ভ্যারাইটি হওয়া সত্ত্বেও তোমরা একের হয়ে গেছ, তাই না! এখন আলাদা আলাদা মত নেই। একই ঈশ্বরীয় মত অনুসরণকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা। ব্রাহ্মণের ভাষাও একই। তোমরা এক বাবার হয়েছ আর বাবার নলেজ অন্যদেরও দিয়ে সবাইকে এক বাবার বানাতে হবে। কতো বড় শ্রেষ্ঠ পরিবার! যেখানে যাও, যে দেশেই যাও, তোমাদের এই নেশা থাকে - আমার নিজের ঘর। সেবাস্থান অর্থাৎ নিজের ঘর। এমন কেউই হবে না যার এত ঘর আছে। যদি তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করে, আপনাদের পরিচিতরা কোথায় কোথায় থাকেন? তখন বলবে সারা ওয়ার্ল্ডে। যেখানেই যাও, নিজেরই পরিবার। কতো অসীম! যার অধিকারী হয়ে গেছ তোমরা! সেবাধারী হয়ে গেছ। সেবাধারী হওয়া অর্থাৎ অধিকারী হওয়া। তোমাদের এই অসীম, আধ্যাত্মিক খুশি থাকে। এখন প্রত্যেক স্থান আপন শক্তিশালী স্থিতি দ্বারা বিস্তারপ্রাপ্ত হচ্ছে। প্রথমে সামান্য পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয়। তারপরে যখন কিছু এক্সাম্পল তৈরি হয়, তখন

তাদের দেখে অন্যেরা সহজে এগিয়ে যেতে থাকে।

বাপদাদা সব বাচ্চাকে এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের স্মৃতি মনে করিয়ে দেন, নিজেও সদা স্মরণ আর সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাক, খুশির সাথে তীব্রগতিতে সামনে এগিয়ে চলো এবং অন্যদেরও এইরকমই উৎসাহ-উদ্দীপনায় এগিয়ে নিয়ে যাও, আর চারিদিকের যারা সাকারে এখানে এসে পৌঁছায়নি তাদের চিত্র ও পত্র সব বাবার কাছে পৌঁছেছে। সবার রেসপন্সে বাপদাদা সবাইকে পদমাপদম গুনে হৃদয়ের স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। এখন যত উৎসাহ-উদ্দীপনা, খুশি আছে তার থেকে আরও পদম গুন বাড়ো। কেউ কেউ নিজের দুর্বলতার সমাচারও লিখেছে, তাদেরকে বাপদাদা বলেন, বাবাকে লেখা অর্থাৎ বাবাকে দিয়েছ। সুতরাং যে জিনিস একবার দিয়ে দেওয়া হয় সেটা নিজের কাছে থাকতে পারে না। যদি দুর্বলতা দিয়ে দাও তাহলে তা' সঙ্কল্পেও এলো না। তৃতীয়তঃ, কখনও নিজের কোনও সংস্কার বা সংগঠনের সংস্কার অথবা বায়ুমন্ডলের অস্থিরতায় নিরুৎসাহ হয়োনা। বাবাকে সদা কন্সাইন্ড রূপে অনুভব কর আর ভল্লোৎসাহের অবস্থা থেকে শক্তিশালী হয়ে সামনে উড়তে থাক। হিসেব-নিকেশ চুকে যাওয়া অর্থাৎ বোঝা নেমে গেল। খুশির সাথে অতীতের বোঝা নিরন্তর ভস্ম করে যাও। বাপদাদা সবসময় বাচ্চাদের সহযোগী। বেশি ভেবো না। ব্যর্থ ভাবনাও দুর্বল করে দেয়। যার মধ্যে ব্যর্থ সঙ্কল্প বেশি চলে সে দু'চারবার মুরলী পড়। মনন কর, পড়ে যাও। কোন না কোন পয়েন্ট বুদ্ধিতে বসে যাবে। শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তি নিরন্তর জমা করতে থাকলে তবেই ব্যর্থ শেষ হয়ে যাবে। বুঝেছ!

বাপদাদার বিশেষ প্রেরণা

সর্বত্র, দেশে বা বিদেশে এমন অনেক ছোট ছোট জায়গা আছে, এখনকার সময় অনুসারে সাধারণ কিন্তু রত্ন-ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ বাচ্চারা আছে। এইরকম অনেকে আছে যারা নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদের তাদের পক্ষ হয়ে সফরে বের হওয়ার আশা দেখছে, দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু আশা পূর্ণ হচ্ছে না। সেই আশাও বাপদাদা পূরণ করছেন। মহারথী বাচ্চাদের জন্য বিশেষ প্ল্যান বানাও, যাতে চারিদিকে যারা আশার দীপক হয়ে তৈরি রয়েছে, সেই দীপক জ্বালাতে যেতে হবে। আশার দীপক জ্বালানোর জন্য বাপদাদা বিশেষ সময় দিচ্ছেন। তোমরা সব মহারথী মিলে বিভিন্ন এরিয়া ভাগ করে, গ্রামের বাচ্চাদের কাছে যাও, যাদের কাছে সময়ের কারণে যেতে পারনি, তাদের আশা পূরণ করতে হবে। মুখ্য স্থানগুলোতে তো তোমরা যাওই, কারণ তাদের বড়-বড়ো প্রোগ্রাম থাকে, কিন্তু ছোট ছোট স্থানগুলোতে তাদের যথাশক্তি অনুযায়ী যে প্রোগ্রাম করে সেটাই তাদের বড় প্রোগ্রাম। তাদের ভাবনাই সবচেয়ে বড় ফাংশন। বাপদাদার কাছে এইরকম অনেক বাচ্চার বহু দিনের আর্জি ফাইলে পড়ে আছে। এই ফাইলও বাপদাদা সম্পূর্ণ করতে চান, মহারথী বাচ্চাদের চক্রবর্তী হওয়ার বিশেষ চান্স দিচ্ছেন। পরে এইরকম ব'লো না - সব জায়গায় দাদী যাবেন। না, যদি একই দাদী সবদিকে যাবেন তাহলে তো পাঁচ বছর লেগে যাবে। আর তারপরে পাঁচ বছর যদি বাপদাদা না আসেন, সেটাতে তোমরা রাজী তো? বাপদাদার সীজন এখানে হবে, আর দাদী সফরে যাবেন, এটা ভালোও হবে না, সেইজন্য মহারথীদের জন্য প্রোগ্রাম বানানো প্রয়োজন। যেখানে কেউ যায়নি, সেখানে যাওয়ার প্রোগ্রাম বানাও এবং এই বছর বিশেষভাবে তোমরা যেখানেই যাবে, একদিন বাইরের সেবা করো, একদিন ব্রাহ্মণদের জন্য তপস্যার প্রোগ্রাম - এই দুই প্রোগ্রাম অবশ্যই থাকবে। শুধু ফাংশনে গিয়ে দৌড়াপ করে ফিরে এসো না। যতটা পারো এমন প্রোগ্রাম বানাও যাতে ব্রাহ্মণদের বিশেষ রিফ্রেশমেন্ট হয়। সেইসঙ্গে এমন প্রোগ্রাম বানাও যার সাথে ভি.আই. পি.দেরও তোমরা সম্পর্কে জুড়তে পারো, কিন্তু প্রোগ্রাম শর্ট হবে। আগে থেকেই এমন প্রোগ্রাম বানাবে যাতে ব্রাহ্মণরাও বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার শক্তি পেতে পারে আর নির্বিল্ল হওয়ার সাহস ও প্রবল উৎসাহে ভরপুর হতে পারে। সেইজন্য বাবা চারিদিকের সফরে বের হওয়ার প্রোগ্রাম বানানোর জন্যও তোমাদের বিশেষ সময় দিচ্ছেন, কারণ সময় অনুসারে সার্কমস্ট্যান্ড ও বদলাচ্ছে আর বদলাতেও থাকবে। সেইজন্য ফাইলকে নিষ্পন্ন করতে হবে। আচ্ছা।

বরদান:- আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ স্থিতি দ্বারা অধ্যাত্ম বাতাবরণ তৈরি করে সহজ পুরুষার্থী ভব*
আধ্যাত্মিকতার স্থিতি দ্বারা নিজের সেবাকেন্দ্রের এমন অধ্যাত্ম বাতাবরণ বানাও যার দ্বারা নিজের এবং যারা আসতে চলেছে সেই আত্মাদের সহজ উন্নতি হতে পারে, কারণ যারাই বাইরে থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে আসে, তাদের একট্রা সহযোগের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য তাদের আধ্যাত্মিক বায়ুমন্ডলের সহযোগ দাও। সহজ পুরুষার্থী হও আর অন্যকেও বানাও। যারা আসতে চলেছে সেই প্রত্যেক আত্মার অনুভব হতে দাও, এই স্থান সহজেই উন্নতি-প্রাপ্তির স্থান।

স্লোগান:- বরদানী হয়ে শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার বরদান দিতে থাক।*

০৫-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- একান্তের অর্থ কি? একান্তে বসে তোমাদের কি অনুভব করতে হবে?

উত্তর:- একান্তের অর্থ একের স্মরণে থেকেই এই শরীরের অন্ত হোক অর্থাৎ একান্তে বসে এমন অনুভব করো যে, আমি আত্মা এই শরীর পরিত্যাগ করে বাবার নিকটে চলে যাচ্ছি। আর কিছুই যেন স্মরণে না থাকে। বসে-বসে অশরীরী হয়ে যাও। যেন আমরা এই শরীরের ভাব থেকে মরে গেছি। ব্যস, আমরা হলাম আত্মা, শিববাবার সন্তান, এই অভ্যাসের দ্বারা দেহ-অভিমান ভেঙে যাবে।

ওম্ শান্তি। বাবা সর্বপ্রথমে বাচ্চাদের বোঝান যে -- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, যখন এখানে বসো তখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর কোনদিকে বুদ্ধি যাওয়া উচিত নয়। বাচ্চারা, তোমরা একথা জানো যে, আমরা হলাম আত্মা। আমরা অর্থাৎ আত্মারা এই শরীরের দ্বারা (নিজ-নিজ) ভূমিকা পালন করি। আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী। বাচ্চারা, তাই তোমাদের দেহী-অভিমানী হয়ে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। আমরা অর্থাৎ আত্মারা চাইলে এই ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা কর্ম করিয়ে নেব অথবা নেব না। নিজেকে শরীর থেকে পৃথক মনে করা উচিত। বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো। দেহকে ভুলতে থাকো। আমরা আত্মারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট (স্বতন্ত্র)। একমাত্র অদ্বিতীয় পিতা ব্যতীত আর কাউকেই আমাদের স্মরণ করতে হবে না। জীবিত থেকেও মৃত-সদৃশ অবস্থায় (মরজীবা) থাকতে হবে। এখন বাবার সঙ্গেই আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। এছাড়া এই দুনিয়ার কাছে, ঘরের কাছে আমরা মৃতবৎ হয়ে গেছি। কথিতও রয়েছে তাই না! যে, 'তোমার মৃত্যুতে দুনিয়ার মৃত্যু'। কিন্তু এখন তোমাদের জীবিত থেকেও মৃতবৎ হয়ে থাকতে হবে। আমরা আত্মারা শিববাবার সন্তান। শরীরের অভিমান পরিত্যাগ করতে হবে। বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে কর এবং আমায় স্মরণ করো। দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করো। এ তো পুরানো শরীর, তাই না! পুরানো বস্তুকে পরিত্যাগ করে দেওয়া হয়, তাই না! নিজেকে আত্মা মনে করো। এখন তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে-করতে বাবার কাছে যেতে হবে। এমনভাবে (স্মরণ) করতে-করতে পুনরায় তোমাদের অভ্যাস হয়ে যাবে। এখন তোমাদের ঘরে যেতে হবে তবে কেন পুরানো দুনিয়াকে স্মরণ করবে? একান্তে বসে এভাবেই নিজের উপর পরিশ্রম করতে হবে। ভক্তিমার্গেও কুর্তুরির(ক্ষুদ্র কক্ষ) মধ্যে বসে মালা জপ করে, পূজা করে। তোমরাও এভাবেই একান্তে বসে প্রচেষ্টা করো, অভ্যাস হয়ে যাবে। মুখে তোমাদের কিছুই বলবার প্রয়োজন নেই। এ হলো বুদ্ধির বিষয়। শিববাবা হলেন শিক্ষাদাতা। ওঁনাকে পুরুষার্থ করতে হয় না। এই বাবা(ব্রহ্মা) পুরুষার্থ করেন, তিনি পুনরায় তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকেও বোঝান। যতখানি সম্ভব এভাবে বসে বিচার করো। এখন আমাদের নিজদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এ শরীরকে এখানেই ছেড়ে যেতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে এবং আয়ুও দীর্ঘ হবে। অন্তরে এমন চিন্তন চলতে থাকা উচিত। বাইরে অর্থাৎ মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। ভক্তিমার্গেও কেউ ব্রহ্মতত্ত্বকে অথবা কেউ শিবকে স্মরণ করে। কিন্তু তা কোন যথার্থ অর্থাৎ সঠিক স্মরণ নয়। বাবার পরিচয়ই জানা নেই তাহলে স্মরণ করবে কিভাবে? তোমরা এখন বাবার পরিচয় পেয়েছো। সকাল-সকাল উঠে একান্তে বসে এমনভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলতে থাকো। বিচারসাগর মন্থন করো এবং বাবাকে স্মরণ করো। আমরা এখন সত্য-সত্যই তোমার কোলে অতিশীঘ্র আসতে চলেছি। তা হলো আত্মিক কোল।

এমন-এমনভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বাবা এখন এসেছেন। বাবা প্রতি কল্পে এসে আমাদের রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো এবং চক্রকে স্মরণ করো। স্বদর্শন-চক্রধারী হতে হবে। বাবার মধ্যেই চক্রের সমগ্র জ্ঞান নিহিত রয়েছে। তিনি তা পুনরায় তোমাদের দেন। তোমাদের ত্রিকালদর্শী করছেন। ত্রিকাল অর্থাৎ আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা জানো। বাবা হলেন পরমাত্মা। ওঁনার শরীর নেই (বিদেহী)। এখন এই শরীরে(ব্রহ্মা) বসে তোমাদের বোঝান। এ হলো বিস্ময়কর কথা। ভগীরথের উপরেই বিরাজমান হবেন তাহলে তিনি অবশ্যই অন্য আত্মা। এঁনার(ব্রহ্মা) এটি বহুজন্মের অস্তিমজন্ম। যিনি নাস্তার ওয়ান পবিত্র, তিনিই নাস্তার ওয়ান পতিত হয়ে যান। তিনি নিজেকে ঈশ্বর, বিষ্ণু ইত্যাদি বলেন না। এখানে একটি আত্মাও পবিত্র নয়, সকলেই পতিত। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, এমন-এমনভাবে বিচারসাগর মন্থন করো তবেই তোমাদের খুশী বজায় থাকবে, এখানে একান্ততাও অবশ্যই চাই। একের স্মরণেই শরীরের অন্ত হয়, তাকেই বলা হয় একান্ত। এই চামড়া অর্থাৎ শরীর মুক্ত হয়ে যাবে। সন্ধ্যাসীরাও ব্রহ্মকে স্মরণ বা তত্ত্বকে স্মরণ করতে থাকে, আর সেই স্মরণে থাকতে-থাকতেই দেহ-অভিমান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ব্যস, আমাদের ব্রহ্মতে

বিলীন হতে হবে। এভাবে বসে পড়ে। তপস্যায় বসে-বসেই শরীর পরিত্যাগ করে। ভক্তিতে মানুষ অনেক হোঁচট(ধাক্কা) খায়। এখানে ধাক্কা খাওয়ার কোন কথাই নেই। কেবল স্মরণেই থাকতে হবে। পরে যেন কেউ স্মরণে না আসে। গৃহস্থী-জীবনে তো থাকতেই হবে। শুধু সময় বের করে নিতে হবে। স্টুডেন্টদের পড়ার শখ থাকে, তাই না! এ হলো অধ্যয়ন, নিজেদের আত্মা মনে না করার কারণে বাবা-শিক্ষক-গুরু সকলকেই ভুলে যায়। একান্তে বসে এমন-এমনভাবে বিচার-বিবেচনা করো। গৃহস্থের ঘরে ভাইব্রেশন ঠিক থাকে না। যদি পৃথক ব্যবস্থা থাকে তবে একটি কুঠুরির মধ্যে গিয়ে একান্তে বসে পড়ো। মাতারা তো দিনেও সময় পায়। বাচ্চারা স্কুলে চলে যায়। যতটা সময় পাবে তাতে এই প্রচেষ্টাই করতে থাকো। তোমাদের তো একটাই ঘর, বাবার তো কত-কতসংখ্যক দোকান(সেন্টার) রয়েছে, আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতেই থাকবে। মানুষের ব্যবসাদির (কাজ-কর্ম) চিন্তা থাকে, তখন তাদের নিদ্রাও উড়ে যায়। এও তো একপ্রকারের ব্যবসাই, তাই না! কত বড় মহাজনী কারবার। কত অধিকমাত্রায় লেন-দেন করা হয়। পুরানো শরীরাদি নিয়ে নতুন দেন, সকলকে পথ বলে দেন। এই ধান্দাও (ব্যবসা) ওঁনাকে করতে হয়। এ অনেক বড় ব্যবসা। ব্যবসায়ীর চিন্তা শুধু ব্যবসাতেই থাকে। বাবা(ব্রহ্মা) এমন-এমনভাবে অভ্যাস করেন তারপর বলেন --- এরকমভাবে করো। তোমরা যত বাবার স্মরণে থাকবে তখন স্বতঃই তোমাদের নিদ্রাভাব দূর হয়ে যাবে। রোজগারের সময় আত্মা অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করে। রোজগারের জন্য মানুষ রাতেও জাগে। সীজনে সারা রাত দোকান খোলা থাকে। তোমাদের উপার্জন রাতে এবং ভোরে (অমৃতবেলা) অত্যন্ত ভাল হয়। তোমরা স্বদর্শন-চক্রধারী হবে, ত্রিকালদর্শী হবে। ২১ জন্মের জন্য ধন-সম্পদ একত্রিত করে থাকে। মানুষ ধনবান হওয়ার উদ্দেশ্যেই পুরুষার্থ করে। তোমরাও বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে, শক্তি পাবে। স্মরণের যাত্রায় না থাকলে অত্যন্ত ক্ষতি হয়ে যাবে কারণ মাথার উপর পাপের বোঝা অনেক। এখন সঞ্চয় করতে হবে, একজনকেই স্মরণ করতে হবে আর ত্রিকালদর্শী হতে হবে। আধাকল্পের জন্য এই অবিনাশী ধন একত্রিত করতে হবে। এ অতি মূল্যবান। বিচারসাগর মন্থন করে রত্ন তুলে আনতে হবে। বাবা যেমন স্বয়ং করেন, তেমনই বাচ্চাদেরও যুক্তি বলে দেন। (বাচ্চারা) বলে -- বাবা, মায়ার অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা আসে।

বাবা বলেন -- যতখানি সম্ভব, নিজের রোজগার করে নিতে হবে, সেটাই কাজে আসবে। একান্তে বসে স্মরণ করতে হবে। অবসর পেলে মন্দিরাদিতে গিয়ে অনেক সেবাও করতে পারো। ব্যাজ যেন অবশ্যই পড়া থাকে। সকলেই বুঝতে পারবে যে, এ হলো আধ্যাত্মিক সৈন্যবাহিনী (রুহানী মিলিটারি)। তোমরা তো লেখোও যে -- আমরা স্বর্গ স্থাপন করছি। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, এখন নেই, পুনরায় স্থাপন করা হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো এইম অবজেক্ট, তাই না! কোন-কোনসময় এই ট্রান্সলাইটের চিত্র ব্যাটারী-সহ তুলে নিয়ে গিয়ে পরিক্রমা করবে আর সকলকে বলবে যে -- আমরা এ'রাজ্য স্থাপন করছি। এই চিত্র সর্বাওম। এই চিত্রই অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে যাবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো কেবল একজনই ছিল না, ওঁনাদের রাজ্য ছিল, তাই না! এঁনারা স্বরাজ্য স্থাপন করছেন। এখন বাবা বলেন -- "মন্মনাভব"। বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। বলে যে, আমরা গীতা-সপ্তাহ পালন করবো। এ'সকল প্ল্যান কল্প-পূর্বানুসারেই নির্মিত হচ্ছে। পরিক্রমণ করার সময় এ'চিত্র সঙ্গে নেওয়া উচিত। এই চিত্র দেখে সকলেই খুশী হবে। তোমরা বলবে, বাবাকে আর (নিজের) উত্তরাধিকার-কে স্মরণ করো, মন্মনাভব। এ তো গীতার অক্ষর(কথা), তাই না! শিববাবা হলেন ঈশ্বর, তিনি বলেন -- আমায় স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। ৮৪-র চক্রকে স্মরণ করো তাহলে এমন হয়ে যাবে। তোমরা বইপত্রও (লিটারেচরও) উপহার-স্বরূপ দাও। শিববাবার ভান্ডারা সর্বদা ভরপুর থাকে। ভবিষ্যতে আরো অনেক সার্ভিস হবে। এইম অবজেক্ট কত ক্লিয়ার। এক ধর্ম, এক রাজ্য ছিল, অনেক ধনশালী ছিল। মানুষ চায় যে এক ধর্ম, এক রাজ্য হোক। মানুষ যা চায় এখন তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, পুনরায় তখন বুঝবে যে, এরা তো সঠিকই বলে। একশ শতাংশ পবিত্রতা, সুখ, শান্তির রাজ্য পুনরায় স্থাপন করা হচ্ছে, তখন তোমাদের খুশীও বজায় থাকবে। স্মরণে থাকলে তবেই তীরবিদ্ধ হবে। শান্ত অবস্থায় থেকে স্বল্প কথা বলতে হবে। অধিকতর আওয়াজ নয়। সংগীত, কবিতাদি কিছুই বাবা পছন্দ করেন না। বাইরের মানুষের সঙ্গে ঈর্ষা করা উচিত নয়। তোমাদের কথাই আলাদা। নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ব্যস। স্লোগানও যেন উত্তম হয়, যা মানুষ পড়ে জাগরিত হয়ে যায়। বাচ্চাদের বাড়-বাড়ন্ত হতেই থাকে। খাজানায় ভরপুর থাকে। বাচ্চাদেরই প্রদান করা, যা পুনরায় বাচ্চাদেরই কার্যে আসে। বাবা তো টাকাপয়সা নিয়ে আসে না। তোমাদের জিনিস তোমাদের কার্যেই আসে। ভারতবাসীরা মনে করে যে, আমরা অনেক সংশোধন (পরিবর্তন) করছি। ৫ বছরের মধ্যে এত আনাজ হবে, যারফলে আনাজের জন্য কখনো কষ্ট হবে না। আর তোমরা জানো যে -- অবস্থা এমন হবে যে, ভোজনের জন্য অল্প পাওয়া যাবে না। এমন নয় যে, আনাজ সম্ভায় পাওয়া যাবে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে -- আমরা ২১ জন্মের জন্য নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য পেতে চলেছি। এরকম অল্পবিস্তর কষ্ট তো সহ্য করতেই হবে। বলা হয় যে, খুশী মতন পুষ্টিকর আহার নেই। অতীন্দ্রিয় সুখের গায়ন গোপ-গোপিনীদের উদ্দেশ্যে

গাওয়া হয়। অসংখ্য বাচ্চা হয়ে যাবে। যারা চারাগাছ রোপন করবে, তারা আসতেই থাকবে। বৃক্ষ বা ঝাড়ের বৃদ্ধি এখানেই হয়, তাই না! স্থাপনা হচ্ছে। অন্যান্য ধর্মে এরকম হয় না। তারা উপর থেকে আসে। এ যেন (কল্প) বৃক্ষ স্থাপিত হয়েই রয়েছে, এতে পুনরায় নম্বরের ক্রমানুসারে আসতে থাকবে, বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। কিছুই কষ্টের নয়। ওদের তো উপর থেকে এসে (নিজ-নিজ) ভূমিকা পালন করতেই হবে। এতে মহিমার করার মতো কি এমন কথা আছে ? ধর্মস্থাপকের পিছু-পিছু আসতেই থাকে। তারা সঙ্গতির কি শিক্ষা প্রদান করবে ? কিছুই না। বাবা এখানে ভবিষ্যতের দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। সঙ্গমযুগে নতুন চারাগাছ(স্যাপলিং) রোপন করা হয়, তাই না! প্রথমে চারা টবে রোপন করে পরে তা নীচে অর্থাৎ মাটিতে লাগানো হয়। বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হতে থাকে। তোমরাও এখন চারাগাছ রোপন করছো, পরে সত্যযুগে তা বৃদ্ধিলাভ করে রাজ্য-ভাগ্যরূপে প্রাপ্ত করবে। তোমরা নতুন দুনিয়া স্থাপন করছো। মানুষ মনে করে -- কলিযুগের এখনও অনেক বছর পড়ে রয়েছে কারণ শাস্ত্রতে লক্ষ-লক্ষ বছর লেখা রয়েছে। তারা মনে করে -- এখনও ৪০ হাজার বছর কলিযুগের বাকি রয়েছে। তখন বাবা এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করবেন। অনেকেই মনে করে যে, এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই। গীতার ভগবানও অবশ্যই থাকবে। তোমরা বলে দাও যে -- কৃষ্ণ তো ছিল না। বাবা বুঝিয়েছেন যে -- কৃষ্ণও ৮৪ বার জন্ম নেয়। একজনের ফীচার্সও (চেহারা) অপরের সঙ্গে মেলে না। তাহলে কৃষ্ণ এখানে কিভাবে আসবে ? কেউই এ'সমস্ত কথাগুলিকে নিয়ে বিচার করে না। তোমরা জানো, কৃষ্ণ স্বর্গের প্রিন্স, তিনি আবার দ্বাপরে এখানে কোথা থেকে আসবে ? লক্ষ্মী-নারায়ণের এই চিত্রকে দেখলেই বোঝা যায় যে -- শিববাবাই এমন উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। বাবা-ই সত্যযুগের রচয়িতা। এই গোলক, (কল্প) বৃক্ষ ইত্যাদির চিত্রও কি কম, না তা নয়। এইসকল চিত্র একদিন তোমাদের কাছে ট্রান্সলাইটের হয়ে যাবে। তখন সকলে বলবে যে, আমাদের এরকম চিত্রই চাই। এই চিত্রগুলির দ্বারাই আবার বিহঙ্গ-মার্গের সেবা হয়ে যাবে। তোমাদের কাছে এত বাচ্চারা আসবে যে তোমাদের অবসর থাকবে না। প্রচুর আসবে। অত্যন্ত খুশী হবে। কালেদিনে তোমাদের প্রভাব(ফোর্স) বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ড্রামানুসারে যারা ফুল হবে, তাদের টাচিং অর্থাৎ অনুভব হবে। বাচ্চারা, তোমাদের একথা বলতে হবে যে -- বাবা, এদের বুদ্ধিকে স্পর্শ করাও। বাবা কি কোনরকমের স্পর্শ বা অনুভব(টাচিং) করান, না তা করান না। সময় হলে নিজে থেকেই অনুভব করবে। বাবা তো রাস্তা বলে দেন, তাই না! অনেক বাচ্চারা(মাতারা) লেখে যে -- আমাদের স্বামীদের বুদ্ধিকে টাচ করাও। এমনভাবে সকলের বুদ্ধিকে টাচ করলে তো সকলেই স্বর্গে সমবেত হয়ে যাবে। অধ্যয়নেই পরিশ্রম। তোমরা তো ঈশ্বরের সহকারী, তাই না! সত্যিকারের কথা বাবা পূর্বেই বলে দেন -- কি-কি করতে হবে। এ'ধরণের চিত্র সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। সিঁড়ির চিত্রও নিয়ে যেতে হবে। ড্রামানুসারে স্থাপনা তো হবেই। বাবা সার্ভিসের জন্য যে ডায়রেকশন দেন -- তার উপর ধ্যান দিতে হবে। বাবা বলেন, বিভিন্নরকমের লক্ষ-লক্ষ ব্যাজ তৈরী করো। ড্রেনের টিকিট কেটে একশত মাইল পর্যন্ত সেবা করে এসো। এক বগি থেকে দ্বিতীয়তে, পুনরায় তৃতীয়তে, অত্যন্ত সহজ। বাচ্চাদের সার্ভিসের শখ থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বিচারসাগর মন্থন করে ভাল-ভাল রত্ন তুলে আনতে হবে, উপার্জন করে তা সঞ্চয়ও করতে হবে। সত্য-সত্যই ঈশ্বরের সহকারী হয়ে সেবা করতে হবে।

২) অধিকমাত্রায় অধ্যয়নের শখ রাখতে হবে। যখনই সময় পাওয়া যাবে তখন একান্তে চলে যেতে হবে। এমন অভ্যাস যেন থাকে যে জীবিত থেকেও এ'শরীর থেকে মৃত-সদৃশ, এরকম স্থিতির অনুভব যেন হতে থাকে। দেহের কৃত্রিম আবরণও (ভান) যেন বিস্মৃত হয়ে যায়।

বরদান:- বিবিধতার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে একতা আনয়নকারী সত্যিকারের সেবাধারী ভব*

ব্যখ্যা :- ব্রাহ্মণ পরিবারের বিশেষত্ব হলো বিবিধের মাঝেও একতা। তোমাদের একতার দ্বারাই সমগ্র বিশ্বে এক ধর্ম, এক রাজ্য স্থাপিত হয়। তাই ধ্যানপূর্বক বিবিধতাকে সমাপ্ত করো এবং একতা নিয়ে এসো, তবেই বলা হবে সত্যিকারের সেবাধারী। নিজের প্রতি নয় বরং (অপরের) সেবার জন্য সেবাধারী হতে হবে, যে নিজের সবকিছু সেবার উদ্দেশ্যে স্বাধা অর্থাৎ অর্পণ করে দেয়। যেমন সাকার বাবা (ব্রহ্মা) সেবায় নিজের অস্তি পর্যন্ত স্বাধা করেছিলেন, তেমনই তোমাদের প্রত্যেকটি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারাও যেন সেবা হতে থাকে।

স্লোগান:- পরমাত্ম-প্রেমে হারিয়ে(বিলীন হও) যাও, তবেই দুঃখের দুনিয়াকে ভুলে যাবে।*

০৬-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:- তোমাদের মতো রূপ - বসন্ত বাচ্চাদের কর্তব্য কি ? তোমরা বাবার কাছে থেকে কোন্ শিক্ষা পেয়েছো ?*
- *উত্তর:- তোমাদের মতো রূপ - বসন্ত বাচ্চাদের কর্তব্য হলো, মুখ থেকে সর্বদা রক্ত নির্গত হওয়া, তোমাদের মুখ থেকে কখনোই পান্থর নির্গত হওয়া উচিত নয় । সকল বাচ্চাদের প্রতি বাবার শিক্ষা হলো - ১) নিজেদের মধ্যে কখনোই কেউ কাউকে বিরক্ত করবে না, রাগ করবে না, এ হলো আসুরী মানুষের কাজ । ২) মনেও যেন কাউকে দুঃখ দেওয়ার খেয়াল না আসে । ৩) নিন্দা - স্তুতি, মান - অপমান সবকিছুই সহন করতে হবে । কখনো যদি কেউ কিছু বলে, তাহলে শান্ত থাকো । নিজের হাতে আইন তুলে নিও না ।*
- *গীত:- তুমি প্রেমের সাগর....*

ওম শান্তি । জ্ঞান এবং অজ্ঞান । বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে এখন জ্ঞান আছে । ভক্তরা কার মহিমা করে, আর তোমরা বাচ্চারা, যারা এখানে বসে আছে, তোমরা কার মহিমা শোনো ? এ হল রাত দিনের তফাৎ । ওরা তো এমনভাবেই মহিমা করতে থাকে । ওদের এতো প্রেম থাকে না, কারণ ওরা চেনে না । বাবা তোমাদের পরিচয় দিয়েছেন যে, আমি হলো প্রেমের সাগর আর আমি তোমাদের প্রেমের সাগর তৈরী করছি । বাবা হলেন প্রেমের সাগর, তাই সকলের তাঁকে কতো প্রেমী মনে হয় । ওখানেও সবাই একে অপরকে ভালোবাসে । তোমরা এখন তা এখানে শেখো । তোমাদের কারোর সঙ্গেই বিরোধ হওয়া উচিত নয়, যাকে বাবা নুন জল বলেন । তোমাদের অন্তরে কারোর জন্যই ঘৃণা থাকা উচিত নয় । যারা ঘৃণা করে, তারা হলো কলিযুগী নরকবাসী । তোমরা জানো যে, আমরা সবাই ভাই - বোন । শান্তিধামে থাকলে সবাই ভাই - ভাই । এখানে সবাই এই কর্মক্ষেত্রে অভিনয় করে, তাই ভাই - বোন । সকলেই ঈশ্বরীয় সন্তান । ঈশ্বরের মহিমা হলো, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর, অর্থাৎ সবাইকে সুখ দান করেন । তোমরা সবাই নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো - বাবা যেমন ২১ জন্মের জন্য সুখ প্রদান করেন, আমরা কি তেমনই সেই কার্য করি ? আমরা যদি বাবার সাহায্যকারী না হই, ভালো না বাসতে পারি, একে অপরের প্রতি প্রীতি যদি না থাকে, যদি বিপরীত বুদ্ধির হয়ে থাকি, তাহলে বিনশ্যক্তি হয়ে যাবো । বিপরীত বুদ্ধির হওয়া হলো অসুরের কাজ । নিজেদের ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের বলে তারপর একে অপরকে দুঃখ দেওয়া, এদেরই অসুর বলা হয় । বাচ্চারা, তোমাদের কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয় । তোমরা হলে দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা বাবার সন্তান । তাই তোমাদের দুঃখ দেওয়ার খেয়াল আসাই উচিত নয় । ওরা তো হলো আসুরী সম্প্রদায়, নাকি ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, কেননা ওরা দেহ - অভিমানী । ওরা কখনোই স্মরণের যাত্রায় থাকতে পারবে না । এই স্মরণের যাত্রা ছাড়া কল্যাণ হবেই না । উত্তরাধিকার প্রদানকারী বাবাকে তো অবশ্যই স্মরণ করতে হবে, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা অর্ধেক কল্প তো একে অপরকে দুঃখ দিয়েই এসেছো । একে অপরের সঙ্গে যারা লড়াই - ঝগড়া করে, একে অপরকে বিরক্ত করে, তাদের আসুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে গণনা করা হয় । যদিও তোমরা পুরুষাৰ্থী, তবুও কতদিন পর্যন্ত দুঃখ দিতে থাকবে, তাই বাবা বলেন, নিজেদের চাট রাখো । এই চাট রাখলে বুঝতে পারবে যে, আমাদের রেজিস্টার শুধরে যাচ্ছে নাকি সেই আসুরী চলনই আছে ? বাবা সর্বদাই বলেন, কখনো কাউকে দুঃখ দিও না । নিন্দা - স্তুতি, মান - অপমান, ঠান্ডা - গরম সবই সহন করতে হবে । কেউ যদি কিছু বলে, তাহলেও শান্ত থাকা উচিত । এমন নয় যে, তাদেরকে আরো দুটো কথা শুনিয়ে দেওয়া উচিত । কেউ যদি কাউকে দুঃখ দেয়, তাহলে বাবা তো তাকে বোঝাবেন, তাই না । বাচ্চারা তো বাচ্চাদের বলতে পারে না । নিজের হাতে আইন নেওয়া উচিত নয় । কোনো কিছু হলে বাবার কাছে আসা উচিত । গভর্নমেন্টেরও নিয়ম আছে যে - কেউই একে অপরকে ঘৃষি পর্যন্ত মারতে পারবে না । অভিযোগ জানাতে পারে । আইনের ব্যবহার করা গভর্নমেন্টের কাজ । তোমরাও গভর্নমেন্টের কাছে যাও । নিজের হাতে আইন নিও না । এ তো হলো নিজেদের ঘর, তাই বাবা বলেন যে, রোজ কাছারি বসাও । এও বোঝে না যে - শিববাবা নির্দেশ দেন । বাবা বলেছেন যে, সবসময় মনে করো, শিববাবাই শোনাচ্ছেন । এমন মনে করো না যে, ব্রহ্মা শোনাচ্ছেন । সবসময় যদি শিববাবার কথাই মনে করো, তাহলে তাঁর স্মরণ থাকবে । শিববাবা তোমাদের জ্ঞান শোনানোর জন্য এই রথ নিয়েছেন । সতোপ্রধান হওয়ার পথ বাবাই তোমাদের বুঝিয়ে বলছেন । তিনি হলেন গুপ্ত । তোমরা হলে প্রত্যক্ষ । যেই নির্দেশ পাও, মনে করো তা শিববাবার, তাহলে তোমরা সুরক্ষিত থাকবে । তোমরা শিবকেই 'বাবা - বাবা' বলে ডাকো । উত্তরাধিকারও তোমরা তাঁর থেকেই পাও । তাঁকে কতো সম্মান দিয়ে এবং রাজকীয় ভাবে চলা উচিত । তোমরা বলো না - বাবা, আমরা তো লক্ষ্মী - নারায়ণ হবো । তারপর সেকেণ্ড - থার্ড হবো, সূর্যবংশী যদি না হই তাহলে চন্দ্রবংশী হবো । এমন তো নয় যে, আমরা দাস

- দাসী তৈরী হবো । প্রজা হওয়া তো ভালো নয় । তোমাদের তো এখানে দৈবী গুণই ধারণ করতে হবে । আসুরী চলন হওয়া তো উচিত নয় । নিশ্চয়তা না থাকলে বসে বসেই বলে দেয় - এনার মধ্যে যে শিববাবা আসেন, আমরা তো বৃদ্ধিতে পারি না । মায়ার ভূত এলে নিজেরা এমন কথা বলে দেয় । আসুরী স্বভাবের মানুষ যখন নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়, তখন এমন কথা বলতে থাকে, মুখ দিয়ে আসুরী কথাই নির্গত হয় । বাবা বলেন যে, তোমরা আত্মারা রূপ - বসন্ত তৈরী হও । তোমাদের মুখ দিয়ে রক্ত নির্গত হওয়া উচিত । যদি পাথর নির্গত হয়, তাহলে তো আসুরী বুদ্ধির হয়ে গেলে ।

বাচ্চারা গীতও শুনেছে । বাচ্চারা বলে যে - বাবা প্রেমের সাগর, সুখের সাগর । শিববাবারই মহিমা । বাবা বলেন যে, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । এতে অনেক ভালো ভালো বাচ্চা ফেল করে যায় । দেহী - অভিমানী স্থিতিতে টিকতে পারে না । দেহী - অভিমানী হবে, তবেই এতো উঁচু পদ পাবে । অনেক বাচ্চা অপযোজনীয় কথায় সময় অপচয় করে । জ্ঞানের কথাই তাদের খেয়ালে আসে না । এমনও মহিমা আছে যে - ঘরের গঙ্গার মানও রাখে না । ঘরের জিনিসের এতো মান করে না । যদিও তাদের ঘরে কৃষ্ণ আদি দেবী - দেবতার চিত্র আছে, তবুও তারা শ্রীনাথ দ্বার ইত্যাদি এতো দূরে দূরে কেন যায় ! শিবের মন্দিরেও আছে পাথরের লিঙ্গ । পাহাড় থেকে পাথর বের করে তা ঘসে ঘসে লিঙ্গ তৈরী করা হয়, সেখানে কোনো কোনো পাথরে সোনাও লাগানো থাকে । বলা হয় সোনার কৈলাস পর্বত । সোনা তো পাহাড় থেকে বের হয়, তাই না । তাই অল্প সোনা লাগানো পাথরও বের হয়, আর তা খুব সুন্দর গোলাকার হয়ে যায়, সেইসব তখন বিক্রি করে । মার্বেলেরও সুন্দর লিঙ্গ তৈরী করে । এখন ভক্তিমার্গের মানুষদের যদি বলা যে, তোমরা বাইরে - বাইরে কেন এতো বিভ্রান্ত হও, তখন তারা বিগড়ে যাবে । বাবা নিজে বলেন - বাচ্চারা, তোমরা অনেক অর্থ অপচয় করেছে । এও এই ডামারই অংশ যে, তোমাদের ধাক্কা খেতেই হয় । এ হলো জ্ঞান আর ভক্তির খেলা । বাচ্চারা, এখন তোমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান পেয়েছো । জ্ঞান হলো সুখের রাস্তা । জ্ঞান থেকেই সত্যযুগের রাজত্ব পাওয়া যায় । এই সময় রাজা - রানী আর প্রজা, সকলেই নরকের মালিক । যখন কেউ মারা যায়, তখন বলে যে স্বর্গবাসী হয়েছেন । এই কথা এখন তোমরা বৃদ্ধিতে পারো । তোমরা এখন বলা, আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য স্বর্গের স্থাপনকারী বাবার কাছে বসে আছি । আমরা জ্ঞানের বিন্দু পাই । অল্প জ্ঞানও যদি কিছু শোনো, তাহলেও অবশ্যই স্বর্গে চলে আসবে, বাকি পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । মানুষ মনে করে এক ঘটি গঙ্গাজল মুখে ঢাললে পতিত থেকে পবিত্র হওয়া যায় । তারা ঘটি ভরে গঙ্গাজল বাড়ীতে নিয়ে যায়, তারপর এক এক ফোঁটা জলে মিলিয়ে স্নান করে । সে যেন গঙ্গাস্নান হয়ে গেলো । বিলেতেও গঙ্গাজল ভরে নিয়ে যায় । এ সবই হলো ভক্তি ।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে - বাচ্চারা, মায়া অনেক জোরে থাপ্পড় লাগায়, বিকর্ম করিয়ে দেয় তাই কাছারি বসাও, নিজেই নিজের কাছারি করা ভালো । তোমরা নিজেদের নিজেই রাজতিলক দাও, তাই নিজেদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । বাবা শ্রীমৎ দেন যে, এমন - এমন করো, দৈবীগুণ ধারণ করো । যা করবে, তাই পাবে । তোমাদের তো খুশীতে রোমাঞ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত । তোমরা অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছো, তাই তাঁর সেবায় সাহায্যকারী হতে হবে । অন্ধের লাঠি হতে হবে । যতো বেশী হতে পারবে, ততই নিজের কল্যাণ হবে । বাবাকে তো প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে । ধ্যানে (নেষ্ঠাতে) এক জায়গায় বসার কোনো কথা নয় । তোমাদের চলতে - ফিরতে স্মরণ করতে হবে । তোমরা ঢেঁনেও সেবা করতে পারো । তোমরা যে কোনো কাউকেই জিজ্ঞেস করতে পারো যে, উঁচুর থেকেও উঁচু কে ? তাঁকেই স্মরণ করো । তোমরা তাঁর থেকেই উত্তরাধিকার পাবে । আত্মা বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পায় । কেউ দান - পুণ্য করার কারণে রাজার ঘরে জন্ম নেয়, তাও অল্পকালের জন্য । সদা তো রাজা থাকতে পারবে না । বাবা তাই বলেন, এখানে তো ২১ জন্মের জন্য গ্যারেন্টি । ওখানে একথা জানতেই পারবে না যে, অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছি । এই জ্ঞান যখন তোমরা এই সময় পাও তাই কতো ভালোভাবে পুরুষার্থ করা উচিত । পুরুষার্থ যদি না করো তাহলে নিজের পায়ে কুড়াল মারবে । আর চার্ট যদি লিখতে থাকো তাহলে ভয় থাকবে । কেউ - কেউ এমনও লেখে যে বাবা দেখলে কি বলবে ? চালচলনে অনেক তফাৎ থাকে । তাই বাবা বলেন যে, এই গাফিলতি ত্যাগ করো । নাহলে অনেক অনুতাপ করতে হবে । পরের দিকে অবশ্যই নিজের পুরুষার্থের সাক্ষাৎকার হবে, তখন অনেক কাঁদতে হবে । কল্প - কল্প এই উত্তরাধিকারই পাবে যে, গিয়ে দাস-দাসী হবে । আগে তো ধ্যানে (সূক্ষ্ম লোকে) গিয়ে শোনাতে - অমুকে দাসী, অমুকে এই । তারপর বাবা সব বন্ধ করে দিয়েছেন । বাচ্চারা, ভবিষ্যতে তোমাদের আবার সাক্ষাৎকার হবে । সাক্ষাৎকার ছাড়া কিভাবে সাজা ভোগ করবে । এমন নিয়মই নেই ।

বাচ্চাদের অনেক যুক্তি সহকারে বোঝানো হয় যে, তোমরা তোমাদের পতিদের বলা যে, কাম হলো মহাশত্রু । একে জয় করো । মায়াজিৎ - জগৎজিৎ হও । এখন আমি স্বর্গের মালিক হবো, নাকি তোমাদের কারণে অপবিত্র হয়ে নরকে যাবো ।

অনেক ভালোবেসে এবং নম্রতার সঙ্গে বোঝাও । আমাদের নরকে কেন ধাক্কা দিচ্ছে ? এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা বোঝাতে বোঝাতে পতিকেও নিয়ে আসে । তখন পতি বলে, এ আমার গুরু, এ আমাকে খুব ভালো পথ বলে দিয়েছে । তখন বাবার সামনে এসে তাঁর পায়ে পড়ে । কখনো জিৎ, কখনো আবার হারও হয়ে যায় । তাই বাচ্চাদের খুবই মিষ্টি হতে হবে । যারা সেবা করবে তারাই প্রিয় হবে । ভগবান বাবা বাচ্চাদের কাছে এসেছেন, তাই তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে । শ্রীমৎ অনুযায়ী যদি না চলে তাহলে ঝড় এলে ভেঙ্গে পড়ে যায় । এমনও আছে - তারা আর কি কাজের হবে । এই পড়া কোনো সাধারণ পড়া নয়, আর সব সংসঙ্গ আদিতে তো আছে - কানরস, যাতে অল্পকালের সুখ পাওয়া যায় । এই বাবার কাছে তো ২১ জন্মের সুখ পাওয়া যায় । বাবা হলেন সুখ - শান্তির সাগর - আমাদেরও বাবার থেকে সেই উত্তরাধিকার পেতে হবে । সেবা করবে, তাহলেই তো পাবে, তাই সর্বদা ব্যাজ পড়ে থাকো । আমাদের এমন সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে । আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, আমরা কাউকে দুঃখ দিই না তো ? আসুরী চলনে চলি না তো ? মায়া এমন কাজ করিয়ে দেয় যে, সেকথা আর জিজ্ঞেস করো না । খুব ভালো ভালো ঘরের যারা তারাও বলে যে - মায়া এই বিকর্ম করিয়ে নিলো । কেউ সত্য কথা বলে, আর কেউ সত্য কথা না বলার কারণে শতগুণ দণ্ড ভোগ করে । এরপর এই অভ্যাসও বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বাবাকে শোনালে বাবা সাবধান করে দেবেন । বাবা বলেন যে, পাপ করে থাকলে তা রেজিস্টারে লেখো, আর বলে দাও, তাহলে তোমরা পাপ থেকে অর্ধেক মুক্ত হয়ে যাবে । যদি না শোনাও আর লুকাতে থাকো, তাহলে সেই পাপ করতেই থাকবে । তখন অভিশপ্ত হয়ে যায় । না বললে একবারের বদলে একশো বার করতে থাকবে । বাবা কতো ভালো রায় দেন কিন্তু কারোর - কারোর তো সামান্যতম প্রভাবও পড়ে না । নিজের ভাগ্যকে যেন পদাঘাত করতে থাকে । অনেক বেশী ক্ষতি করে দেয় । অন্তিম সময় সকলের সাক্ষাৎকার হবে যে, এই - এই তৈরী হবে, ক্লাসে যখন ট্রান্সফার হয় তখন তো নম্বর বের হয় । ট্রান্সফার হওয়ার পূর্বে নম্বর বের হয় । তোমরাও যখন নিজের ক্লাসে যাও, তখন রেজাল্টও জানতে পারবে, তখন খুব জোরে কাঁদতে থাকবে । তখন আর কি করা যাবে ? রেজাল্ট তো বের হয়ে গেছে, তাই না । যা ভাগ্যে ছিলো তাই নিয়ে নিয়েছো । বাবা সমস্ত বাচ্চাদেরই সাবধান করেন । তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা এখন হতে পারবে না । কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেলে তখন তো শরীর ত্যাগ করতে হবে, এখন কিছু না কিছু বিকর্ম বাকি আছে, হিসেব - নিকেশ আছে, তাই সম্পূর্ণ যোগ লাগে না । এখন কেউই বলবে না যে, আমি কর্মাতীত অবস্থায় আছি । কর্মাতীত অবস্থার কাছাকাছি গেলে অনেক নিদর্শন দেখা যাবে । সমস্তকিছুই তোমাদের অবস্থার উপর আর বিনাশের উপর নির্ভর করে । তোমাদের এই পাঠ সম্পূর্ণ হলে দেখবে, লড়াই শিয়রে উপস্থিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মায়ার বশীভূত হয়ে কোনো আসুরী চলনে চলবে না । নিজের আচার-আচরণের রেজিস্টার রাখতে হবে । এমন কোনো কর্ম করো না, যাতে অনুতাপ করতে হয় ।

২) অনেক ভালোবেসে আর নম্রতার সাথে সেবা করতে হবে । তোমাদের মিষ্টি হতে হবে । মুখ দিয়ে কোনো আসুরী কথা বের করবে না । খুব ভালোভাবে সঙ্গের সুরক্ষা রাখতে হবে । শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে ।

বরদান:- মনের সঙ্কল্প বা বৃত্তির দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশনের সুগন্ধ ছড়িয়ে শিবশক্তি কস্মাইন্ড ভব*
আজকাল যেমন স্কুল সুগন্ধের সাধনে গোলাপ, চন্দন এবং ভিল্ল - ভিল্ল প্রকারের সুগন্ধ ছড়ায়, তেমনই তোমরা শিবশক্তি কস্মাইন্ড হয়ে মনের সঙ্কল্প বা বৃত্তির দ্বারা সুখ - শান্তি, প্রেম, আনন্দের সুগন্ধ ছড়াও । রোজ অমৃতবেলায় ভিল্ল - ভিল্ল শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশনের ঝর্ণার মতো আত্মাদের উপর গোলাপ জল ছড়াও । কেবল সঙ্কল্পের অটোমেটিক সুইচ অন করো, তাহলেই বিশ্বে যে অশুদ্ধ বৃত্তির দুর্গন্ধ আছে, তা সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান:- সুখদাতার দ্বারা সুখের ভাণ্ডার প্রাপ্ত হওয়া -- এ হলো তাঁর প্রেমের নিদর্শন ।*

০৭-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্নঃ - অসীম জগতের নাটককে বুঝতে পারা বাচ্চা কোন্ একটি ল' (নিয়মকে) ভালো রীতিতে বুঝতে পারে ?*
- *উত্তরঃ - এটা হল অবিনাশী নাটক, এখানে প্রত্যেক পার্টধারীকে অভিনয় করার জন্য নির্ধারিত সময়ে আসতেই হয়। কেউ কেউ বলে যে - আমি সর্বদা শান্তিধামেই বসে থাকব - তো এটা নিয়ম নয়। তাকে তো পার্টধারীই বলা যাবে না। এটা হল অসীম জগতের কথা, অসীম জগতের বাবা-ই তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন।*

ওম্ শান্তি । নিজেকে আত্মা মনে করে বসো। দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করে বসো। অসীম জগতের বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তাদেরকেই বোঝানো যায় যারা অবুঝ হয়। আত্মা বুঝতে পারে যে, বাবা সত্য কথাই বলছেন - আমরা আত্মারা অবুঝ হয়ে গেছি। আমি হলাম অবিনাশী আত্মা, শরীর হল বিনাশী। আমি আত্মা-অভিমান ছেড়ে দেহ-অভিমানে ফেঁসে গেছি, তো অবুঝ হয়ে গেছি, তাই না! বাবা বলছেন যে, দেহ-অভিমানে এসে সমস্ত বাচ্চারাই অবুঝ হয়ে গেছে। পুনরায় তোমরা বাবার দ্বারা দেহী-অভিমानी হও, তাই একদম বুঝদার হয়ে যাও। কেউ তো হয়ে গেছে, কেউ এখনো পুরুষার্থ করছে। অর্ধেক কল্প লেগে গেছে অবুঝ হতে। এই অষ্টম জন্মে পুনরায় বুঝদার হতে হবে। অর্ধেক কল্প থেকে অবুঝ হতে হতে ১০০% ই অবুঝ হয়ে যাও। দেহ-অভিমানে এসে ড্রামার প্ল্যান অনুসারে তোমরা নিচে নেমে এসেছো। এখন তোমাদের বোধগম্য হয়েছে, তবুও পুরুষার্থ অনেক করতে হবে, কেননা বাচ্চাদের মধ্যে দৈবগুণও চাই। বাচ্চারা জানে যে, আমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, ষোলো-কলা সম্পূর্ণ.... ছিলাম। পুনরায় এই সময় নিগুণ হয়ে গেছি। এখন কোনো গুণ নেই। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে এই খেলাকে বুঝতে পারো। বুঝতে বুঝতেও তোমাদের অনেক বছর কেটে গেছে। কিন্তু যারা নতুন এসেছে, তারা ভালো বুঝদার হয়ে যায়। অন্যদেরকেও নিজের সমান বানানোর পুরুষার্থ করতে থাকে। আবার কেউ কেউ তো একদম কিছুই বুঝতে পারেনা। অবুঝের অবুঝই থেকে যায়। বাবা এসেইছেন বুঝদার বানাতে। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, মায়ার কারণে আমরা অবুঝ হয়ে গেছি। আমরা পূজ্য ছিলাম তো বুঝদার ছিলাম, পুনরায় আমরাই পূজারী হয়ে অবুঝ হয়ে গেছি। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায়ঃলোপ হয়ে গেছে। এর কথা দুনিয়াতে কারোরই জানা নেই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ অনেক বুঝদার ছিলেন, তাঁরা রাজত্ব করেছিলেন। বাবা বলছেন - 'তৎ স্বম'। তোমরাও নিজেদেরকে এইরকম মনে করো। এটা অনেক বোঝার বিষয়। এক বাবা ছাড়া আর কেউই এই কথা বোঝাতে পারবে না। এখন অনুভব হয় যে - বাবা-ই উঁচুর থেকে উঁচু, বুঝদারের থেকেও বেশি বুঝদার হবেন, তাই না! তিনি একদিকে তো হলেন জ্ঞানের সাগর আবার অন্যদিকে সকলের সঙ্গতি দাতাও আছেন। পতিত-পাবন আছেন। এইসব হল একের-ই মহিমা। এত উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা এসে বাচ্চা-বাচ্চা বলে কিভাবে ভালো রীতিতে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা, এখন পবিত্র হতে হবে। তার জন্য বাবা একটাই ওষুধ দেন, বলেন যে - যোগের দ্বারাই তোমরা ভবিষ্যতের ২১ জন্ম নিরোগী হয়ে যাবে। তোমাদের সব রোগ, দুঃখ সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা মুক্তিধামে চলে যাবে। অবিনাশী সার্জনের কাছে একটাই ওষুধ আছে। একটাই ইন্জেকশন আত্মাদেরকে এসে প্রয়োগ করেন। এমন নয় যে কোনও মানুষ ব্যারিস্টারিও করে আবার ইঞ্জিনিয়ারিংও করে। না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যবসায়েই লেগে যায়। বাবাকে বলে যে - এসে পতিত থেকে পবিত্র বানাও, কেননা পতিত হওয়াতে অনেক দুঃখ আছে। শান্তিধামকে পবিত্র দুনিয়া বলা যায়না। স্বর্গকেই পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। এটাও বুঝিয়েছেন যে - মানুষ শান্তি আর সুখ চায়। সত্যিকারের শান্তি তো সেখানেই আছে, যেখানে শরীর নেই, তাকে বলা যায় শান্তিধাম। অনেকেই বলে যে - শান্তিধামেই থেকে যাবে, কিন্তু নিয়ম তো সেটা নেই। তাদেরকে তো পার্টধারী বলা যাবে না। বাচ্চারা নাটককেও বুঝে গেছে। যখন এক্টার্সদের পার্ট আসবে, তখন বাইরে স্টেজে এসে পার্ট অভিনয় করবে। এই অসীম জগতের কথা অসীম জগতের বাবা-ই এসে বোঝাচ্ছেন। জ্ঞান সাগরও তাঁকেই বলা যায়। তিনি হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা, পতিত-পাবন। তবু কখনও সকলকে পবিত্র বানাতে পারেনা। জল আদি সবই হল তত্ত্ব, সে কিভাবে সঙ্গতি করতে পারে! আত্মাই পার্ট অভিনয় করে। হঠাৎযোগেরও পার্ট আত্মাই অভিনয় করে। এই কথাও যে বুঝদার হবে, সেই বুঝতে পারবে। বাবা তো অনেক বুঝিয়ে দেন - *এমন কিছু যুক্তি রচনা করো যে মানুষ বুঝতে পারবে - কিভাবে তারা পূজ্য থেকে পুনরায় পূজারী হয়ে যায়।* পূজ্য হয় নতুন দুনিয়াতে, পূজারী হয় পুরানো দুনিয়াতে। পবিত্রকে পূজ্য, পতিতকে পূজারী বলা যায়। এখানে তো সবাই হল পতিত, কেননা বিকারের দ্বারা জন্ম হয়। সেখানে হল শ্রেষ্ঠ। গাওয়াও হয় - সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠাচারী। এখন বাচ্চারা, তোমাদেরকে এইরকম হতে হবে। পরিশ্রম আছে। মুখ্য কথা হল স্মরণ। সবাই বলে যে স্মরণে থাকা খুব মুশকিল। আমরা যতটা চাই, ততটা স্মরণে থাকতে পারিনা। যদি কেউ সততার সাথে চার্ট

লেখে তাহলে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হতে পারে। বাবা বাচ্চাদেরকে এই জ্ঞান দিচ্ছেন যে - মন্মনা ভব। তোমরা অর্থ সহকারে বলতে থাকো, বাবা তোমাদেরকে প্রত্যেক কথা যথার্থরীতি অর্থ সহকারে বুঝিয়ে দেন। বাবার কাছে বাচ্চারা অনেক প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, বাবা বাবা করে মন জয় করার জন্য, কিছু বলে দেয়। কিন্তু বাবা বলেন যে, আমার কাজই হল পতিত থেকে পবিত্র বানানো। এই জন্যই তো তোমরা আমাকে ডেকেছিলে। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা শরীর সহকারে পবিত্র ছিলাম। এখন সেই আত্মারাই শরীর সহকারে পতিত হয়ে গেছি। ৮৪ জন্মের হিসাব আছে, তাই না!

তোমরা জানো যে - এখন এই দুনিয়া কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে। এই লক্ষ্মী নারায়ণ তো হলেন ফুল, তাই না! তাঁদের সামনে কাঁটা গিয়ে বলে যে - আপনি হলেন সর্বগুণসম্পন্ন.... আমরা হলাম পাপী, ছল-কপট। সব থেকে বড় কাঁটা হল - কাম বিকারের। বাবা বলেন যে, এর ওপর জয় প্রাপ্ত করে জগৎজিত হও। মানুষ বলে যে - ভগবানকে কোনো না কোনো রূপে আসতে হয়, ভাগীরথের উপর বিরাজমান হয়ে আসতে হয়। ভগবানকে আসতেই হয় পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানানোর জন্য। নতুন দুনিয়াকে সতোপ্রধান, পুরানো দুনিয়াকে তমোপ্রধান বলা হয়। এখনই হল সেই পুরানো দুনিয়া, তাই অবশ্যই এইসময়েই বাবাকে আসতে হয়। বাবাকেই রচয়িতা বলা যায়। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে কত সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেন। তাই অনেক খুশি হওয়া উচিত। *আর যদি কারোর কর্মভোগের হিসাব-নিকাশ থাকে, বা যা কিছু থাকে, সেটা তো ভুগতেই হবে, এক্ষেত্রে বাবা আশীর্বাদ করেন না।* আমাকে তোমরা ডেকেইছো - বাবা এসে আমাদেরকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করো। বাবার থেকে কিসের উত্তরাধিকার পেতে চাও? মুক্তি-জীবনমুক্তির। মুক্তি-জীবনমুক্তির দাতা হলেন এক জ্ঞানের সাগর বাবা, এইজন্য তাঁকে জ্ঞানদাতা বলা যায়। ভগবান জ্ঞান দিয়েছিলেন, কিন্তু কবে দিয়েছিলেন, কার দ্বারা দিয়েছিলেন, এসব কারোরই জানা নেই। সমস্ত কিছু জট পাকিয়ে দিয়েছে। কাকে জ্ঞান শুনিয়েছিলেন, এটাও কারো জানা নেই। এখন এই ব্রহ্মা বসে আছেন - উনি এখন বুঝতে পেরেছেন যে - আমিই নারায়ণ ছিলাম পুনরায় ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি। ইনি হলেন প্রথম নম্বরে। বাবা (ব্রহ্মা) বলেন যে - আমার তো চোখই খুলে গেছে। তোমরাও বলবে যে - আমাদের তো চোখই খুলে গেছে। তৃতীয় নেত্র তো খুলে যায়, তাই না! তোমরা বলবে যে, আমাদের এখন বাবার, সৃষ্টির চক্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। আমি যা আছি, যেরকম আছি - আমার চোখ খুলে গেছে। কত আশ্চর্যের বিষয়, তাই না! আমি আত্মা হলাম প্রথম, আবার পুনরায় আমি নিজেকে দেহ মনে করে বসি। আত্মা বলছে যে - আমি এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করি। তবুও আমরা নিজেকে আত্মা ভুলে দেহ-অভিমানী হয়ে যাই। এজন্য এখন তোমাদেরকে প্রথম-প্রথম এই জ্ঞান দিচ্ছি যে - নিজেকে আত্মা মনে করে বসো। অন্তরে এটা ঘুটতে থাক যে - আমি হলাম আত্মা। আত্মা না মনে করার কারণে বাবাকে ভুলে যাও। অনুভব করতে পারো যে - বারে বারে আমরা কিছু সময়ের জন্য দেহ-অভিমাণে এসে যাচ্ছি। পরিশ্রম করতে হবে। এখানে বসো, তো আত্ম-অভিমানী হয়েই বসো। বাবা বলছেন যে - বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে রাজত্ব দিতে এসেছি। অর্ধেক কল্প তোমরা আমাকে স্মরণ করেছো। কোনও কথা সামনে আসলে তখন বলতে যে, হায় রাম, কিন্তু ঈশ্বর বা রাম কে? এটা কারো জানা নেই। তোমাদেরকেই প্রমাণ করতে হবে যে - জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সকলের সদগতি দাতা হলেন ত্রিমূর্তি পরমপিতা পরমাত্মা শিব। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকর এই তিনেরই জন্ম একসাথে হয়। শুধু শিবজয়ন্তী নয়, ত্রিমূর্তি শিবজয়ন্তী। অবশ্যই যখন শিবের জয়ন্তী হবে তখন ব্রহ্মারও জয়ন্তী হবে। শিবের জয়ন্তী মানায় কিন্তু ব্রহ্মা কি করেছেন! লৌকিক, পারলৌকিক আর ইনি হলেন অলৌকিক বাবা। ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বাবা বলছেন যে - নতুন দুনিয়ার জন্য এই নতুন জ্ঞান এখন তোমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে, পুনরায় এই জ্ঞান প্রায়ঃলোপ হয়ে যায়। যার মধ্যে - রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান নেই তো সে অজ্ঞানী হয়ে গেল, তাই না! অজ্ঞান নিদ্রাতে ঘুমিয়ে আছে। জ্ঞানের দ্বারা হয় দিন, ভক্তির দ্বারা হয় রাত। শিবরাত্রির অর্থও জানে না, এই জন্য শিবরাত্রিতে হলি ডে উড়িয়ে দিয়েছে।

এখন তোমরা জেনে গেছ যে - বাবা আসেনই সকলের জ্যোতি জাগরিত করতে। তোমরা এই বাতি আদি জাগরিত করলে, তারা বুঝবে যে এদের কোনও বড়দিন পালিত হচ্ছে। এখন তোমরা জাগরিত করো অর্থ সহকারে। তারা কি বুঝতে পারবে এসব বিষয়! তোমাদের ভাষণের দ্বারা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না। এখন সমগ্র বিশ্বে রাবণের রাজত্ব চলছে, এখানে তো মানুষ কত দুঃখী হয়ে গেছে। ঋদ্ধি সিদ্ধি যারা করে, তারাও অনেক কষ্ট দেয়। সংবাদপত্রেও পড়ে যে - এর মধ্যে প্রেতাত্মার প্রবেশ হয়েছে। খুব দুঃখ দেয়। বাবা বলছেন যে - এই সব বিষয়ের সাথে তোমাদের কোনও যোগসূত্র নেই। *বাবা তো সোজা কথা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমাদের সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাবে।* আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার

আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যথার্থ রীতি বাবাকে স্মরণ করার বা আত্ম-অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে, সততার সাথে নিজের চার্ট রাখতে হবে, এতেই অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হবে।

২) সবথেকে বড় দুঃখদায়ী কাঁটা হল কাম বিকার, এর উপরেই যোগবলের দ্বারা বিজয় প্রাপ্ত করে পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। এছাড়ার অন্য কোনও কথার সাথে তোমাদের কোনো যোগসূত্র নেই।

বরদান:- বিঘ্ন প্রফু ঝলমলে উজ্জ্বল ফরিস্তা ড্রেস ধারণ করে সর্বদা বিঘ্ন-বিনাশক ভব*

ব্যাখ্যা :- নিজের প্রতি আর সকলের প্রতি সর্বদা বিঘ্ন-বিনাশক হওয়ার জন্য প্রশ্নসূচক চিহ্নকে বিদায় দেওয়া আর পূর্ণচ্ছেদ (ফুল-স্টপ) দ্বারা সকল শক্তিকে ফুল স্টক করা। সর্বদা উজ্জ্বল ঝলমলে ফরিস্তা ড্রেস পরিধান করে থাকো, মাটির ড্রেস পরিধান করো না। সাথে-সাথে সকল গুণের গহনা দিয়ে সজ্জিত থাকো। সর্বদা অষ্ট শক্তির শস্ত্রধারী হয়ে থাকো আর কমল পুষ্পের আসনে নিজের শ্রেষ্ঠ জীবনের পা রাখো।

স্লোগান:- অভ্যাসের উপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দাও, তাহলে ফার্স্ট ডিভিসনে নম্বর এসে যাবে।*

★ ***মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য***

“এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান সকল মনুষ্যাত্মাদের জন্য”

সর্ব প্রথমে তো নিজের জন্য একটি মুখ্য পয়েন্ট অবশ্যই খেয়ালে রাখতে হবে, যখন এই মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ের বীজরূপ পরমাত্মা আছেন, তখন সেই পরমাত্মার দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে, সেই জ্ঞান সকল মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরী। সকল ধর্মের আত্মাদের এই জ্ঞান নেওয়ার অধিকার আছে। যদিও প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব জ্ঞান আছে, প্রত্যেকের নিজ-নিজ শাস্ত্র আছে, প্রত্যেকের নিজ নিজ মত আছে, প্রত্যেকের নিজ-নিজ সংস্কার আছে, কিন্তু এই জ্ঞান হল সকলের জন্যই। যদি তারা এই জ্ঞানকে ধারণ নাও করতে পারে, আমাদের পরিবারে যদি নাও আসতে পারে, তবুও সকলের পিতা হওয়ার কারণে তাঁর সাথে যোগ লাগানোর দ্বারা পবিত্র অবশ্যই হবে। এই পবিত্রতার কারণে নিজেরই সেকশনে পদ অবশ্যই পাবে, কেননা যোগকে তো সকল মানুষ মান্যতা দেয়, অনেক মানুষ এইরকম বলে যে আমারও মুক্তি চাই, বিনা শাস্তি ভোগ করে মুক্ত হওয়ার শক্তিও এই যোগের দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

“অজপাজপ অর্থাৎ নিরন্তর ঈশ্বরীয় স্মরণ”

এই যে কথা প্রচলিত আছে যে প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে অজপাজপ জপতে থাকো - এর যথার্থ অর্থ কী ?

যখন আমরা বলি যে - "অজপাজপ", তো এর যথার্থ অর্থ হল - জপ ছাড়া প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে নিজের বুদ্ধির যোগ, নিজের পরম পিতা পরমাত্মার সাথে নিরন্তর লাগানো আর এই ঈশ্বরীয় স্মরণ প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে চলতে থাকে, সেই নিরন্তর ঈশ্বরীয় স্মরণকে অজপাজপ বলা হয়। এছাড়া, কোনও মুখ দিয়ে জপ জপতে থাকা অর্থাৎ রাম রাম বলা, মনে মনে কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করা, এটাতো নিরন্তর চলতে পারে না। তারা মনে করে যে, আমরা মুখ দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ না করলেও হৃদয় দিয়ে উচ্চারণ করি - এটাই হলো অজপাজপ। কিন্তু এখানে সহজ একটি বিচার করার বিষয় হল - যেখানে নিজের শব্দই হল অজপাজপ, যাকে জপ করারও প্রয়োজন নেই। আন্তরিকভাবে বসে কোনো মূর্তিকে ধ্যানও করতে হবে না, না কিছু স্মরণ করতে হবে কেননা সেও নিরন্তর খেতে বা পান করতে থাকে না, কিন্তু আমরা যে ঈশ্বরীয় স্মরণ করি, সেটাই নিরন্তর চলতে পারে, কেননা এটা হল খুবই সহজ। যেরকম মনে কর, বাচ্চারা নিজের বাবাকে স্মরণ করে, তো সেই সময় বাবার ছবি সামনে নিয়ে আসার প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু মনের দ্বারা, বাণীর দ্বারা, কর্মের দ্বারা বাবার সমস্ত অ্যাকুপেশন, অ্যাক্টিভিটি, গুণ সহকারে স্মরণে এসে যায়, সেই স্মরণ আসার সাথে সাথে বাচ্চার মধ্যেও সেই এক্ট চলতে থাকে, তবেই সন শোস্ ফাদার করতে পারে। সেইরকম নিজেরও আর সকলের স্মরণও হৃদয়ের ভিতর থেকে করতে হবে, সেই একই আসল পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণে থাকতে হবে, এতে উঠতে-বসতে, খেতে-পান করতে, নিরন্তর

স্মরণে থাকতে পারবে। সেই স্মরণের দ্বারাই কর্মভীত হওয়া যায়। তাই এই ন্যাচারাল স্মরণকেই অজপাজপ বলা হয়।
আম্হা - ওম্ শান্তি।

০৮-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন: - তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, তোমাদের উদ্দেশ্য বা শুদ্ধ ভাবনাটি কি ?

উত্তর: - তোমাদের উদ্দেশ্য হলো - ৫ হাজার বছর পূর্বের কল্পের মতো পুনরায় শ্রীমৎ অনুসারে বিশ্বে সুখ ও শান্তির রাজ্য স্থাপন করা। তোমাদের শুদ্ধ ভাবনা হলো যে, শ্রীমৎ অনুযায়ী আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের সন্নতি করবো। তোমরা নেশায় মত্ত হয়ে বলো যে আমরা সবাইকে সদগতি প্রদান করি। তোমরা বাবার কাছে শান্তি পুরস্কার (পীস প্রাইজ) প্রাপ্ত কর। নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়াই হল প্রাইজ নেওয়া।

ওম্ শান্তি। স্টুডেন্ট যখন পড়াশোনা করে, তখন খুব আনন্দের সাথে পড়ে। টিচারও খুব খুশী হয়ে, আগ্রহ সহকারে পড়ায়। আত্মারূপী রুহানী বাচ্চারা জানে যে অসীমের পিতা হলেন টিচারও, আমাদের খুব আগ্রহের সাথে পড়ান। লৌকিক পড়াশোনায় পিতা ও টিচার আলাদা থাকে, সেখানে টিচার পড়ায়। কারো পিতাই হলেন টিচার, আগ্রহ সহকারে পড়ান। কারণ ব্লাড কানেকশন থাকে, তাইনা। নিজের ভেবে খুব মন দিয়ে পড়ান। এইখানে বাবা তোমাদের কতখানি আগ্রহ সহযোগে পড়ান। তাই বাচ্চারা তোমাদেরও খুব আগ্রহ সহকারে পড়াশোনা করা উচিত। ডাইরেক্ট বাবা পড়ান, তাও কেবলমাত্র একবার এসে পড়ান। বাচ্চাদের খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করা উচিত। বাবা ভগবান আমাদের পড়ান এবং প্রতিটি কথা খুব ভালোভাবে বোঝান। কোনও বাচ্চাদের পড়তে পড়তে বিচার শুরু হয় এইসব কি, ড্রামায় এই হলো আবাগমনের চক্র। কিন্তু এমন নাটকের রচনা কেন করা হয়েছে ? এতে কি লাভ ? শুধু এমন ভাবে চক্রের পরিক্রমা করতে হবে, এই চক্র থেকে মুক্তি হলেই ভালো। যখন দেখে যে, এই ৮৪ র চক্র পরিক্রমা করতেই হবে, তখন এমন চিন্তন উৎপন্ন হয়। ভগবান এমন খেলা কেন রচনা করেছেন, যে আবাগমনের (আশা আর যাওয়া) এই চক্র থেকে মুক্তি নেই, এর চেয়ে মোক্ষ প্রাপ্তি হওয়া ভালো। এমন বিচার অনেক বাচ্চাদের মনেই আসে। এই আবাগমনের অর্থাৎ যাওয়া আর আসা, দুঃখ সুখের চক্র থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হোক। বাবা বলেন তা তো একেবারেই সম্ভব নয়। মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করাটাই ওয়েস্ট হয়ে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন একজন আত্মারও নিজের পার্ট থেকে মুক্তি নেই। আত্মার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে। আত্মা হল ই অনাদি, অবিনাশী, সবাই অ্যাকুইরেট অ্যাক্টর্স। কেউ কম বা বেশি হতে পারে না। বাচ্চারা তোমাদের সম্পূর্ণ নলেজ আছে। কারো মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। সব ধর্মের মানুষদের নম্বর অনুযায়ী আসতেই হবে। বাবা বোঝান এই হলো পূর্ব রচিত অবিনাশী ড্রামা। তোমরাও বলো বাবা এখন আমরা জেনেছি, কীভাবে আমরা ৮৪-র চক্র ভ্রমণ করি। এই কথাও বুঝেছো সর্বপ্রথমে যারা আসবে, তারাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। যারা পরে আসবে তাদের কম জন্ম হবে। এখানে তো পুরুষার্থ করতে হবে। পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় অবশ্যই পরিণত হতে হবে। বাবা প্রত্যেকটি কথা বার বার করে বোঝান কারণ নতুন বাচ্চারা আসতেই থাকে। তাদের কে পুরানো পড়া কে পড়াবে। তাই বাবা নতুনদের দেখে পুরানো পয়েন্টস রিপিট করেন।

তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নলেজ আছে। তোমরা জানো আমরা কীভাবে শুরু থেকে পার্ট প্লে করে এসেছি। তোমরা যথার্থ রীতি জেনেছো, কীভাবে নম্বর অনুসারে আসে, কতবার জন্ম হয়। এইসময় বাবা এসে জ্ঞানের কথা শোনান। সত্যযুগে তো আছে ই প্রালঙ্ক। এই কথা তোমাদেরকে এখনই বোঝানো হয়। গীতায়ও শুরুতে এবং শেষের দিকে এই কথাটি আসে - "মন্বনাভব"। পড়াশোনা করানো হয় পদমর্যাদা প্রাপ্তির জন্য। তোমরা রাজা হওয়ার জন্য এখন পুরুষার্থ কর। অন্য ধর্মের মানুষদের বোঝানো হয় - যে তারা নম্বর অনুসারে আসে, ধর্ম স্থাপকের আগমনের পরে সবাইকে আসতে হয়। রাজত্বের কোনো কথা নেই। একটি গীতা শাস্ত্র আছে যার এতই মহিমা আছে। ভারতে বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন এবং সকলের সন্নতি করেন। ধর্ম স্থাপক যারা আসেন, তাদের মৃত্যুর পরে বিশাল তীর্থস্থল বানানো হয়। বাস্তবে সর্বজনের তীর্থ স্থান হলো এই ভারত যেখানে অসীম জগতের পিতা আসেন। বাবা ভারতে এসেই সর্বের সদগতি করেন। বাবা বলেন আমাদের লিভেটর, গাইড বলো তাইনা। আমি তোমাদের এই পুরানো দুনিয়া, দুঃখের দুনিয়া থেকে উদ্ধার করে শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যাই। বাচ্চারা জানে বাবা আমাদের শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যাবেন। বাকিরা সবাই শান্তিধাম যাবে। দুঃখ থেকে বাবা এসে উদ্ধার করেন। তাঁর তো জন্ম-মরণ নেই। বাবা এসেছেন তারপরে চলে যাবেন। তাঁর উদ্দেশ্যে তো বলা হবে না যে মারা গেছেন। যেমন শিবানন্দের জন্য বলা হবে শরীর ত্যাগ করেছেন, তারপরে ক্রিয়াকর্ম করা হয়। এই বাবা চলে গেলে ক্রিয়াকর্ম, সেরিমনি ইত্যাদি কিছুই করতে হয় না। তাঁর আগমনের কথাও জানা যায় না। ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদির

তো কথাই নেই। অন্য সব মানুষের ক্রিয়াকর্ম করা হয়। বাবার ক্রিয়াকর্ম হয় না, তাঁর যে কোনো শরীর নেই। সত্যযুগে এই জ্ঞান ভক্তির কথা থাকে না। এইসব এখনই চলে অন্যরা সবাই ভক্তি করা ই শেখায়। অর্ধকল্প হলো ভক্তি তারপরে অর্ধকল্পের পরে বাবা এসে জ্ঞানের অবিনাশী স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। জ্ঞান তো সেখানে সঙ্গে যায় না। সেখানে বাবাকে স্মরণ করার দরকার নেই। মুক্তিতে থাকে সবাই। সেখানে কি স্মরণ করতে হয় ? দুঃখের আত্ননা দ তো সেখানে থাকেই না। ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী পরে ব্যভিচারী হয়। এই সময় তো আছে অতি ব্যভিচারী ভক্তি, একেই ঘোর নরক বলা হয়। একেবারে তীক্ষ্ণ থেকেও তীক্ষ্ণ নরকের স্থিতি তারপরে বাবা তীক্ষ্ণতম স্বর্গের রচনা করেন। এইসময় একশো শতাংশ দুঃখ, পরে একশো শতাংশ সুখ-শান্তি হবে। আত্মা গিয়ে নিজের ঘরে বিশ্রাম নেবে। বোঝানো খুবই সহজ। বাবা বলেন আমি আসিই তখন, যখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করতে হয়। এই কাজ কেবল একজন তো করবে না। অনেক সেবাপ্রার্থী চাই। এই সময়ে তোমরা বাবার সেবাপ্রার্থী সন্তান হয়েছো। ভারতের বিশেষভাবে প্রকৃত সেবা কর। সত্য পিতা প্রকৃত সত্য সেবা করা সেখান। নিজেরও, ভারতেরও এবং বিশ্বেরও কল্যাণ কর। অতএব কতখানি রুচিশীল হয়ে সেবা কার্য করা উচিত। বাবা কত রুচিসম্মত হয়ে সর্বের সদগতি করেন। এখনও সর্বজনের সদগতি অবশ্যই হওয়ার আছে। এই হলো শুদ্ধ অহংকার, শুদ্ধ ভাবনা।

তোমরা প্রকৃত সত্য সেবা করো - কিন্তু গুপ্ত রূপে। আত্মা করে শরীর দ্বারা। তোমরা জিজ্ঞাসা করো - বি.কে.দের উদ্দেশ্যটি কি ? বলা বি.কে.দের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বে সত্যযুগী সুখ-শান্তির স্ব রাজ্য স্থাপনা করা। আমরা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে শ্রীমৎ অনুসারে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করে বিশ্ব শান্তির পুরস্কার প্রাপ্ত করি। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা পুরস্কার প্রাপ্ত করে। নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়া কি কম পুরস্কার নাকি ! তারা শান্তি পুরস্কার নিয়েই খুশী থাকে, প্রাপ্তি কিছুই হয় না। প্রকৃত সত্য পুরস্কার তো এখন আমরা বাবার কাছে প্রাপ্ত করি, বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করি। বলা হয় ভারত হল আমাদের উঁচু দেশ। খুব মহিমা গান করে। সবাই বোঝে আমরা ভারতের মালিক, কিন্তু মালিক কোথায় আছে। এখন তোমরা বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুসারে রাজ্য স্থাপন কর। অস্ত্র শস্ত্র তো কিছুই নেই। দিব্য গুণ ধারণ কর তাই তোমাদের গায়ন পূজন হয়। অম্বা দেবীর দেখো কত পূজা হয়। কিন্তু অম্বা কে, ব্রাহ্মণ নাকি দেবতা সেসব কেউ জানে না। অম্বা, কালী, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি এমন অনেক নাম আছে। এখানেও নীচে অম্বা দেবীর ছোট মন্দির আছে। অম্বাকে অনেক ভূজ দেওয়া হয়েছে। এমন তো হয় না। একেই বলা হয় ব্লাইন্ড ফেথ বা অন্ধ বিশ্বাস। ক্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদি এসে নিজের ধর্ম স্থাপন করেছে, তিথি তারিখ সবই বলে দেয় তারা। সেই থানে অন্ধ বিশ্বাসের কোনো কথা নেই। এখানে ভারতবাসী কিছুই জানে না - আমাদের ধর্ম কবে এবং কে স্থাপন করেছে ? তাই বলা হয় অন্ধবিশ্বাস। এখন তোমরা পূজারী পরে পূজ্য রূপে স্থাপিত হও। তোমাদের আত্মাও হয় পূজ্য তো শরীরও পূজ্য হয়। তোমাদের আত্মারও পূজা হয় পরে দেবতা রূপেও পূজা হয়। বাবা তো হলেন নিরাকার। তিনি হলেন সর্বদা পূজ্য স্বরূপ। তিনি কখনও পূজারী স্বরূপ হন না। তোমরা বাচ্চারা তোমাদের জন্যে বলা হয় নিজেরাই পূজ্য নিজেরাই পূজারী। বাবা তো হলেন এভার পূজ্য, এখানে এসে বাবা প্রকৃত সত্য সেবা করেন। সকলের সদগতি করেন। বাবা বলেন - এখন "মামেকম স্মরণ করো"। অন্য কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না। এখানে তো বিশাল লক্ষপতি, কোটিপতি গিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করে। কতখানি অন্ধশ্রদ্ধা আছে। বাবা তোমাদের আমরা ই সেই দেবতা - এই কথার অর্থ বুঝিয়েছেন। তারা তো বলে দেয় শিবোহম্, আত্মাই হলো পরমাত্মা। এখন বাবা কারেক্ট করে বলেছেন। এখন বিচার করো, ভক্তিমার্গে রাইট শুনেছি নাকি আমরা রাইট বলছি ? আমরা ই সেই দেব দেবী - এই কথার বিশাল অর্থ বলে দিয়েছে। আমরা ই সেই ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়। এখন আমরা সেই - এই কথার অর্থ কোন্টা ঠিক ? আমরা আত্মারা এইভাবেই চক্রে আসি। বিরাট রূপের চিত্রও আছে, এতে শিখায় ব্রাহ্মণ এবং বাবাকে দেখানো হয় নি। দেবতার এলো কোথা থেকে ? জন্ম হলো কোথায় ? কলিযুগে তো হলো শূদ্র বর্ণ। সত্যযুগে দেবতা বর্ণে পরিণত হলো কীভাবে ? কিছুই বুঝতে পারে না। ভক্তি মার্গে মানুষ কেমনভাবে আটকে থাকে। কেউ গুরুগ্রন্থ পড়ে, ভাবলো, মন্দির বানিয়ে বসে গ্রন্থ পড়ে শোনাবো। অনেক মানুষ এসে, ফলোয়ার্স হয়ে যায়। লাভ তো কিছুই হয় না। অনেক দোকান খুলে গেছে। এখন এই সব দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। এই দোকানদারি সবই হলো ভক্তি মার্গের, এর দ্বারা অনেক ধন উপার্জন করে। সন্ন্যাসীরা বলে আমরা ব্রহ্ম যোগী, তত্ত্ব যোগী। যেমন ভারতবাসী হলো বাস্তবে দেবী-দেবতা ধর্মের কিন্তু হিন্দু ধর্ম বলে দিয়েছে। তেমনই ব্রহ্ম হলো তত্ত্ব, যেখানে আত্মারা বাস করে। তারা যদিও ব্রহ্ম জ্ঞানী তত্ত্ব জ্ঞানী নাম রেখেছে। যদিও ব্রহ্ম তত্ত্ব হলো নিবাস স্থান। তাই বাবা বোঝান কত বড় ভুল করে দিয়েছে। এই সব হলো ভ্রম। আমি এসে সবরকমের ভ্রম দূর করি। ভক্তি মার্গে বলাও হয় হে প্রভু তোমার মতি গতি সবই পৃথক। গতি তো অন্য কেউ প্রদান করতে পারে না। মতামত তো অনেক প্রাপ্ত হয়। এখানকার মতামত সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়। সম্পূর্ণ বিশ্বকে বদলে দেয়।

এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, এত সব ধর্ম কীভাবে আসে ! তারপরে আত্মারা কীভাবে নিজের নিজের সেকশনে

গিয়ে থাকে। এই সব ড্রামায় ফিক্স আছে। এই কথাও বাচ্চারা জানে - দিব্য দৃষ্টি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। বাবাকে বললো বাচ্চারা - এই দিব্য দৃষ্টির চাবি আমাদের দাও যাতে আমরা কাউকে সাক্ষাৎকার করতে পারি। বাবা বললেন - না, এই চাবি কেউই পাবে না। তার বদলে তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করি। আমি নিই না। আমার পাট হলো সাক্ষাৎকার করানোর। সাক্ষাৎকার হলে কত খুশী হয়। যদিও প্রাপ্তি কিছুই নেই। এমন নয় যে, সাক্ষাৎকার দ্বারা কেউ নিরোগী অর্থাৎ রোগমুক্ত হয় বা ধন প্রাপ্তি হয়। না, মীরার সাক্ষাৎকার হয়েছিলো কিন্তু মুক্তি তো প্রাপ্ত হয়নি। মানুষ ভাবে মীরা তো বৈকুণ্ঠে থাকতো। কিন্তু বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণপুরী কোথায় আছে। এই সব হলো সাক্ষাৎকার। বাবা বসে সব কথা বোঝান। এনারও প্রথম প্রথম বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার হয়েছিলো তখন অনেক খুশীর অনুভব হয়েছিলো। তাও যখন দর্শন হলো যে আমি মহারাজা হই। বিনাশের দর্শনও হলো তারপরে রাজস্ব দেখে দূঢ় নিশ্চয় হলো ওহো! আমি তো বিশ্বের মালিক হই। বাবার প্রবেশ হলো। বাবা এইসব তুমি নিয়ে নাও, আমার তো বিশ্বের বাদশাহী চাই। তোমরাও এই সওদা করতে এসেছো তাইনা। যারা জ্ঞানে আসে তাদের ভক্তি হারিয়ে যায়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) দিব্য গুণ ধারণ করে শ্রীমৎ অনুসারে ভারতের প্রকৃত সেবা করতে হবে। নিজের, ভারতের এবং সম্পূর্ণ বিশ্বের কল্যাণ খুব আগ্রহ সহকারে করতে হবে।

২) ড্রামার অনাদি অবিনাশী পূর্ব নির্দিষ্ট রচনাটি যথার্থ রূপে বুঝে কোনোরকম সময় নষ্ট করা পুরুষার্থ করবে না। ব্যর্থ চিন্তনও করবে না।

বরদান:- একাগ্রতার অভ্যাস দ্বারা একরস স্থিতি নির্মাণকারী সর্ব সিদ্ধি স্বরূপ ভব*

ব্যাখা: যেখানে একাগ্রতা আছে সেইখানে একরস স্থিতি স্বতঃ থাকে। একাগ্রতা দ্বারা সঙ্কল্প, বাণী এবং কর্মের ব্যর্থভাব সমাপ্ত হয় এবং সমর্থভাব এসে যায়। একাগ্রতা অর্থাৎ একটি শ্রেষ্ঠ সংকল্পে স্থিত থাকা। যে একটি বীজ রূপী সংকল্পে সম্পূর্ণ বৃক্ষ রূপী বিস্তার সমায়িত আছে। একাগ্রতা বৃদ্ধি করো তাহলে সর্ব প্রকারের দোলাচল সমাপ্ত হয়ে যাবে। সব সঙ্কল্প, বাণী ও কর্ম সহজে সিদ্ধি লাভ করবে। এর জন্য একান্তবাসী হও।

শ্লোগান:- একবার ভুল কাজ করে সেই ভুলটি বার বার চিন্তন করা অর্থাৎ ক্ষত দাগের উপরে কাটা দাগ গভীর করা, তাই যা অতীত তাকে বিন্দু লাগাও ।*

০৯-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্ন:-** — ভক্তরা ভগবানকে সর্বশক্তিমান বলে থাকে আর তোমরাও বল, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?*

***উত্তর:-** — ভক্তরা বলে ভগবান সবকিছু করতে পারেন, সবকিছুই তাঁর হাতের মধ্যে। তোমরা জান বাবা বলেছেন আমিও স্বয়ং এই ড্রামায় আবদ্ধ। ড্রামা সর্বশক্তিমান। বাবাকে সর্বশক্তিমান এইজন্যই বলা হয় কেননা সবাইকে সঙ্গতি প্রদান করার শক্তি তাঁর মধ্যেই রয়েছে। তিনি এসে এমনই এক রাজ্য স্থাপনা করেন যা কখনও কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না।*

ওম্ শান্তি । কে বললেন ? বাবা বললেন । ওম্ শান্তি - এটা কে বলেছেন ? দাদা বলেছেন। বাচ্চারা এখন তোমরা জেনেছ উচ্চ থেকে উচ্চ তাঁর মহিমা কত প্রসিদ্ধ। বলা হয় সর্বশক্তিমান তিনি কিই না করতে পারেন । ভক্তি মার্গে ভক্তরা সর্বশক্তিমান শব্দের অর্থ বৃহত্তর কিছু মনে করে। বাবা বলেন ড্রামানুসারেই সবকিছু হয়ে থাকে, আমি কিছুই করিনা। আমিও এই ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করলে নিজেরাই সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠো। পবিত্র হয়ে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাও । বাবা সর্বশক্তিমান, তাই তাঁকে শেখাতে হয় বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে তারপর সর্বশক্তিমান হয়ে বিশ্বে রাজত্ব করবে। শক্তি না থাকলে রাজত্ব কিভাবে করবে । শক্তি পাওয়া যায় যোগ দ্বারা সেইজন্যই ভারতের প্রাচীন যোগের এতো মাহাত্ম্য।

তোমরা বাচ্চারা নন্দরানুসারে স্মরণ করে খুশি প্রাপ্ত করে থাক। তোমরা জান আমরা আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে, বিশ্বে রাজত্ব করব । এমন শক্তি কারো নেই যে, ছিনিয়ে নিতে পারে। উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবার মহিমা সবাই করে কিন্তু না বুঝে । একজন মানুষও নেই যে জানে এটা একটা নাটক । যদি জানতো এটা একটা নাটক তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্মরণে থাকা উচিত ছিল। নয়তো নাটক বলাই ভুল হয়ে যায়। বলাও হয়ে থাকে এ হলো সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের নাটক, আর আমরা ভূমিকা পালন করে আসছি । সুতরাং এই নাটকের আদি-মধ্য-অন্তকে তো জানা উচিত, তাইনা। এটাও বলা হয় আমরা উপর থেকে আসি তবেই তো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে না! সত্যযুগে অল্প সংখ্যক মানুষ ছিল, এতো আত্মা কোথা থেকে এসেছে, এ বিষয়ে কারো জানা নেই যে এ হলো অনাদি অবিনাশী পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রিপিট হতেই থাকে। তোমরা বায়োস্কোপ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখ, আবারও যদি দ্বিতীয়বার দেখ তাহলেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। ন্যূনতম পার্থক্য হবে না।

বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বসে কতভাবে বোঝান। বাচ্চারাও বলে কত মিষ্টি বাবা । বাবা তুমি কত মিষ্টি । বাবা, এখন তো আমরা তোমার সাথে আমাদের সুখধামে যেতে চলছি। *এখন তো জেনেছি আত্মা পবিত্র হলে ওখানে দুধ-ও পবিত্র পাব । শ্রেষ্ঠাচারী মায়েরা কত মিষ্টি হয়, সময় মতো বাচ্চাকে নিজেই দুধ পান করিয়ে থাকেন। বাচ্চার কান্নাকাটি করার কোনও প্রয়োজনই পড়ে না। এসব বিষয়েও মনন করা উচিত।* অমৃতবেলায় বাবার সাথে বাক্যালাপ করলে কত আনন্দ হয়। বাবা তুমি কত সুন্দর যুক্তি দিয়ে বোঝাও শ্রেষ্ঠাচারী রাজ্য স্থাপন করার কথা, আমরা শ্রেষ্ঠাচারী মায়ের কোলে যাব । অনেকবার আমরা ঐ নতুন সৃষ্টিতে গেছি। আমাদের খুশির দিন আবারও আসছে। খুশি-ই পুষ্টি প্রদান করে, যার জন্য গায়ন আছে তোমরা যদি অতীন্দ্রিয় সুখ সম্পর্কে জানতে চাও তবে গোপ এবং গোপীদের জিজ্ঞাসা কর। এখন তোমরা অনন্ত জগতের বাবাকে পেয়েছ । বাবাই আমাদের স্বর্গের শ্রেষ্ঠাচারী মালিক করে তোলেন। কল্পে-কল্পে আমরা নিজেদের রাজ্য ভাগ্য গ্রহণ করে থাকি। আমরা পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং তারপর জয় প্রাপ্ত করি। এখন বাবাকে স্মরণ করলেই রাবণের উপর জয়লাভ করে আমরা পবিত্র হতে পারব। সত্যযুগে লড়াই, দুঃখ ইত্যাদির কোনও চিহ্নমাত্র নেই, কোনও খরচ নেই। ভক্তি মার্গে জন্ম-জন্মান্তর ধরে কত খরচ করেছি । এখন অর্ধ কল্প আর আমাদের গুরু প্রয়োজন নেই। এবার আমরা শান্তিধাম , সুখধামে যাব । বাবা বলেন তোমরা সুখধামের পথিক । এখন দুঃখ ধাম থেকে সুখধামে যেতে হবে। বাঃ আমাদের বাবা, কেমন আমাদের ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করাচ্ছেন। আমাদের স্মৃতি স্মারক-ও এখানেই রয়েছে। কত চমকপ্রদ বিষয়। দিলওয়ারা মন্দিরের কত অপার মহিমা। আমরা এখন রাজযোগ শিখছি । তার স্মৃতি চিহ্ন তো অবশ্যই তৈরি হবে তাইনা। এই মন্দির হুবহু আমাদের স্মৃতি স্মারক । বাবা, মাঝা এবং আরও অনেক বাচ্চারা বসে

আছে। নিচে বসে যোগ শিখছেন, উপরে স্বর্গের রাজত্ব।

কল্প বৃক্ষ কত পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে। বাবা কিভাবে সাক্ষাত্কার করিয়েছেন তার চিত্র-ও তৈরি করা হয়েছে। বাবাই সাক্ষাত্কার করিয়েছেন তারপর সংশোধন-ও করিয়ে দিয়েছেন, কত চমকপ্রদ নতুন নলেজ। এই নলেজ সম্পর্কে কেউ-ই জানে না। বাবাই বসে বোঝান মানুষ কতখানি তমোপ্রধান হয়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েই চলেছে। ভক্তিও বৃদ্ধি পেতে পেতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তোমরা এখন সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করছ। গীতাতেও "মন্মনাভব" শব্দটি আছে। শুধু এটাই জানে না যে ভগবান কে। বাচ্চারা তোমাদের এখন অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে, কিভাবে মানুষের কাছে ভগবানের পরিচয় দেব। ভক্তি মার্গেও মানুষ ভোরবেলায় উঠে ঘরে বসেই ভক্তি করে। সেটাও বিচার সাগর মন্থন করা হলো তাইনা। এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ। বাবা তৃতীয় নেত্রের কথা শুনিয়ে থাকেন। একেই পরে তিজরীর কথা (তৃতীয় নেত্র প্রাপ্তকারী) বলা হয়েছে। তিজরীর কথা, অমরত্বের কথা, সত্যনারায়ণের কথা সবারই জানা। এসব কথা একমাত্র বাবাই এসে শোনান যা পরবর্তীতে ভক্তি মার্গে শোনানো হয়। জ্ঞান দ্বারা তোমরা নির্বিকারী হয়ে ওঠো, সেইজন্যই দেবতাদের পদ্মপতি বলা হয়। দেবতারা অগাধ ধনবান ও কোটিপতি হয়ে থাকে। কলিযুগে দেখ আর সত্যযুগেও দেখ - রাতদিনের পার্থক্য। সম্পূর্ণ দুনিয়া পরিষ্কার হতে তো সময় লাগে না! এ হলো অনন্ত দুনিয়া। ভারত তার অবিনাশী খন্ড। কখনোই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় না। অর্ধকল্প একটাই খন্ড থাকে। তারপর নশ্বরানুসারে অন্যান্য খন্ডের উত্থান হয়। বাচ্চারা তোমরা কত জ্ঞান প্রাপ্ত করে থাক। সবাইকে বল -ওয়ার্ল্ড হিস্টি-জিওগ্রাফীর পুনরাবৃত্তি কিভাবে হয় -এসে শোন। প্রাচীন ঋষি, মুনিদের কত সম্মান, কিন্তু তারাও সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। ওরা হলো হঠযোগী। কিন্তু ওদের মধ্যে পবিত্রতা আছে যার মাধ্যমে ভারতকে ধরে রাখে। নয়তো ভারতের যে কি হতো কে জানে! যখন কোনও বিল্ডিং রঙ করা হয় তখন তার শোভা বৃদ্ধি পায়। ভারতও পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। ওখানে তোমাদের সুখ দীর্ঘ সময় ধরে চলে। তোমাদের কাছে অগাধ ধন সম্পত্তি থাকে। তোমরা ভারতেই ছিলে, তোমাদের রাজত্ব ছিল, যেন গতকালের ঘটনা। পরবর্তী কালে অন্যান্য ধর্ম এসেছে। সেই ধর্মাবলম্বীরা কিছু সংস্কার এনে প্রসিদ্ধ হয়েছে। তারাও এখন সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাচ্চারা, তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত। এসব বিষয়ে নতুন যারা আসে তাদের শেখানো উচিত নয়। প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। জিজ্ঞাসা করতে হবে, বাবার নাম, রূপ, দেশ, কাল সম্পর্কে জান? উচ্চ থেকে উচ্চ বাবার ভূমিকা তো শ্রেষ্ঠতম হবে, তাইনা। এখন তোমরা জান — বাবাই আমাদের ডায়রেকশন দিচ্ছেন। তোমরা পুনরায় নিজেদের রাজধানী স্থাপন করতে চলেছ। বাচ্চারা তোমরা আমার সহযোগী। তোমরা পবিত্র হয়ে উঠছ। তোমাদের জন্য পবিত্র দুনিয়া অবশ্যই স্থাপন হবে। তোমরা এটা লিখতে পার যে, পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হতে চলেছে। তারপর এখানে সূর্য বংশী-চন্দ্র বংশীয় রাজত্ব হবে। তারপর আবার রাবণ রাজ্য শুরু হবে। চিত্র দেখিয়ে বোঝাতে মিষ্টি লাগে, এর মধ্যে তিথি-তারিখ সব লেখা আছে। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ অর্থাৎ স্মরণ। স্মরণে বিকর্ম বিনাশ হয় আর ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে রাজ্য প্রাপ্ত হয়। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। তবে হ্যাঁ, প্রবল রূপে মায়ার তুফান আসবে। অমৃতবেলায় উঠে বাবার সাথে বাক্যলাপ অতি মধুর। ভক্তি আর জ্ঞান দুইয়ের জন্যই এই সময় খুব ভালো। মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলা উচিত।

এখন আমরা শ্রেষ্ঠাচারী জগতে যেতে চলেছি। বাবা কতভাবে ঈশ্বরীয় নেশা বৃদ্ধি করিয়ে থাকেন। এমন-এমন সব বিষয়ে কথা বললেও তোমাদের উপার্জন হবে। শিববাবা তোমাদের নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী করে তুলছেন। প্রথমেই আমরা এসে অলরাউন্ড ভূমিকা পালন করে থাকি। এখন বাবা বলছেন এই ছিঃ ছিঃ পোশাক ত্যাগ কর। দেহ সহ সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যাও। এটাই হলো অনন্ত সন্ন্যাস। ওখানে তোমরা বৃদ্ধ হলে সাক্ষাত্কার হবে যে এবার শরীর ত্যাগ করে আবার বাচ্চা হব। খুশি অনুভব হয়। শৈশব সবচেয়ে সুন্দর সময়। এমন সব বিষয়ে অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। পয়েন্টস বের করে মনন করলে ঘন্টা-দেড় ঘন্টা কেটেই যায়। যত অভ্যাস বাড়বে ততই খুশির অনুভব বৃদ্ধি পাবে। খুব মজা লাগবে। ঘুরতে-ফিরতেও স্মরণ করতে হবে। অবসর অনেক, তবে বিদ্বৎ যে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজকর্মে মানুষের ঘুম আসেনা। আলসে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। তোমরা যতটা পার শিববাবাকে স্মরণ কর। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে শিববাবার জন্য আমরা ভোজন তৈরি করি। ভোজন অতি শুদ্ধতার সাথে বানানো উচিত। এমন কিছু যেন না হয় যাতে থিটমিট লেগে যায়। বাবা স্বয়ং-ও স্মরণ করে থাকেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অমৃতবেলায় উঠে বাবার সাথে মধুর বাক্যলাপ করতে হবে। প্রতিদিন খুশির অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করতে হবে।

২) সত্যযুগের রাজধানী স্থাপন করার কাজে বাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হওয়ার জন্য পবিত্র হতে হবে। স্মরণ দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করতে হবে, শুদ্ধতার সাথে ভোজন বানাতে হবে।

বরদান:- — স্ব-স্থিতি দ্বারা পরিস্থিতির উপর বিজয় প্রাপ্তকারী সঙ্গমযুগী বিজয়ী রত্ন ভব*
পরিস্থিতির উপর বিজয় প্রাপ্ত করার সাধন হলো স্ব-স্থিতি। এই দেহও পর, স্ব- এর নয় (নিজের নয়)। স্ব-স্থিতি বা স্বধর্ম সদা সুখের অনুভব করিয়ে থাকে আর প্রকৃতি-ধর্ম অর্থাৎ পর ধর্ম বা দেহের স্মৃতি কোনও না কোনও ভাবে দুঃখের অনুভব করিয়ে থাকে। সুতরাং যে স্ব-স্থিতিতে থাকে সে সবসময়ই সুখ অনুভব করে থাকে, তার কাছে দুঃখের লহর (ডেউ) আসতেই পারে না। সে সঙ্গম যুগের বিজয়ী রত্ন হয়ে যায়।

স্লোগান:- — পরিবর্তন শক্তি দ্বারা ব্যর্থ সংকল্পের ডেউয়ের গতিকে সমাপ্ত কর।*

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য

"এই অবিনাশী ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য কোনো ভাষা শেখার প্রয়োজন পড়ে না"

আমাদের যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান, সেটা অতি সহজ আর মিষ্টি মধুর । এর দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরের জন্য উপার্জন সঞ্চিত হয়। এই জ্ঞান এতোটাই সহজ, যে কোনো মহান আত্মা, বা অহল্যার মতো পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন, যে কোনো ধর্মের বালক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ যে কেউ-ই এই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে। দেখো, এতো সহজ বিষয়কেও দুনিয়ার মানুষ কঠিন বলে মনে করে। কেউ-কেউ ভাবে অনেক বেদ, শাস্ত্র, উপনিষদ পড়ে বিদ্বান হবে, কিন্তু তার জন্যও ভাষা শিখতে হয়। অনেক হঠযোগ করলে তবেই তা প্রাপ্ত হবে। আর এখানে তো নিজের অনুভব দ্বারাই উপলব্ধি হয়েছে যে এই জ্ঞান অতিব সহজ আর সরল কেননা স্বয়ং পরমাত্মা পড়াচ্ছেন, এর মধ্যে না কোনও হঠক্রিয়া আছে, না জপ-তপ আছে, না শাস্ত্রবাদী পন্ডিত হতে হবে, আ না এরজন্য সংস্কৃত ভাষা শেখার প্রয়োজন পড়বে। এ তো অতি সহজ স্বাভাবিক, শুধুমাত্র আত্মার সাথে পরমপিতা পরমাত্মার যোগযুক্ত হওয়া। কেউ যদি এই জ্ঞানকে ধারণ না করে শুধুমাত্র যোগ করে, তাহলেও অনেক লাভবান হতে পারবে। এর দ্বারা প্রথমতঃ পবিত্র হওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ কর্মবন্ধন ভস্মীভূত হয়ে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এতোটাই শক্তি এই সর্বশক্তিমান পরমাত্মার স্মরণ। যদিও সাকার ব্রহ্মা শরীর দ্বারা আমাদের যোগ শেখাচ্ছেন, কিন্তু স্মরণ ডাইরেক্ট ঐ জ্যোতি স্বরূপ শিব পরমাত্মাকেই করতে হবে, ঐ স্মরণ দ্বারাই কর্ম বন্ধনের ময়লা দূর হবে। আচ্ছা!

১০-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- বাবা ভারতবাসী বাচ্চাদেরকে বিশেষ কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন?

উত্তর:- তোমরা অর্থাৎ ভারতবাসী বাচ্চারা যারা এতো বিত্তশালী ছিলে, সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ, দেবতা ধর্মের ছিলে, তোমরা পবিত্র ছিলে, কাম - কাটারি চালাতে না, অনেক ধনবান ছিলে। আবার তোমরা এতো দেউলিয়া বা নিঃস্ব কীভাবে হলে, কারণ জানা আছে কি? বাচ্চারা, তোমরা কীভাবে গোলাম হয়ে গেলে? এতো সমস্ত ধন-দৌলত কোথায় হারিয়ে ফেলেলে? মনে করে দেখো, তোমরা পবিত্র থেকে পতিত কীভাবে হয়ে গেলে? তোমারা অর্থাৎ বাচ্চারাও এরকম ধরনের বাবা- বাবা বলে অপরকেও বোঝাও - তবে সে সহজ ভাবে বুঝতে পারবে।

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তি বললেও বাবা অবশ্যই স্মরণে আসা উচিত। বাবার সর্বপ্রথম কথা হলো *"মন্মনাভব"*। আগেও অবশ্যই বলেছিলেন, তাই তো এখনো বলেন। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বাবাকে জানো, যখন কোথাও সভাতে বক্তৃতা দিতে যাও, সেই লোকেরা তো বাবাকে জানে না। তাই তাদেরও এরকম বলা উচিত যে শিববাবা বলছেন, তিনিই হলেন পতিত-পাবন। অবশ্যই পবিত্র করে তোলার জন্য এখানে এসে বোঝান। যেমন বাবা এখানে তোমাদের বলেন- হে বাচ্চারা, তোমাদের স্বর্গের মালিক করেছিলাম, তোমরা আদি সনাতন দেবী- দেবতা ধর্মের বিশ্বের মালিক ছিলে, সেই রকম তোমাদেরও বলা উচিত যে বাবা এইটা বলেন। এরকম কারোর বক্তৃতা করার সংবাদ আসেনি। শিববাবা বলেন আমাকে উচ্চতমেরও উচ্চ মনে করো, পতিত পাবনও মানো, আমি এসেও থাকি ভারতে আর রাজযোগ শেখানোর জন্য আসি, বলে থাকি শুধুমাত্র আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো, আমি অর্থাৎ এই উচ্চতম বাবাকে স্মরণ করো। কারণ সেই পিতা হলেন শুধুই প্রদানকারী, দাতা। বরাবর ভারতে তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে যে! দ্বিতীয় কোনো ধর্ম ছিলো না। বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বোঝান, আমরা আবার আপনাদের বুঝিয়ে দিই। বাবা বলেন, তোমরা এই ভারতবাসীরা কতো বিত্তশালী ছিলে। সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ দেবতা ধর্ম ছিলো, তোমরা পবিত্র ছিলে, কাম-কাটারি চালাতে না। খুবই ধনবান ছিলে। বাবা আবার বলেন যে, তোমরা এতো দেউলিয়া হলে কীভাবে, কারণ জানা আছে কি? তোমারা বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন তোমরা কেন বিশ্বের গোলাম হয়েছো? সকলের থেকে ঋণ নিতে থাকো। এতো সব ধন কোথায় গেল? বাবা যেমন ভাষণ করেছিলেন সেই রকম ভাষণ তোমরাও করলে অনেকেই আকৃষ্ট হবে। তোমরা বাবাকে স্মরণ না করলে তো কারোর তীর বিঁধবে না। সেই শক্তি প্রাপ্ত হবে না। তা না হলে তোমাদের একটা বক্তৃতা শুনেই কামাল হয়ে যাবে। শিববাবা বোঝান ভগবান তো হলেন এক জনই। যিনি হলেন দুঃখ হরণকারী আর সুখ দাতা, নূতন দুনিয়া স্থাপনকারী। এইরকম ভারতে স্বর্গ ছিলো। হীরে জহরতের মহল ছিলো, একই রাজ্য ছিলো। সব ক্ষীরখন্ড ছিলো। বাবার মহিমা যেমন অপরমপার, সেইরকম ভারতের মহিমা হলো অপরমপার। ভারতের মহিমা শুনে খুশী হবে। বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন- এতো ধন-দৌলত কোথায় হারিয়ে ফেলেছো? ভক্তি মার্গে তোমরা কতো খরচা করেছো। কতো মন্দির তৈরী করেছো। বাবা বলেন খেয়াল করো তোমরা পবিত্র থেকে কীভাবে পতিত হয়েছো? বলেও যে না- বাবা দুঃখের সময় আমরা আপনাদের নাম করি, সুখের সময় করি না। কিন্তু তোমাদের দুঃখী করে তোলে কে? ক্ষণে-ক্ষণে বাবার নাম নিতে থাকো। তোমরা বাবার সংবাদ দাও। বাবা বলেন - আমি তো স্বর্গ, শিবালয় স্থাপন করেছি, স্বর্গে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো যে না! তোমরা এটাও ভুলে গেছো। তোমাদের এটাও জানা নেই যে, রাধা-কৃষ্ণই স্বয়ংবরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি বিশ্বের মালিক ছিলেন, বসে তার উপর কলঙ্ক আরোপ করো, আমার উপরেও কলঙ্ক আরোপ করো। আমি হলাম তোমাদের সঙ্গতি দাতা, তোমরা আমাকে কুকুর-বিড়াল, প্রতিটি কণায় কোণায় বলে দাও। বাবা বলেন তোমরা কতো পতিত হয়ে গেছো। বাবা বলেন সকলের সঙ্গতি দাতা, পতিত-পাবন হলাম আমি। তোমরা আবার গঙ্গাকে পতিত-পাবনী বলে দাও। আমার সাথে যোগ যুক্ত না হওয়ার কারণে তোমরা আরোই পতিত হয়ে যাও। আমাকে স্মরণ করলে তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। প্রতি ক্ষণে বাবার নাম স্মরণ করে বোঝালে তবে শিববাবা স্মরণে থাকবে। বলা, আমরা বাবার মহিমার সুখ্যাতি করছি, বাবা নিজে বলেন আমি কীভাবে সাধারণ পতিত দেহে অনেক জন্মের শেষের জন্মে আসি। ঐনারই হলো অনেক জন্ম। ইনি এখন আমার হয়েছেন বলে এই রথ দ্বারা তোমাদের বোঝাই। ইনি নিজের জন্মকে জানে না। ইনি হলেন ভগীরথ, ঐনারও বাণপ্রস্থ অবস্থায় আসি। শিববাবা এরকম বোঝান। এইরকম বক্তৃতা কারোর শোনা যায় নি। বাবার নামই তো নেয় না। সারাদিন বাবাকে তো একদমই স্মরণ করে না।

পরিনন্দা-চর্চাতে (ঝাড়মুই-ঝগমুই) লেগে থাকে আর লেখে যে, আমি এই রকম ভাষণ করেছি, আমি এইটা বুঝিয়েছি। বাবা বুঝিয়ে দেন এখন তো তোমরা হলে পিঁপড়ে(নগন্য)। মাকড়সাও হলে না আর কতো অহঙ্কার থাকে। বুঝতে পারে না যে, শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা বলেন। শিববাবাকে তোমরা ভুলে যাচ্ছে। ব্রহ্মার উপর ঝট করে বিগড়ে যাবে। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তোমাদের কাজ হলো আমার সাথে। আমাকে স্মরণ করতে থাকো না! কিন্তু তোমাদেরও জানা নেই যে, বাবা কি বস্তু, কবে আসেন। গুরু যারা তারা তোমাদের বলে যে কল্প হলো লক্ষ বছরের আর বাবা বলেন যে, কল্প হলোই ৫ হাজার বছরের। পুরানো দুনিয়া আর নূতন দুনিয়া হবে। নূতন আবার পুরানো হয়। এখন নূতন দিল্লী আছে কোথায়? যখন পরীস্থান অর্থাৎ স্বর্গ হবে তখন দিল্লীকে নূতন দিল্লী বলা হবে। নূতন দুনিয়াতে নূতন দিল্লী ছিলো, যমুনার ঘাটে। সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের মহল ছিলো। পরীস্থান ছিলো। এখন তো হলো সব কবরস্থান, সব কিছু মাটি চাপা পড়ে যায়, সেইজন্য বাবা বলেন- আমাকে অর্থাৎ এই উচ্চতম বাবাকে স্মরণ করলে পবিত্র হবে। সবসময় এই রকম বাবা-বাবা বলে বোঝাও। বাবা নাম নাও না বলে কেউ তোমাদের কিছু শোনে না। বাবার স্মরণ না থাকার কারণে তোমাদের মধ্যে তীক্ষ্ণতা আসে না। তোমরা দেহ- অভিমানের বশবর্তী হও। সংসারে আবদ্ধ মাতারা- যারা মার খায়, তারা তোমাদের থেকে বেশী স্মরণ করে থাকে, কতো ডাকতে থাকে। বাবা বলেন, তোমরা সকলে যে হলে দ্রোপদী না! এখন তোমাদের গল্প হওয়ার থেকে বাঁচাই। মাতারাও কেউ এমন আছে যাদের পূর্ব কল্পে পুতনা ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছিলো। তোমরা ভুলে গেছো। বাবা বলেন ভারত যখন শিবালয় ছিলো তো তাকে স্বর্গ বলা হতো। এখানে আবার যাদের কাছে বড় বাড়ী, বিমান ইত্যাদি আছে তারা মনে করে আমি তো স্বর্গে আছি। কতো মূঢ় মতির! প্রত্যেক কথায় বলো বাবা বলছেন। এই হঠযোগী কি আর তোমাদের মুক্তি দিতে পারবে! সকলের সঙ্গতি দাতা যখন একজনই তবে গুরু কিসের জন্য করো? তোমাদের কি সন্ন্যাসী হতে হবে না কি হঠযোগ শিখে ব্রহ্মতে লীন হতে হবে? লীন তো কেউ হতে পারে না। সবাইকে নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে। সব অ্যাক্টর্স হলো অবিনাশী। এটা হলো অনাদি অবিনাশী ড্রামা, মোক্ষ কেই কীভাবে প্রাপ্ত করতে পারে। বাবা বলেন- আমি এই সাধুদেরও উদ্ধার করতে এসেছি। তবে পতিত-পাবন কি ভাবে গঙ্গা হতে পারে! পতিত-পাবন তো তোমরা আমাকে বলো যে না! তোমাদের আমার সাথে যোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য এই হাল হয়েছে। এখন আবার আমার সাথে যোগ যুক্ত হও, তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। মুক্তিধামে পবিত্র আত্মারা থাকে। এখন তো সমগ্র দুনিয়া হলো পতিত। পবিত্র দুনিয়ার ব্যাপার তোমাদের জানাই নেই। তোমরা হলে সকলে পূজারী, একজনও পূজ্য নেই। তোমরা বাবার নাম নিয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে পারো। বাবা, যিনি কি না বিশ্বের মালিক করে তোলেন, তোমরা বসে ওনার গ্লানি করছো। শ্রীকৃষ্ণ ছোটো বাচ্চা, সর্বগুণ সম্পন্ন, সে এইরকম ব্যবসা কি করে করবে বসে। আর শ্রীকৃষ্ণ সকলের ফাদার কি ভাবে হতে পারে। ভগবান তো হলেন একই যে না! যতক্ষণ না আমার শ্রীমত অনুযায়ী চলছে তো জং কি ভাবে যাবে। তোমরা সবার পূজা করতে থাকছো তো কি দশা হয়ে গেছে, এই জন্য আবার আমাকে আসতে হলো। তোমরা কতো ধর্ম কর্ম ব্রষ্ট হয়ে গেছো। বলো তো হিন্দু ধর্ম কে কবে স্থাপন করে ছিলো? এইরকম ভালো মতো দাপটের সাথে বক্তৃতা করো। তোমাদের ক্ষণে-ক্ষণে বাবা স্মরণেই আসেন না। কখনো বা কেউ লেখে যে আমাদের মধ্যে তো যেন বাবা এসে বক্তৃতা করেছেন। বাবা খুবই সাহায্য করতে থাকেন। তোমরা স্মরণের যাত্রাতে থাকো না, সেইজন্য পিপীলিকা মার্গের সার্ভিস করো। বাবার নাম নিলে তবেই কারোর তীর বিঁধবে। বাবা বোঝান বাচ্চারা, তোমরাই অলরাউন্ড ৮৪ জন্মের চক্রে আবর্তিত হয়েছে, তাই তোমাদেরই বোঝাতে হবে। আমি ভারতেই আছি। যারা পূজ্য ছিলো তারাই পূজারী হয়েছে। আমি তো পূজ্য পূজারী হই না।

"বাবা বলছেন, বাবা বলছেন" এই সুর ছড়িয়ে দিতে হয়। তোমরা যখন এরকম ধরনের বক্তৃতা দাও, আমি যখন ঐরকম শুনবো, তখন বুঝবে যে এখন তোমরা পিঁপড়ে থেকে মাকড়সা হয়েছো। বাবা বলেন আমি তোমাদের অধ্যয়ণ করাই, তোমরা শুধুমাত্র মামেকম স্মরণ করো। এই রথ দ্বারা তোমাদের শুধু বলছি যে আমাকে স্মরণ করো। রথকে কি আর স্মরণ করতে হবে! বাবা এরকম বলেন, বাবা এটা বোঝান, এই রকম এরকম তোমরা বলো- তারপর দেখো তোমাদের সেই প্রভাব কতো বিস্তার হবে। বাবা বলেন, দেহ সহ সমস্ত সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধির যোগ ছিন্ন করো। নিজের দেহকেও ত্যাগ করলে বাকি থাকে আত্মা। নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ এই বাবাকে স্মরণ করো। কেউ বলে "অহম ব্রহ্মাস্মি" (আমিই ব্রহ্ম), মায়া মালিক হলাম আমি। বাবা বলেন, তোমরা এটাও জানো না যে মায়া কাকে বলে আর সম্পত্তি কাকে বলে! তোমরা ধনকে বলো মায়া (মায়া হল বিকার)। এই রকম এরকম ভাবে তোমরা বোঝাতে পারো। অনেক ভালো-ভালো বাচ্চারা মুরলীও পড়ে না। বাবাকে স্মরণ করে না, তাই তীর বিদ্ধ হয় না। কারণ স্মরণের শক্তি প্রাপ্ত হয় না। শক্তি প্রাপ্ত হয় স্মরণের দ্বারা। যে যোগ- বলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠ। বাচ্চারা, প্রতিটা কথায় বাবার নাম নিতে থাকো তবে কখনো কেউ কিছু বলতে পারবে না। সকলের ভগবান বাবা তো হলো এক না সকলে ভগবান হলো? বলে যে আমি হলাম অমুক সন্ন্যাসীর ফলোয়ার। এখন সে হলো সন্ন্যাসী আর তুমি হলে গৃহস্থী- তো ফলোয়ার্স হয়ে দাঁড়ালো

কীভাবে? গানও করে মিথ্যে মায়া, মিথ্যে দেহ, মিথ্যে সব সংসার। *সত্য তো হলেন একমাত্র বাবা। তিনি যতক্ষণ না আসবেন আমরা সত্য হতে পারি না* । মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা হলেন একই জন। তাছাড়া কেউই কি আর মুক্তি দিতে পারে, যে আমরা তার হবো! বাবা বলেন এটাও ড্রামাতে ছিলো। এখন সাবধান হয়ে চোখ খোলো। বাবা এইরকম বলেন, এরকম বলার জন্য তোমরা সরে যাবে। তোমাদের উপর কেউ অর্থহীন উক্তি করবে না।

ত্রিমূর্তি শিববাবা বলতে হবে, শুধু শিব নয়। ত্রিমূর্তিকে কে রচনা করেছেন ? ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা কে করিয়ে দেন ? ব্রহ্মা কি ক্রিয়েটর ? এইরকম ধরনের নেশার সাথে বলা, তবে কাজ করতে পারবে। না হলে তো দেহ-অভিমানের সাথে বসে বক্তৃতা করে। বাবা বোঝান যে এটি হলো অনেক ধর্মের কল্প বৃক্ষ (*অনেক ধর্মের অবস্থান উল্টো বৃক্ষের রূপে রয়েছে)। সর্বপ্রথমে হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। এখন সেই দেবতা ধর্ম গেল কোথায় ? লক্ষ বছর বলে দেয়, এটা তো হলো ৫ হাজার বছরের ব্যাপার। তোমরা মন্দিরও তাদেরই তৈরী করতে থাকছো। দেখানো হয় পান্ডবদের আর কৌরবদের যুদ্ধ লেগেছে। পান্ডবরা পাহাড়ী পথে গলে মরেছে, তারপর কি হলো ? আমি কীভাবে হিংসা করবো ? *আমি তো তোমাদের অহিংস বৈষ্ণব করে তুলি। কাম কাটারি না চালানো - তাকেই বৈষ্ণব বলা হয়। তারা হলো বিষ্ণুর বংশাবলী* । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণেব স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সার্ভিসে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য অহঙ্কারকে ত্যাগ করে প্রতিটি কথাতে বাবার নাম নিতে হবে। স্মরণের মধ্যে থেকে সেবা করতে হবে। পরনিন্দা-পরচর্চাতে সময় ওয়েস্ট করতে নেই।

২) সত্যিকারের বৈষ্ণব হয়ে উঠতে হবে। কোনো হিংসাই করা উচিত নয়। দেহ সহ সমস্ত সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধি যোগ ছিন্ন করে দিতে হবে।

বরদান:- বিশ্ব কল্যাণের কার্যে সর্বদা বিজি(ব্যস্ত) থাকা বিশ্বের আধার মূর্তি ভব*
বিশ্ব কল্যাণকারী বাচ্চারা স্বপ্নও ক্রী থাকতে পারে না। যারা দিন- রাত সেবাতে বিজি থাকে, তারা স্বপ্নেও কোনো নূতন নূতন কথা, সেবার প্ল্যান বা পন্থা দেখতে থাকে । তারা সেটাতে বিজি থাকার কারণে নিজের পুরুষার্থকে ব্যর্থ থেকে আর অন্যান্যদেরও ব্যর্থ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তাদের সামনে অসীম বিশ্ব-জগতের আত্মারা সর্বদা ইমার্জ থাকে। তাদের সামান্যতমও আলস্য আসতে পারে না। এইরূপ সেবাদারী বাচ্চাদের আধার মূর্তি হয়ে ওঠার জন্য বরদান প্রাপ্ত হয়ে যায়।

স্লোগান:- সঙ্গম যুগের এক-এক সেকেন্ড হলো বছরের সমান। এই জন্য আলস্য করে সময় বইয়ে দিও না।*

সর্বশক্তি-সম্পন্ন হওয়ার তথা বরদান প্রাপ্তির বছর

আজ সমুদয় ভান্ডারের মালিক, নিজের মাস্টার বাচ্চাদের দেখছেন। তারা কতখানি বালক তথা মালিক হয়েছে, সেটাই দেখছেন। এই সময় যে শ্রেষ্ঠ আত্মারা সর্ব শক্তির সমুদায় ভান্ডারের মালিক হয়, সেই মালিক ভাবের সংস্কার ভবিষ্যতেও বিশ্বের মালিক বানায়। তাহলে তিনি কি দেখলেন? তোমরা বালক তো সবাই, *বাবা আর আমি* এই একটা ব্যাপারে তোমরা সব বাচ্চা তন্ময় হয়ে রয়েছ। বালক ভাবের নেশা তো সবার মধ্যে আছে, কিন্তু যে বালক সেই মালিক অর্থাৎ বাবা সমান সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং বালক ভাবের স্থিতি আর মালিক ভাবের স্থিতির মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করেছেন। মালিক ভাব অর্থাৎ প্রতিটা পদক্ষেপ আপনা থেকেই সম্পন্ন স্থিতিতে নিজের হবে আর সবার জন্যও হবে। একেই বলে মাস্টার অর্থাৎ যে বালক সেই মালিক। মালিক হওয়ার বিশেষত্ব হলো যতটাই মালিকভাবের নেশা ততটাই বিশ্ব সেবাধারীর সংস্কার তোমাদের ইমার্জ রূপে সদা প্রতীয়মান হবে। যতটা মালিকভাবের নেশা থাকবে সেইসঙ্গে ততটাই বিশ্ব সেবাধারীর নেশা, দুইয়েরই সমতা হবে। এটাই বাবা সমান মালিক হওয়া। সেইজন্য বাবা এই রেজাল্ট দেখছিলেন যে বালক আর মালিক উভয় স্বরূপ সদাই প্রত্যক্ষ কর্মে পরিলক্ষিত হয় নাকি শুধু নলেজেই সীমাবদ্ধ! কেননা, নলেজ আর প্রত্যক্ষ কর্মে পার্থক্য আছে। বাবা দেখেছেন সমতার ক্ষেত্রে কিছু ভালো বাচ্চা তাদের প্রত্যক্ষ কর্মে কীভাবে বাবা সমান হয়েছে। কিছু বাচ্চা এখনো বালকভাবে থাকে, কিন্তু মালিকভাবের সেই অধ্যাত্ম নেশাতে বাবা সমান হওয়ার শক্তিশালী স্থিতিতে কখনো স্থিত হয় আর কখনো স্থিত হওয়ার প্রচেষ্টায় সময় চলে যায়।

সব বাচ্চার এটাই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য যে বাবা সমান হতেই হবে। লক্ষ্য শক্তিশালী। এখন সঙ্কল্প, বোল, কর্ম, সম্বন্ধ-সম্পর্কে লক্ষ্যকে রাখতে হবে। এতেই তারতম্য হয়। কিছু বাচ্চা সঙ্কল্প পর্যন্ত সমান স্থিতিতে স্থিত থাকে। কেউ কেউ সঙ্কল্পের সাথে বাণীতেও পৌঁছে যায়। কখনো কখনো কর্ম পর্যন্তও পৌঁছায়, কিন্তু যখন সম্বন্ধ, সম্পর্কে আসে, হয় তা সেবার সম্বন্ধেই আসুক বা পরিবারের সম্বন্ধে, সম্বন্ধ আর সম্পর্কে এসে এটা পার্সেন্টেজে কখনো কম হয়ে যায়। বাবা সমান হওয়া অর্থাৎ একই সময়ে সঙ্কল্প, বোল, কর্ম, সম্বন্ধ সবকিছুতে সমান স্থিতিতে থাকা। কেউ দুটোর মধ্যে এই স্থিতিতে থাকে, কেউ তিনটির মধ্যে। কিন্তু চার স্থিতির বিষয়ে বাবা যা বলেছেন তাতে কখনো কেউ একটাতে তো কখনো আরেকটাতে হয়ে যায়। বাপদাদা তো বাচ্চাদের প্রতি অতি স্নেহী। স্নেহের স্বরূপ শুধু অব্যক্তের সাথে ব্যক্ত রূপে মিলিত হওয়া নয়, বরং স্নেহের স্বরূপ তোমাদেরকে সমান বানায়। কিছু বাচ্চা এমন ভাবে যে বাপদাদা মোহমুক্ত হচ্ছেন। কিন্তু এটা নির্মোহ হওয়া নয়। এ হলো বিশেষ স্নেহ-স্বরূপ।

বাপদাদা আগে থেকেই তোমাদের বলে দিয়েছেন যে বহুকালের প্রাপ্তির হিসেবে সময় এখন খুব কম, সেইজন্য বাপদাদা বাচ্চাদেরকে বহুকালের জন্য বিশেষ দূততার তপস্যা দ্বারা নিজেকে তাপিত করতে সময় দিচ্ছেন অর্থাৎ তোমাদের শক্তিশালী ও পরিপক্ব হওয়ার জন্যই এই বিশেষ সময় দিচ্ছেন। কার্যতঃ, গোল্ডেন জুবিলিতেও তোমাদের সকলের সঙ্কল্প ছিল যে তোমরা সমান হবে, বিঘ্ন বিনাশক হবে, সমাধান স্বরূপ হবে। এই সব প্রতিজ্ঞা বাবার চিত্রগুপ্ত রূপ দ্বারা হিসেবের খাতায় লিপিবদ্ধ আছে। আজও অনেক বাচ্চা দূত সঙ্কল্প করেছে। সমর্পণ হওয়া অর্থাৎ নিজেকে সর্বপ্রাপ্তিতে পরিপক্ব বানানো। সমর্পিত হওয়ার অর্থই হলো সঙ্কল্প, বোল, কর্ম আর সম্বন্ধ এই চারটেতেই বাবা সমান হওয়া। যে পত্রগুলো তোমরা দিয়েছ সেইসব সদাকালের জন্য সূক্ষ্ম বতনে বাপদাদার কাছে রেকর্ডে থেকে গেছে। সবার ফাইলস ওখানে বতনে আছে। প্রত্যেকের এই সঙ্কল্প অবিনাশী হয়ে গেছে।

এই বছর বাচ্চাদের দূততার তপস্যা দ্বারা প্রতিটা সঙ্কল্পকে অমর, অবিনাশী বানানোর জন্য, নিজের সাথে বারবার অধ্যাত্ম আলাপ-আলোচনা করে দূততার অভ্যাস দ্বারা রিয়েলাইজেশন করার জন্য, এবং রিইনকারনেট স্বরূপ হয়ে তারপরে কর্মে আসার জন্য, এই স্থিতিকে সদাকালের জন্য আরও শক্তিশালী করতে বাপদাদা তোমাদের সময় দিচ্ছেন। সেইসঙ্গে বিশেষ রূপে শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তি দ্বারা সঞ্চয়ের খাতা আরও বাড়তে হবে। এখন আরও অন্তর্মুখী হয়ে শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তির বিশেষ অনুভব করা আবশ্যিক। তোমাদের শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তি দ্বারা সহজে ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমাপ্ত করে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দ্বারা অন্যদেরও পরিবর্তন করতে পারো। এখন এই শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তির বিশেষ অনুভব সহজেই ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমাপ্ত করে দেয়। শুধু তোমাদের ব্যর্থ সঙ্কল্পই সমাপ্ত করে না, বরং তোমাদের শুদ্ধ সঙ্কল্প, অন্যদেরও প্রতি শুভ ভাবনা, শুভ কামনার

স্বরূপ দ্বারা পরিবর্তন করতে পারে। এখন এই শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তির স্টক নিজের জন্যও সঞ্চয় করার খুব প্রয়োজন। মুরলী শোনার এই আন্তরিক ভালোবাসা খুব ভালো। মুরলী অর্থাৎ রত্ন-ভান্ডার। মুরলীর সব পয়েন্ট শক্তিরূপে জমা করতে হবে - এটা শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তি বাড়ানো। প্রতি মুহূর্তে শক্তি হিসেবে কার্যে প্রয়োগ কর। এখন এই বিশেষত্বের বিশেষভাবে অ্যাটেনশন রাখতে হবে। শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তির মহত্বকে এখন যত অনুভব করতে থাকবে ততখানি মন্থা সেবারও সহজে অনুভবী হতে থাকবে। প্রথমে নিজের জন্য শুদ্ধ সঙ্কল্প শক্তির সঞ্চয় প্রয়োজন আর তারপরে সাথে সাথে তোমরা সব বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা বাবার সাথে বিশ্ব পরিবর্তক আত্মা হবে। এই শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তি দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করার অনেক কার্য এখনো বাকি আছে। যেমন *বর্তমান সময়ে ব্রহ্মাবাবা অব্যক্ত রূপধারী হয়ে শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তি দ্বারা তোমাদের সবাইকে পালন করছেন। সেবার বুদ্ধির সহযোগী হয়ে অগ্রচালিত করছেন। শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তির এই বিশেষ সেবা চলছে। সুতরাং ব্রহ্মাবাবা সমান এখন এই বিশেষত্ব তপস্যা রূপে নিজের মধ্যে বাড়ানোর অভ্যাস করতে হবে। তপস্যা অর্থাৎ দৃঢ়তা সম্পন্ন অভ্যাস। সাধারণ কোনকিছুকে তপস্যা বলা হবে না, সুতরাং এখন তপস্যার জন্য সময় দিচ্ছেন। কেন এখনই দিচ্ছেন? কারণ এই সময় বহুকালের হিসেবে তোমাদের খাতায় জমা হয়ে যাবে। বাপদাদা সবাইকে বহুকালের প্রাপ্তি করানোর নিমিত্ত। বাপদাদা সব বাচ্চাকে বহুকালের রাজ্য ভাগ্য অধিকারী বানাতে চান। বহুকালের সময় খুব অল্প আছে, সেইজন্য তপস্যা রূপে সব বিষয়ের অভ্যাস করার জন্য এই বিশেষ সময় দিচ্ছেন, কারণ এমন সময় আসবে যাতে তোমাদের সবাইকে দাতা ও বরদাতা হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে অনেককে দিতে হবে। সুতরাং সর্ব ভান্ডারের সঞ্চয়ের খাতা সম্পন্ন বানানোর সময় দিচ্ছেন।*

দ্বিতীয়তঃ, বিঘ্ন বিনাশক বা সমাধান স্বরূপ হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে তোমরা। সুতরাং, নিজের এবং অন্যদের জন্যেও বিঘ্ন বিনাশক হওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প আর দৃঢ় স্বরূপ উভয়ই হতে দাও। শুধু সঙ্কল্প নয়, বরং স্বরূপ হতে দাও। তাইতো বাপদাদা এই বছর এক্সট্রা চান্স দিচ্ছেন। যারই বিঘ্ন বিনাশক হওয়ার এই বিশেষ ভাগ্য নেওয়ার আছে, তারা এই বছরে নিতে পারো। এই বছরের বিশেষ বরদান আছে। যতই হোক, বরদান নেওয়ার জন্য দুটো বিষয়ে বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে হবে। এক, সদা বাবা সমান দাতা হতে হবে, নেওয়ার কোনও আশা থাকবে না। রিগার্ড পেলে তবেই রিগার্ড দেবে, স্নেহ পেলে তবেই স্নেহী হবে, না! দাতার বাচ্চা হয়ে আমাদের দিতে হবে। গ্রহণ করার ভাবনা রেখো না। শ্রেষ্ঠ কর্ম যখন করছ তখন পরিবর্তে অন্য তরফে পাওয়ার আশা করা উচিত নয়। শ্রেষ্ঠ কর্মের ফল শ্রেষ্ঠই হয়। এই নলেজ তোমরা জানো কিন্তু করার সময় এই সঙ্কল্প থাকে না। এক, বরদান নেওয়ার পাত্র হওয়ার জন্য সদা দাতা হয়ে করতে থাকা, আর দুই হলো, বিঘ্ন বিনাশক হতে হবে, সুতরাং অন্তর্লীন করার শক্তি আবশ্যিক। তোমরা সাগরের বাচ্চা, সাগরের বিশেষত্বই অন্তর্লীন করা। যার মধ্যে অন্তর্লীন করার শক্তি থাকবে সেই শুভ ভাবনা, কল্যাণের কামনা করতে পারবে, সেইজন্য দাতা হও, সাগর হও, অন্তর্লীন শক্তির স্বরূপ হও। এই দুই বিশেষত্ব সদা কর্মে রাখো। কোন কোন সময়, কিছু কিছু বাচ্চা বলে যে ভেবেছিলাম করবো, কিন্তু করতে গিয়ে বদলে গেছে। সুতরাং এই বছর চার বিষয়েই একই সময়ে সমতার বিশেষ অভ্যাস তোমাদের করতে হবে। বুঝেছ! অতএব, একদিকে রত্ন-ভান্ডার জমা করার আরেকদিকে ন্যাচারাল ভাবে দাতা হয়ে দেওয়ার সংস্কার ধারণ করতে তোমাদের সময় দিচ্ছেন। সুতরাং সদাকালের জন্য বিঘ্ন বিনাশক হতে এবং অন্যকে বিঘ্ন বিনাশক তৈরি করতে তোমাদের নম্বর নিশ্চিত করার চান্স দিচ্ছেন। যা কিছুই হোক, নিজেরা তপস্যা করো আর অন্যের বিঘ্ন সমাপ্ত করতে সহযোগী হও। নিজেকে যদি নতও হতে হয় তবুও সেটা সদাকালের জন্য দোলায় দুলতে থাকা। যেমন লোকে শ্রীকৃষ্ণকে কতো ভালোবাসার সাথে দোলায়। সেইরকম এখন বাবা তোমরা সব বাচ্চাকে নিজের কোলের দোলায় দোলাচ্ছেন। ভবিষ্যতে তোমরা রত্ন জড়িত দোলায় দুলবে আর ভক্তিমার্গে পূজ্য হয়ে দোলায় দুলবে। সুতরাং নত হওয়া, মরে যাওয়া এটা মহত্ব। আমি কেন নত হবো, তার নত হওয়া উচিত - এতে নিজেকে কম মনে ক'রনা। এই নত হওয়া অর্থাৎ মহান হওয়া। এই মরে যাওয়া মরণ নয়, অবিনাশী প্রাপ্তিতে বাঁচা, সেইজন্য সদা বিঘ্ন বিনাশক হতে হবে এবং অন্যকেও বানাতে হবে। এতে ফাস্ট ডিভিশনে আসার চান্স যে নিতে চায় সে নিতে পারে। চান্স নেওয়ার এই বিশেষ সময়ের মহত্ব বাপদাদা শোনাচ্ছেন। সুতরাং সময়ের মহত্বকে জেনে তপস্যা করো।

তৃতীয়তঃ, সময় অনুসারে বায়ুমন্ডলে যত অশান্তি আর চঞ্চলতা বেড়ে যাচ্ছে, সেই অনুপাতে তোমাদের বুদ্ধির লাইন অনেক ক্লিয়ার হওয়া উচিত, কারণ সময়ের হিসেবে টাচিং আর ক্যাচিং এই দুই শক্তির আবশ্যিকতা আছে। প্রথমে বাপদাদার ডিরেকশন তোমাদের বুদ্ধি দ্বারা অবশ্যই ক্যাচ করতে পারতে হবে। যদি লাইন ক্লিয়ার না হয় তবে বাবার ডিরেকশনের সাথে মনমতও মিশ্র হয়ে যায়। আর মিশ্র হওয়ার কারণে সময়কালে ভুলপথে চালিত হতে পারো। বুদ্ধি যত স্পষ্ট হবে ততই বাবার ডিরেকশন স্পষ্ট ক্যাচ করতে পারবে। আর বুদ্ধির লাইন যত ক্লিয়ার হবে, ততই নিজের উন্নতির জন্য, সেবার বুদ্ধির জন্য এবং সর্ব আত্মার দাতা হয়ে দেওয়ার জন্য শক্তি সহজে বাড়তে থাকবে আর টাচিং হবে, এই সময়

বিশেষ আত্মার জন্য সহজ সেবার এবং স্ব-উন্নতির এটাই যথার্থ সাধন। সুতরাং বর্তমান সময় অনুসারে এই দুই শক্তি অতি আবশ্যিক। এই সবই বাড়ানোর জন্য তোমাদের একনামি এবং ইকনমি হতে হবে। এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। অন্যদের প্রতি মোহ অন্য ব্যাপার! যতই হোক মোহ রং, কিন্তু অন্যের স্বভাবের প্রভাবের কারণে নিজের স্থিতিবস্থায় চঞ্চলতা নিয়ে আসে। অন্যের সংস্কার তোমাদের বুদ্ধিতে দ্বন্দ্ব উৎপন্ন করে। সেই সময় তোমাদের বুদ্ধিতে বাবা থাকেন নাকি সংস্কার? এমনকি, বুদ্ধি মোহ বা দ্বন্দ্ব প্রভাবিত হলেও কিন্তু বুদ্ধির লাইন সদা ক্রিয়ার হতে দাও। এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - একে বলে একনামি। আর ইকনমি কি? শুধুমাত্র স্থূল ধনের সঞ্চয়কে ইকনমি বলে। সেটাও জরুরি, কিন্তু সময়ও ধন, সঞ্চয়ও ধন, শক্তিও ধন, এই সব কিছুতে ইকনমি হতে হবে। এই গুলো শুধু শুধু ব্যর্থ নষ্ট হতে দিও না। ইকনমি করা অর্থাৎ জমা-খাতায় সঞ্চয়ের হিসেব বাড়ানো। যাদের একনামি আর ইকনমির সংস্কার আছে তারা এই দুই শক্তির (টাচিং আর ক্যাচিং) অনুভব করতে পারবে। আর এই অনুভব বিনাশের সময় করতে পারবে না, এই অভ্যাস এখন থেকেই গড়ে তোলা প্রয়োজন। তাহলেই সময়কালে এই অভ্যাসের কারণে অন্তে শ্রেষ্ঠ মত আর গতি লাভ করতে পারবে। তোমরা ভাবো যে বিনাশের সময় এখনও কিছু বাকি আছে! ঠিক আছে, দশ বছরই না হয় বাকি আছে, কিন্তু দশ বছর পরে গিয়ে তখন আর এই পুরুষার্থ করতে পারবে না। যতই পরিশ্রম করো না কেন, করতে পারবে না। দুর্বল হয়ে যাবে। তারপরে অন্ত যুদ্ধেই চলে যাবে, সফলতায় নয়। ত্রেতাযুগী তো হতে চাও না, তাইনা? পরিশ্রম অর্থাৎ তীর আর কামান। আর সদা অনুরাগী হয়ে থাকা, খুশিতে থাকা অর্থাৎ মুরলীধর হওয়া, সূর্যবংশী হওয়া। মুরলী তোমাদের নাচায় আর তীর কামান লক্ষ্যবস্তুতে নিশানা লাগানোর পরিশ্রম করায়। সুতরাং কামানধারী নয় মুরলীধর হতে হবে। অতএব, পরে কোনও অভিযোগ করনা আর বলনা যে আবার সামান্য কিছু এক্সট্রা সময় দিয়ে দাও। চান্স দাও বা কৃপা করো। এইরকম করা যাবে না, সেইজন্য বাবা আগে থেকেই তোমাদের বলে দিচ্ছেন। হয় পরে এসেছ বা শুরুতে, কিন্তু সময় অনুসারে সবারই লাস্ট স্টেজে পৌঁছানোর সময়। সুতরাং তোমাদের সেইরকম ফাস্ট গতিতে এগিয়ে যেতে হবে। বুঝেছ! আচ্ছা।

চতুর্দিকের সব স্নেহী বাচ্চাকে, সদা হৃদয় সিংহাসনাসীন বাচ্চাকে, যারা সদা সন্তুষ্টতার ঝলক দেখায় সেই বাচ্চাদের, সদা প্রসন্নতার পার্সোনালিটিতে থাকা বাচ্চাদের, সদা উদার দরাজদিল, অসীম জগতের বিশাল বুদ্ধি ধারণকারী, বিশাল আত্মাদের বাপদাদার স্নেহসম্পন্ন স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- পাঁচ বিকাররূপী শত্রুকে পরিবর্তন করে তাদের সহযোগী বানিয়ে মায়াজিত জগৎজিত ভব*

বিজয়ী, অবশ্যই শত্রুর রূপ পরিবর্তন করে। সুতরাং বিকার রূপী শত্রুকে পরিবর্তিত করে তোমরা তাদের সহযোগী স্বরূপ বানাও, যাতে তারা সবসময় তোমাদের কুর্নিশ করে। কাম বিকারকে শুভ কামনা-রূপে, ক্রোধকে আত্মিক নেশার রূপে, লোভকে অনাসক্ত বৃত্তি-রূপে, মোহকে স্নেহের আর দেহ অভিমানকে স্ব-অভিমান রূপে পরিবর্তন করো, তাহলেই মায়াজিত জগৎজিত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- রিয়েল গোন্ডে আমিত্বভাবই অ্যালয়, যা ভ্যালুকে কম করে দেয়, সেইজন্য আমিত্বভাবকে সমাপ্ত করো।*

"মৰমৰ সন্তানসকল – পিতা আহিছে তোমালোক সন্তানসকলক সাঁতুৰিবলৈ শিকাবৰ কাৰণে, যাৰ দ্বাৰা তোমালোক এইখন সৃষ্টিৰ পৰা পাৰ হৈ যোৱা, তোমালোকৰ কাৰণে সৃষ্টিয়েই সলনি হৈ যায়"

প্ৰশ্ন: যিসকল সন্তান পিতাৰ সহায়কাৰী হয়, তেওঁলোকৰ সহায়ৰ প্ৰতিদানত কি প্ৰাপ্তি হয়?

উত্তৰ: যিসকল সন্তান এতিয়া পিতাৰ সহায়কাৰী হয়, তেওঁলোকক পিতাই এনেকুৱা কৰি তোলে যে আধাকল্প কাৰো সহায় লোৱা বা ৰায় লোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাথাকে। কিমান মহান পিতা, কয় সন্তানসকল তোমালোক মোৰ সহায়কাৰী নোহোৱাহেঁতেন মই স্বৰ্গৰ স্থাপনা কেনেকৈ কৰিলোহেঁতেন।

ওঁম শান্তি। মৰমৰ ক্ৰমানুসৰি অতি মৰমৰ আত্মিক সন্তানসকলৰ প্ৰতি আত্মিক পিতাই বুজায় কিয়নো বহুত সন্তান অৰোধ হৈ গৈছে। ৰাৱণে বহুত অৰোধ কৰি দিছে। এতিয়া আমাক কিমান বিচাৰ বুদ্ধি সম্পন্ন কৰি তোলে। কোনোবা আই.চি.এছ (I.C.S) পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লে তেতিয়া এনেকৈ ভাবে যে বহুত ডাঙৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। তোমালোকেতো এতিয়া চোৱা কিমান ডাঙৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা। অলপ ভাবি চোৱাচোন বাৰু পঢ়াওঁতাজন কোন! পঢ়োঁতাসকল কোন! এইটোও নিশ্চয় আছে - আমি কল্পই কল্পই প্ৰত্যেক 5 হাজাৰ বছৰৰ পাচত পিতা, শিক্ষক, সৎগুৰুৰ সৈতে মিলিত হৈয়ে থাকোঁ। কেৱল তোমালোক সন্তানসকলেহে জানা- আমি কিমান উচ্চতকৈও উচ্চ পিতাৰ দ্বাৰা উচ্চ উত্তৰাধিকাৰ পাওঁ। শিক্ষকেও পঢ়াই উত্তৰাধিকাৰ দিয়ে নহয়। তোমালোককো পঢ়াই তোমালোকৰ কাৰণে সৃষ্টিখনকে সলনি কৰি দিয়ে, নতুন সৃষ্টিত ৰাজত্ব কৰিবৰ কাৰণে। ভক্তি মাৰ্গত কিমান মহিমা গায়। তোমালোকে তেওঁৰ দ্বাৰা নিজৰ উত্তৰাধিকাৰ পাই আছা। এয়াও তোমালোক সন্তানসকলে জানা যে পুৰণি সৃষ্টি সলনি হৈ আছে। তোমালোকে কোৱা আমি সকলো শিৱবাবাৰ সন্তান। পিতাও আহিবলগীয়া হয় - পুৰণি সৃষ্টিক নতুনকৈ গঢ়ি তুলিবলৈ। ত্ৰিমূৰ্তিৰ চিত্ৰতো দেখুৱায় যে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা নতুন সৃষ্টিৰ স্থাপনা। তেন্তে নিশ্চয় ব্ৰহ্মা মুখ বংশাৱলী ব্ৰাহ্মণ-ব্ৰাহ্মণীৰ প্ৰয়োজন। ব্ৰহ্মাইতো নতুন সৃষ্টি স্থাপন নকৰে। ৰচয়িতা হয়েই পিতা। তেওঁ কয় - মই আহি যুক্তিৰে পুৰণি সৃষ্টিৰ বিনাশ কৰাই নতুন সৃষ্টি ৰচনা কৰোঁ। নতুন সৃষ্টিৰ নিবাসী বহুত কম সংখ্যক হয়। চৰকাৰে চেষ্টা কৰি থাকে যে জনসংখ্যা কম হওক। এতিয়া কমতো নহ'ব। যুদ্ধত কোটি কোটি মনুষ্যৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া মনুষ্য কম হয় জানো, জনসংখ্যাতো তথাপি বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে। এয়াও তোমালোকে জানা। তোমালোকৰ বুদ্ধিত বিশ্বৰ আদি-মধ্য-অন্তৰ জ্ঞান আছে। তোমালোকে নিজক বিদ্যাৰ্থী বুলিও ভাবা। সাঁতুৰিবলৈও শিকা। এনেকৈ কয় নহয় যে নাওঁ মোৰ পাৰ কৰোৱা। সাঁতুৰিবলৈ শিকাসকল বহুত প্ৰসিদ্ধ হয়। তোমালোকৰ সাঁতোৰ চোৱা কেনেকুৱা, একেবাৰে ওপৰলৈ গুচি যোৱা আকৌ ইয়ালৈ আহা। তেওঁলোকেতো দেখুৱায় ইমান মাইল ওপৰলৈ গ'ল। তোমালোক আত্মাসকল কিমান মাইল ওপৰলৈ যোৱা। সেয়া হ'ল স্থূল বস্তু, যাক গণনা কৰে। তোমালোকৰতো অগগনীয় হয়। তোমালোকে জানা যে আমি আত্মাসকল নিজৰ ঘৰলৈ গুচি যাম, য'ত সূৰ্য-চন্দ্ৰ আদি নাথাকে। তোমালোক আনন্দিত হোৱা- সেয়া আমাৰ ঘৰ। আমি তাৰ নিবাসী। মনুষ্যই মুক্তিধামলৈ যোৱাৰ বাবে ভক্তি কৰে, পুৰুষাৰ্থ কৰে। কিন্তু কোনেও যাব নোৱাৰে। মুক্তিধামত ভগৱানৰ সৈতে মিলিত হোৱাৰ চেষ্টা কৰে। অনেক প্ৰকাৰৰ যত্ন কৰে। কোনোৱে কয় আমি জ্যোতিত সমাহিত হৈ যাওঁ। কোনোৱে কয় মুক্তিধামলৈ যাওঁ। মুক্তিধামৰ বিষয়ে কোনেও নাজানে। তোমালোক সন্তানসকলে জানা বাবা আহিছে নিজৰ ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ। অতি মৰমৰ বাবা আহিছে, আমাক ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ যোগ্য কৰি তোলে। যাৰ বাবে আধাকল্প পুৰুষাৰ্থ কৰিও হ'ব নোৱাৰে। কোনেও জ্যোতিত সমাহিত হৈ যাব নোৱাৰে, মুক্তিধামলৈও যাব নোৱাৰে আৰু মোক্ষও পাব নোৱাৰে। যি কিছু পুৰুষাৰ্থ কৰিছে সেয়া ব্যৰ্থ। এতিয়া তোমালোক ব্ৰাহ্মণ কুল ভূষণসকলৰ পুৰুষাৰ্থ সত্য সিদ্ধ হয়। এইখন খেল কেনেকৈ ৰচি থোৱা আছে। তোমালোকক এতিয়া আত্মিক বুলি কোৱা হয়। পিতাক ভালদৰে তোমালোকে জানা আৰু পিতাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি চক্ৰকো জানিছা। পিতাই কয় - মুক্তি-জীৱনমুক্তিৰ জ্ঞান কাৰো নাই। দেৱতাসকলৰো নাই। পিতাক কোনেও নাজানে তেন্তে কাৰোবাক কেনেকৈ লৈ যাব। কিমান অনেক গুৰু লোক আছে, কিমান তেওঁলোকৰ অনুগামী হয়। সঁচা সঁচা সৎগুৰু হ'ল শিৱবাবা। তেওঁৰতো চৰণ নাই। তেওঁ কয় - মোৰতো চৰণ নাই। মই নিজকে কেনেকৈ পূজা কৰাও। সন্তানসকল বিশ্বৰ মালিক হয়, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা পূজা কৰাম জানো। ভক্তি মাৰ্গত সন্তানসকল পিতাৰ চৰণত পৰে। বাস্তৱততো পিতাৰ সম্পত্তিৰ মালিক সন্তানসকল হয়। কিন্তু নম্ৰতা দেখুৱায়। সবু ল'ৰা-ছোৱালী আদি সকলোৱে গৈ চৰণত পৰে। ইয়াত পিতাই কয় - তোমালোকক চৰণত পৰাৰ পৰাও মুক্ত কৰি দিওঁ। কিমান মহান পিতা। তেওঁ কয় - তোমালোক সন্তানসকল মোৰ সহায়কাৰী হোৱা। তোমালোক সহায়কাৰী নোহোৱাহেঁতেন মই স্বৰ্গৰ স্থাপনা কেনেকৈ কৰিলোহেঁতেন। পিতাই বুজায় - সন্তানসকল, এতিয়া তোমালোক সহায়কাৰী

হোৱা তেতিয়া মই তোমালোকক এনেকুৱা কৰি তোলাঁ যে কাৰো সহায় লোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাথাকিব। তোমালোকে কাৰো ৰায় লোৱাৰ দৰকাৰ নাথাকিব। ইয়াত পিতাই সন্তানসকলৰ সহায় লৈ আছে। তেওঁ কয় - সন্তানসকল, এতিয়া ছিঃ ছিঃ নহ'বা। মায়াৰ ওচৰত পৰাজিত নহ'বা। মুষ্টিযুদ্ধ (বক্সিং) হ'লে তেতিয়া তাত কোনোবা জয়ী হয় তেতিয়া বাঃ বাঃ হৈ যায়। পৰাজিত হোৱাজনৰ মুখ শেঁতা পৰি যায়। ইয়াতো পৰাজিত হয়। ইয়াত পৰাজিত হোৱাজনক কোৱা হয় - মুখ কলা কৰি দিলা। আহিছে বগা (সুন্দৰ, পবিত্ৰ) হ'বলৈ আৰু কি কৰি দিয়ে। কৰা উপাৰ্জন সকলো শেষ হৈ যায়, পুনৰ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হয়। পিতাৰ সহায়কাৰী হোৱাৰ পাচত আকৌ পৰাজিত হৈ নাম বদনাম কৰি দিয়ে। দুটা দল (পাৰ্টি) আছে। এটা হল মায়াৰ গ্ৰাহক, আনটো ঈশ্বৰৰ। তোমালোকে পিতাক স্নেহ কৰা। গায়নো আছে - বিনাশ কালত অপ্ৰীতিকৰ বুদ্ধি। তোমালোকৰ হ'ল প্ৰীত বুদ্ধি। গতিকে তোমালোকে নাম বদনাম কৰিব লাগে জানো। তোমালোক প্ৰীত বুদ্ধিৰ তেন্তে আকৌ মায়াৰ ওচৰত পৰাজিত কিয় হোৱা। পৰাজিত হোৱাসকলৰ দুখ হয়। জয়ী হোৱাসকলৰ কাৰণে তালি বজাই বাঃ বাঃ কৰে। তোমালোক সন্তানসকলে বুজি পোৱা যে আমিতো পালোৱান হওঁ। এতিয়া নিশ্চয় মাযাক জয় কৰিব লাগিব। পিতাই কয় - দেহ সহিত যি কিছু দেখিবলৈ পোৱা, সেই সকলোৰোৰ পাহৰি যোৱা। মামেকম (মনেৰে কেৱল মোক) স্মৰণ কৰা। মায়াই তোমালোকক সতাপ্ৰধানৰ পৰা তমোপ্ৰধান কৰি দিলে। এতিয়া পুনৰ সতাপ্ৰধান হ'ব লাগে। মাযাক জয় কৰি জগতজিৎ হ'ব লাগে। এয়া হয়েই হৰা আৰু জিকা, সুখ-দুখৰ খেল। ৰাৱণ ৰাজ্যত পৰাজিত হয়। এতিয়া পিতাই পুনৰ অতি মূল্যবান (বৰ্থ পাউণ্ড) কৰি তোলে। বাবাই বুজাইছে - এজন শিৱবাবাৰ জয়ন্তীয়ে অতি মূল্যবান। তোমালোক সন্তানসকল এতিয়া এনেকুৱা লক্ষ্মী-নাৰায়ণ হ'ব লাগে। তাত ঘৰে ঘৰে দ্বীপমালা থাকে, সকলোৰে জ্যোতি জ্বলি থাকে। মূল শক্তিৰ উৎসৰ (মেইন পাৱাৰৰ) পৰা জ্যোতি জ্বলে। পিতাই কিমান সহজ ৰীতিৰে বুজায়। পিতাৰ বাহিৰে আন কোনে অতি মৰমৰ, কল্পৰ পাচত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তান বুলি ক'ব। আত্মিক পিতাইহে কয় - হে মোৰ অতি মৰমৰ সন্তানসকল, তোমালোকে আধাকল্পৰ পৰা ভক্তি কৰি আহিছা। এজনো উভতি যাব নোৱাৰে। পিতাহে আহি সকলোকে লৈ যায়।

তোমালোকে সংগমযুগৰ ওপৰত ভালদৰে বুজাব পাৰা। পিতা আহি কেনেকৈ সকলো আত্মাক লৈ যায়। সৃষ্টিত এই বেহদৰ (অসীমৰ) নাটকৰ বিষয়ে কোনেও নাজানে, এইখন বেহদৰ নাটক (ড্ৰামা) হয়। এয়াও তোমালোকে বুজি পোৱা, অন্য কোনেও ক'ব নোৱাৰে। যদি কয় বেহদৰ নাটক তেন্তে আকৌ নাটকৰ বৰ্ণনা কেনেকৈ কৰিব। ইয়াত তোমালোকে ৪৪ৰ চক্ৰক জানা। তোমালোক সন্তানসকলে জানিছা, তোমালোকেহে স্মৰণ কৰিব লাগে। পিতাই কিমান সহজকৈ শুনায়। ভক্তি মাৰ্গত তোমালোকে কিমান হাবাখুৰি খোৱা। তোমালোক কিমান দূৰলৈ স্নান কৰিব যোৱা। এটা হৃদ (লেক) আছে, এনেকৈ কয় যে তাত ডুব মাৰিলে পৰি হৈ যায়। এতিয়া তোমালোকে জ্ঞান সাগৰত ডুব মাৰি ৰাজকুমাৰ (পৰিজাদা) হৈ যোৱা। কোনোবাই চোখিন সাজপাৰ পৰিধান কৰিলে কয় এওঁতো পৰি হৈ গৈছে। এতিয়া তোমালোকো ৰত্ন হোৱা। বাকী মনুষ্যৰ উৰিবলৈ পাখি আদি থাকিব নোৱাৰে। এনেকৈ উৰিব নোৱাৰে। উৰোঁতা হয়েই আত্মা। আত্মা যাক ৰকেট বুলিও কোৱা হয়, আত্মা কিমান সূক্ষ্ম। যেতিয়া সকলো আত্মা যাব তেতিয়া হয়তো তোমালোক সন্তানসকলৰ সাক্ষাৎকাৰো হ'ব। বুদ্ধিৰে বুজিব পাৰা - তোমালোকে ইয়াত বৰ্ণনা কৰিব পাৰা, হয়তো যিদৰে বিনাশ দেখা পোৱা যায় তেনেকৈ আত্মাসকলৰ জুমাঁ দেখা পাব পাৰি যে কেনেকৈ যায়। হনুমান, গণেশ আদিতো নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাৱনা অনুসাৰে সাক্ষাৎকাৰ হৈ যায়। বাবাতো হয়েই বিন্দু তেওঁৰ কি বৰ্ণনা কৰিব। কয় যে সৰু তৰা হয় যাক এই দুচকুৰে দেখা পাব নোৱাৰি। শৰীৰ কিমান ডাঙৰ, যাৰ দ্বাৰা কৰ্ম কৰিব লাগে। আত্মা কিমান সূক্ষ্ম তাত ৪৪ৰ চক্ৰ নিহিত হৈ আছে। এজনো মনুষ্য নোলাব যাৰ বুদ্ধিত আছে যে আমি ৪৪ জন্ম কেনেকৈ লওঁ। আত্মাত কেনেকৈ ভূমিকা (পাৰ্ট) নিহিত হৈ আছে। আশ্চৰ্যজনক হয়। আত্মাইহে শৰীৰ লৈ ভূমিকা পালন কৰে। সেয়া হ'ল হদৰ নাটক, এয়া হ'ল বেহদৰ। বেহদৰ পিতা স্বয়ং আহি নিজৰ পৰিচয় দিয়ে। যিসকল ভাল সেৱাধাৰী সন্তান আছে, তেওঁলোকে বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰি থাকে। কাক কেনেকৈ বুজাম। কিমান তোমালোকে এজন এজনৰ লগত মগজ খটুওৱা। তথাপি কয় বাবা আমি বুজিয়েই নাপাওঁ। কোনোবাই নপঢ়িলে তেতিয়া কোৱা হয় এওঁতো পাথৰ বুদ্ধিৰ। তোমালোকে দেখিবলৈ পোৱা ইয়াতো কোনোবা ৭ দিনতে বহুত আনন্দেৰে আহি কয়- বাবাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। কোনোৱেতো একোৱেই বুজি নাপায়। মনুষ্যইতো কেৱল কৈ দিয়ে পাথৰবুদ্ধি, পাৰসবুদ্ধি, কিন্তু অৰ্থ নাজানে। আত্মা পবিত্ৰ হ'লে পাৰসনাথ হৈ যায়। পাৰসনাথৰ মন্দিৰো আছে। গোটেই সোণৰেই মন্দিৰ নহয়। ওপৰত অলপ সোণ লগাই দিয়ে। তোমালোক সন্তানসকলে জানা আমি বাগিচাৰ গৰাকীক পাইছোঁ, কাঁইটৰ পৰা ফুল হোৱাৰ যুক্তি শুনায়। গায়নো আছে নহয় - আল্লাৰ বাগিচা (গাৰ্ডেন অফ আল্লা)। তোমালোকৰ ওচৰত আগতে এজন মুছলমান ধ্যানত গৈছিল - কৈছিল যে খোদাই মোক ফুল দিলে। থিয় হৈ থাকোতেই বাগৰি পৰিছিল, খোদাৰ বাগিচা চাইছিল। এতিয়া খোদাৰ বাগিচা দেখুৱাওঁতাজনতো স্বয়ং খোদাই হ'ব। অন্য কোনোবাই কেনেকৈ দেখুৱাব। তোমালোকক বৈকুণ্ঠৰ সাক্ষাৎকাৰ কৰায়। খোদাইহে লৈ যায়। নিজেতো তাত নিবাস নকৰে। খোদাতো শান্তিধামত

থাকে। তোমালোকক বৈকুণ্ঠৰ মালিক কৰি তোলে। কিমান ভাল ভাল কথা তোমালোকে বুজা। আনন্দ পোৱা যায়। ভিতৰি বহুত আনন্দিত হোৱা উচিত - এতিয়া আমি সুখধামলৈ যাওঁ। তাত দুখৰ কথা নাথাকে। পিতাই কয় সুখধাম, শান্তিধামক স্মৰণ কৰা। ঘৰক কিয় স্মৰণ নকৰিবা। আত্মাই ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে কিমান মগজ খটুৱায়। জপ-তপ আদি বহুত পৰিশ্ৰম কৰে কিন্তু যাব কোনেও নোৱাৰে। বৃক্ষৰ পৰা ক্ৰমানুসৰি আত্মাসকল আহি থাকে আকৌ মাজতে কেনেকৈ যাব পাৰে। যেতিয়া পিতাই ইয়াত আছে। তোমালোক সন্তানসকলক নিতৌ বুজাই থাকে - শান্তিধাম আৰু সুখধামক স্মৰণ কৰা। পিতাক পাহৰি যোৱাৰ কাৰণেই আকৌ দুখী হয়। মায়াৰ শাস্তি খাবলগীয়া হৈ যায়। এতিয়াতো অলপো শাস্তি খাব নালাগে। মূল হৈছে দেহ-অভিমান।

তোমালোকে এতিয়ালৈকে যিজন পিতাক স্মৰণ কৰিছিল - হে পতিত-পাৱন আহা, সেইজন পিতাৰ পৰা পঢ়ি আছা। তোমালোকৰ একান্ত বাধ্য সেৱক শিক্ষকো (অবিডি়েন্ট ছাৰ্ভেণ্ট টিচাৰো) হয়। একান্ত বাধ্য পিতাও হয়। ডাঙৰ ব্যক্তিয়ে তলত সদায় লিখে - একান্ত বাধ্য সেৱক। পিতাই কয় - চোৱা মই তোমালোক সন্তানসকলক কেনেকৈ বহি বুজাওঁ। সুসন্তানসকলৰ প্ৰতিহে পিতাৰ মৰম থাকে। যিসকল কুসন্তান হয় অৰ্থাৎ পিতাৰ হৈ পুনৰ বিশ্বাসঘাতক হৈ যায়, বিকাৰত যায় তেন্তে পিতাই ক'ব এনেকুৱা সন্তান নজন্মিলেই ভাল আছিল। এজনৰ কাৰণে কিমানৰ নাম বদনাম হৈ যায়। কিমানৰ কষ্ট হয়। ইয়াত তোমালোকে কিমান উচ্চ কাম কৰি আছা। বিশ্বৰ উদ্ধাৰ কৰি আছা আৰু তোমালোকে 3 খোজ ভূমিও নোপোৱা। তোমালোক সন্তানসকলে কাকো ঘৰ-সংসাৰৰ পৰাতো আঁতৰাই নিদিয়া। তোমালোকেতো ৰজাসকলোকো কোৱা- তোমালোক পূজ্য দ্বৈত মুকুটধাৰী আছিল, এতিয়া পূজাৰী হৈ গৈছে। এতিয়া পিতাই পুনৰ পূজ্য কৰি তোলে তেন্তে হ'ব লাগে নহয় জানো। অলপ সময় আছে। আমি ইয়াত কাৰোবাৰ পৰা লাখ লৈ কি কৰিম। গৰিবে ৰাজ্য-ভাগ্য পায়। পিতা গৰিবৰ কল্যাণ কৰোঁতা নহয় জানো। তোমালোকে অৰ্থ সহিত বুজি পোৱা যে পিতাক গৰিবৰ কল্যাণ কৰোঁতা বুলি কিয় কোৱা হয়! ভাৰতো কিমান গৰিব, তাৰ ভিতৰতো মাতাসকল গৰিব। যিসকল চহকী তেওঁলোকে এই জ্ঞান ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে। গৰিব অৱলাসকল কিমান আহে, তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয়। পিতাই কয় - মাতাসকলক আগবঢ়াই দিব লাগে। প্ৰভাত ফেৰিতো আগত মাতাসকল থাকিব লাগে। তোমালোকৰ বেজো অতি উত্তম (ফাষ্ট ক্লাছ)। এই আলোকিত (ট্ৰান্সলাইটৰ) চিত্ৰও তোমালোকৰ আগত থাকিব লাগে। সকলোকে শুনোৱা যে সৃষ্টি সলনি হৈ আছে। পিতাৰ পৰা কল্পৰ পূৰ্বৰ দৰে উত্তৰাধিকাৰ পাই আছোঁ। সন্তানসকলে বিচাৰ সাগৰ মন্থন কৰিব লাগে - কেনেকৈ সেৱাক ফলপ্ৰসূ কৰিব পাৰি। সময়তো লাগে নহয় জানো। ভাল বাৰু!

অতি মৰমৰ, কল্পৰ পাচত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা-পিতা বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ।

ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ:-*

(1) পিতাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ প্ৰীতি ৰাখি সহায়কাৰী হ'ব লাগে। মায়াৰ ওচৰত পৰাজিত হৈ কেতিয়াও নাম বদনাম কৰিব নালাগে। পুৰুষাৰ্থ কৰি দেহ সহিত যি কিছু দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়া পাহৰি যাব লাগে।

(2) ভিতৰত আনন্দিত হৈ থাকিব লাগে যে এতিয়া আমি শান্তিধাম, সুখধামলৈ যাওঁ। বাবা একান্ত বাধ্য শিক্ষক (অবিডি়েন্ট টিচাৰ) হৈ আমাক ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে যোগ্য কৰি তোলে। যোগ্য, সুসন্তান হ'ব লাগে, কুসন্তান নহয়।

বৰদান: ত্ৰি-স্মৃতি স্বৰূপৰ তিলক ধাৰণ কৰোঁতা সম্পূৰ্ণ বিজয়ী হোৱা
নিজৰ স্মৃতি, পিতাৰ স্মৃতি আৰু নাটকৰ (ডোমাৰ) জ্ঞানৰ স্মৃতি - এই তিনিওটা স্মৃতিতে গোটেই জ্ঞানৰ বিস্তাৰ সমাহিত হৈ আছে। জ্ঞানৰ বৃক্ষৰ এই তিনিটা স্মৃতি হয়। যিদৰে বৃক্ষৰ আগতে বীজ হয়, সেই বীজৰ পৰা দুটি পাত ওলায় পাচত বৃক্ষৰ বিস্তাৰ হয়, এনেকৈ মুখ্য হ'ল বীজ পিতাৰ স্মৃতি আকৌ দুটি পাত অৰ্থাৎ আত্মা আৰু নাটকৰ সকলো জ্ঞান। এই তিনিওটা স্মৃতিক ধাৰণ কৰোঁতাজন স্মৃতি স্বৰূপ হোৱাৰ অথবা সম্পূৰ্ণ বিজয়ী হোৱাৰ বৰদানী হৈ যায়।

স্লোগান: প্ৰান্তিসমূহক সদায় সন্মুখত ৰাখা তেতিয়া দুৰ্বলতাসমূহ সহজে সমাপ্ত হৈ যাব।

!! ওঁম্ শান্তি !!

১৩-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- — সঙ্গমে এমন কোন্ নলেজ পেয়ে থাকো যার জন্য সত্যযুগের দেবতাদের মোহজীত বলা হয়?

উত্তর:- — সঙ্গমে বাবা তোমাদের অমরকথা শুনিয়ে অমর আত্মা সম্পর্কে নলেজ দিয়েছেন। তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ। এটা অবিনাশী পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা, প্রত্যেক আত্মাই নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করেছে। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে, এখানে কাল্পনিকটি করার কোনও প্রয়োজন নেই। এই নলেজ প্রাপ্ত করে বলেই সত্যযুগের দেবতাদের মোহজীত বলা হয়। ওখানে মৃত্যুর কোনও ব্যাপার নেই। খুশির সাথে পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে।

গীত:- — নেত্রহীনকে পথ দেখাও.....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের রুহানী বাবা বলছেন পথ তো তোমাদের দেখাই কিন্তু প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করে বসো। দেহী-অভিমানী হয়ে বসলে অতি সহজেই পথ দেখতে পাবে। ভক্তি মার্গে অর্ধকল্প ধরে ঠোঙ্কোর খেয়েছ। ভক্তি মার্গে অনেক সামগ্রী। বাবা বুঝিয়েছেন অসীম জগতের বাবা একজনই, আমিই তোমাদের পথ বলে দিই। দুনিয়ার কেউ জানেই না কোন্ সে পথ যা বাবা বলে দেন। মুক্তি-জীবনমুক্তি, গতি সন্নতির পথ তিনি বলে দেন। মুক্তি বলা হয় শান্তিধামকে। আত্মা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারাই আওয়াজ হয়, মুখ না থাকলে আওয়াজ কোথা থেকে বেরোবে। আত্মা কর্মেন্দ্রিয় পেয়েছে কর্ম করার জন্য। রাবণ রাজ্যে তোমাদের দ্বারা বিকর্ম হয়, এই বিকর্ম ছিঃ ছিঃ কর্ম করিয়ে দেয়। সত্যযুগে রাবণ নেই সুতরাং সেখানে কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। ওখানে ৫ বিকার নেই, তাই তাকে স্বর্গ বলা হয়। ভারতবাসীরা স্বর্গবাসী ছিল, এখন তাদের নরকবাসী বলা হয়। বিষয় বৈতরণী নদীতে তারা ধাক্কা খেতে থাকে। সবাই একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। এখন বাবাকে ডেকে বলে, বাবা এমন জায়গায় নিয়ে চল যেখানে দুঃখের লেশ পর্যন্ত নেই। ভারত যখন স্বর্গ ছিল দুঃখের লেশ পর্যন্ত ছিল না। স্বর্গ থেকে নরকে এসেছ, এখন আবার স্বর্গে ফিরে যেতে হবে। এটাই খেলা। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান প্রকৃত সত্যসঙ্গ এটাই। তোমরা এখানে যে সত্য বাবাকে স্মরণ করো, তিনিই উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান। তিনি হলেন রচয়িতা, ঔনার কাছ থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়। বাবাই বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। লৌকিক পিতা থাকা সত্ত্বেও স্মরণ করে বলে — হে ভগবান, হে পরমপিতা পরমাত্মা দয়া কর। ভক্তি মার্গে ধাক্কা খেতে-খেতে হযরান হয়ে গেছে। ডেকে বলে — বাবা, সুখ, শান্তি প্রদান কর। এই উত্তরাধিকার তো বাবাই দিতে পারেন ২১ জন্মের জন্য। হিসেব করা উচিত। সত্যযুগে যখন রাজ্য ছিল তখন অল্প সংখ্যক মানুষ ছিল। এক ধর্ম ছিল, এক রাজত্ব ছিল। তাকেই বলা হয় স্বর্গ, সুখধাম।

নতুন দুনিয়াকে বলা হয় সত্যপ্রধান, পুরানো দুনিয়াকে তমোপ্রধান বলা হয়। প্রতিটি জিনিস প্রথমে সত্যপ্রধান থাকে তারপর সত্য-রজো-তমোপ্রধান হয়। ছোট বাচ্চাদের সত্যপ্রধান বলা হয়। ছোট বাচ্চাদের মহাত্মা (মহান আত্মা) থেকেও উচ্চ বলা হয়। মহান আত্মা জন্ম গ্রহণ করে তারপর বড়ো হয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ছোট বাচ্চার তো বিকার কাকে বলে জানেই না। সম্পূর্ণ সরলতায় ভরা থাকে সেইজন্যই মহাত্মা থেকেও উচ্চ বলা হয়। দেবতাদের মহিমা করা হয় সর্বগুণ সম্পন্ন বলে। সাধুদের জন্য এই মহিমা কখনোই করা হয় না। বাবা হিংসা আর অহিংসার অর্থও বুঝিয়েছেন। কাউকে মারধর করা একে হিংসা বলা হয়। সবচেয়ে বড় হিংসা হলো কাম-বাসনা। দেবতারা হিংসার আশ্রয় নেয় না, কাম-বাসনাও চরিতার্থ করে না।

বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা করে তুলতে। দেবতারা থাকে সত্যযুগে। এখানে কেউ-ই নিজেকে দেবতা বলতে পারবে না। মনে করে আমরা নীচ পাপী এবং বিকারী। সুতরাং নিজেদের দেবতা বলবে কীভাবে, সেইজন্যই হিন্দু ধর্মের বলে পরিচয় দেয়। বাস্তবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। হিন্দুস্তান থেকে হিন্দু শব্দটি এসেছে। ওরা তারপর হিন্দু ধর্ম বলে দিয়েছে। তোমরা যদি বলো — আমরা দেবতা ধর্মের, তবুও ওরা হিন্দু বলবে। ওরা বলবে তোমাদের কলমও (কল্প বৃক্ষের সারিতে) হিন্দু ধর্মের। পতিত হওয়ার জন্য নিজেদের দেবতা বলতে পারে না।

এখন তোমরা জেনেছ — আমরা পূজ্য দেবতা ছিলাম, এখন পূজারী হয়েছি। পূজাও প্রথমে শিবের করতে তারপর

ব্যভিচারী পূজারী হয়েছ। একজনই বাবা, যাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়। অনেক রকমের দেবীরা আছে, তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয় না। ব্রহ্মার কাছ থেকেও তোমাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। এক নিরাকার বাবা, দ্বিতীয় সাকার বাবা। সাকারী বাবা থাকতেও হে ভগবান, হে পরমপিতা বলতেই থাকে। লৌকিক বাবাকে এমনভাবে ডাকবে না। সুতরাং উত্তরাধিকার বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। লৌকিকে পতি আর পত্নী হাফ পার্টনার সুতরাং তাদেরও অর্ধেক অংশ পাওয়া উচিত। প্রথমে অর্ধেক অংশ স্ত্রীকে অবশিষ্ট অংশ বাচ্চাদের দেওয়া উচিত। কিন্তু আজকাল তো বাচ্চাদেরই সম্পূর্ণ সম্পত্তি দিয়ে দেওয়া হয়। কেউ-কেউ সন্তানদের প্রতি এতো মোহগ্রস্ত হয় যে, মনে করে আমার মৃত্যুর পর বাচ্চারাই তার অংশীদার হবে। আজকাল তো বাচ্চারা বাবার মৃত্যুর পর মায়ের কোনও খোঁজ খবর নেয় না। কেউ-কেউ আবার মাতৃ-স্নেহী হয়ে থাকে। আবার কেউ মাতৃ-দ্রোহীও হয়। বেশিরভাগ মাতৃ-দ্রোহী হয়। সমস্ত টাকাপয়সা উড়িয়ে দেয়। কিছু দোক নেওয়া সন্তানও এমন হয় যারা ভীষণ যন্ত্রণা দেয়। বাচ্চারা বলে বাবা আমাদের সুখের পথ বলে দাও — যেখানে শান্তি আছে। রাবণ রাজ্যে তো সুখ হতে পারে না। ভক্তি মার্গে তো এটাও বোঝেনা যে শিব আর শঙ্কর আলাদা। শুধুই মাথা ঠুকতে থাকে, শাস্ত্র পড়তে থাকে। আচ্ছা, এসব করে কি পাবে কিছুই জানে না। সবার শান্তি আর সুখদাতা তো একজনই বাবা। সত্যযুগে সুখের সাথে শান্তিও আছে। ভারতেও সুখশান্তি ছিল, এখন নেই সেইজন্যই ভক্তি করতে-করতে দরজায়-দরজায় ধাক্কা খেতে থাকে। তোমরা এখন জানো শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যান একমাত্র বাবা। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা শুধু তোমাকেই স্মরণ করব, তোমার কাছ থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করব। বাবা বলেন দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে যেতে হবে। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। আত্মাকে এখানেই পবিত্র হতে হবে। স্মরণ না করলে সাজা খেতে হবে। পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সেইজন্যই বাবা বলেন - স্মরণ করার প্রচেষ্টা করো। বাবা আত্মাদের বোঝান। এমন কোনও সতসঙ্গ নেই যেখানে বলা হয়— রুহানী বাচ্চারা। এ হলো রুহানী জ্ঞান, যা রুহানী বাবার কাছ থেকেই বাচ্চারা পেয়ে থাকে। রুহ অর্থাৎ নিরাকার। শিবও নিরাকার তাইনা। তোমাদের আত্মাও খুব ছোট বিন্দু। তাকে দিব্য দৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না। বাবাই দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেন। ভক্তরা বসে হনুমান, গনেশ ইত্যাদি পূজা করে থাকে, ওদের সাক্ষাত্কার কিভাবে হবে। বাবা বলেন দিব্য দৃষ্টি দাতা একমাত্র আমি। যে অনেক ভক্তি করে তাকে সাক্ষাত্কার আমিই করিয়ে থাকি। কিন্তু এতে কোনো লাভ হয়না। শুধুমাত্র খুশি অনুভব হয়। পাপ তো তারপরও করে থাকে, কিছুই প্রাপ্তি হয়না। পড়াশোনা ছাড়া কিছুই হওয়া যায় না। দেবতারা সর্বগুণ সম্পন্ন। তোমরাও এমন হয়ে ওঠো না ! সবকিছুই তো ভক্তি মার্গের সাক্ষাত্কার। প্রকৃতপক্ষেই তোমরা কৃষ্ণের সাথে দোল খাও, স্বর্গে তার সাথেই থাকো। সেও এখন পড়াশোনা করছে। যত শ্রীমতে চলবে ততই উচ্চ পদ পাবে। শ্রীমত ভগবানের গায়ন-ই আছে। কৃষ্ণের শ্রীমত বলা হয়না। পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমত দ্বারাই কৃষ্ণের আত্মা এই পদ প্রাপ্ত করেছে। তোমাদের আত্মাও দেবতা ধর্মে ছিল অর্থাৎ কৃষ্ণের ঘরানায় ছিল। ভারতবাসীরা তো জানেই না রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কি। একে অপরের কে হয়। দুজনেই ভিন্ন-ভিন্ন রাজ্যে ছিল, স্বয়ম্বরের পর লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এইসব বিষয়ে বাবাই এসে বোঝান। এখন তোমরা স্বর্গের প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছ। প্রিন্স প্রিন্সেসদের স্বয়ম্বর হওয়ার পর নাম বদলে যায়। বাবা বাচ্চাদের এমনই দেবতা করে গড়ে তোলেন, যদি বাবার শ্রীমতে চল তবেই। তোমরা হলে মুখ বংশাবলী, ওরা হলো কুখ বংশাবলী। কাম চিতায় বসার জন্য লৌকিক ব্রাহ্মণরা দুজনকে বন্ধনে আবদ্ধ করে অভিলাষ পূরণে সাহায্য করে। তোমরা প্রকৃত ব্রাহ্মণরা কাম চিতা থেকে জ্ঞান চিতায় বসার জন্য আবদ্ধ করে থাকো। সুতরাং সেইসব ছাড়তে হয়। বাচ্চারা এখানে কত লড়াই ঝগড়া করে, টাকাপয়সা নষ্ট করে থাকে। দুনিয়া ভীষণ নোংরা হয়ে গেছে। সবচেয়ে নোংরা জিনিস হলো বায়োস্কোপ। ভালো-ভালো বাচ্চারা এই বায়োস্কোপ দেখে খারাপ হয়ে যায়। সেইজন্য বি.কেদের বায়োস্কোপ দেখতে মানা করা হয়। তবে হ্যাঁ, যে মজবুত তাকে বাবা বলেন ওখানে গিয়েও তোমরা সার্ভিস কর। ওদের বুঝিয়ে বল এতো সীমিত সময়ের বায়োস্কোপ, অসীম জগতেরও বায়োস্কোপ আছে, সেই বায়োস্কোপ থেকেই এসব মিথ্যে বায়োস্কোপ তৈরি হয়েছে।

বাচ্চারা তোমাদের এখন বাবা বুঝিয়েছেন - মূলবতন যেখানে সব আত্মাদের নিবাস আর মাঝখানে সূক্ষ্মবতন। এটা হলো সাকার বতন। সমস্ত খেলা এখানেই চলে। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরই স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। দেবতাদের নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণদের অলঙ্কার দেওয়া হয় না কেননা পুরুষার্থী। আজ ভালো তো কাল আবার নীচে নেমে যায়। সেইজন্যই দেবতাদের দেওয়া হয়। কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে স্বদর্শন চক্র দিয়ে অকাসুর-বকাসুরকে বধ করছে। দেবতারা তো অহিংসার প্রতীক তারা হিংসার আশ্রয় কেন নেবে ! এসবই ভক্তি মার্গের জন্য। যেখানেই যাও শিবলিঙ্গ দেখা যায় শুধুমাত্র ভিন্ন-ভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। কত মাটির মূর্তি তৈরি করে অলঙ্কৃত করে, হাজার টাকা খরচ করে। মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করে, পালন করে এবং তারপর তাকে জলে ফেলে দেয়। মাটির পুতুল পূজা করতে কত খরচ করে, কিন্তু কিছুই প্রাপ্তি হয় না। বাবা বোঝান এসবই হলো পয়সা নষ্ট করার ভক্তি। নিচেই নেমেছে সবাই। বাবা আসেন তখন সবার উত্তোরণের কলা শুরু হয়। সবাইকে শান্তিধাম-সুখধামে নিয়ে যান পয়সা নষ্ট করার কোনও প্রশ্নই নেই। ভক্তি

মার্গে তোমরা পয়সা নষ্ট করতে -করতে বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছ। বিকার, নির্বিকার হওয়ার কথা বাবাই বসে বোঝান। তোমরা এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বংশে ছিলে না ! এখন বাবা তোমাদের নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার শিক্ষা দিচ্ছেন। ভক্তি মার্গে ওরা কত তিজরীর কথা, অমরকথা শোনায়। সব মিথ্যা। তিজরীর কথা তো এটা, যে জ্ঞানের দ্বারা আত্মার তৃতীয় নেত্র খুলে যায়। সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে এসে যায়। তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ, অমরকথাও শুনছ। অমর বাবা তোমাদের কথা শোনাচ্ছেন — অমরপুরীর মালিক করে তুলছেন। ওখানে তোমাদের মৃত্যু হয় না। এখানে তো কাল (অকালে মৃত্যু) মানুষকে কত ভীত করে তোলে । ওখানে ভয় পাওয়ার, কাল্লাকাটির কোনও প্রয়োজনই নেই। খুশির সাথে পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। এখানে মানুষ কত কাল্লাকাটি করে এটা হলো কাল্লার দুনিয়া। বাবা বলেন এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করছে । দেবতারা হলো মোহজীত। এই দুনিয়াতে অনেক গুরু তাদের অনেক রকম মত। প্রত্যেকের নিজ-নিজ মত। একজন সন্তোষী দেবী যার পূজা করে থাকে। সন্তোষী দেবী তো সত্যযুগে, এখানে কিভাবে হতে পারে। সত্যযুগে দেবতারা সবসময়ের জন্য সন্তুষ্ট থাকে । এখানে তো কিছু না কিছু প্রত্যাশা থাকে। ওখানে কোনও প্রত্যাশা থাকেনা। বাবা সবাইকে সন্তুষ্ট করে দেন। তোমরা পদ্মপতি হয়ে যাও। কোনো অপ্রাপ্তি থাকে না যে প্রাপ্তির চিন্তা করতে হবে। ওখানে চিন্তা করার প্রয়োজন পড়ে না। বাবা বলেন সবার সঙ্গতি দাতা আমি। বাচ্চারা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য খুশি দিয়ে থাকি। এমন বাবাকে তো স্মরণ করা উচিত। স্মরণ দ্বারা ই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে আর তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এসবই বোঝার বিষয়। অন্যদের যত বেশি করে বোঝাবে ততই প্রজা তৈরি হবে, আর উচ্চ পদ পাবে। এসব কোনও সাধু মুনির কথা নয় । ভগবান বসে ব্রহ্মা মুখ দ্বারা শোনাচ্ছেন, তোমরা এখন সন্তুষ্ট দেবী -দেবতা হয়ে উঠছ। তোমাদের এখন ব্রত রাখা উচিত — সবসময়ের জন্য পবিত্র থাকা কেননা পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হলে পতিত হলে চলবে না। বাবা এই ব্রত শিখিয়েছেন। মানুষ তো অনেক রকম ব্রত তৈরি করেছে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এক বাবার মতে চলে সদা সন্তুষ্ট থেকে সন্তোষী দেবী হতে হবে। এখানে কোনও রকম আকাঙ্ক্ষা যেন না থাকে। বাবার কাছ থেকে সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন করে পদ্মপতি হতে হবে।

২) সবচেয়ে দূষিত নোংরা জিনিস হলো বায়োস্কোপ। তোমাদের বায়োস্কোপ দেখায় নিষেধ আছে। তোমরা হলে বাহাদুর, সুতরাং সীমিত আর সীমাহীন জগতের বায়োস্কোপের রহস্য অন্যদের বোঝাও। সার্ভিসে তত্পর হও।

বরদান:- — ফুলস্টপের স্টেজ দ্বারা প্রকৃতির অস্থিরতা স্টপ করে প্রকৃতিপতি ভব*
বর্তমান সময় অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ফাইনাল পেপারে একদিকে প্রকৃতি আর অন্যদিকে পাঁচ বিকারের ভয়ঙ্কর রূপ দেখা যাবে। তমোগুণী আত্মাদের আক্রমণ আর পুরানো সংস্কার — সবকিছুই শেষ মুহূর্তে সুযোগ নেবে। এমন সময় সমাহিত শক্তি দ্বারা এক মুহূর্তে সাকারী, মুহূর্তে আকারী আর নিরাকার স্থিতি হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। দেখেও না দেখা, শুনেও না শোনা। যখন এমনই ফুলস্টপের স্টেজ হবে তখনই প্রকৃতিপতি হয়ে প্রকৃতির অস্থিরতা স্টপ করতে পারবে।

স্নোগান:- — নির্বিঘ্ন রাজ্য অধিকারী হওয়ার জন্য নির্বিঘ্ন সেবাধারী হও ।*

১৪-১০-২০২০ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন: - শ্রীকৃষ্ণের নাম তার বাবা-মায়ের থেকেও অধিক বিখ্যাত কেন?

উত্তর: - কেননা শ্রীকৃষ্ণের থেকে আগে যাদেরই জন্ম হয়েছে তাদের জন্ম যোগবলের দ্বারা হয়না। কৃষ্ণের মা বাবাও কোনও যোগবলের দ্বারা জন্ম নেয় নি। ২) সম্পূর্ণ কর্মাতীত হলেন রাধা-কৃষ্ণই। তাঁরাই সঙ্গতি প্রাপ্ত করেন। যখন সমস্ত পাপাত্মারা সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন ফুলের মত পবিত্র নতুন দুনিয়াতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, তাকেই বৈকুণ্ঠ বলা যায়। ৩) সঙ্গম যুগে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা সবথেকে বেশি পুরুষার্থ করেছিলেন, এজন্য তাঁর নাম বিখ্যাত হয়।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চাদেরকে আত্মিক বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। ৫ হাজার বছর পরে একবারই বাচ্চাদেরকে এসে পড়ান। বাচ্চারাও আহ্বান করেছিল যে - আমাদের পতিতদেরকে এসে পবিত্র বানাও। তাহলে প্রমাণিত হয় যে - এটা হল পতিত দুনিয়া। নতুন দুনিয়া, পবিত্র দুনিয়া ছিল। নতুন বাড়ি খুব সুন্দর দেখতে হয়। পুরানো বাড়ি একদম ভাঙাচোরা হয়ে যায়। বর্ষাকালে ভেঙে পড়ে। বাচ্চারা এখন তোমরা জেনে গেছ যে, বাবা এসেছেন নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করতে। এখন পড়াচ্ছেন। আবার ৫ হাজার বছর পর পড়াবেন। এইরকম কখনও কোনো সাধু-সন্ত আদি নিজের অনুগামীদেরকে পড়াবেন না। তাদের তো এই জ্ঞান জানাই নেই। এই (ড্রামার) খেলার সম্বন্ধেও জানা নেই কেননা তারা হল নিবৃতি মার্গের। বাবা ছাড়া কেউই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যকে বোঝাতে পারবে না। আত্ম-অভিমानी হওয়াতেই বাচ্চাদেরকে পরিশ্রম করতে হয়। কেননা অর্ধেক কল্পে তোমরা কখনও আত্ম-অভিমानी হওনি। এখন বাবা বলছেন যে নিজেকে আত্মা মনে করো। এমন নয় যে আত্মাই হল পরমাত্মা। না, নিজেকে আত্মা মনে করে পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের যাত্রাই হল প্রধান, যার দ্বারাই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হও। এতে কোন শুল কথা নেই। কোনও নাক কান আদি বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। মূল কথা হল - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করা। তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে নিচে নেমে এসেছো - দেহ-অভিমাণে থাকার কারণে। প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করলে, তবেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। ভক্তি মার্গেও বাবা-বাবা বলে এসেছে। বাচ্চারা জানে যে, সত্য যুগে একটাই লৌকিক বাবা হবে। সেখানে পারলৌকিক বাবাকে মনে করতে হবে না, কেননা সেখানে সুখ থাকে। ভক্তি মার্গে পুনরায় দুটো বাবা হয়ে যায়। লৌকিক আর পারলৌকিক। দুঃখের সময় সবাই পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে। সত্যযুগে ভক্তি হয় না। সেখানে তো হল জ্ঞানের প্রারম্ভ। এমন নয় যে জ্ঞান থাকে। এই সময়ের জ্ঞানের প্রারম্ভ প্রাপ্ত হয়। বাবা তো একবারই আসেন। অর্ধেক কল্প অসীম জগতের বাবার, সুখের উত্তরাধিকার থাকে। পুনরায় লৌকিক বাবার থেকে অল্পকালের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এইসব কথা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। এটা হল নতুন কথা, ৫ হাজার বছর পর এই সঙ্গম যুগে একবার-ই বাবা আসেন। যখন কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদির সঙ্গম হয়, তখনই বাবা আসেন - নতুন দুনিয়া পুনরায় স্থাপন করতে। নতুন দুনিয়াতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তারপর ত্রেতাতে হল রামরাজ্য। বাকি দেবতা আদির যে এত চিত্র বা মূর্তি বানানো হয়, সেসব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। বাবা বলেন যে, এই সবকিছুকে ভুলে যাও। এখন নিজের ঘরকে আর নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো।

জ্ঞান মার্গ হল বোধগম্যতার মার্গ, যার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য বুদ্ধদার হয়ে যাও। কোনও দুঃখ থাকে না। সত্যযুগে কখনও কেউ এই রকম বলবে না যে, আমার শান্তি চাই। প্রবাদ আছে না, যে - চাওয়ার থেকে মরা ভাল। বাবা তোমাদেরকে এমন ধনী বানিয়ে দেন যে, দেবতাদেরকে ভগবানের থেকে কোনও জিনিস প্রার্থনা করার দরকারই থাকেনা। এখানে তো সবাই আশীর্বাদ প্রার্থনা করে, তাই না! পোপ আদি যখন আসে, তখন কত সবাই আশীর্বাদ নিতে যায়। পোপ কত মানুষের বিবাহ আদি করিয়ে দেয়! বাবা তো এইরকম কাজ করেন না। ভক্তি মার্গে যেটা অতীত হয়ে গেছে, সেটা এখন হচ্ছে, আবার পুনরায় রিপিট হবে। দিন-প্রতিদিন ভারত নিমজ্জিত হয়েই গেছে। এখন তোমরা আছ সঙ্গমে। বাকি সবাই হল কলি যুগের মানুষ। যতক্ষণ না এখানে না আসে, ততক্ষণ কিছুই বুঝতে পারবে না যে, এখন সঙ্গমযুগ নাকি কলিযুগ? একই ঘরে বাচ্চারা বুঝতে পারে যে - আমি সঙ্গম যুগে আছি, আর (লৌকিক) বাবা বলেন যে, এটা কলিযুগ, তো অনেক সমস্যা দেখা যায়। খাদ্য-পানীয় আদির ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়। তোমরা সঙ্গম যুগের শুদ্ধ পবিত্র ভোজন স্বীকার করো। দেবতার কি কখনও পিঁয়াজ আদি খায় নাকি! এই দেবতাদেরকে বলা-ই যায় নির্বিকারী। ভক্তি

মার্গে সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন বাবা বলেছেন যে - সতোপ্রধান হও। এমন কেউ নেই যে বুঝবে যে আত্মা প্রথমে সতোপ্রধান ছিল, তারপর তমোপ্রধান হয়েছে, কেননা তারা তো আত্মাকে নির্লিপ মনে করে। তারা বলে দেয় যে - আত্মাই হল পরমাত্মা।

বাবা বলছেন যে, আমিই হলাম জ্ঞান সাগর, যারা এই দেবী-দেবতা ধর্মের হবে, তারা সবাই এসে পুনরায় নিজের অনিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে। এখন চারাগাছ রোপন হচ্ছে। তোমরা বুঝতে পারবে যে - এই আত্মা এত উঁচু পদ প্রাপ্ত করার যোগ্য নয়। ঘরে গিয়ে বিবাহ আদি করে নোংরা হয়ে যায়। তাই বোঝা যায় যে, উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। এখন রাজ্য স্থাপন হচ্ছে। বাবা বলছেন যে - আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা বানাতে এসেছি, তাই প্রজা অবশ্যই তোমাদেরকে বানাতে হবে। না হলে তো রাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত করবে। এসব হলো গীতার শব্দ, তাই না - একে বলাই যায় গীতার যুগ। তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো - জানো যে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ হচ্ছে। সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী - দুই রাজবংশই স্থাপন হচ্ছে। ব্রাহ্মণ কুলের স্থাপনা হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণেরাই পুনরায় সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী হয়। যে ভালো ভাবে পরিশ্রম করবে, সেই সূর্যবংশী হবে। অন্যান্য ধর্মাত্মারা যারা আসে, তারা আসেই নিজের ধর্মের স্থাপনা করতে। তার পরে-পরে সেই ধর্মের আত্মারা নামতে থাকে, ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকে। মনে করো কেউ যদি খ্রীষ্টান হয় তো, সেই খ্রিষ্টধর্মের বীজরূপ হলেন যীশু খ্রীষ্ট। তোমাদের বীজ রূপ কে? বাবা, কেননা বাবা-ই এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন ব্রহ্মার দ্বারা। ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা যায়। রচয়িতা বলা যাবে না। ঐনার দ্বারা বাচ্চাদেরকে দত্তক নেওয়া হয়। ব্রহ্মাকেও তো রচনা করতে হয়, তাই না! বাবা এসে ঐনার মধ্যে প্রবেশ করে ঐনাকে রচনা করেন। শিব বাবা বলছেন যে - তোমরা হলে আমার বাচ্চা। ব্রহ্মাও বলেন যে - তোমরা হলে আমার সাকারী বাচ্চা। তোমরা কালো পতিত হয়ে গিয়েছিলে। এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়েছে। এই সঙ্গম যুগেই তোমরা পুরুষোত্তম দেবী দেবতা হওয়ার জন্য পরিশ্রম করে থাকো। দেবতাদেরকে আর শূদ্রদেরকে কোনও পরিশ্রম করতে হয় না, তোমাদের ব্রাহ্মণদেরকেই পরিশ্রম করতে হয়, দেবতা হওয়ার জন্য। বাবা আসেনই সঙ্গমে। এটা হল অনেক ছোট যুগ, এইজন্য একে লিপ যুগও বলা হয়। একে কেউ জানেই না। বাবাকেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এমন নয় যে এক সেকেন্ডেই নতুন দুনিয়া তৈরি হয়ে যাবে। তোমাদের দেবতা হতে অনেক সময় লাগে। যে খুব ভাল কর্ম করে, সে ভালো বংশে জন্ম নেয়। এখন তোমরা নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে গুল-গুল (ফুল) তৈরি হচ্ছে। আত্মাই হচ্ছে। এখন তোমাদের আত্মা ভালো কর্ম করা শিখছে। আত্মাই ভালো বা খারাপ সংস্কার নিয়ে যায়। এখন তোমরা গুল-গুল (ফুল) হয়ে ভালো ঘরে জন্ম নিতে থাকবে। *এখানে যারা খুব ভালো পুরুষার্থ করে, তো অবশ্যই তারা ভালো বংশে জন্ম নেয়। নশ্বরের ক্রমানুসারে তো হয়, তাই না। যেরকম যেরকম কর্ম করে, সেই অনুসারে জন্ম নেয়। যখন খারাপ কর্ম করা আত্মারা সবাই উপরে চলে যায়, তখন পুনরায় স্বর্গের স্থাপনা হয়, বাচ্চাই করা আত্মাদের নিয়ে। যা কিছু তমোপ্রধান আছে, সে সব কিছুই শেষ হয়ে যায়। তারপর নতুন দেবীর দেবতাদের আসা শুরু হয়। যখন ব্রষ্টাচারী সব শেষ হয়ে যায়, তখন কৃষ্ণের জন্ম হয়, ততক্ষণ অদল-বদল হতে থাকে। যখন কোনো ছিঃ-ছিঃ, নোংরা থাকে না, তখন কৃষ্ণ আসে, ততক্ষণ তোমরা আসা-যাওয়া করতে থাকো। কৃষ্ণকে রিসিভ করার জন্য বাবা-মাকেও প্রথম থেকে চাই, তাই না! তারপর সবকিছুই ভালো ভালো থাকবে। বাকিরা সবাই চলে যাবে, তখনই তাকে স্বর্গ বলা যাবে। তোমরাই কৃষ্ণকে রিসিভ করার জন্য থাকবে। যদিও তোমাদের ছিঃ-ছিঃ জন্ম হবে, কেননা রাবণ রাজ্য, তাই না! শুদ্ধভাবে জন্ম হতে পারবে না। গুল-গুল (পবিত্র) জন্ম কৃষ্ণেরই প্রথমে হবে। তারপর নতুন দুনিয়া বৈকুণ্ঠ বলা যাবে। কৃষ্ণ একদম গুল-গুল ফুলের মত নতুন দুনিয়াতে আসবে। রাবণ সম্প্রদায় একদম সমাপ্ত হয়ে যাবে। কৃষ্ণের নাম তার মা-বাবার থেকেও অনেক বিখ্যাত হবে। কৃষ্ণের মা-বাবার নাম এতটাও বিখ্যাত হবে না। কৃষ্ণের পূর্বে যাদের জন্ম হবে তাদের যোগবলের দ্বারা জন্ম বলা যাবে না। এমন নয় যে, কৃষ্ণের মা-বাবাও যোগবলের দ্বারা জন্ম নেবে। না, যদি এরকম হত তাহলে তাদেরও নাম বিখ্যাত হত। তাই এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মা-বাবা এতটা পুরুষার্থ করেনি, যতটা কৃষ্ণ করেছে। এসব কথা তোমরা পরবর্তীকালে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে। সম্পূর্ণ কর্মাভীত অবস্থা হল রাধা-কৃষ্ণেরই। তারাই সঙ্গতিতে আসে। পাপাত্মারা সব শেষ হয়ে গেলে তখন তাদের জন্ম হয়, তারপর বলা যাবে পবিত্র দুনিয়া, এইজন্য কৃষ্ণের নাম বিখ্যাত হয়। তাঁর মা-বাবার নাম এতটা বিখ্যাত হয় না। পরবর্তীকালে তোমরা অনেক সাক্ষাৎকার করবে।* সময় তো আছে, তাই না! তোমরা যে কাউকেই বোঝাতে পারো - আমরা এইরকম হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছি। সমগ্র বিশ্বে ঐনাদের রাজ্য এখন স্থাপন হচ্ছে। আমাদের জন্য তো নতুন দুনিয়া চাই। এখন তোমাদেরকে দৈব সম্প্রদায়ের বলা যাবে না। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। দেবতা তৈরী হচ্ছে। যখন দৈব-সম্প্রদায়ের হয়ে যাবে, তখন তোমাদের আত্মা আর শরীর দুটোই স্বচ্ছ হয়ে যাবে। এখন তোমাদের সঙ্গমযুগী পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছে। এসব হল পরিশ্রমের কথা। স্মরণের দ্বারাই বিকর্মাজিত হতে হবে। তোমরা নিজেরাই বোঝো যে, বারে বারে বাবার স্মরণ ভুলে যাই। বাবা যখন পিকনিক স্পটে বসেন তখনও বাবার খেয়াল থাকে। আমরা স্মরণে না থাকলে তো বাবা কি বলবেন! এইজন্য

বাবা বলছেন যে - তোমরা স্মরণে থেকে পিকনিক করো। কর্ম করতে করতেই প্রেমিককে স্মরণ করো, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, এতেই পরিশ্রম আছে। স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে, অবিনাশী জ্ঞান ধনও জমা হবে। তারপরও যদি অপবিত্র হয়ে যায় তো সমস্ত জ্ঞান বেরিয়ে যায়। পবিত্রতাই হল মুখ্য। বাবা তো ভালো-ভালো কথাই বোঝাচ্ছেন। এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান আর কারো মধ্যেই নেই। আর যেসব সংসঙ্গ আদি আছে, সেসব হল ভক্তি মার্গের।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে - ভক্তি বাস্তবে প্রবৃত্তি মার্গে আত্মারাই করে থাকে। তোমাদের মধ্যে তো অনেক শক্তি আছে। ঘরে বসেই তোমাদের সুখ প্রাপ্ত হচ্ছে। সর্বশক্তিমান বাবার থেকে তোমরা অনেক শক্তি গ্রহণ করো। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও প্রথমে শক্তি ছিল, যখন জঙ্গলে বসবাস করতো। এখন তো কত বড়-বড় ক্ল্যাট বানিয়ে আছে। এখন সেই শক্তি আর নেই। যেসব তোমাদেরও প্রথমে সুখের শক্তি থাকে। তারপর আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যায়। তাদের মধ্যেও প্রথমে শান্তির শক্তি ছিল, এখন সেই শক্তি আর নেই। আগে তো তারা সত্য কথাই বলতো যে - রচয়িতা আর রচনাকে আমরা জানি না। এখন তো আবার নিজেকেই ভগবান 'শিবোহম্' বলে বসছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - এই সময়ে সমস্ত কল্পবৃক্ষ তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এইজন্য সাধু আদিদেরও উদ্ধার করার জন্য আমি আসি। এই দুনিয়াই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সমস্ত আত্মারা পুনরায় বাড়ি ফিরে যাবে। এমন একজনও নেই, যার এ বিষয়ে জানা আছে যে আমার আত্মার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে যেটা পুনরায় রিপিট হবে। আত্মা এত ছোট, তার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে, যেটা কখনো বিনাশ হয় না। এর জন্য বুদ্ধি অনেক সূক্ষ্ম আর পবিত্র চাই। সেটা তখন হবে, যখন স্মরণের যাত্রায় মত্ত থাকবে। পরিশ্রম ছাড়া পদ প্রাপ্ত হবে না, এইজন্য গাওয়া হয় যে - “চড়ে তো চাখে বৈকুণ্ঠ রস...” (যে যত উপড়ে চড়বে, সেই বৈকুণ্ঠ রস পান করতে পারবে)। কোথায় সেই উঁচুর থেকে উঁচু রাজাদেরও রাজা ডবল মুকুটধারী আর কোথায় প্রজা। শিক্ষক তো হলেন একজনই। এটাই খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। বাবা বারংবার বোঝাচ্ছেন যে - স্মরণের যাত্রাই হল মুখ্য। আমি তোমাদেরকে পড়িয়ে বিশ্বের মালিক তৈরী করি। তাই টিচার গুরুও হবেন। বাবা তো হলেনই টিচারদেরও টিচার, বাবারও বাবা। বাচ্চারা, এটা তো তোমরা জানো যে - আমাদের বাবা হলেন অত্যন্ত প্রিয়। এইরকম বাবাকে তো অনেক স্মরণ করতে হবে। সম্পূর্ণ রীতিতে পড়তে হবে। বাবাকে স্মরণ না করলে তো পাপ নষ্ট হবে না। বাবা সমস্ত আত্মাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাবেন। আর এই শরীর সব শেষ হয়ে যাবে। আত্মারা নিজের নিজের ধর্মের সেকশনে গিয়ে বসবাস করে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিকে পবিত্র বানানোর জন্য স্মরণের যাত্রাতে মত্ত থাকতে হবে। কর্ম করতে-করতেও এক প্রেমিকের স্মরণে থাকলে তবেই বিকর্মাজিত হতে পারবে।

২) এই ছোট যুগে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। ভাল কর্মের অনুসারে ভালো সংস্কারগুলিকে ধারণ করে ভালো বংশে যেতে হবে।

বরদানঃ:- জগতের আলো (জাহানের নূর) হয়ে ভক্তদেরকে দৃষ্টির দ্বারা সন্তুষ্ট করে দর্শনীয় মূর্তি ভব*

ব্যখ্যা :- সমগ্র বিশ্বে তোমরা হলে জগতের আলো, তাই তোমাদের নয়ন হতে দৃষ্টি নেওয়ার জন্য সমগ্র বিশ্ব অপেক্ষা করে আছে। যখন তোমরা, সমগ্র দুনিয়ার আলোক স্বরূপ আত্মারা, নিজের সম্পূর্ণ স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছাবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ নেত্র খুলবে তখন সেকেন্ডে বিশ্ব পরিবর্তন হয়ে যাবে। তখন তোমরা দর্শনীয় মূর্তি আত্মারা নিজেদের দৃষ্টির দ্বারা ভক্ত আত্মাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। দৃষ্টির দ্বারা সন্তুষ্ট হওয়া আত্মাদের লম্বা লাইন লাগবে। এইজন্য সম্পূর্ণতার নেত্র উন্মীলিত করে রাখো। এখন চোখ ডলা বা দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া এবং সংকল্পের ধাক্কা খাওয়া বন্ধ করো, তবেই দর্শনীয় মূর্তি হতে পারবে।

স্লোগানঃ:- নির্মল স্বভাব হল নির্মানতার লক্ষণ। নির্মল হও, তবেই সফলতা প্রাপ্ত হবে।*

১৫-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্নঃ - সার্ভিসে টিলেমি আসার মূখ্য কারণ কি ?

উত্তরঃ - যখন দেহ-অভিমানের বশে একে অপরের অবগুণ দেখো তখনই সার্ভিসে টিলেমি আসে। নিজেদের মধ্যে মন কষাকষি হওয়াও দেহ-অভিমান। আমি অমূকের সঙ্গে চলতে পারি না, আমি এখানে থাকতে পারি না...এই সবই হল মনের দুর্বলতা। এইরূপ কথা বলা অর্থাৎ কাঁটা স্বরূপ হওয়া, অবজ্ঞাকারী হওয়া। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা হলে রুহানী মিলিটারী। তাই আদেশ পাওয়া মাত্র হাজির হওয়া উচিত। কোনোও কথা অমান্য করবে না।

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাচ্চাদের সর্বপ্রথমে এই শিক্ষা প্রাপ্ত হয় যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হতে হবে। আমরা আত্মা, দেহী-অভিমानी হলে তবেই বাবাকে স্মরণ করতে পারব। সেটা হল অজ্ঞানকাল। এটা হলো জ্ঞান কাল। জ্ঞান তো একমাত্র বাবা দেন, উনি সকলের সদগতি করেন এবং উনি হলেন নিরাকার অর্থাৎ তাঁর কোনও মনুষ্য আকার নেই। যার মনুষ্য আকার আছে তাকে ভগবান বলা যাবে না। এবারে আত্মারা তো সবাই হলো নিরাকারী। কিন্তু দেহ-অভিমানে এসে নিজেকে আত্মা রূপে ভুলে গেছে। এখন বাবা বলেন তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ বিনষ্ট হবে, আর কোনো উপায় নেই। আত্মা-ই পতিত, আত্মা-ই পবিত্র হয়। বাবা বুঝিয়েছেন পবিত্র আত্মারা বাস করে সত্যযুগ-ত্রৈতায়। পতিত আত্মা হয় রাবণ রাজ্যে। সিঁড়ির চিত্রেও বোঝানো হয়েছে যারা পবিত্র ছিল তারা পতিত হয়েছে। ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমরা সবাই আত্মারা শান্তিধামে পবিত্র ছিলে। যাকে বলা হয় নির্বাণধাম। তারপরে কলিযুগে পতিত হয় তখন আর্তনাদ করে - হে পতিত-পাবন এসো। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, আমি যে জ্ঞান তোমাদেরকে প্রদান করি পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার, সেই জ্ঞান শুধু আমি-ই দিয়ে থাকি যা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। বাবাকে এসেই জ্ঞান শোনাতে হয়। এখানে মানুষ অথাহ শাস্ত্র বানিয়েছে। সত্যযুগে কোনও শাস্ত্র থাকে না। সেখানে ভক্তিমার্গ একটুও নেই।

এখন বাবা বলেন তোমরা কেবল আমার দ্বারা পতিত থেকে পবিত্র হতে পারো। পবিত্র দুনিয়া তো নিশ্চয়ই হবে। আমি তো আত্মা রূপী বাচ্চাদের এসেই রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করি। দিব্যগুণও ধারণ করতে হবে। রাগ-অভিমান করা, কান্নাকাটি করা এই সব হল আসুরিক স্বভাব। বাবা বলেন দুঃখ-সুখ, মান-অপমান সবই বাচ্চাদের সহ্য করতে হয়। মন দুর্বল করবে না। আমি অমূক স্থানে থাকতে পারব না, এও একপ্রকারের দুর্বলতা। অমূকের সব স্বভাব এইরকম, এই এরকম, ও' ওইরকম এইসব কিছুই থাকা উচিত নয়। মুখ দিয়ে যেন সর্বদা ফুলের মতন কথা বের হয়। কাঁটার মতন নয়। অনেক বাচ্চাদের মুখে কাঁটার মতন কথা বের হয়। কাউকে ক্রোধ করাও হল কাঁটা। একে অপরের সঙ্গে মন কষাকষি অনেক হয়। দেহ-অভিমানের বশে একে অপরের অবগুণ দেখে নিজের মধ্যেও অনেক রকমের অবগুণ থেকে যায়, তাই সার্ভিস টিলে হয়ে যায়। বাবা বোঝেন - এইসব ড্রামা অনুযায়ী হয়। সঠিক হতেও হবে। মিলিটারীর সৈন্য বাহিনী যখন যুদ্ধে যায় তখন তাদের কাজই হয় শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। বন্যা হলে বা কিছু ঝামেলা হলেও মিলিটারী ডাকা হয়। তখন মিলিটারী এসে কুলী মজুরের কাজও করে। গভর্নমেন্ট মিলিটারীকে অর্ডার করে - সমস্ত মাটি ভরো। কেউ না এলে গুলির মুখোমুখি হতে হবে। গভর্নমেন্টের আদেশ পালন করতেই হয়। বাবা বলেন তোমরাও সার্ভিস করার জন্য বাধ্য। বাবা যেখানে সার্ভিস করতে যেতে বলবেন, সুশীঘ্র হাজির হওয়া উচিত। অমান্য করলে মিলিটারী বলা হবে না। তারা হৃদয় আসনে স্থান প্রাপ্ত করে না। তোমরা হলে বাবার সহযোগী সবাইকে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। যদি কোথাও বিশাল মিউজিয়াম খোলা হয়, ১০ মাইল দূরে আছে, তবুও সার্ভিস করতে তো যেতে হবে তাইনা। খরচের চিন্তা করবে না। সবচেয়ে বড় গভর্নমেন্ট অসীম জগতের পিতার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে, যাঁর রাইট হ্যান্ড হলেন ধর্মরাজ। তাঁর শ্রীমৎ অনুযায়ী না চললে পতন হয়। শ্রীমৎ বলে নিজের দৃষ্টিকে সিঁভিল বানাও। কাম বিকারকে জয় করবার সাহস থাকা উচিত। বাবার হুকুম, পালন না করলে ধ্বংস হয়ে যাবে। ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হবে না। বাবা বলেন বাচ্চারা ছাড়া আমাকে কখনও কেউ চিনতে পারে না। কল্প পূর্বের যারা তারা-ই আস্তে আস্তে জ্ঞানে আসবে। এই হলো একেবারে নতুন কথা। এই হলো গীতার যুগ। কিন্তু শাস্ত্রে এই সঙ্গমযুগের বর্ণনা নেই। গীতাকেই দ্বাপরে নিয়ে গেছে। কিন্তু যখন রাজযোগ

শেখানো হয়েছিল তখন নিশ্চয়ই সঙ্গম ছিল তাইনা। কিন্তু কারো বুদ্ধিতে এই কথা নেই। এখন তোমাদের জ্ঞানের নেশা আছে। মানুষের হলো ভক্তির নেশা। তারা বলে ভগবান এলেও আমরা ভক্তি করা ছাড়বো না। এই উত্থান পতনের সিঁড়ি টি খুব ভালো, তবুও মানুষের চোখ খোলে না। মায়ার নেশায় একেবারে মত্ত হয়ে আছে। জ্ঞানের নেশা হতে খুব দেরী লাগে। প্রথমে তো দিব্যগুণও চাই। বাবার কোনও আদেশ দিলে কখনও না বলবে না। আমি করতে পারবো না, একেই বলা হয় অবজ্ঞাকারী। যদি শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় এমন করতে হবে তো তখনই বুঝতে হবে যে এই হল শিববাবার শ্রেষ্ঠ মত। তিনি হলেন সদগতি দাতা। দাতা কখনও উল্টো মতামত দেবেন না। বাবা বলেন আমি এনার (ব্রহ্মাবাবার) অনেক জন্মের অন্তে এসে প্রবেশ করি। লক্ষ্মী এনার চেয়েও উঁচুতে স্থান অর্জন করে। গায়নও আছে - নারীদের আগে রাখা হয়। প্রথমে লক্ষ্মী তারপরে নারায়ণ, যথা রাজা রানী তথা প্রজা হয়। তোমাদেরও এমন শ্রেষ্ঠ হতে হবে। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়ায় হলো রাবণ রাজ্য। সবাই বলে রামরাজ্য চাই। এখন হলো সঙ্গম। যখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন রাবণ রাজ্য ছিলো না, তাহলে চেঙ্গ হলো কীভাবে, সে কথা কেউ জানেনা। সবাই ঘোর অন্ধকারে আছে। তারা ভাবে - কলিযুগ এখন শিশু, হামা দিয়ে চলছে। তাই মানুষ ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত। এই রুহানী নলেজ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আত্মিক পিতা এসে আত্মাদের প্রদান করেন, রাজযোগের শিক্ষাও দেন। কৃষ্ণকে আত্মিক পিতা বলা হবে না। কৃষ্ণ এমন বলবেন না যে হে আত্মারূপী বাচ্চারা। এই কথাও লেখা উচিত - আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভরপুর (রুহানী নলেজফুল) আত্মিক পিতা আধ্যাত্মিক জ্ঞান আত্মারূপী বাচ্চাদের প্রদান করেন।

বাবা বোঝান দুনিয়ায় সব মানুষ হলো দেহ-অভিমানী। আমি আত্মা, এই কথা কেউ জানেনা। বাবা বলেন কারো আত্মা বিলীন হয়ে না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বোঝানো হয় বিজয়া দশমী, দীপাবলী ইত্যাদি কি। মানুষ তো যা কিছু পূজা অর্চনা করে, সবই অন্ধ বিশ্বাসের বশে, যাকে পুতুল পূজা বলা হয়, পাথর পূজা বলা হয়। এখন তোমরা পরশবুদ্ধি হয়েছে তাই পাথর পূজা করতে পারো না। চিত্রের সামনে মাথা নোয়ায়। কিছুই বোঝে না। যদিও তারা বলে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য। জ্ঞান অর্ধকল্প চলে তারপরে ভক্তি আরম্ভ হয়। এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত কর তখন ভক্তির প্রতি বৈরাগ্য এসে যায়। এই দুনিয়া ই পরিবর্তন হয়। কলিযুগে ভক্তি আছে। সত্যযুগে ভক্তি থাকে না। সেখানে হলো ই পূজা। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা মাথা নত কেন করো। অর্ধকল্প তোমরা মাথা নত করেছে, টাকা পয়সা খরচ করেছে, প্রাপ্তি হয়নি কিছুই। মায়া একেবারে মূন্ডন করেছে। কাঙাল করেছে। পরে বাবা এসে সকলের মাথা ঠিক করেছেন। এখন ধীরে- ধীরে কিছু ইউরোপিয়ান রাও বুঝেছে। বাবা বুঝিয়েছেন - এই ভারতবাসীরা তো একেবারে তমোগুণী হয়ে গেছে। অন্য ধর্মের মানুষ তো পরে আসে তাই সুখ দুঃখ সবই কম ভোগ করে। ভারত বাসীর তো সুখ দুঃখ সবই বেশী। শুরুতে প্রচুর বিত্তশালী একদম বিশ্বের মালিক হয়ে থাকে। অন্য ধর্মের মানুষ কেউ প্রথমে বিত্তবান থাকে না। পরে বৃদ্ধি হতে হতে বর্তমানে বিত্তবান হয়েছে। এখন সবচেয়ে ভিত্তারী হয়েছে ভারত। অন্ধশ্রদ্ধাগ্রস্ত হয়েছে ভারত। এও ড্রামায় ফিক্স আছে। বাবা বলেন আমি যাকে স্বর্গ বানাই, সে-ই নরকে পরিণত হয়েছে। মানুষ বানরবুদ্ধি হয়ে গেছে, তাদেরকে আমি এসে মন্দির যোগ্য বানাই। বিকার হলো খুব কঠিন। ক্রোধ অনেক থাকে। তোমাদের মধ্যে ক্রোধ একেবারেই থাকা উচিত নয়। খুব মিষ্টি, শান্ত, অতি মিষ্ট স্বভাবের হও। এই কথাও তো জানো কোটিতে কেউ এসে জ্ঞান মার্গে - রাজ্য পদ নিতে। বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের নর থেকে নারায়ণ করতে। তার মধ্যেও ৮ টি রতন মুখ্য গায়ন করা হয়েছে। ৮-টি রত্ন আর মধ্যখানে বাবা। ৮-টি হলো পাস উইথ অনার্স, তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। দেহ-অভিমান ভঙ্গ করতেই খুব পরিশ্রম লাগে। দেহের ভান বা অনুভূতি যেন একেবারেই মিটে যায়। কেউ পাকা ব্রহ্মজ্ঞানী যারা থাকে, তাদেরও এমন অনুভব হয়। বসে-বসে দেহ ত্যাগ করে দেয়। বসে থেকে এমনভাবে দেহ ত্যাগ করে, সম্পূর্ণ বায়ুমন্ডল একদম শান্ত হয়ে যায় এবং প্রায় সময় ভোর বেলার শুদ্ধ সময়ে দেহ ত্যাগ করে। রাতের বেলায় মানুষ নোংরা কাজ করে, সকালে স্নান ইত্যাদি করে ভগবানের নাম নেয়। পূজা করে। বাবা সব কথা বোঝান। প্রদর্শনী ইত্যাদিতে সর্ব প্রথমে তোমরা অল্ফের পরিচয় দাও। প্রথমে অল্ফ এবং বে। বাবা হলেন একমাত্র নিরাকার। বাবা হলেন রচয়িতা, তিনি বসে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বুঝিয়ে দেন। বাবা স্বয়ং বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। দেহের সম্বন্ধগুলি ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে মামেকম্ স্মরণ করো। বাবার পরিচয় তোমরা দেবে তখন কারো সাহস থাকবে না প্রশ্ন-উত্তর করার। প্রথমে বাবার কথায় দুটো নিশ্চয় হয়ে যাক তারপরে বলা ৮৪ জন্ম এইভাবে গ্রহণ করা হয়। চক্রের কথা বুঝে নেবে, বাবার পরিচয় বুঝে নেবে তখন আর কোনও প্রশ্ন থাকবে না। বাবার পরিচয় না দিয়ে তোমরা অন্য কথা বলা তাই সময় নষ্ট হয়ে যায়। স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। সর্বপ্রথমে অল্ফের কথা বলা। শত কথা বললে কিছুই বুঝবে না। খুব সাধারণ ভাবে এবং ধীরে ধীরে বসে বোঝানো উচিত, যারা দেহী-অভিমানী হবে তারা-ই ভালো রীতি বোঝাতে পারবে। বড়-বড় মিউজিয়ামে ভালো-ভালো বাচ্চারা যারা বোঝাতে সক্ষম তাদের সহযোগ করতে হয়। কিছুদিন নিজের সেন্টার ছেড়ে সাহায্য করতে এসে যাও। অনুপস্থিতিতে অন্য কাউকে সেন্টার দেখাশোনা করার জন্য বসিয়ে দাও। যদি সেন্টারের দেখাশোনা করার

মতন কাউকে উপযুক্ত না করে থাকো, তাহলে বাবা বুঝবেন কোনও কাজ করেনি, সার্ভিস করেনি। বাচ্চারা বাবাকে চিঠিতে লেখে সার্ভিস ছেড়ে যাই কীভাবে! আরে বাবা আদেশ করেন অমুক জায়গায় প্রদর্শনী আছে সার্ভিস করতে যাও। যদি সেন্টার দেখাশোনা করার মতন কাউকে উপযুক্ত করেনি তবে কোনও কাজের নয়। বাবা আদেশ করেছেন - অবিলম্বে ছুটে যাওয়া উচিত। মহারথী ব্রাহ্মণী তাকেই বলা হয়। বাকিরা তো সবাই হলো অস্বারোহী, পদাতিক। সবাইকে সার্ভিসে সাহায্য করতে হবে। এত বছরে তোমরা কাউকে নিজের মতন বানাওনি তাহলে কি করেছে। এত দিনে ম্যাসেজার বানাওনি, যে সেন্টারের দেখাশোনা করবে। বিভিন্ন রকমের মানুষ আসে - যাদের সঙ্গে কথা বলার বুদ্ধি চাই। মুরলীও রোজ পড়তে হবে অথবা শুনতে হবে। মুরলী পড়ে না অর্থাৎ অ্যাবসেন্ট লেগে গেল। বাচ্চারা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বে সুরক্ষা ঘেরাও তৈরি করতে হবে। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের সেবা করো তাইনা। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার ঘেরা বানাতে হবে। সবাইকে মুক্তি-জীবনমুক্তি ধামের পথ বলে দিতে হবে, দুঃখ থেকে মুক্ত করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) খুব মিষ্টি, শান্ত, অতি মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে। কখনও ক্রোধ করবে না। নিজের দৃষ্টিকে খুবই সিভিল করতে হবে।

২) বাবা যা আদেশ করেন, অবিলম্বে পালন করতে হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বে পতিত থেকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে অর্থাৎ সুরক্ষা ঘেরাও তৈরি করতে হবে।

বরদান:- নিজের গুরুত্ব এবং কর্তব্যকে জেনে সদা জাগ্রত জ্যোতি ভব*

ব্যখা : তোমরা বাচ্চারা হলে জগতের জ্যোতি, তোমাদের পরিবর্তন দ্বারা বিশ্বের পরিবর্তন হবে, তাই যা কিছু পেরিয়ে গেছে তাকে এড়িয়ে নিজের গুরুত্ব ও কর্তব্যকে জেনে সদা জাগ্রত-জ্যোতি স্বরূপ হও। তোমরা এক সেকেন্ডে স্ব পরিবর্তন দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করতে পারো। শুধু প্র্যাক্টিস করো এখনই কর্মযোগী, এখনই কর্মাভীত স্টেজ। কচ্ছপ যেমন এক সেকেন্ডে নিজের সব অঙ্গগুলি গুটিয়ে নেয়, তেমনি তোমাদের রচনাকেও মাস্টার রচয়িতা হয়ে সমাযিত করার শক্তির আধারে এক সেকেন্ডে সর্ব সঙ্কল্পগুলিকে সমাযিত করে একটি সংকল্পে স্থিত হয়ে যাও।

স্লোগান:- লাভলীন স্থিতি অর্থাৎ বিভোর হয়ে থাকার অনুভব করার জন্য স্মৃতি-বিস্মৃতির যুদ্ধ সমাপ্ত করো ।*

১৬-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী. ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- কোন্ রোগের সমূলে বিনাশ হলেই বাবার অন্তরে স্থান পাবে?

উত্তর:- দেহ অভিমানের রোগ। এই দেহ অভিমান থাকার জন্যই অন্যান্য সকল বিকারগুলির উৎপত্তি। মহারোগী বানিয়ে দিয়েছে। এই দেহ অভিমান সমাপ্ত হলেই বাবার অন্তরে জায়গা পাবে। ২) অন্তরে স্থান পাওয়ার জন্য বুদ্ধিকে সুবিশাল বানাও। জ্ঞান চিতার ওপর বসো। আধ্যাত্মিক সেবাতে লেগে যাও এবং জ্ঞান শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে ভালো করে স্মরণ করো।

গীত:- জাগো রে সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা গান শুনলো - আত্মিক পিতা এই পুরাতন শরীরের মুখ দ্বারা কথা বলেন। বাবা বলেন, আমাকে পুরাতন শরীরে এবং পুরাতন রাজধানীতে আসতে হয়েছে। এটা এখন রাবণের রাজধানী। শরীরটাও পরের। কারণ এই শরীরে তো আগে থেকেই আত্মা ছিল। আমি পরের শরীরে এসে প্রবেশ করি। নিজের শরীর হলে তো সেই শরীরের একটা নাম থাকতো। কিন্তু আমার নাম কখনোই পাল্টায় না। আমাকে এর পরেও শিববাবা বলা হয়। বাচ্চারা প্রতিদিনই গান শোনে। নতুন যুগ বা সত্যযুগ আসছে। এক্ষেত্রে কাকে জাগাতে হবে? আত্মাদেরকে। কারণ আত্মারাই ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে। কিছুই বোঝে না। নিজের বাবাকেই চেনে না। এখন বাবা সবাইকে জাগাতে এসেছেন। তোমরা এখন অসীম জগতের পিতাকে জেনেছ। ঊঁনার কাছ থেকে নতুন যুগের জন্য সুখ পাওয়া যায়। সত্যযুগকে বলা হয় নতুন যুগ আর কলিযুগকে বলা হয় পুরাতন যুগ। এইসব কথা বিদ্বান, পণ্ডিত কেউই জানে না। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করো যে নতুন যুগ কিভাবে পুরাতন হয়ে যায়? তাহলে কেউই বলতে পারবে না। বলবে যে এগুলো তো লাখ লাখ বছরের কথা। তোমরা এখন জেনেছ যে আমরা কিভাবে নতুন যুগ থেকে পুরাতন যুগে এসে পৌঁছেছি অর্থাৎ স্বর্গবাসী থেকে নরকবাসী হয়েছি। মানুষ তো কিছুই জানে না। যার পূজা করছে, তার জীবনকাহিনীও (বায়োগ্রাফি) জানে না। যেমন জগদম্বার পূজা করে, এখন জগদম্বা কে, সেটা জানে না। অম্বা বাস্তুবে মাতাদেরকে বলা হয়। কিন্তু পূজা এক-এরই হওয়া উচিত। শিববাবারও একটাই অব্যভিচারী স্মরণিক রয়েছে। অম্বাও একজনই। কিন্তু জগৎ অম্বাকে মানুষ জানে না। ইনি হলেন জগৎ অম্বা আর লক্ষ্মী হলেন জগতের মহারানী। তোমরা জান যে, জগৎ অম্বা কে আর জগতের মহারানী কে? এই সব কথা কারোরই জানা সম্ভব নয়। লক্ষ্মীকে দেবী আর অম্বাকে ব্রাহ্মণী বলা হবে। ব্রাহ্মণ সপ্তমযুগেই হয়ে থাকে। এই সপ্তমযুগকে কেউই জানে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা নতুন পুরুষোত্তম সৃষ্টি রচিত হয়ে থাকে। পুরুষোত্তম তোমরা ওখানে (সত্যযুগে) দেখতে পাবে। এই সময় তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে গায়নযোগ্য। এখন তোমরা সেবা করছো, এরপর তোমরা পূজার যোগ্য হবে। ব্রহ্মার এত গুলো হাত দেখিয়ে থাকে, তাহলে অম্বার কেন দেবে না। সবাই তো তার সন্তান, তাই না! মা - বাবাই তো প্রজাপিতা হবেন। বাচ্চাদেরকে তো প্রজাপিতা বলা হবে না। লক্ষ্মী - নারায়ণকে কখনো সত্যযুগে জগৎ পিতা জগৎ মাতা বলা হবে না। প্রজাপিতা নামই বিখ্যাত। জগৎ পিতা আর জগৎ মাতা একই। বাকিরা হল তাদের সন্তান। আজমেরে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মন্দিরে গেলে বলবে-"বাবা", কেননা তিনি তো প্রজাপিতা। সসীম জগতের পিতারা সন্তানের জন্ম দেয়, তাহলে তাদের বলা হবে সসীম জগতের পিতা। ইনি হলেন অসীম জগতের। শিববাবা তো সব আত্মাদের অসীম জগতের পিতা। এই পার্থক্যও (কনট্রাস্ট) বাচ্চারা, তোমাদের লিখতে হবে। জগৎ অম্বা সরস্বতী একই। কত কত নাম রেখে দিয়েছে - দুর্গা, কালী ইত্যাদি। তোমরা সবাই হলে অম্বা আর বাবার সন্তান। এটা তো হল রচনা, তাই না! প্রজাপিতা ব্রহ্মার কন্যা হল সরস্বতী, তাকেই অম্বা বলা হয়। বাকিরা হল পুত্র আর কন্যা। সবাই হল অ্যাডপ্টেড। এতো এতো বাচ্চা নাহলে কোথা থেকে আসতে পারে! এরা সবাই হল মুখ বংশাবলী। মুখের দ্বারা স্ত্রীকে ক্রিয়েট করেছেন তো রচনা হয়ে গেল। তিনি বলেন এরা সবাই হল আমার। আমি এনার দ্বারা বাচ্চাদের জন্ম দিয়েছি। এ সবই হল অ্যাডপশন। তখন এরা হয়ে গেল ঈশ্বরীয়, মুখ দ্বারা রচিত। আত্মাই তো অবশ্যই। তাকে অ্যাডপ্ট করতে হয় না। বাবা বলেন, তোমরা সর্বদা হলে আমার সন্তান। এরপর আমি এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদেরকে অ্যাডপ্ট করি। বাচ্চাদেরকে (আত্মাদেরকে) অ্যাডপ্ট করি না, পুত্র আর কন্যাদেরকে করে থাকি। ও খুবই সূক্ষ্ম বোঝার মতো বিষয়। এই কথা গুলিকে বুঝতে পারলে তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়ে যাও। কীভাবে হবে, এটা এখন আমরা বুঝতে পারি। এমন কী কর্ম তারা করেছিলেন যে এরা বিশ্বের মালিক হলেন। তোমরা প্রদর্শনী ইত্যাদিতে এ'সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পার। তোমরা জানো যে, এরা স্বর্গের রাজধানী কীভাবে নিয়েছিলেন। তোমাদের মধ্যেও সবাই যথার্থ ভাবে এ' সব কথা বোঝাতে পারে না। যার

মধ্যে দৈবী গুণ থাকবে, এই আধ্যাত্মিক সার্ভিসে লেগে থাকবে, সেই বোঝাতে পারবে। বাকিরা তো মায়ার অসুখে ফেসে থাকবে। অনেক প্রকারের রোগ রয়েছে। দেহ অভিমানের রোগ ও রয়েছে। এই বিকার গুলোই তোমাদেরকে রোগী বানিয়েছে।

বাবা বলেন, তোমাদেরকে পবিত্র দেবতা বানাই। তোমরা সর্ব গুণ সম্পন্ন..... পবিত্র ছিলে। এখন পতিত হয়ে গেছ। অসীম জগতের বাবা'ই এ' কথা বলবেন। এতে নিন্দার কিছু নেই, এ হল বোঝার বিষয়। ভারতবাসীদেরকে অসীম জগতের পিতা বলেন, আমি ভারতেই আছি। ভারতের মহিমা হল অপরম অপার। এখানে এসে নরককে স্বর্গ বানাই। সবাইকে শান্তি দিই। তাই এমন বাবার মহিমা হল অপরম অপার। কোনো পারাবার নেই। জগৎ অশ্বা আর ওনার মহিমাও কেউ জানে না। সেই কনট্রাস্টও তোমরা অন্যদেরকে বলতে পার। ওটা হল জগৎ অশ্বার বায়োগ্রাফি আর এটা হল লক্ষ্মীর। এই জগৎ অশ্বাই তারপর লক্ষ্মী হন। তারপর লক্ষ্মী তথা ৮৪ জন্মের পরে জগৎ অশ্বা হবেন। উভয়ের চিত্রও আলাদা আলাদা রাখতে হবে। দেখানো হয় লক্ষ্মী কলস পেল, তারপর লক্ষ্মী কীভাবে সঙ্গমে এলো ? তিনি তো সত্যযুগের। এ সব কথা বাবা বুঝিয়ে থাকেন। চিত্র বানানোর সময় যে বিষয়ের চিত্র, তার উপরে বিচার সাগর মন্বন করা উচিত। তখন বোঝা সহজ হবে। এতখানি বিশাল বুদ্ধি চাই, তবেই বাবার হৃদয়ে বসতে পারবে। যখন বাবাকে খুব ভালো ভাবে স্মরণ করবে স্তান চিত্রাতে বসবে তখনই হৃদয়ে বসতে পারবে এমন নয় যে, তোমরা ভালো প্রবচন করো, তখনই হৃদয়ে বসতে পারো, না তা নয়। বাবা বলেন, হৃদয়ে অস্তিম সময়ে চড়বে। নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে যখন দেহ-অভিমান সমাপ্ত হয়ে যাবে।

বাবা বোঝান, ব্রহ্ম স্তানী ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাওয়ার পরিশ্রম করে। কিন্তু কেউই তাতে লীন হতে পারে না (সম্ভব নয়)। বাকি পরিশ্রম করে উত্তম পদ প্রাপ্ত করে। এমন এমন মহাত্মা হয়ে ওঠেন এক একজন যে, তাদেরকে প্ল্যাটেনিয়ামের সাথে ওজন করে থাকে। ব্রহ্মতে লীন হওয়ার পরিশ্রম করেন যে। তো পরিশ্রমের ফল তো অন্তত পাওয়া যায়। বাকি মুক্তি জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো, এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হল কী হল। এত এত বস্তু বানিয়েছে, রেখে দেওয়ার জন্য কী বানিয়েছে খোঁরাই। তোমরা জানো, পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য এই বস্তু গুলি কাজে আসবে। অনেক প্রকারের বস্তু রয়েছে। বাবা স্তান আর যোগ শেখান, তার দ্বারা এরপর রাজ রাজেশ্বর দ্বিমুকুটধারী দেবী দেবতা হবে। কোন্ সেই উঁচু পদ ? ব্রাহ্মণ শিখি (টিকি) হল উপরে। শিখি হল সবার ওপরে। এখন বাচ্চারা, তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে বাবা এসেছেন। এরপর তোমরাও পতিত - পাবনী হয়ে যাও - এই নেশা তোমাদের রয়েছে ? আমরা সবাইকে পবিত্র বানিয়ে রাজ-রাজেশ্বর বানাচ্ছি। নেশা যদি থাকে, তবে তোমরা খুশীতে আছো। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো, আমরা কতজনকে বাবা সম বানিয়েছি ? প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগৎ অশ্বা দু'জনেই এক রকম। ব্রাহ্মণদের রচনা রচিত করেন। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হওয়ার যুক্তি বাবা'ই বলে দেন। কোনো শাস্ত্রে এ'সব নেই। এটা হলি গীতার যুগ। মহাভারতের যুদ্ধ অবশ্যই হয়েছিল। *রাজযোগ কী কেবল একজনকেই শিখিয়েছিলেন ?* মানুষের বুদ্ধিতে কেবল অর্জুন আর কৃষ্ণই রয়েছে। এখানে তো অনেকে পড়ে (রাজযোগ শেখে)। তোমরা বসে আছোও তো কত সাধারণ ভাবে। ছোট বাচ্চারা অল্ক আর বে পড়ে, তাই না (অ, আ, ক, খ)। তোমরা এখন বসে আছো, তোমাদেরকেও আমি অল্ক (আল্লাহ), বে (বাদশাহী) পড়াচ্ছি। অল্ক আর বে, এটাই হল অবিনাশী উত্তরাধিকার। বাবা বলেন, আমিকে স্মরণ করো তো বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। কোনো রকমের আসুরিক কর্ম করবে না। দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। দেখতে হবে আমাদের মধ্যে কোনও অবগুণ নেই তো ? "আমি তো নির্গুণ, কোনো গুণ নেই আমার"। এখন নির্গুণ আশ্রমও রয়েছে, কিন্তু মানুষ কোনো অর্থই জানে না। নির্গুণ মানে আমার মধ্যে কোনো গুণই নেই। এখন গুণবান বানানো তো বাবারই কাজ। বাবার টাইটেল এর টুপি নিজেদের ওপরেই রেখে দিয়েছে। বাবা তো কত কথা বোঝান। ডাইরেকশনও দেন। জগৎ অশ্বা আর লক্ষ্মীর কনট্রাস্ট লোকেদেরকে বলো। ব্রহ্মা - সরস্বতী হলেন সঙ্গমের, লক্ষ্মী - নারায়ণ সত্যযুগের। এই চিত্রটি রয়েছে বোঝার জন্য। সরস্বতী হল ব্রহ্মার পুত্রী। এখানে বাচ্চারা পড়ে মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। সত্যযুগী দেবতাও মানুষ, তাদেরকে দেবতা বলা হবে। তাদেরকে মানুষ বলা হলে তাদের ইনসাল্ট করা হবে। সেইজন্য দেবী দেবতা বা ভগবান ভগবান বলে দেয়। যদি রাজা - রানীকে ভগবান ভগবতী বলা হলে প্রজাদেরকেও বলতে হয়। সেইজন্য দেবী - দেবতা বলা হয়। ত্রিমূর্তির চিত্রও রয়েছে। সত্যযুগে এত কম মানুষ, কলিযুগে এত এত মানুষ, সেটাকে কীভাবে বোঝাবে ? তার জন্য গোলাও (সৃষ্টিচক্রের চিত্র) অবশ্যই চাই। প্রদর্শনীতে এত এত মানুষকে ডাকা হয়। কাস্টম কেলেক্টরকে তো কেউ কখনো নিমন্ত্রণ দেয়নি। তো এই রকম চিন্তা ভাবনা করতে হয়। এতে অনেক বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন।

বাবার তো রিগার্ড রাখা উচিত। হসেনের ঘোড়াকে কত সুন্দর করে সাজায়। লাগাম কত ছোট, ঘোড়া কত বড় হয়ে

থাকে। আত্মাও তো কত ছোট বিন্দু, তার শৃঙ্গার কত বড়। এটা যে অকালমূর্তির সিংহাসন। সর্বব্যাপীর কথাও গীতার থেকে নিয়েছে। বাবা বলেন, আমি আত্মাদেরকে রাজযোগ শেখাই, তাহলে সর্বব্যাপী কীকরে হতে পারি। বাবা - টিচার - গুরু সর্বব্যাপী কীকরে হবেন ? বাবা বলেন, আমি তো তোমাদের বাবা, তার উপরে জ্ঞান সাগরও। তোমাদেরকে অসীম জগতের হিস্টি - জিওগ্রাফি বোঝানোর ফলে অসীম জগতের রাজ্য লাভ হবে। দৈবীগুণও ধারণ করা উচিত। মায়া একদম নাক টিপে ধরে। আচরণ নোংরা হয়ে যায়, তারপর লেখে এই এই ভুল হয়ে গেছে আমার দ্বারা। আমি নিজের মুখেই কালিমা লিপ্ত করেছি। এখানে তো পবিত্রতা শেখানো হয়। তাহলে কারো যদি পতন হয়, তাতে বাবার কী করার আছে ! বাড়িতে যদি কোনো বাচ্চা খারাপ কাজ করে বসে, মুখে কালি লাগায়, তখন তার বাবা বলে, এর চেয়ে তুমি মরে গেলেও ভালো ছিল। অসীম জগতের পিতা যদিও ড্রামাকে জানেন, তবুও তো বলবেন, তাই না ! তোমরা অন্যদেরকে পাঠ পড়িয়ে যদি নিজের পতন ঘটায়, তবে হাজার গুণ পাপ চড়ে যায়। বলা হয় মায়া খাপ্পর মেরে দিয়েছে। মায়া এমন ঘুষি মারে যে বুদ্ধি শুদ্ধিকে একেবারে লোপ পাইয়ে দেয়।

বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান, চোখ হল বড়ই ধোঁকাবাজ। কখনোই কোনো বিকর্ম করো না। ঝড় ঝাপটা অনেক আসবে। কেননা তোমরা যুদ্ধের ময়দানে আছো যে। বুঝতেও পারবে না যে কী হচ্ছে। মায়া বুঝে ওঠার আগেই খাপ্পর কমিয়ে দেয়। এখন তোমরা কতো বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে উঠছো। আত্মাই তো বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ওঠে, তাই না ! আত্মাই বোধহীন ছিল। এখন বাবা বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন (সমঝদার) বানাচ্ছেন। মানুষ অনেক বেশি দেহ অভিমানে রয়েছে। বোঝেই না যে, আমরা হলাম আত্মা। বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন। আমরা আত্মারা এই কান দিয়ে শুনছি। এখন বাবা বলছেন কোনো প্রকারেরই বিকারের কথা এই কান দিয়ে শুনবে না। বাবা তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। তোমাদের লক্ষ্য অনেক বড়। মৃত্যু যখন নিকটে আসবে তখন তোমাদের ভয় হবে। মৃত্যু পথযাত্রী মানুষকেও তো বলা হয় ভগবান স্মরণ করতে কিম্বা নিজের গুরু আদিকে স্মরণ করতে। দেহধারীকে স্মরণ করতে শেখায়। বাবা তো বলেন "মামেকম্ স্মরণ করো" (একমাত্র আমাকে অর্থাৎ নিরাকার পরমাত্মাকে) এটা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। বাবা আদেশ করছেন - "মামেকম্ স্মরণ করো"। দেহধারীদের স্মরণ করবে না। মা বাবাও তো দেহধারী, তাই না ! আমি তো হলাম বিচিত্র, আমি বিদেহী, এনার (ব্রহ্মা বাবা) মধ্যে বসে তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করি। তোমরা এখন জ্ঞান আর যোগ শিখে থাকো রাজ - রাজেশ্বরী হওয়ার জন্য। জ্ঞান সাগর জ্ঞানও শেখান, রাজযোগও শেখান। আচ্ছা !

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ঝড় তুফানে কখনো হার মানবে না। চোখ ধোঁকা দেয়, সেইজন্য নিজেকে নিজে ঠিক রাখবে। কোনো রকমের বিকারী কথা বার্তা এই কান দিয়ে শুনবে না।

২) নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো যে, আমরা কতজনকে নিজ সম বানাচ্ছি ? মাস্টার পতিত পাবনী হয়ে সকলকে পবিত্র (রাজ - রাজেশ্বর) বানানোর সেবা করছি ? আমাদের মধ্যে কোনও অবগুণ নেই তো ? দৈবীগুণ কতখানি ধারণ করেছি ?

বরদানঃ সকলকে তাদের প্রকৃত গন্তব্যের পথ দেখানো দয়াশীল (রহমদিল) বাবার সন্তান দয়াশীল ভব*
বিস্তার : দয়াশীল (রহমদিল) বাবার দয়াশীল সন্তানরা কাউকে যদি ভিত্তারীর রূপেও দেখে তবে তার প্রতি দয়া আসবে যে, এই আত্মাও যেন ঠিকানা পেয়ে যায়। এরও কল্যাণ হোক। তাদের সম্পর্কে যারাই আসবে তাদেরকে অবশ্যই বাবার পরিচয় দেবে। যেমন বাড়িতে কেউ এলে প্রথমেই তাকে জল যাচা হয়, শুধু মুখে বিদায় দিতে খারাপ লাগে, ঠিক তেমনই যারাই সম্পর্কে আসবে তাদেরকে বাবার পরিচয়ের জল অবশ্যই যাচো অর্থাৎ দাতার সন্তান দাতা হয়ে কিছু না কিছু দাও যাতে সে তার প্রকৃত গন্তব্যের সন্ধান পায়।

স্লোগানঃ যথার্থ বৈরাগ্য বৃত্তির সহজ অর্থ হল - যত অনাসক্ত তত প্রিয়।*

১৭-১৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ নামটি সাধারণ হলেও, কর্তব্য খুবই মহান ?

উত্তরঃ - বাবাকে বলা হয় বাগিচার মালিক, নৌকার মাঝি। এই নাম কতো সাধারণ, কিন্তু যারা ডুবে যাচ্ছে তাদের পারে নিয়ে যাওয়া, এটা কতো মহান কর্তব্য হলো। যে রকম সাঁতারুরা সাঁতরে এক দুই জনকে হাতে হাতে ধরে তীরে নিয়ে যায়, এরকমই বাবার হাত প্রাপ্ত হয়ে যাওয়াতে তোমরা স্বর্গবাসী হয়ে যাও। এখন তোমরাও হলে মাস্টার পাটনী বা মাঝি। তোমরা প্রত্যেকের নৌকাকে তীরে তোলার রাস্তা বলে দাও।

ওম্ শান্তি। স্মরণে তো বাচ্চারা বসেই থাকো। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে, দেহও আছে। এমন না যে দেহ ছাড়া বসে আছে। কিন্তু বাবা বলেন দেহ অভিমান ছেড়ে দেহী- অভিমানী হয়ে বসো। দেহী - অভিমান হলো শুদ্ধ, দেহ অভিমান হলো অশুদ্ধ। তোমরা জানো যে দেহ- অভিমানী হওয়ার কারণে অশুদ্ধ, অপবিত্র হয়ে গিয়েছিলাম। ডাকতেও থাকে পতিত-পাবন এসো। পবিত্র দুনিয়া ছিলো। এখন হলো পতিত, আবার অবশ্যই পবিত্র দুনিয়া হবে। সৃষ্টির চক্র আবর্তিত হবে। যারা এই সৃষ্টি চক্রকে জানে তাদেরকে বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী। তোমরা প্রত্যেকে হলে স্বদর্শন চক্রধারী। স্ব-আত্মার সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। জ্ঞান কে দিয়েছেন ? তিনিও অবশ্যই স্বদর্শন চক্রধারী হবেন। বাবা ব্যাভীত দ্বিতীয় কোনো মানুষ সেখানে পারে না। বাবা অর্থাৎ সুপ্রিম আত্মাই বাচ্চাদের সেখান। তিনি বলেন বাচ্চারা, তোমরা দেহী - অভিমানী হও। সত্যযুগে এই জ্ঞান বা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। না, সেখানে ভক্তি নেই। জ্ঞানের দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা শ্রীমত দেন, এই ভাবে তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে। তোমরা জানো যে আমরা কবরস্থানের বসবাসকারী ছিলাম, এখন বাবা শ্রেষ্ঠ পরিস্থানী(পরীদের দেশের উপযুক্ত) করে তোলেন। এই পুরানো দুনিয়া হলো কবরখানা। মৃত্যুলোককে কবরখানাই বলা হবে। পরীস্থান নূতন দুনিয়াকে বলা হবে। ড্রামার রহস্য বাবা বোঝান। এই সমগ্র সৃষ্টিকে খড়ের গাদা বলা হয়।

বাবা বুঝিয়েছেন, সমগ্র সৃষ্টির উপর এই সময় হলো রাবণে রাজ্য। দশহরাও পালিত হয়, কতো খুশী হয়। বাবা বলেন সব বাচ্চাদের দুঃখ থেকে ছাড়ানোর জন্য আমাদেরও পুরানো রাবণের দুনিয়াতে আসতে হয়। একটা কথা শোনানো হয়। কেউ প্রথমে জিজ্ঞাসা করে যে তোমার সুখ চাই না দুঃখ ? তখন বলবে সুখ চাই। সুখের দিকে গেলে সেখানে কোনো যমদূত ইত্যাদি আসতে পারে না। এটাও একটা গল্প। বাবা বলে দেন, সুখধামে কখনো মৃত্যু আসে না, অমরপুরী হয়ে যায়। তোমরা মৃত্যুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। তোমরা সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠো। সেখানে (সত্যযুগে) কখনো এমন বলবে না যে, অমুকে মরে গেছে, মরণের নামও নেই। এক পোশাক পরিবর্তন করে দ্বিতীয় ধারণ করে। সাপ যেমন খোলস পরিবর্তন করে, তোমরাও পুরানো খোলস ত্যাগ করে নূতন খোলস অর্থাৎ শরীরে প্রবেশ করবে। সেখানে ৫ তন্ত্রও সতোপ্রধান হয়ে যাবে। সব কিছু সতোপ্রধান হয়ে যাবে। প্রতিটা জিনিস ফল ইত্যাদি দ্যা বেস্ট (খুব ভালো) হয়ে যায়। সত্যযুগকে বলা হয় স্বর্গ। সেখানে অনেক ধনবান ছিলো। এইরকম ধরনের সুখী বিশ্বের মালিক কেউ হতে পারে না। এখন তোমরা জানো যে আমরাই এমনটা ছিলাম, তো কতো খুশী হওয়া উচিত। একেক জনকে পরীর দেশের বাসিন্দা করে তুলতে হবে, অনেকের কল্যাণ করতে হবে। তোমরা খুবই বিত্তশালী হয়ে উঠবে। তারা সকলে হলো গরীব। যতোক্ষণ না তোমাদের হাতে হাত মিলবে ততোক্ষণ স্বর্গবাসী হতে পারবে না। বাবার হাত তো সকলের প্রাপ্ত হয় না। বাবার হাত প্রাপ্তি হয় তোমাদের। তোমাদের হাত আবার প্রাপ্তি হয় অন্যান্যদের। অন্যান্যদের হাত আবার প্রাপ্ত হয় আরো কারোর। যেমন কোনো সাঁতারুর একেক জনকে অন্য পারে নিয়ে যায়। তোমরাও হলে মাস্টার মাঝি। অনেক মাঝি তৈরী হচ্ছে। তোমাদের ধান্ধাই হলো এটা। আমরা প্রত্যেকের নৌকাকে তটে ভিড়িয়ে দেওয়ার রাস্তা বলে দিই। মাঝির সন্তান মাঝি হয়। নাম কতো হালকা-মালী, মাঝি। এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখো। তোমরা পরীস্থানের (স্বর্গের) স্থাপনা করছো। তোমাদের স্মৃতি সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে রাজযোগের তপস্যা, উপরে রাজত্ব দাঁড়ানো। নামও দিলওয়ারা খুব সুন্দর। বাবা সকলের হৃদয় অধিকার করেন। সকলের সঙ্গতি করেন। হৃদয় নিতে পারার মতো কে আছে, এটা কি আর কারোর জানা আছে ! ব্রহ্মার বাবাও হলেন শিববাবা। সকলের হৃদয় অধিকার করার অসীম জগতের বাবা। তন্ত্র ইত্যাদি সকলের কল্যাণ করেন, এটাও বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মের লোকদের শাস্ত্র ইত্যাদি চলছে। তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ই সঙ্গমে, আবার বিনাশ হলে তো কোনো শাস্ত্র থাকবে না। শাস্ত্র হলো ভক্তি মার্গের চিহ্ন। এটা হলো জ্ঞান। পার্থক্য দেখলে তো ! ভক্তি হলো অপার,

দেবদেবীদের পূজাতে কতো খরচা করে। বাবা বলেন, অল্প সময়ের সুখ থাকে। যেমন-যেমন ভাবনা রাখে সেটা সম্পূর্ণ হয়। দেবীদের সাজাতে সাজাতে কারোর সাফাংকার হলে, ব্যাস - খুব খুশী হয়ে যায়। লাভ কিছুই নেই। মীরারও নাম করা হয়। ভক্ত মালা হয়। ফিমেলদের মধ্যে মীরা, মেলদের মধ্যে নারদকে ভক্ত শিরোমণি মান্য করা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী হয়। মালার দানা গুলিও খুব সুন্দর। উপরে বাবা হলেন ফুল, তারপর হলো যুগল মেরু। ফুলকে সবাই নমস্কার করে। এক-এক দানাকে নমস্কার করে। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করলে তখন ওখানেও বেশী রকম পূজা শিবের করে। শালিগ্রামকে এতো করে না। সমস্ত ভাবনা শিবের দিকে থাকে, কারণ শিববাবার দ্বারাই শালিগ্রাম এই রকম তীক্ষ্ণতা পেয়েছে, যে রকম এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছে। পতিত পাবন বাবার বাচ্চারা তোমরাও হলে মাস্টার পতিত পাবন। যদি কাউকে রাস্তা না বলো, তবে পাই পয়সার পদ প্রাপ্ত হবে। তবুও অন্তত বাবার সাথে মিলিত হবে! সকলের ফাদার হলেন সেই এক। কৃষ্ণের জন্য কী আর একথা বলবে! কৃষ্ণ কার ফাদার হবে? কৃষ্ণকে ফাদার বলা হবে না। বাচ্চাকে কি আর ফাদার বলা যায়? ফাদার তখন বলা যাবে, যখন যুগল হবে, বাচ্চার জন্ম দেবে। সেই বাচ্চা ফাদার বলবে। দ্বিতীয় কেউ বলতে পারে না। এছাড়া তো যে কোনোই বৃদ্ধকে বাপুজী বলে দেয়। এই শিববাবা তো হলেন সকলের বাবা। গাওয়াও হয় ব্রাদরহুড (ভাতৃ বোধ)। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বললে তো ফাদারহুড হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের বড়-বড় সভাতে বোঝাতে হবে। সবসময়ই যেখানেই বক্তৃতার জন্য যাও না কেন, যেই টপিকের উপর বক্তৃতা করতে হবে, তার উপর বিচার সাগর মন্বন করে লেখা উচিত। বাবাকে তো বিচার সাগর মন্বন করতে হয় না, পূর্ব-কল্পে যা শুনিয়েছিলেন, সেইটাই শুনিয়ে দেবেন। তোমাদের তো টপিকের উপর বোঝাতে হবে। প্রথমে লিখে নিয়ে তারপর পড়তে হবে। বক্তৃতা করার পরে আবার মনে পড়ে, এই-এই পয়েন্টস্ বলা হয়নি। এটা বোঝাতাম তো ভালো হতো। এইরকম হয়ে থাকে, কোনো না কোনো পয়েন্টস্ ভুলে যায়। সর্বপ্রথমে তো বলা উচিত-যে ভাই - বোন আত্ম - অভিমানী হয়ে বসো। এটা তো কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এরকম কোনো সংবাদ লেখে না। সবার প্রথমে সবাইকে বলতে হবে আত্ম - অভিমানী হয়ে বসো। তোমরা আত্মারা হলে অবিদ্যমান। এখন বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করছেন। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। কোনো দেহধারীকেই স্মরণ করো না। নিজেকে আত্মা মনে করো, আমি হলাম সেখানকার বাসিন্দা। আমাদের পিতা হলেন কল্যাণকারী শিব, আমরা অর্থাৎ আত্মারা হলাম ওঁনার সন্তান। বাবা বলেন, আত্ম - অভিমানী হও। আমি হলাম আত্মা। বাবার স্মরণে বিকর্ম বিনাশ হবে। গঙ্গায় স্নান ইত্যাদিতে বিকর্ম বিনাশ হবে না। বাবার ডায়রেকশন হলো তোমরা আমাকে স্মরণ করো। মানুষ গীতা পড়ে - "যদা যদাহি ধর্মস্য..." বলে, কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না। তাই বাবা সার্ভিসের রায় দেন- শিববাবা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে শিববাবাকে স্মরণ করো। মানুষ সেটাকে মনে করে কৃষ্ণ বলেছে। তোমরা বলবে যে, শিববাবা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বলেন- আমাকে স্মরণ করো। যত আমাকে স্মরণ করবে ততই সত্যপ্রধান হয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। এইম্- অবজেক্টও সামনেই। পুরুষার্থের দ্বারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হবে। বিভিন্ন ধর্মালম্বীরা নিজেদের ধর্মের মধ্যে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে, আমরা অন্য ধর্মে যাই না (পরমধামে প্রত্যেক ধর্মের আলাদা সারি)। তারা তো আসেই পরবর্তী সময়ে। তারা সেটাও জানে, এর পূর্বে প্যারাডাইস ছিলো। ভারত হল সবচেয়ে প্রাচীন। কিন্তু কবে ছিলো, সেটা কেউ জানে না। তাঁদেরকে ভগবান ভগবতীও বলে। কিন্তু বাবা বলেন, ভগবান ভগবতী বলতে পারবে না। ভগবান তো হলাম একমাত্র আমি। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। বাবাকে তো ব্রাহ্মণ বলা হবে না। তিনি হলেন উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ, ওঁনার শরীরের নাম নেই। তোমাদের সবার শরীরের নাম হয়। আত্মা তো হলো আত্মাই। তিনিও হলেন পরমাত্মা। সেই আত্মার নাম হলো শিব, তিনি হলেন নিরাকার। না সূক্ষ্ম না স্থূল শরীর আছে। এমন না যে তাঁর আকার নেই। যার নাম আছে, আকারও অবশ্যই আছে। নাম-রূপ ব্যাভীত কোনো জিনিস হয়ই না। পরমাত্মা বাবাকে নাম রূপের থেকে পৃথক বলা কত বড় অজ্ঞানতা। বাবাও নাম- রূপের থেকে পৃথক, বাচ্চারাও নাম রূপ থেকে পৃথক - তবে তো কোনো সৃষ্টি হবে না। তোমরা এখন ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। যারা গুরু, তারা পরে বুঝবে। এখন হলো তাদের বাদশাহী (রাজত্ব)। তোমরা এখন ডবল অহিংস হয়েছো। অহিংসা পরম দেবী- দেবতা ধর্ম, ডবল অহিংসক গাওয়া হয়েছে। কারোর উপর হাত তোলা, দুঃখ দেওয়া সেটাও সেটাও হিংসা হয়ে গেল। বাবা প্রতিদিন বোঝাতে থাকেন- মনসা-বাচা-কর্মণা কাউকেই দুঃখ দিতে নেই। মনসাতে আসবে অবশ্যই। সত্যযুগে মনসাতেও আসে না। এখানে তো মনসা - বাচা - কর্মণা আসে। এই শব্দ তোমরা সেখানে শুনবেও না। না সেখানে কোনো সংসঙ্গ ইত্যাদি হয়। সংসঙ্গ হয়ই সং দ্বারা, সং হওয়ার জন্য। সত্য হলেন একমাত্র বাবা। বাবা বসে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা শোনান, যার দ্বারা তোমরা নারায়ণ হয়ে ওঠো। আবার ভক্তি মার্গে সত্য নারায়ণের কথা খুবই প্রেম পূর্বক শোনে। তোমাদের স্মরণিক রূপে দিলওয়ারা মন্দির দেখো কতো সুন্দর। অবশ্যই সঙ্গমযুগে দিল অর্থাৎ হৃদয় নিয়ে থাকবে। আদি দেব আর দেবী আর বাচ্চারা বসে আছে। এটা হলো রিয়েল(সত্যিকারের) স্মৃতি চিহ্ন। তাদের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী কেউ জানে না তোমরা ছাড়া। তোমাদেরই স্মৃতি চিহ্ন। এটাও হলো ওয়ান্ডার (বিস্ময়কর)। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গেলে তোমরা বলবে, এরূপ আমরা হতে চলেছি। ক্রাইস্টও (ক্রাইস্টের আত্মা) এখানে আছে। অনেকে বলে ক্রাইস্ট বেগর (ভিক্ষুক) রূপে আছে। তমোপ্রধান

অর্থাৎ বেগারই হল তাই না! পুনর্জন্ম তো অবশ্যই ধারণ করবে! শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্স, তিনিই হলেন এখন বেগর। সুন্দর আর অসুন্দর। তোমরাও জানো - ভারত কি ছিলো, এখন কি হয়েছে। বাবা তো হলেন দীন-দয়াল। মানুষ গরীবকে দান-পূণ্যও করে ঈশ্বরের নামে। অনেকেরই চাল-ডাল পাওয়া হয় না। তোমরা ক্রমশ দেখবে বড়-বড় বিত্তশালীদেরও চাল-ডাল-আটা-ময়দা ইত্যাদির প্রাপ্তি হবে না। গ্রামে-গ্রামেও বিত্তশালী লোক থাকে! যাদের আবার ডাকাতরা লুটে নেয়। লক্ষ্যে পার্থক্য তো থাকে। বাবা বলেন, পুরুষার্থ এমন করো যেন নশ্বর ওয়ানে যেতে পারো। টিচারের কাজ হলো সাবধান করা। পাশ উইথ অনার হতে হবে। এটা হলো অসীম জগতের পাঠশালা। এটা হলোই রাজত্ব স্থাপন করার জন্য রাজযোগ। তবুও পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে। তা না হলে রাজত্ব কোথায় করবে! এটা তো হলোই পতিত ধরনী। মানুষ বলে-গঙ্গা হলো পতিত-পাবনী। বাবা বলেন এই সময় ৫ তন্ত্র সব হলো তমোপ্রধান পতিত। সমস্ত নোংরা আবর্জনা ইত্যাদি সেখানে গিয়ে পড়ে। মাছ ইত্যাদি সেখানে থাকে। জলেরও এক ধরনের যেন দুনিয়া আছে। জলে কতো জীব থাকে। বড়-বড় সাগর থেকেও কতো খাদ্য পাওয়া যায়। গ্রামই বলা যায়! গ্রামকে আবার পতিত-পাবন কি করে বলবে! বাবা বোঝান, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা। তোমাদের আত্মা আর শরীর পতিত হয়ে গেছে, এখন আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা বিশ্বের মালিক-দেখতে খুব সুন্দর হয়ে যাও। সেখানে আর দ্বিতীয় কোনো ভূ-খন্ড নেই। ভারতেরই অলরাউন্ডার পার্ট আছে। তোমরা সবাই হলে অলরাউন্ডার। নাটকে নশ্বর অনুযায়ী অ্যাক্টস আসতে-যেতে থাকে। এটাও সেই রকম। বাবা বলেন, তোমরা মনে করো ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা হলাম পতিত - পাবন গড ফাদারলী স্টুডেন্ট, এর মধ্যে সব এসে গেল। পতিত - পাবনও হয়ে গেল, গুরু - টিচারও হয়ে গেল। ফাদারও হয়ে গেল। তাও আবার হলো নিরাকার। এটা হলো ইন-কর্পোরিয়াল গড ফাদারলী ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি। কতো সুন্দর নাম। ঈশ্বরের মহিমার কতো সুখ্যাতি করে। যখন বিন্দু শোনে, তখন অবাক হয়ে যায়। ঈশ্বরের মহিমা এতো করে আর তিনি কিনা "বিন্দু"! বিন্দুর মধ্যে কতো পার্ট ভরা হয়ে আছে। এখন বাবা বলেন, দেহ থাকা সত্ত্বেও, গার্হস্থ্য জীবন শৈলীর মধ্যে থেকেও মামেকম (শুধুমাত্র আমাকে) স্মরণ করো। ভক্তি মার্গে যারা নৌধা ভক্তি (নয়টি পর্যায়ে সম্পূর্ণ ভক্তি) করে, সেটাকে বলা হয়- সতোপ্রধান নৌধা ভক্তি। কতো জোরালো ভক্তি হয়। এখন আবার জোরালো গতি-বেগ চাই - স্মরণের। জোরালো স্মরণ করে যারা, তাদেরই নাম উচ্চ পর্যায়ের হবে। বিজয় মালার দানা হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য প্রতিদিন সত্য বাবার থেকে শুনতে হবে। সংসঙ্গ করতে হবে। কখনো মনসা-বাচা-কর্মণা কাউকে দুঃখ দিতে নেই।

২) বিজয় মালার দানা হতে গেলে বা পাশ উইথ অনার হতে গেলে স্মরণের গতি-বেগ জোরালো করতে হবে। মাস্টার পতিত-পাবন হয়ে সবাইকে পবিত্র করে তোলার সেবা করতে হবে।

বরদান:- মরজীবা (পার্শ্ব জগতের প্রতি মৃত্যু) জন্মের স্মৃতির দ্বারা সর্ব কর্ম বন্ধনকে সমাপ্তকারী কর্মযোগী ভব*
এই মরজীবা দিব্য জন্ম কর্ম বন্ধনের জন্ম নয়, এটা হলো কর্মযোগী জন্ম। এই অলৌকিক দিব্য জন্মে ব্রাহ্মণ আত্মা পরতন্ত্র নয়, স্বতন্ত্র। এই দেহ লোনে (ধার নেওয়া হয়েছে) প্রাপ্ত হয়েছে, সমগ্র বিশ্বের সেবার জন্য। পুরানো শরীরে বাবা শক্তি ভরে নিয়ে চলছেন, দায়িত্ব বাবার, নাকি তোমাদের? বাবা ডায়রেকশন দিয়েছেন কর্ম করো, তোমরা হলে স্বতন্ত্র, চালানোর যিনি তিনিই চালাচ্ছেন। এই বিশেষ ধারণার দ্বারা কর্ম বন্ধনকে সমাপ্ত করে কর্মযোগী হয়ে ওঠো।

স্লোগান:- সময়ের সমীপতার ফাউন্ডেশন হল - অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি।*

''তপস্বী-মূর্তি, ত্যাগমূর্তি, বিধাতাই বিশ্ব রাজ্য অধিকারী''

আজ আধ্যাত্মিক বহুশিখা তাঁর আধ্যাত্মিক বহু-পতঙ্গদেরকে দেখছেন। সকল আধ্যাত্মিক বহু-পতঙ্গ, বহুশিখার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য চতুর্দিক থেকে এসে পৌঁছেছে। আধ্যাত্মিক বহুশিখার ভালোবাসার কথা কেবল আধ্যাত্মিক বহুশিখা জানে আর আধ্যাত্মিক বহু-পতঙ্গ জানে। বাপদাদা জানেন, সকল বাচ্চাদের অন্তরের স্নেহই আকৃষ্ট করে এই অলৌকিক মেলাতে সকলকে নিয়ে এসেছে। এই অলৌকিক মেলা অলৌকিক বাচ্চারা জানে আর বাবা জানে। দুনিয়ার কাছে এই মেলা হল গুপ্ত। যদি কাউকে বলো যে, রুহানী মেলাতে যাচ্ছি, তো সে কী ভাববে ? এই মেলা হল সদাকালের জন্য মালামাল বানানোর মেলা। বাপদাদা সকল বাচ্চাদের অন্তরের উৎসাহ উদ্দীপনাকে দেখতে পাচ্ছেন। প্রত্যেকের মনে স্নেহের সাগরের ঢেউ তরঙ্গায়িত হচ্ছে। এটা বাপদাদা দেখছেনও আর জানেন যে, এই ভালোবাসা বাচ্চাদেরকে বিঘ্ন বিনাশক বানিয়ে মধুবন নিবাসী বানিয়ে নিয়েছে। সকল কথা স্নেহতেই সমাপ্ত হয়ে গেছে। এভারেডির রিহাসাল করে দেখিয়েছে। এভারেডি হয়ে গেছে, তাই না ! এও সুইট ড্রামার সুইট পার্ট, তা দেখে বাপদাদা আর ব্রাহ্মণ বাচ্চারা প্রফুল্লিত হচ্ছে। স্নেহের কারণে সবকিছুই সহজই মনে হয় আর প্রিয়ও অনুভূত হয়। এইরকম যে ড্রামা রচিত হয়েছে, বাঃ ড্রামা বাঃ! কতবার এই রকম দৌড়ে দৌড়ে এসেছে। ট্রেনে করে এসেছে নাকি ডানা মেলে উড়ে এসেছে। একেই বলা হয় - যেখানে হৃদয় রয়েছে, সেখানে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়। স্নেহের স্বরূপ তো দেখিয়েছে, এখন আগে এরপর কী করবে ? এখনও পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, তা তো শ্রেষ্ঠই হয়েছে এবং শ্রেষ্ঠই হবে।

এখন সময় অনুসারে সর্ব স্নেহী, সর্বশ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের কাছে বাপদাদা বিশেষ কী চান ? এমনিতে তো সম্পূর্ণ সীজনেই সময়ে সময়ে বাপদাদা ইশারা দিয়েছেনই। এখন সেই ইশারা গুলিকে প্রত্যক্ষ রূপে দেখবার সময় আগত। তোমরা হলে স্নেহী আত্মা, সহযোগী আত্মা। সেবানারী আত্মাও। এখন মহাতপস্বী আত্মা হও। তোমাদের সংগঠিত স্বরূপের তপস্যার অগ্নির (জ্বালা) দ্বারা সকল আত্মাদেরকে দুঃখ অশান্তির থেকে মুক্ত করবার মহান কার্য করবার সময় এখন। একদিকে যেমন বীভৎস হত্যা লীলা খেলার ঢেউ ক্রমবর্ধমান। সকল আত্মারা নিজেদেরকে নিরাশ্রয় অনুভব করছে। এইরকম সময়ে সকলকে আশ্রয়ের অনুভূতি করানোর নিমিত্ত তোমরা হলে মহাতপস্বী আত্মা। চতুর্দিকে এই তপস্বী স্বরূপের দ্বারা আত্মাদেরকে আধ্যাত্মিক নিশ্চিন্ততা অনুভব করাতে হবে। সমগ্র বিশ্বের আত্মারা প্রাকৃতিক কারণে, বায়ুমন্ডলের কারণে, মনুষ্য আত্মাদের কারণে, নিজেদের মনের নানান সমস্যার কারণে, শারীরিক কারণে অত্যন্ত অশান্তিতে রয়েছে। এইসব আত্মাদেরকে সুখ আর স্বস্তির এক সেকেন্ডের অনুভব যদি করাও, তবে তারা বারবার তোমাদেরকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাবে। বর্তমান সময়ে সংগঠিত রূপের জ্বালা স্বরূপের প্রয়োজন। এখন বিধাতার সন্তান বিধাতা স্বরূপে স্থিত থেকে, সব সময় দিতে থাকো। অখন্ড মহান লঙ্গরখানা লাগাও। কেননা রয়্যাল ভিখারী অনেক রয়েছে। ধনের ভিখারীই কেবল ভিখারী হয় না, মনের ভিখারীও অনেক প্রকারের রয়েছে। অপ্রাপ্ত আত্মারা এক ফোঁটা প্রাপ্তির পিপাসার্থী, এমনও কম নেই। সেইজন্য এখন সংগঠনে বিধাতাভাবের তরঙ্গ ছড়িয়ে দাও। যে সম্পদ (খাজানা) জমা করেছে, মাস্টার বিধাতা হয়ে সে সব যত বেশী পরিমাণে দিতে থাকবে, ততই পূর্ণ হতে থাকবে। কত কিছু শুনেছো ! এখন হল করবার সময়। তপস্বী মূর্তির অর্থ হল - তপস্যা দ্বারা শান্তির শক্তির কিরণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে এমন যেন অনুভব হয়। কেবল নিজের প্রতি স্মরণ স্বরূপ হয়ে শক্তি সেনার মিলন উদযাপন করা। সেটা হল অন্য ব্যাপার। বরং তপস্বী স্বরূপ হল অন্যদেরকে দেওয়ার স্বরূপ। সূর্য যেমন বিশ্বকে আলোকিত করে আর অসংখ্য বিনাশী প্রাপ্তির অনুভূতি করায়। তেমনই মহান তপস্বী রূপ দ্বারা প্রাপ্তির কিরণের অনুভূতি করাও। তার জন্য প্রথমে জমার খাতা বৃদ্ধি করো। এমন নয় যে স্মরণের দ্বারা কিম্বা গুণনের মননের দ্বারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানালে, মায়াজিৎ বিজয়ী বানালে, কেবল এতেই খুশি হয়ো না। বরং সকল সম্পদের দ্বারা সারাদিনে কত সংখ্যক আত্মার প্রতি বিধাতা হলে ? সকল সম্পদ প্রতিদিন কার্যে নিয়োজিত করলে, নাকি দেখে দেখেই খুশী থাকলে ? এখন এই চার্ট রাখো যে, খুশীর সম্পদ শান্তির সম্পদ, শক্তি সমূহের সম্পদ, গুণনের সম্পদ, গুণাবলীর সম্পদ, সহযোগ প্রদান করার সম্পদ কতখানি বন্টন করেছে ? এর ফলে সেই কমন চার্ট যা কিনা প্রতিদিন রেখে থাকো, সেটি স্বতঃতই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ এখন কোন্ চার্ট রাখতে হবে ? এ হল তপস্বী স্বরূপের চার্ট - বিশ্ব কল্যাণকারী হও। অতএব, কতজনের কল্যাণ করেছে ! নাকি স্ব কল্যাণেই সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে ? স্ব কল্যাণ করবার পিছনে সময় অনেকটাই দিয়েছ, এখন বিধাতা হওয়ার সময় এসে গেছে। সেইজন্য বাপদাদা পুনরায় সময়ের দিকে ইশারা করছেন। এখনও পর্যন্ত যদি বিধাতা ভাবের স্থিতির অনুভব না করে থাকো, তবে অনেক জন্ম বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হওয়ার

পদ্মাপদম ভাগ্যকে প্রাপ্ত করতে পারবে না। কেননা বিশ্বরাজন হলেন বিশ্বের মাতা - পিতা অর্থাৎ বিধাতা। বর্তমানের বিধাতাভাবের সংস্কার অনেক জন্মের প্রাপ্তি করাতে থাকবে। এখনও পর্যন্ত যদি নেওয়ার সংস্কার যে কোনো রূপে থাকে, তবে নাম হয়ে যাবে লেবতা (দেবতা = দাতা, লেবতা = গ্রহীতা)। গৌরব, লেবতা বা কোনো প্রকারের লেবতার সংস্কার বিধাতা কখনোই বানাবে না।

তপস্যা স্বরূপ অর্থাৎ লেবতার ত্যাগ মূর্তি। এই সীমিত জিনিসের লেবতা, ত্যাগমূর্তি, তপস্বী মূর্তি হতে দেয় না। সেইজন্য তপস্বী মূর্তি অর্থাৎ সীমিত জিনিসের ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা রূপ। যে নেওয়ার কথা ভাবে, সে অল্পকালের জন্য নিচ্ছে, কিন্তু চিরকালের জন্য হারাচ্ছে। সেইজন্য বাপদাদা বারবার এই বিষয়েই ইশারা দিচ্ছেন। তপস্বী রূপে বিশেষ বিঘ্ন রূপ হল এটাই - অল্প কালের ইচ্ছা। সেইজন্য এখন বিশেষ ভাবে তপস্যার অভ্যাস করো। সমান হওয়ার এই প্রমাণ এখন দেখাতে হবে। স্নেহের প্রমাণ দেখিয়েছ। সে তো আনন্দের কথা। এখন তপস্বী মূর্তি হওয়ার প্রমাণ দাও। বুঝতে পেরেছ ? ভ্যারাইটি সংস্কার থাকা সত্ত্বেও বিধাতা ভাবের সংস্কার অন্য সব সংস্কার গুলিকে চাপা দিয়ে দেবে। তাই এখন এই সংস্কারকে ইমার্জ করো। যেমন মধুবনে ছুটে চলে এসেছ, ঠিক তেমনি তপস্বী স্থিতির লক্ষ্যে ছুটে যাও। আচ্ছা, এসেছ খুব ভালো। সকলে এমন ভাবে ছুটে এসেছে যেন এখনই বিনাশ হবে। যা কিছুই করেছে, যা কিছুই হয়েছে, বাপদাদার খুব পছন্দ হয়েছে। কারণ বাচ্চারাই যে বাপদাদার প্রিয়। প্রত্যেকে এটাই ভেবেছে যে, আমি যাচ্ছি। কিন্তু অন্যরাও যে আসছে এটা কেউ ভাবছে না। সত্যিকারের কুস্তি মেলা তো এখানেই লেগেছে। এখন অন্তিম মিলন, অন্তিম ডুব দিতে এসেছে। এটাই ভেবেছে, এত এত সংখ্যায় যাচ্ছে, মিলন কী করে সম্ভব হবে ? এই সুধ-বুধও চলে গেছে। না স্থান আছে দেখেছে, না রিজার্ভেশন আছে কিনা দেখেছে। এরপর কখনোই আর এই অজুহাত দিতে পারবে না যে, রিজার্ভেশন পাইনি। ড্রামাতে এও একটা রিহার্সাল হয়ে গেল। সপ্তমযুগে তোমাদের রাজত্ব নেই। স্বরাজ রয়েছে। কিন্তু ধরিত্রীর রাজত্বও নেই, বাপদাদার নিজের রথও নেই। পরের তনে আসতে হয়। সেইজন্য সময়ানুসারে নতুন বিধির সূচনা করবার জন্য এই সীজনটাই হয়ে গেল। এখানে তো জলের কথা ভাবতে হয় (shortage)। সেখানে তো ঝর্ণার জলে স্নান করবে। যারাই এসেছ, যত সংখ্যক এসেছ, বাপদাদা স্নেহের রেসপন্সে স্নেহের দ্বারা স্বাগত জানাচ্ছেন।

এখন সময় দেওয়া হয়েছে বিশেষ ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বের প্রস্তুতির জন্য। ফাইনাল পরীক্ষার পূর্ব ছুটি দেওয়া হয় তাই না ! তো বাপদাদা অনেক রহস্য পূর্ণ এই বিশেষ সময় দিচ্ছেন। কিছু রহস্য গুপ্ত, কিন্তু হল প্রত্যক্ষ। কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রত্যেকে এই অ্যাটেনশন রাখবে যে, সদা 'বিন্দু' লাগাতে হবে, অর্থাৎ বিগতকে পূর্ণ যতি দিতে হবে। আর বিন্দু স্থিতিতে স্থিত হয়ে রাজ্য অধিকারী হয়ে কার্য করতে হবে। সর্ব সম্পদের 'বিন্দু' সকলের প্রতি বিধাতা হয়ে, সিঙ্কু হয়ে সকলকে ভরপুর বানাতে হবে। তো 'বিন্দু' আর 'সিঙ্কু' এই দুটি বিষয় স্মৃতিতে রেখে শ্রেষ্ঠ সার্টিফিকেট নিতে হবে। সর্বদা শ্রেষ্ঠ সংকল্পের সফলতার দ্বারা এগিয়ে যেতে হবে। তো "বিন্দু হওয়া, সিঙ্কু হওয়া", এটাই সফল বাচ্চাদের প্রতি বরদাতার বরদান। বরদান নেওয়ার জন্য ছুট লাগিয়েছ, তাই না ! বরদাতার বরদানকে স্মৃতিতে রাখবে। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সর্ব স্নেহী, সহযোগী বাচ্চাদেরকে, সদা বাবার আঞ্জা পালনকারী আঞ্জাকারী বাচ্চাদেরকে, সদা উদারচিত্ত, বড় মনের, সকলকে সর্ব সম্পদ বন্টনকারী, মহান পুণ্য আত্মা বাচ্চাদেরকে সদা বাবা সম হওয়ার উৎসাহ উদ্দীপনার দ্বারা উড়তি কলায় উড়তে থাকা বাচ্চাদেরকে বিধাতা, বরদাতা সর্ব সম্পদের (খাজানার) সিঙ্কু বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

অব্যক্ত বাপদাদার সাথে পার্টিদের সাক্ষাৎকার -

১) নিজেই পদ্মাপদম (লক্ষ কোটি গুণ) ভাগ্যবান অনুভব করো ? কেননা প্রদাতা বাবা, এত পরিমাণ দেন যে, এক জন্ম তো ভাগ্যবান হয়ে যাওই, অনেক জন্ম পর্যন্ত এই অবিনাশী ভাগ্য চলতে থাকবে। এমন অবিনাশী ভাগ্য কখনো স্বপ্নেও ভেবেছিলে কী ? অসম্ভব মনে হত না কী ? কিন্তু সম্ভব হয়ে গেছে। তো এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা আমরা - এই আনন্দ থাকে ? কখনো কখনো পরিস্থিতিতে খুশী গায়েব হয়ে যায় না তো ? কেননা বাবার থেকে খুশীর খাজানা রোজ প্রাপ্ত হয়। তাই যে জিনিস রোজ পাওয়া যায়, সে তো বাড়বেই, তাই না ! কখনোই খুশী কম হতে পারে না। কেননা আনন্দের সাগরের থেকে প্রাপ্ত হতেই থাকে। অনন্ত সম্পদ। কখনোই কোনো কিছুতে চিন্তিত থাকে, এমন নয়। প্রপার্টির কী হবে ? পরিবারের কী হবে ? এই চিন্তাই করে না। নিশ্চিন্ত (বেফিকর)। পুরানো দুনিয়ার কী হবে ! পরিবর্তন হবে তো ? পুরানো দুনিয়াতে যত শ্রেষ্ঠ জিনিসই থাকুক, সব তো পুরানোই। সেইজন্য নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। কী জানি আজ আছে, কাল থাকবে কী থাকবে না - এই চিন্তাও নেই। যা হবে ভালোই হবে। ব্রাহ্মণদের জন্য সব কিছুই ভালো। কোনো কিছুই খারাপ নয়। তোমরা তো হলে আগেই

বাদশাহ। এখনও বাদশাহ। ভবিষ্যতেও বাদশাহ। যখন সব সময়ের বাদশাহ হয় গেছ, এমন বাদশাহী, যা কিনা কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে না। বন্দুকের জোরেও কেউ এই বাদশাহী উড়িয়ে নিতে পারে না। এই খুশী যেন সর্বদা থাকে আর অন্যদেরকেও দিতে থাকো। অন্যদেরকেও নিশ্চিত বাদশাহ বানাও। আচ্ছা।

২) সর্বদা নিজেকে বাবার স্মরণের ছত্রছায়াতে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব করো? এই স্মরণের ছত্রছায়া সকল বিঘ্নের থেকে সেরে দেয়। কোনো প্রকারেরই বিঘ্ন ছত্রছায়ার নীচে যারা থাকে, তাদের কাছে আসতে পারে না। ছত্রছায়াতে যারা থাকে, তারা নিশ্চিত বিজয়ীই হয়। তাহলে এমন হয়েছে? ছত্রছায়াতে যদি সংকল্প রূপী চরণও বাইরে প্রসারিত হয়ে যায়, তবে মায়া প্রহার করতে উদ্যত হয়ে যাবে। যে পরিস্থিতিই আসুক, ছত্রছায়ায় যারা থাকে, তাদের কাছে কঠিন থেকে কঠিনতম বিষয়ও সহজ হয়ে যায়। পাহাড় সম বিষয় সর্ষে সম অনুভূত হবে। এমনই কামাল হল ছত্রছায়ার। যখন এইরূপ ছত্রছায়া প্রাপ্ত হয়, তখন কী করা উচিত? অল্প কালের যে কোনো জিনিসের আকর্ষণই থাকুক না কেন, যদি ছত্রছায়ার বাইরে যায় তো গেল। সেইজন্য তোমরা অল্পকালের আকর্ষণের সম্বন্ধেও জেনে গেছ। এই সব আকর্ষণের থেকে সব সময় দূরে থাকবে। সীমিত জিনিসের প্রাপ্তি তো এই এক জন্মে সমাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু অসীমের প্রাপ্তি সর্বদা সাথে থাকে। অতএব অসীমের প্রাপ্তি যারা করে অর্থাৎ ছত্রছায়ার নীচে যারা থাকে, তারা হল বিশেষ আত্মা, সাধারণ নয়। এই স্মৃতি সব সময়ের জন্য শক্তিশালী বানিয়ে দেবে। হারানিধি, আদরের যারা, তারা সর্বদা ছত্রছায়ার মধ্যে থাকে। *স্মরণই হল ছত্রছায়া।* এই ছত্রছায়ার থেকে সংকল্প রূপী চরণও যদি বাইরে প্রসারিত করো, তবে মায়া এসে যাবে। এই ছত্রছায়া মায়াকে সামনে আসতে দেয় না। মায়ার ক্ষমতা নেই - ছত্রছায়ার মধ্যে আসার। তারা সর্বদা মায়ার উপরে বিজয়ী হয়ে যায়। বাবার বাচ্চা হওয়া অর্থাৎ ছত্রছায়ার মধ্যে থাকা। এও বাবারই ভালোবাসা যে, সব সময় বাচ্চাদেরকে ছত্রছায়ার নীচে রাখেন। অতএব এই বিশেষ বরদান স্মরণে রাখবে যে, আদরের হয়ে গেছ, ছত্রছায়া পেয়ে গেছ। এই বরদান সর্বদা তোমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বিদায় নেওয়ার সময়:

সকলে জাগরণ করেছে। তোমাদের ভক্তরা জাগরণ করে, ভক্তদেরকে তো তোমরাই শিখিয়ে থাকো, তাদের ইষ্টদেব হও তোমরা। যখন এখানে ইষ্টদেব জাগরণ করবে, তখন ভক্তরাও কপি করবে। তাই তোমরা সকলে জাগরণ করেছে, অর্থাৎ নিজের খাতায় উপার্জন জমা করেছে। অতএব আজকের রাত উপার্জনের সীজনের রাত হয়ে গেল। যেমন ইনকাম করবার সীজন আসে, তখন সেই সময় জাগতে হয়। তো এ হল উপার্জন করবার সীজন। সেইজন্য জেগে থাকা অর্থাৎ ইনকাম করা। তো প্রত্যেকে নিজের নিজের যথাশক্তি জমা করেছে আর জমাকে মহাদানী হয়ে সকলকেও যদি দিতে থাকো, তবে নিজেও অনেক জন্ম ধরে খেতে থাকবে। এখন সকল বাচ্চাদেরকে পরমাত্ম মেলার গোল্ডেন চ্যাম্পের গোল্ডেন মর্নিং করছেন। এমনিতে তো গোল্ডেনের থেকেও এ হল ডায়মন্ড মর্নিং। তোমরা নিজেরাও হলে ডায়মন্ড আর মর্নিংও হল ডায়মন্ড এবং জমাও ডায়মন্ডই করছো। তাহলে সবই ডায়মন্ডই ডায়মন্ড। সেইজন্য ডায়মন্ড মর্নিং করছেন। আচ্ছা।

বরদান:- সংকল্পকেও চেক করে ব্যর্থের খাতাকে সমাপ্তকারী শ্রেষ্ঠ সেবাবাদী ভব*

শ্রেষ্ঠ সেবাবাদী সেই, যার প্রতিটি সংকল্প পাওয়ারফুল হবে। একটি সংকল্পও কোথাও ব্যর্থ না যায়। কেননা সেবাবাদী অর্থাৎ বিশ্বের স্টেজে ভূমিকা পালনকারী (অ্যাক্ট)। সমগ্র বিশ্ব তোমাদেরকে কপি করে। যদি তোমরা একটিও ব্যর্থ সংকল্প করেছো, তবে কেবল নিজের জন্যই ব্যর্থ করে ফেললে না বরং অনেকের ব্যর্থের নিমিত্ত হয়ে যাবে। সেইজন্য এখন ব্যর্থের খাতাকে সমাপ্ত করে শ্রেষ্ঠ সেবাবাদী হও।

স্লোগান:- সেবার ভাইব্রেশনের সাথে সাথে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল বানাও।*

সূচনা:-

আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সব রাজযোগী তপস্বী ভাই বোনেরা, সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ পর্যন্ত বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় মাস্টার সর্বশক্তিমানের শক্তিশালী স্বরূপে স্থিত হয়ে প্রকৃতি সহ সকল আত্মাদেরকে পবিত্রতার কিরণ দাও। সতোপ্রধান বানানোর সেবা করো।

১৯-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- ভাগ্যে উচ্চপদ না থাকলে তখন কোন্ কথায় বাচ্চাদের আলস্য আসে?

উত্তর:- বাবা বলেন -- বাচ্চা, নিজেদের শোধরানোর জন্য চার্ট রাখো। স্মরণের চার্ট রাখায় অনেক লাভ রয়েছে। নোটবই যেন সদা হাতে থাকে। চেক করো যে, কতটা সময় বাবাকে স্মরণ করেছি? আমাদের রেজিস্টার কেমন? চরিত্র দৈবী-গুণসম্পন্ন হয়েছে কি? কর্মের মাঝেও বাবার স্মরণ থাকে কি? স্মরণের দ্বারাই খাদ নিষ্কাশিত হবে, ভাগ্যও উচ্চ(শ্রেষ্ঠ) হবে।

গীত:- ভোলানাথের থেকেও নিরালা.....

ওম শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের কাছে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র ঘরে অবশ্যই থাকা উচিত। এঁাদের(লক্ষ্মী-নারায়ণ) দেখে অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত, কারণ এ হলো তোমাদের অধ্যয়নের এইম অবজেক্ট (লক্ষ্যবস্তু)। তোমরা জানো যে -- আমরা স্টুডেন্ট আর ঈশ্বর পড়ান। ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট বা বিদ্যার্থী, আমরা এ'সব পড়ছি। সকলের উদ্দেশ্যই এক। এঁদের দেখে অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত। বাচ্চারা গানও শুনেছে। তিনি অত্যন্ত ভোলা অর্থাৎ সরল। কেউ-কেউ শঙ্করকে ভোলানাথ মনে করে, আবার শিব আর শঙ্করকে মিলিয়ে ফেলে। এখন তোমরা জানো যে, শিব হলেন সর্বোচ্চ ভগবান আর শঙ্কর দেবতা তাহলে দুজনে এক কিভাবে হতে পারে? এই গানও শুনেছো যে, ভক্তদের রক্ষাকারী, তাহলে ভক্তদের কোনো বিপর্যয় অবশ্যই আছে। ৫ বিকারের বিপর্যয় সকলের উপরেই রয়েছে। ভক্ত তো সকলেই। জ্ঞানী কাউকেই বলা যাবে না। জ্ঞান আর ভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। যেমন শিব আর শঙ্কর আলাদা। যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখন ভক্তি থাকে না। তোমরা সুখধামের মালিক হয়ে যাও। আধাকল্পের জন্য সন্নতি পেয়ে যাও। এক ইশারাতেই তোমরা আধাকল্পের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নাও। দেখো, ভক্তদের কত কষ্ট।

জ্ঞানের দ্বারা তোমরা দেবতা হয়ে যাও, পরে যখন ভক্তদের ভীড় হয় অর্থাৎ দুঃখ হয় তখন বাবা আসেন। বাবা বোঝান যে, ড্রামানুসারে যা অতিবাহিত হয়ে গেছে তা পুনরায় রিপিট হবে। পুনরায় যখন ভক্তি শুরু হয় তখন থেকে বাম-মার্গ শুরু হয় অর্থাৎ অপবিত্র হওয়ার পথ। সেখানেও প্রথম স্থানে রয়েছে কাম-বিকার, যারজন্যই বলা হয়, কাম-বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করলে তোমরা জগতজীত হয়ে যাবে। ওরা কি কোনো বিজয় প্রাপ্ত করে, না করে না। রাবণ-রাজ্যে বিকার ব্যতীত কারোর শরীরের জন্ম হয় না, সত্যযুগে রাবণ-রাজ্য হয় না। ওখানেও যদি রাবণ-রাজ্য হতো তবে ভগবান রাম-রাজ্য স্থাপন করে কি আর এমন করেন? বাবার কত আশা থাকে যে, আমার বাচ্চারা যেন সুখী থাকে। (লৌকিকে) ধন একত্রিত করে বাচ্চাদের দিয়ে দেয় যাতে তারা সুখী থাকে। কিন্তু এখানে এমন হতে পারে না। এটা হলোই দুঃখের দুনিয়া। অসীম জগতের এই পিতা বলেন -- তোমরা ওখানে জন্ম-জন্মান্তর(প্রতি জন্ম) ধরে সুখ ভোগ করবে। অগাধ ধনসম্পত্তি পেয়ে যাও, ২১ জন্ম ওখানে কোনো দুঃখ থাকবে না। দেউলিয়া হবে না। এই কথাগুলো বুদ্ধিতে রেখে অন্তরে অত্যন্ত খুশী থাকা উচিত। তোমাদের জ্ঞান এবং যোগ সম্পূর্ণ গুপ্ত। স্থূল অস্ত্র-শস্ত্রাদি কিছুই নেই। বাবা বোঝান, এ হলো জ্ঞানের তলোয়ার। তারাই(অজ্ঞানীরা) আবার স্থূল অস্ত্র-শস্ত্রের প্রতীকচিহ্ন দেবীদের দিয়েছে। যারা শাস্ত্রাদি পড়ে তারা কখনও এমনভাবে বলে না যে, এ হলো জ্ঞান-তলোয়ার বা এ হলো জ্ঞান-খর্গ। একথা অসীম জগতের পিতাই বসে বোঝান। তারা মনে করে যে, শক্তিসেনারাই বিজয়লাভ করেছে তাহলে অবশ্যই কোনো অস্ত্র-শস্ত্রাদি আছে। বাবা এসে এ'সব ভুলব্রাহ্মিগুলো বলে দেন। তোমাদের এ'সব কথা অনেক মানুষ শুনবে। বিদ্বজনেরাও (পণ্ডিত) একদিন আসবে। তিনি তো অসীম জগতের পিতা, তাই না! বাচ্চারা, শ্রীমতানুসারে চলার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত কারণ তবেই দেহ-অভিমান ছিল হবে, তাই ধনশালীরা আসে না। বাবা বলেন -- দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করো। ভাল-ভাল পোশাকাদিরও নেশা থাকে। তোমরা এখন বনবাসে রয়েছো, তাই না! তোমরা এখন যাবে শ্বশুড়বাড়ী। ওখানে তোমাদের প্রচুর অলঙ্কারাদি পড়ানো হবে। দামি দামি পোশাক পড়বে না। বাবা বলেন -- অতি সাধারণভাবে থাকতে হবে। যেমন কর্ম আমি করি, বাচ্চাদেরও তেমন সাধারণভাবে থাকতে হবে। তা নাহলে দেহ-অভিমান চলে আসে। সে(দেহ-অভিমান) সবকিছুর অনেক ক্ষতি করে দেয়। তোমরা জানো যে, আমরা শ্বশুড়বাড়ীতে যাচ্ছি। সেখানে আমরা প্রচুর অলঙ্কার পাবো। এখানে তোমাদের অলঙ্কারাদি পড়তে হবে না। আজকাল চুরি-ডাকাতি কত হয়। রাস্তাতেই ডাকাতি লুটমার করে সব নিয়ে নেয়। দিনে-দিনে এই বিশৃঙ্খলতা ইত্যাদি অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পেতেই থাকবে সেইজন্য বাবা বলেন -- নিজেকে আত্মা নিশ্চয়

করে আমায় স্মরণ করো। দেহ-অভিমাণে এলে বাবাকে ভুলে যাবে। এই পরিশ্রম করার সময় এখনই পাওয়া যায়। পুনরায় কখনও ভক্তিমার্গে এরকম পরিশ্রম করা পারবে না।

এখন তোমরা সঙ্গমে রয়েছো। তোমরা জানো যে, বাবা আসেনই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। লড়াইও অবশ্যই হবে। প্রচুর পরিমাণে পরমানু বোমা তৈরী করে। যতই মাথা চাপড়াও যে এসব যেন বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু এমনটা হতে পারে না। ড্রামায় নির্ধারিত। বোঝালেও বোঝে না। মৃত্যু তো হতেই হবে, তা বন্ধ হবে কিভাবে? বোঝেও তবুও বন্ধ করে না। কারণ ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। যাদব আর কৌরবদের বিনাশ হবেই। ইউরোপের অধিবাসীরা হলো যাদব। ওদের হলো সায়েন্সের অহঙ্কার, যার দ্বারা বিনাশ হয়। পুনরায় বিজয়প্রাপ্ত করে সাইলেন্সের শক্তি। তোমাদের শান্ত-স্বরূপে থাকা শেখানো হয়। বাবাকে স্মরণ করো -- ডেড সাইলেন্স (মৃত্যুর ন্যায় নিস্তব্ধতা)। আমরা আত্মারা শরীর থেকে পৃথক। শরীর ত্যাগ করার জন্য যেরকম আমরা পুরুষার্থ করি, তেমনভাবে শরীর পরিত্যাগ করার জন্য আর কেউ কি পুরুষার্থ করে? সমগ্র দুনিয়া খুঁজে এসো, যদি কেউ বলে -- হে আত্মা, এখন তোমায় শরীর ত্যাগ করে যেতে হবে। পবিত্র হও। তা নাহলে পুনরায় সাজা ভোগ করতে হবে! সাজাভোগ কে করে? আত্মা। সেইসময় সাক্ষাৎকার হয়। তোমরা এই-এই পাপ করেছে, শাস্তিভোগ করো। সেইসময় অনুভব হয়। যেন জন্ম-জন্মান্তরের জন্য সাজা পায়। এত দুঃখ ভোগ করা তাহলে সুখের ব্যালেন্স কি রইলো। বাবা বলেন -- এখন আর পাপকর্ম করো না। নিজের রেজিস্টার রাখো। প্রত্যেক স্কুলে চাল-চলনের (ম্যানার্সের) রেজিস্টার রাখা হয়, তাই না! শিক্ষামন্ত্রীও বলবে যে, ভারতের ক্যারেক্টার (শিক্ষার অবস্থা) ঠিক নয়। তাদের বলে যে -- আমরা এঁাদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) মতন আচার-আচরণ শিখছি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র সদা সঙ্গে থাকা উচিত। এ হলো এইম অবজেক্ট। আমরা এরকম হই। আমরা শ্রীমতানুসারে এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। এখানে চাল-চলন সংশোধন করা হয়। তোমাদের এখানে বিচারও হয়। সব সেন্টারেই বাচ্চাদের কাছারি থাকা উচিত। রোজ বলে, চার্ট রাখো তবেই (নিজেকে) সংশোধন হবে। কারোর ভাগ্যে না থাকলে তখন অলস হয়ে পড়ে। চার্ট রাখা অত্যন্ত ভাল।

তোমরা জানো যে -- আমরা এই ৮৪-র চক্রকে জানলেই চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবো। কত সহজ আর পবিত্রও হতে হবে। স্মরণের চার্ট রাখো এতে তোমাদের অত্যন্ত লাভ আছে। নোটবুক না বের করলে বুঝবে যে -- বাবাকে স্মরণ করে না। নোকবুক সদা সঙ্গে রাখো। নিজের চার্ট দেখো -- কতখানি সময় বাবাকে স্মরণ করেছে। স্মরণ ব্যতীত জং পরিষ্কার হতে পারে না। জং সাফ করার জন্য কেরোসিন ঢালে, তাই না! কর্ম করতে-করতেও বাবাকে স্মরণ করো তবেই পুরুষার্থের ফল প্রাপ্ত হবে। পরিশ্রম আছে, তাই না! এমনি-এমনিই কি মাথায় মুকুট পরিয়ে দেবে, না তা দেবে না। বাবা এত উচ্চপদ দেন, কিছু পরিশ্রম তো করতেই হবে। এখানে হাত-পা ইত্যাদি কিছু চালনা করার প্রয়োজনই নেই। পড়া তো অতি সহজ। বুদ্ধিতে রয়েছে যে, শিববাবার কাছ থেকে ব্রহ্মার দ্বারা আমরা এরকম হতে চলেছি। কোথাও গেলে ব্যাজ যেন পড়া থাকে। বলে, বাস্তুবে রাজ্য-প্রতীক(কোট অফ আর্মস) হলো এটা। বোঝানোর জন্য রয়্যালিটি চাই। অতি মধুরভাবে বোঝাতে হবে। কোট অফ আর্মসের উপরেও বোঝাতে হবে। প্রীত-বুদ্ধি আর বিপরীত-বুদ্ধি কাকে বলা হয়? তোমরা কি বাবাকে জানো? লৌকিক পিতাকে তো গড বলবে না। সেই অসীম জগতের পিতাই পতিত-পাবন, সুখের সাগর। ওঁনার কাছ থেকেই গভীর সুখ প্রাপ্ত হয়। যেসময় অণ্ডোয়ী ছিলাম তখন ভাবতাম সুখ মা-বাবা দেন। তারা তো স্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেয়। এখন তোমাদের হলো অসীম (বেহদ) জগতের স্বশুড়বাড়ী। ওটা হলো সসীম(হদ) জগতের। লৌকিক মাতা-পিতা ৫-৭ লক্ষ বা কোটি দেবে। বাবা তোমাদের নাম রেখেছেন পদ্মাপদমপতি বাচ্চা। ওখানে পয়সার কোন কথাই নেই। সবকিছুই পাওয়া যায়। অত্যন্ত ভাল-ভাল অট্টালিকা (মহল) থাকে। জন্ম-জন্মান্তরের জন্য তোমরা মহল পেয়ে যাও। সুদামার উদাহরণ, তাই না! এক মুঠো চাল শুনেছে তাই এখানেও ওরা(বাচ্চারা) নিয়ে আসে। এখন চাল কি শুধু-শুধু থাকবে, না তা থাকে না। তাই তার সঙ্গে কিছু মশলাপাতিও নিয়ে আসে। কত ভালবেসে নিয়ে আসে। বাবা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের জন্য দেবেন সেইজন্যই তাঁকে বলা হয় দাতা। ভক্তিমার্গে তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করো তাই পরের জন্মে অল্পসময়ের জন্য তা প্রাপ্ত হয়। কেউ দরিদ্রকে দান করে, কলেজ নির্মাণ করে তখন পরজন্মে পড়াশোনার দান প্রাপ্ত হয়। ধর্মশালা নির্মাণ করলে ঘর-বাড়ী প্রাপ্ত হয় কারণ ধর্মশালায় অনেকেই এসে আরামবোধ(সুখ পায়) করে। আর এ হলো জন্ম-জন্মান্তরের কথা। তোমরা জানো যে -- তোমরা শিববাবাকে যাকিছু দাও তা সব আমাদেরই কার্যে ব্যবহার করেন। শিববাবা নিজের কাছে তো কিছু রাখেন না। এঁনাকেও বলেছেন -- সবকিছু দিয়ে দাও তবেই বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। বিনাশের সাক্ষাৎকার করান, রাজত্বের সাক্ষাৎকার করান। ব্যস, নেশা চড়ে যায়। বাবা আমায় বিশ্বের মালিক করে দেবেন। গীতাতেও অর্জুনকে সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। আমায় স্মরণ করো তবেই তুমি এরকম হবে। বিনাশ এবং স্থাপনার সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। এঁনারও (ব্রহ্মা) শুরুতে খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী (চড়ে ছিল) হয়েছিল। ড্রামায় এই ভূমিকা ছিল।

ভগীরথ কে কেউ কি জানে ? না জানে না। বাচ্চারা, তাই তোমাদের এই এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে রাখা উচিত। আমরা এমন হবো। যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। বলাও হয়, ফলো ফাদার। এই সময়ের কথা। অসীম জগতের পিতা বলেন -- আমি যে পরামর্শ দিই তা ফলো করো। ইনি (ব্রহ্মা) কি করেছেন তাও বলি। ওঁনাকে সওদাগর, রত্নাকর, জাদুকরও বলা হয়, তাই না! বাবা হঠাৎই সব ছেড়ে দিয়েছেন। প্রথমে সেই(শূল) রত্নের জহরী ছিলেন, এখন অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের জহরী হয়েছেন। নরককে স্বর্গে পরিণত করাও তো অনেক বড় ম্যাজিক (জাদু)। তিনি আবার সওদাগরও। বাচ্চাদের সঙ্গে কত ভাল সওদা (ক্রয়বিক্রয়) করেন। অবগুণ বা বিকার-রূপী এক মুঠো চাল নিয়ে পরিবর্তে মহল দিয়ে দেন। কত ভাল রোজগারের ব্যবস্থা করেন তিনি। জহরতের ব্যবসাতেও এরকমই হয়। যখন কোন আমেরিকান গ্রাহক আসে তখন তাদের থেকে একশো টাকা মূল্যের জিনিসের পাঁচশো, হাজারও নিয়ে নেয়। তাদের থেকে অনেক পয়সা নিয়ে নেয়। তোমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জিনিস রয়েছে -- প্রাচীন যোগ।

তোমরা এখন ভোলানাথ বাবাকে পেয়েছো। কত ভোলাভালা। তোমাদের কিসে পরিণত করেন। অবগুণের পরিবর্তে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য কিসে পরিণত করে দেন। মানুষের তো কিছুই জানা নেই। কখনো বলবে ভোলানাথ এই দিয়েছেন, কখনো বলবে অশ্বা দিয়েছেন, গুরু দিয়েছেন। এখানে হলো অধ্যয়ন। তোমরা ঈশ্বরীয় পাঠশালায় বসে রয়েছে। ঈশ্বরীয় পাঠশালা বলবে গীতা-কে। গীতাতেই রয়েছে ভগবানুবাচ। কিন্তু এও কারোর জানা নেই যে, ভগবান কাকে বলে। কাউকে জিজ্ঞাসা কর যে -- পরমপিতা পরমাত্মাকে জানো কি ? বাবা হলেন উদ্যান-পরিচারক। তোমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করেছেন। ওটাকে গার্ডেন অফ আল্লাহ অর্থাৎ ঈশ্বরের বাগিচা বলা হয়। ইউরোপিয়ানরাও প্যারাডাইজ বলে। বরাবরই ভারত পরিস্থান ছিল, এখন কবরস্থান হয়েছে। এখন পুনরায় তোমরা পরিস্থানের মালিক হচ্ছে। বাবা এসে শায়িতদের জাগিয়ে তোলেন। এও তোমরা জানো পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। যে নিজে থেকেই জেগে যায় সে অন্যদেরও জাগরিত করে। যদি না জাগায় তবে তো সেও জাগে নি। তাই বাবা বোঝান যে, এই গীতাাদিও ড্রামায় পূর্ব-নির্ধারিত। কোনো গান অত্যন্ত ভাল দেয়। যখন তোমরা উদাস হয়ে যাও তখন এই গান চালাও তাহলে ভাল লাগবে। 'রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না'--- এও ভাল। এখন রাত শেষ হতে চলেছে। মানুষ মনে করে যত ভক্তি করবে তত শীঘ্রই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে। হনুমানাদির সাক্ষাৎকার হলেও মনে করে ঈশ্বরলাভ হয়েছে। বাবা বলেন -- এই সাক্ষাৎকারাদির পাটও ড্রামায় পূর্ব-নির্ধারিত। যে ভাবনা রাখে তার সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। এছাড়া এমন কোনকিছু হয় না। বাবা বলেন -- এই ব্যাজ সকলেরই সর্বদা পড়ে থাকা উচিত। অনেক ধরনের তৈরী হয়। বোঝানোর জন্য এ অতি ভাল।

তোমরা তো আধ্যাত্মিক(রুহানী) মিলিটারি, তাই না! মিলিটারিদের সর্বদা লক্ষ্য থাকে। বাচ্চারা, তোমাদেরও এমন হলে নেশা থাকবে -- আমরা এমন হতে চলেছি। আমরা স্টুডেন্ট। বাবা আমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেছেন। মানুষ দেবতাদের পূজা করে। দেবতারা তো দেবতাদের পূজা করবে না। এখানে মানুষ দেবতাদের পূজা করে কারণ তারা শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বুদ্ধি দ্বারা সদা নিজের এইম অবজেক্টকে স্মরণে রাখতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র যেন সদা সঙ্গে থাকে, এই খুশিতেই থাকো যে, আমরা এইরকম হওয়ার জন্য পড়ছি, এখন আমরা গডলী স্টুডেন্ট।

২) নিজেদের পুরানো অবগুণ অর্থাৎ একমুঠো চাল দিয়ে মহল নিয়ে নিতে হবে। ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের জহরী হতে হবে।

বরদান:- অশরীরী ভাবের ইনজেকশন দ্বারা মনকে কন্ট্রোলকারী একাগ্রচিত্ত ভব*

ব্যখ্যা :- যেমন আজকাল যদি কেউ কন্ট্রোলে না আসে, অত্যন্ত বিরক্ত করে, লক্ষ-ঝম্প করে বা পাগল হয়ে যায় তখন তাকে এমন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় যাতে সে শান্ত হয়ে যায়। তেমনই যদি সঙ্কল্প শক্তি তোমাদের কন্ট্রোলে না থাকে তাহলে অশরীরী ভাবের ইঞ্জেকশন লাগিয়ে দাও। তখন সঙ্কল্প শক্তি ব্যর্থ লক্ষঝম্প করবে না। সহজেই একাগ্রচিত্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বুদ্ধির লাগাম বা রাশ বাবাকে দিয়ে পুনরায় তা ফিরিয়ে নাও, তখন মন অযথা(ব্যর্থ) পরিশ্রম করতে থাকে। এখন ব্যর্থ পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাও।

স্লোগান:- নিজের পূর্বজ স্বরূপকে স্মৃতিতে রেখে সর্ব আত্মাদেরকে কৃপা করো।*

২০-১০-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- সঙ্গম যুগে বাবা কোন্ ইউনিভার্সিটি খোলেন, যা সম্পূর্ণ কল্পে হয় না?

উত্তর:- রাজস্ব প্রাপ্ত করার জন্য আধ্যাত্মিক পার্ঠের গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি বা কলেজ এই সঙ্গম যুগে বাবাই খোলেন। এই ইউনিভার্সিটি সম্পূর্ণ কল্পে আর হয় না। এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তোমরা ডবল মুকুটধারী রাজার রাজা তৈরী হও।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চাদের সবার প্রথমে বাবা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এখানে এসে যখন বসো, তখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো কি? কেননা এখানে তোমাদের কোনো ব্যবসা, মিত্র - সম্বন্ধী আদি নেই। তোমরা এখানে এই চিন্তা করে আসো যে, আমরা অসীম জগতের পিতার সঙ্গে মিলিত হতে যাই। একথা কে বলে? আত্মা শরীর দ্বারা বলে। পারলৌকিক বাবা এই শরীর আধার হিসাবে নিয়েছেন, এই শরীরের দ্বারা তিনি বোঝান। অসীম জগতের বাবা এসে যে শেখান, এ একবারই হয়। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে। প্রত্যেকেরই তরী এখন ডুবে আছে, যে যতো পুরুষার্থ করবে, ততই তার তরী পার হবে। এমন গাওয়া হয় তো - হে মাঝি, আমার তরী পারে নিয়ে যাও। বাস্তবে প্রত্যেককেই নিজের পুরুষার্থের দ্বারাই পারে যেতে হবে। সাঁতার যেমন শেখানো হয়, শিখে গেলে নিজেই সাঁতার কাটতে পারে। ওসব হলো জাগতিক কথা। এসব হলো আধ্যাত্মিক কথা। তোমরা জানো যে, আত্মা এখন নোংরার আবর্জনাতে আটকে গেছে। এর উপর হরিণেরও উদাহরণ দেওয়া হয়। মনে করে যে জল, কিন্তু সে হলো আবর্জনা, তাতে আটকে পড়ে। কখনো - কখনো স্টিমার, মোটর ইত্যাদিও কোনো আবর্জনাতে আটকে যায়। তারপর সেগুলোকে উদ্ধার করতে হয়। সেসব হলো উদ্ধারকারী সেনাদল। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সেনা। তোমরা জানো যে, সকলেই মায়ার জলাবদ্ধতায় আটকে আছে, একে মায়ার জলাবদ্ধতা বলা হয়। বাবা এসে বোঝান - এখান থেকে তোমরা কিভাবে বেরোতে পারো। ওরা তো উদ্ধার করে, ওখানে মানুষের সাহায্য চাই। এখানে তো আত্মা গিয়ে জলাবদ্ধতায় আটকে আছে। বাবা পথ বলে দেন যে, এখান থেকে তোমরা কিভাবে বেরোতে পারো। তখন অন্যদেরও পথ বলে দিতে পারো। নিজেকে এবং অন্যদেরও পথ বলে দিতে হবে যে, তোমাদের তরী এই বিষয় সাগর থেকে কিভাবে ক্ষীর সাগরে যাবে। সত্যযুগকে বলা হয় ক্ষীর সাগর অর্থাৎ সুখের সাগর। এ হলো দুঃখের সাগর। রাবণ তোমাদের দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে দেয়। বাবা এসেই সুখের সাগরে নিয়ে যান। তোমাদের বলা হয় আধ্যাত্মিক উদ্ধারকারী সেনা। তোমরা শ্রীমতে চলে সবাইকে পথ বলে দাও। তোমরা প্রত্যেককে বুঝিয়ে বলো - তোমাদের দুজন বাবা আছেন, এক হলো জাগতিক আর এক অসীম জগতের। লৌকিক বাবা থাকা সত্ত্বেও সকলেই পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে, কিন্তু তাঁকে কিছুই জানে না। বাবা কোনো গ্লানি করেন না, কিন্তু তিনি ড্রামার রহস্য বুঝিয়ে বলেন। তিনি এও বোঝানোর জন্য বলেন যে, এই সময় সমস্ত মানুষ পাঁচ বিকার রূপী পাঁকে আটকে থাকা আসুরী সম্প্রদায়। দৈবী সম্প্রদায়দের আসুরী সম্প্রদায় নমন করে, কেননা তারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী। সন্ন্যাসীদেরও নমন করে, কেননা তাঁরাও ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তাঁরাও পবিত্র থাকে। ওই সন্ন্যাসী আর দেবতাদের মধ্যে রাতদিনের ফারাক। দেবতাদের জন্মই তো যোগবলের দ্বারা হয়। এই কথা কেউই জানে না। সকলেই বলে, ঈশ্বরের গতি - মতি পৃথক, ঈশ্বরের অন্ত পাওয়া যায় না। কেবল ঈশ্বর বা ভগবান বললে এতো প্রেম আসে না। সবথেকে সুন্দর অক্ষর হলো - বাবা। মানুষ অসীম জগতের পিতাকে জানে না, তাই যেন তারা অনাথ।

ম্যাগাজিনেও বের হয়েছে - মানুষ কি বলে আর ভগবান কি বলে। বাবা কোনো গালি দেন না, তিনি বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, কেননা বাবা তো সকলকেই জানেন। তিনি বোঝানোর জন্য বলেন - এর মধ্যে আসুরী গুণ আছে, নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে। এখানে তো লড়াই করার কোনো দরকার নেই। ওরা হলো কৌরব অর্থাৎ আসুরী সম্প্রদায়। এরা হলো দৈবী সম্প্রদায়। বাবা বোঝান যে - মানুষ মানুষকে মুক্তি বা জীবনমুক্তি দানের জন্য রাজযোগ শেখাবে, এ তো হতে পারে না। এই সময় বাবাই তোমাদের আত্মাদের শেখাচ্ছেন। দেহ - অভিমান আর দেহী - অভিমানীদের মধ্যে কতো তফাৎ দেখো। দেহ অভিমানে তোমরা নেমে এসেছো। বাবা একবারই এসে তোমাদের দেহী অভিমানী বানান। এমন নয় যে তোমাদের সত্যযুগে দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে না। ওখানে এমন জ্ঞান থাকে না যে, আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। এই জ্ঞান এখনই তোমরা পাও, যা প্রায় লোপ হয়ে যায়। তোমরাই শ্রীমতে চলে প্রালঙ্ক অর্জন করো।

বাবা রাজযোগ শেখাতেই আসেন । এই পড়া আর কোথাও থাকে না । ডবল মুকুটধারী রাজা সত্যযুগে হয় । এরপর এক মুকুটধারী রাজারাও থাকে, এখন আর সেই রাজত্বও নেই, এখন প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব । বাচ্চারা, তোমরা এখন রাজত্ব পাওয়ার জন্য পড়ো, একে গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি বলা হয় । তোমাদের নামও লেখা আছে । ওরা যদিও নাম রেখে দিয়েছে - গীতা পাঠশালা । এখানে কে পড়ান ? ওরা কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ বলে দেবে । এখন কৃষ্ণ তো আর পড়াতে পারেন না । কৃষ্ণ তো নিজেই পাঠশালাতে পড়তে যান । প্রিন্স - প্রিন্সেস কেমন স্কুলে যায়, সেখানকার ভাষাই আলাদা । এমনও নয় যে, সংস্কৃততে গীতা গাওয়া হয়েছে । এখানে তো অনেক ভাষা । যে যেখানকার রাজা হয়, সে তার নিজের ভাষা চালায় । সংস্কৃত ভাষা কোনো রাজাদের ভাষা নয় । বাবা কোনো সংস্কৃত শেখান না । বাবা তো সত্যযুগের জন্য রাজযোগ শেখান ।

বাবা বলেন যে, কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করো । তিনি প্রতিজ্ঞা করান, এখানে যেই আসে প্রতিজ্ঞা করানো হয় । কামকে জয় করলে তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে । এই হলো মুখ্য বিকার । এই হিংসা দ্বাপর যুগ থেকে চলে আসছে, যার ফলে বাম মার্গ শুরু হয়েছে । দেবতারা কিভাবে বাম মার্গে যান, তারও মন্দির আছে । সেখানে অনেক ছিঃ ছিঃ চিত্র বানানো হয়েছে । বাকি বাম মার্গে কবে গিয়েছে, তার তিথি - তারিখ তো নেই । একথা সিদ্ধ হয় যে, কাম চিতাতে বসলে কালো হয়ে যায় এবং নাম - রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাই না । কাম চিতাতে বসলে লৌহ যুগের হয়ে যায় । এখন তো পাঁচ তন্ত্রও তমোপ্রধান, তাই শরীরও এমনই তমোপ্রধান হয় । জন্ম থেকেই কেউ কেমন, কেউ আবার অন্যরকম হয়ে যায় । ওখানে তো একদম সুন্দর শরীর হয় । এখন তমোপ্রধান হওয়ার কারণে শরীরও এমনই । মনুষ্য ঈশ্বর - প্রভু আদি ভিন্ন - ভিন্ন নামে স্মরণ করে, কিন্তু সেই বেচারারা জানেই না । আত্মা তার বাবাকে স্মরণ করে - হে বাবা, তুমি এসে শান্তি দাও । এখানে তো কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে অভিনয় করে, তাহলে শান্তি কিভাবে মিলবে ? বিশ্বতে যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো তখন শান্তি ছিলো, কিন্তু কল্পের আয়ু লাখ বছর বলে দিয়েছে, তাহলে মানুষ বেচারী কিভাবে বুঝবে ?

যখন দেবতাদের রাজত্ব ছিলো তখন এক রাজ্য, এক ধর্ম ছিলো, আর কোনো খণ্ড এমন বলবে না যে, এক ধর্ম, এক রাজ্য হোক । এখানে আত্মারা চায় যে, এক রাজ্য হোক । তোমাদের আত্মারা জানে যে, এখন আমরা এক রাজ্য স্থাপন করছি । ওখানে সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক আমরাই থাকবো । বাবা আমাদের সবকিছুই দিয়ে দেন । কেউই আমাদের কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে পারে না । আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হয়ে যাই । এই বিশ্বে কোনো সূক্ষ্মবতন, মূলবতন থাকে না । এই সৃষ্টির চক্র এখানেই ঘুরতে থাকে । একে বাবা, যিনি রচয়িতা, তিনিই জানেন । এমনও নয় যে, তিনি এই রচনাকে সৃষ্টি করেন । বাবা সপ্তম যুগেই আসেন পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়া বানাতে । বাবা দূর দেশ থেকে এসেছেন, তোমরা জানো যে, আমাদের জন্য এখন নতুন দুনিয়া তৈরী হচ্ছে । বাবা এখন আমাদের আত্মাদের শৃঙ্গার করচ্ছেন । এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরেরও শৃঙ্গার হয়ে যাবে । আত্মা পবিত্র হলে তখন শরীরও সতোপ্রধান পাওয়া যাবে । সতোপ্রধান তন্ত্রের দ্বারা শরীর তৈরী হবে । এনার তো সতোপ্রধান শরীর, তাই স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় থাকে । এমন মহিমাও আছে যে, ধর্মই হলো শক্তি । এখন এই শক্তি কোথা থেকে পাওয়া যাবে ? একই দেবী - দেবতার ধর্ম, যার থেকে শক্তি পাওয়া যায় । এই দেবতারাই সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হন, আর কেউই বিশ্বের মালিক হয় না । তোমরা কতো শক্তি পাও । এমন লেখাও আছে যে, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা করেন । দুনিয়াতে এই কথা কেউ জানেই না । বাবা বলেন যে, আমি ব্রাহ্মণ কুল স্থাপন করি, তারপর তাদের সূর্যবংশী রাজত্ব নিয়ে যাই । যারা খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তারা পাস করে সূর্যবংশীতে যায় । এ সবই হলো জ্ঞানের কথা । ওরা আবার স্থূল ভাবে বাণ, হাতিয়ার ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়েছে । বাণ চালানোও শেখে । ছোটো বাচ্চাদেরও বন্দুক চালানো শেখানো হয় । তোমাদের আবার হলো যোগ বাণ । বাবা বলেন যে, আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । হিংসার কোনো কথা নেই । তোমাদের পড়াও হলো গুপ্ত । তোমরা হলে আধ্যাত্মিক, আত্মারূপী উদ্ধারকারী সেনা । তোমরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে উদ্ধার করো । সকলের তরীই এখন ডুবে আছে । বাকি সোনার লক্ষা কোথাও নেই । এমন নয় যে, সোনার দ্বারকা নীচে চলে গেছে, তা আবার বের হয়ে আসবে । তা নয়, দ্বারকাতেই এনার রাজ্য ছিলো কিন্তু তা সত্যযুগে ছিলো । সত্যযুগে রাজাদের পোশাক আলাদা হয়, আবার ত্রেতাতে আলাদা । ভিন্ন - ভিন্ন পোশাক, ভিন্ন - ভিন্ন নিয়ম - কানুন হয় । প্রত্যেক রাজার নিয়ম - কানুন আলাদা - আলাদা, সত্যযুগের নাম নিলেই মন খুশী হয়ে যায় । বলেই থাকে স্বর্গ বা প্যারাডাইস, কিন্তু মানুষ কিছুই জানে না । মুখ্য তো হলো এই দিলওয়ারা মন্দির । এ হলো হুবহু তোমাদের স্মরণ । মডেলস তো সবসময় ছোটো বানানো হয়, তাই না । এ হলো সম্পূর্ণ সঠিক মডেলস । শিববাবাও আছেন, আদি দেবও আছেন, উপরে বৈকুণ্ঠ দেখানো হয়েছে । শিববাবা থাকলে অবশ্যই তাঁর রথও থাকবে । আদি দেব বসে আছেন, এও কেউ জানে না । ইনি হলেন শিববাবার রথ । মহাবীররাই রাজত্ব প্রাপ্ত করে । আত্মাতে কিভাবে শক্তি আসে, এও তোমরা এখনই বুঝতে পারো ।

তোমরা প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আত্মা মনে করো । আমরা আত্মারা যখন সতোপ্রধান ছিলাম তখন পবিত্র ছিলাম । শান্তিধাম এবং সুখধামে অবশ্যই পবিত্র থাকবে । এখন বুদ্ধিতে আসে যে, এ কতো সহজ কথা । সত্যযুগে ভারত পবিত্র ছিলো । ওখানে অপবিত্র আত্মারা থাকতে পারে না । এতো সব পতিত আত্মারা উপরে কিভাবে যাবে ? অবশ্যই পবিত্র হয়ে যাবে । আগুন লেগে যাবে তখন সকল আত্মারা চলে যাবে । বাকি শরীর এখানে থেকে যায় । এমন সব নিদর্শনও আছে । হোলিকার অর্থ কেউ জানেই না । সমস্ত দুনিয়া এতে স্বাহা হয়ে যাবে । এ হলো জ্ঞান যজ্ঞ । জ্ঞান অক্ষর বের করে বাকি রুদ্র যজ্ঞ বলে দেয় । বাস্তবে এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । এই যজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারাই রচিত হয় । প্রকৃত ব্রাহ্মণ হলে তোমরাই । সকলেই তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, তাই না । ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করা হয় । ব্রহ্মাকেই গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়, এই কল্পবৃক্ষের তো ঝাড় হয়, তাই না । যেমন আলাদা - আলাদা প্রজন্মের ঝাড় রাখা আছে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, মূলবতনে নিয়ম অনুযায়ী আত্মাদের ঝাড় আছে । প্রথমে শিববাবা, তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণ আদি, তারপর মনুষ্যদের সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) আত্মারূপী উদ্ধারকারী সেনা হয়ে নিজেকে এবং সকলকে সঠিক পথ বলে দিতে হবে । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বিষয় সাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে ।

২) জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা পবিত্র হয়ে শরীরের নয়, আত্মার শৃঙ্গার করতে হবে । আত্মা পবিত্র হলে শরীরের শৃঙ্গার শীঘ্রই হয়ে যাবে ।

বরদান:- মন - বুদ্ধিকে মনমত থেকে ফ্রি করে সূক্ষ্মবতনের অনুভব করে ডবল লাইট ভব*
কেবলমাত্র সঞ্চল্ল শক্তি অর্থাৎ মন এবং বুদ্ধিকে সদা মনমত থেকে মুক্ত রাখো তাহলে এখানে থেকেও বতনের সমস্ত দৃশ্য এমন স্পষ্ট অনুভব করবে, দুনিয়াতে যে কোনো দৃশ্য যেমন স্পষ্ট দেখা যায় । এই অনুভবের জন্য নিজের উপর কোনো বোঝা রেখো না, সমস্ত ভার বাবাকে অর্পণ করে ডবল লাইট হও । মন - বুদ্ধির দ্বারা সদা শুদ্ধ সঞ্চল্লের ভোজন করো । কখনোই যদি ব্যর্থ সঞ্চল্ল বা বিকল্পের অশুদ্ধ ভোজন না করো তাহলে ভার থেকে হালকা হয়ে উচ্চ স্থিতির অনুভব করতে পারবে ।

স্লোগান:- ব্যর্থকে ফুল স্টপ দাও আর শুভ ভাবনার স্টক জমা করো ।*

২১-১০-২০২০ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- কল্প পূর্বের ভাগ্যশালী বাচ্চাদের, বাবার কোন্ কথাটি দ্রুত টাচ হবে?

উত্তর:- বাবা প্রতিদিন বাচ্চাদেরকে স্মরণ করার যে যুক্তি বলেন, সেটা ভাগ্যশালী বাচ্চাদেরই টাচ হতে থাকবে। সেটা তারা অতিদ্রুত বাস্তবে করে দেখাবে। বাবা বলছেন বাচ্চারা, কিছু সময় একান্তে বাগানে গিয়ে বসো। বাবার সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো, নিজের চার্ট রাখো তো উল্লসিত হতে থাকবে।

ওম্ শান্তি। মেলেটারিদেরকে প্রথমে সাবধান করে দেওয়া হয় - অ্যাটেনশন প্লিজ। বাবাও বাচ্চাদেরকে বলছেন যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো? বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, এই জ্ঞান বাবা এই সময়ই দিতে পারেন। বাবা-ই পড়াচ্ছেন। ভগবানুবাচ, তাই না - মূল কথা হয়ে যায় যে ভগবান কে? কে পড়াচ্ছেন? এই কথাটি প্রথমে বুঝতে এবং নিশ্চয় করতে হয়। তারপর তো অতীন্দ্রিয় সুখেই থাকতে হবে। আত্মাকে অনেক খুশিতে থাকতে হবে। আমরা অসীম জগতের বাবাকে প্রাপ্ত করেছি। বাবা একইবার এসে আমাদের সাথে মিলন করেন এবং অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। কিসের উত্তরাধিকার? বিশ্বের রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রদান করেন, ৫ হাজার বছর পূর্বের ন্যায়। এটা তো পাক্সা নিশ্চয় আছে যে - বাবা এসে গেছেন। পুনরায় সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন, শেখাতেও হয়। বাচ্চাদেরকে কিছু জিনিস শেখাতে হয় না। আপনা হতেই মুখ থেকে বাবা-মাম্মা বেরোতে থাকবে, কেননা এই শব্দটা তো শুনে আসছে, তাই না। ইনি হলেন আত্মিক বাবা। আত্মার মধ্যে আন্তরিকভাবে গুপ্ত নেশা থাকে। আত্মাকেই পড়তে হয়। পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেনই নলেজ ফুল। তিনি কারো থেকে পড়েননি। তাঁর মধ্যে জ্ঞান আছেই, কিসের জ্ঞান আছে? এটাও তোমাদের আত্মা বুঝতে পারে। বাবার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আছে। কিভাবে এক ধর্মের স্থাপনা আর অন্যান্য ধর্মের বিনাশ হয়, এইসব জানেন - এই জন্য তাকে জানি জাননহার বলে দেয়। জানি জাননহারের অর্থ কি? এটা একদমই কেউই জানে না। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন যে - এই স্লোগানও অবশ্যই দাও যে, মানুষ হয়ে যদি রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের সময়কাল, পুনরাবৃত্তিকে না জানো, তো কি বলা যাবে... এই পুনরাবৃত্তি - শব্দটিও অত্যন্ত জরুরী। কারেকশন তো হতেই থাকবে, তাই না। গীতার ভগবান কে... এই চিত্র খুবই সুন্দর, ফার্স্ট ক্লাস। সমগ্র বিশ্বে এটাই হল সবথেকে নম্বর ওয়ান ভুল। পরমপিতা পরমাত্মাকে না জানার কারণে, বলে দেয় যে সবাই হল ভগবানের রূপ। যেরকম ছোট বাচ্চাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তুমি কার সন্তান? বলবে যে অমুকের। অমুক কার বাচ্চা? অমুকের। তারপর বলে দেয় - ও আমার বাচ্চা। সেই রকম এরাও ভগবানকে জানে না, তাই বলে দেয় যে আমিই হলাম ভগবান। এত পূজা আদিও করতে থাকে, কিন্তু বুঝতে কিছুই পারে না। গাওয়া হয় যে, ব্রহ্মার রাত তো অবশ্যই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদেরও রাত হবে। এইসব হল ধারণ করার কথা। এই ধারণা তাদেরই হবে যে, যোগযুক্ত হয়ে থাকে। স্মরণকেই শক্তি বলা যায়। জ্ঞান তো হল সোর্স অফ ইনকাম। স্মরণের দ্বারাই শক্তি প্রাপ্ত হয়। যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হয়ে থাকে। তোমাদেরকে বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে রাখতে হবে। এই জ্ঞান বাবা এখনই প্রদান করছেন। কল্পের মধ্যে পুনরায় আর প্রাপ্ত হয় না। এক বাবা ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। বাকি সবই হল ভক্তি মার্গে শাস্ত্র, কর্মকাণ্ডের ক্রিয়াকলাপ। তাকে জ্ঞান বলা যাবে না। আধ্যাত্মিক জ্ঞান এক বাবার কাছেই আছে আর তিনি ব্রাহ্মণদেরই তা প্রদান করেন। আর কারোর কাছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় না। সমগ্র দুনিয়াতে অনেক ধর্ম মঠ পন্থ আছে, অনেক মত আছে। বাচ্চাদেরকে বোঝাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অনেক তুফান আসে। গাইতেও থাকে যে - আমার নৌকা ওপারে নিয়ে চলো। প্রত্যেকের নৌকা তো ওপারে যেতে পারে না। কিছু ডুবেও যায়, কিছু দাঁড়িয়ে যায়। দুই-তিন বছর হয়ে যায়, কারো কোনও খবরই থাকে না। কেউ তো আবার টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কেউ তো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, এখানেতেই অনেক পরিশ্রম আছে। আর্টিফিশিয়াল যোগও অনেক বেরিয়ে গেছে। অনেক যোগ আশ্রম আছে। আধ্যাত্মিক যোগ আশ্রম কোথাও হতে পারে না। বাবা-ই এসে আত্মাদেরকে আধ্যাত্মিক যোগ শেখাচ্ছেন। বাবা বলছেন যে এটাই হল খুব সহজ যোগ। এর থেকে সহজ আর কিছু হয়না। আত্মাই শরীরে এসে নিজের পার্ট অভিনয় করে। ৮৪ জন্ম হল ম্যাক্সিমাম, তারপর কমতে থাকে। এইসব কথাও বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বুদ্ধিতে ধারণাও খুব মুশকিল ভাবে হয়ে থাকে। প্রথম কথা বাবা বোঝাচ্ছেন যে - যেখানেই যাও তো সর্ব প্রথমে বাবার পরিচয় দাও। বাবার পরিচয় কিভাবে দেবে, এর জন্য যুক্তি রচনা কর। এটা যখন নিশ্চয় হয়ে যাবে তখন বুঝতে পারবে যে বাবা তো সত্যই আছেন। অবশ্যই বাবা সত্য কথাই বলবেন। এর মধ্যে সংশয় নিয়ে এসো না। স্মরণের মধ্যেই পরিশ্রম করতে হয়, এখানেই মায়া বিপরীত পরিস্থিতি নিয়ে আসে। বারে বারে স্মরণ

ভুলিয়ে দেয়, এইজন্য বাবা বলছেন যে - চার্ট লেখ। তো বাবাও দেখবেন যে কে কতক্ষণ স্মরণ করে। কোয়ার্টার পার্সেন্টও (একের তিন ভাগও রাখে না) চার্ট রাখে না। কেউ বলে যে আমি তো সারাদিনই স্মরণে থাকি। বাবা বলছেন, এটা তো বড়ই মুশকিল। সারাদিন-রাত সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ মায়েরা যে মার খেতে থাকে, তো তারা নিশ্চই স্মরণে থাকে, শিব বাবা কবে এই সম্বন্ধীদের থেকে আমি মুক্তি পাবো ? আত্মা আহ্বান করে - বাবা আমরা বন্ধন থেকে কিভাবে মুক্ত পাবো ? যদি কেউ অনেকক্ষণ স্মরণে থাকে, তাহলে বাবাকে চার্ট লিখে পাঠাও। নির্দেশ প্রাপ্ত হয় যে- রোজ রাতে নিজের দৈনন্দিন চার্ট বের করো, ডায়েরী রাখো। ডায়েরী রাখলে ভয় থাকবে, আমার কোনও ভুল যেন না হয়ে যায়। বাবা দেখে কি বলবেন - এত অতি প্রিয় মিষ্টি বাবাকে এইটুকু সময় স্মরণ কর! লৌকিক বাবাকে, স্ত্রীকে তোমরা স্মরণ করে থাকো, আমাকে এত অল্প সময়ও স্মরণ করতে পারো না। চার্ট লেখো তো নিজেরই লজ্জা আসবে। এই অবস্থাতে আমি কোনও পদ প্রাপ্ত করতে পারবো না। এইজন্য বাবা চার্টের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। বাবাকে আর ৮৪র চক্রকে স্মরণ করতে হবে তাহলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। নিজের সমান তৈরি করলে তবে তো প্রজার উপর রাজ্য করতে পারবে। এটা হলই রাজযোগ, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। এম্-অবজেক্ট হল এটাই। যেরকম আত্মাকে দেখা যায় না, বোঝা যায়। এর মধ্যে আত্মা আছে, এটাও বোঝা যায়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের অবশ্যই রাজধানী ছিল। এঁনারাই সবথেকে বেশি পরিশ্রম করেছিলেন, তবে এই স্কলারশিপ পেয়েছেন। অবশ্যই এঁাদের অনেক প্রজা হবে। উঁচুর থেকেও উঁচু পদ পেয়েছেন, অবশ্যই অনেক যোগ লাগিয়েছিলেন, তবেই তো পাস উইথ অনার হয়েছেন। এটারও কারণ বের করতে হবে, আমার যোগ কেন লাগছে না ? কাজ কর্ম ব্যবসা ইত্যাদির ঝঞ্জাটে বুদ্ধি চলে যায়। তার থেকে সময় বের করে এইদিকে বেশি ধ্যান দিতে হবে। কিছু সময় বের করে বাগানে গিয়ে একান্তে বসতে হবে। মহিলারা তো যেতে পারবে না। তাদের তো ঘর সামলাতে হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে তো সহজ। কল্পপূর্বেও যারা ভাগ্যশালী হয়েছিল তাদেরই এই টাচ হবে। পড়া তো হল খুবই ভালো। বাকি প্রত্যেকের বুদ্ধি নিজের নিজের হয়ে থাকে। যে করেই হোক বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারী নিতে হবে। বাবা সব রকমের নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাচ্চাদেরকেই তো করতে হবে। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন সকলের জন্যই। এক-এক জন ব্যক্তিগতভাবেও এসে যদি জিজ্ঞাসা করে তো রায় দিতে পারবে। তীর্থযাত্রায় বড় বড় পাহাড়ের উপর যায়, তো পান্ডারা সাবধান করতে থাকে। অনেক সমস্যার সাথে যায়। বাচ্চারা তোমাদেরকে তো বাবা অনেক সহজ যুক্তি বলে দিচ্ছেন। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শরীরের ভাব (আমি শরীর নই, আমি হলাম আত্মা) সমাপ্ত করতে হবে। বাবা বলছেন - "আমাকে স্মরণ করো" । বাবা এসে জ্ঞান শুনিয়ে চলে যান। আত্মার মতো তেজোময় রকেট আর কিছু হয়না। বিজ্ঞানীরা তো চাঁদ ইত্যাদির দিকে যেতে কতো সময় ব্যর্থ নষ্ট করতে থাকে। এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। বিজ্ঞানের এই অহংকারও বিনাশের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। সেটা হল সায়েন্স, তোমাদের হল সাইলেন্স। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে - এটাই হলো ডেড সাইলেন্স। আমি হলাম আত্মা, শরীর থেকে আলাদা। এই শরীর হল পুরানো জুতো। সাপ কচ্ছপের উদাহরণও তোমাদের জন্য। তোমরাই কীট পতঙ্গের মতো মানুষদেরকে ভুঁ-ভুঁ করে মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছে। বিষয়ে সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাওয়া হল তোমাদের কাজ। সন্ন্যাসীদেরকে এই যজ্ঞ তপস্যা আদি কিছুই করতে হয় না। ভক্তি আর জ্ঞান হলই গৃহস্থের জন্য। তাদের তো সত্যযুগে আসার সুযোগই নেই। তারা এসব কথা কি জানবে ? নিবৃত্তি মার্গের জন্য এটাও ড্রামাতে পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে আছে। যারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে, তারাই ড্রামা অনুসারে আসতে থাকবে। এরমধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে বের হতে থাকবে। মায়া হলে অত্যন্ত প্রবল। চোখ হলো সবথেকে বড় ক্রিমিনাল। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হলে চোখ সিভিল হয়ে যায়, তারপর অর্ধেক কল্প আর কখনও ক্রিমিনাল হয়না। এটা হলো সবথেকে বড় ধোঁকা প্রদানকারী। তোমরা যত যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই কর্মেন্দ্রিয় শীতল হতে থাকবে। তারপর ২১ জন্ম কর্মেন্দ্রিয়গুলিতে চঞ্চলতা আসবে না। সেখানে কর্মেন্দ্রিয়গুলিতে চঞ্চলতা থাকে না। সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় শান্ত এবং সতোগুণী থাকে। দেহ-অভিমাণে পরেই সব শয়তান আসে। বাবা তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী বানাচ্ছেন। অর্ধেক কল্পের জন্য তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায়। যে যত বেশী পরিশ্রম করবে ততই উঁচু পথ প্রাপ্ত করবে। পরিশ্রম করতে হয় - দেহী-অভিমানী হওয়ার। তাহলে কর্মেন্দ্রিয়গুলি আর ধোকা দেবে না। অন্তিম সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চলতেই থাকবে। যখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করবে, তখন সেই লড়াইও শুরু হবে। দিন প্রতিদিন আওয়াজ বৃদ্ধি হতে থাকবে, মৃত্যু থেকে ভয় পাবে।

বাবা বলছেন যে - এই জ্ঞান হল সবার জন্য। কেবলমাত্র বাবার পরিচয় দিতে হবে। আমরা আত্মারা হলাম সবাই ভাই-ভাই। সবাই এক বাবাকে স্মরণ করে। গডফাদার বলে ডাকে। গডকে কেউ প্রকৃতি বলেও মানে। কিন্তু গড তো আছেই, তাই না! তাঁকে স্মরণ করতে থাকে মুক্তি-জীবন মুক্তির জন্য। মোক্ষ তো হয়না। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিকে রিপোর্ট করতে হয়। বুদ্ধিও বলে যে যখন সত্যযুগ ছিল তখন এক ভারতই ছিল। মানুষ তো কিছুই জানেনা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তাই না! লক্ষ বছরের কথা হতে পারেনা। লক্ষ বছর হলে তো অনেক বেশি সংখ্যা হয়ে

যেত। বাবা বলছেন যে এখন কলিযুগ সম্পূর্ণ হয়ে সত্যযুগের স্থাপনা হচ্ছে। তারা মনে করে যে কলিযুগ এখনও বাচ্চা আছে, এখনো অনেক হাজার বছর আয়ু বাকি আছে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এই কল্প হলই ৫ হাজার বছরের। ভারতেই এই স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। ভারতই এখন স্বর্গ হচ্ছে। এখন আমরা শ্রীমতে চলে এই রাজ্য স্থাপন করছি। এখন বাবা বলছেন যে- এক আমাকে স্মরণ করো। প্রথম-প্রথম শব্দই হল এই দুটি। যতক্ষণ বাবার প্রতি নিশ্চয় না হবে, ততক্ষণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। তারপর যদি কোনও কথার উত্তর না পায় তাহলে মনে করবে যে এরা কিছুই জানেনা আর বলে যে ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, এইজন্য সবার প্রথমে তো একটাই কথার উপর স্থির হয়ে যাও। প্রথমে বাবার প্রতি নিশ্চয় করে যে, বরাবর সকল আত্মার বাবা হলেন একই, আর তিনিই হলেন রচয়িতা। তাই তিনি অবশ্যই সঙ্গম যুগেই আসবেন। বাবা বলছেন যে আমি যুগে যুগে নয়, কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। আমি হলামই নতুন সৃষ্টির রচয়িতা। তাই মাঝখানে কী করে আসবো। আমি আসিই পুরানো আর নতুনের মধ্যবর্তী সময়ে। একেই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ বলা যায়। তোমরা পুরুষোত্তমও এখানেই তৈরি হও। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন সবথেকে পুরুষোত্তম। এম-অবজেক্ট কতো সহজ। সবাইকে বল যে এখন এই স্থাপনা হচ্ছে। বাবা বলছেন যে পুরুষোত্তম শব্দটি অবশ্যই বলা কেননা এখানে তোমরা কনিষ্ঠ থেকে পুরুষোত্তম তৈরি হও। এইরকম এইরকম মুখ্য কথাগুলি ভুলে গেলে চলবে না। আর সংবতের তারিখও অবশ্যই লিখতে হবে। এখানে তোমাদের প্রথম থেকেই রাজত্ব শুরু হয়ে যায়, অন্যদের রাজত্ব প্রথম থেকে শুরু হয় না। সেটা তো ধর্ম স্থাপক এলে তখন তার পিছনে অনেক ধর্মের বৃদ্ধি হয়। অনুগামীর সংখ্যা কোটি হলে তখন রাজত্ব চলে। তোমাদের তো শুরু থেকেই সত্যযুগে রাজত্ব হবে। এসব কথা কারোরই বুদ্ধিতে আসেনা যে, সত্য যুগে এত রাজত্ব কোথা থেকে এলো। কলিযুগের অন্তে এতো অনেক ধর্ম আছে, কিন্তু সত্যযুগে এক ধর্ম, এক রাজ্য কিভাবে হল? কতো হিরে জহরের মহল আছে। ভারত এইরকম ছিল, যাকে স্বর্গোদ্যান বলতে। ৫ হাজার বছরের কথা। লক্ষ বছরের হিসাব কোথা থেকে এলো। মানুষ কত দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন তাদেরকে কে বোঝাবে? তারা তো বুঝতেই পারে না যে আমরা আসুরিক রাজ্যে আছি। এঁাদের (দেবতাদের) তো মহিমা হল সর্বগুণসম্পন্ন..., এঁাদের মধ্যে ৫ বিকার নেই, কেননা দেহী-অভিমानी হয়ে আছেন, তাই বাবা বলছেন যে মুখ্য কথাই হল স্মরণের। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরা পতিত হয়ে গেছ, এখন পুনরায় পবিত্র হতে হবে। এটাই হল ড্রামার চক্র। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানের দ্বারা তৃতীয় নেত্রকে ধারণ করে নিজের ধোঁকা প্রদীনকারী চোথকে সিভিল বানাতে হবে। স্মরণের দ্বারাই কর্মেন্দ্রিয় শীতল, সতোগুণী হবে, এইজন্য এই পরিশ্রম করতে হবে।

২) কাজকর্ম ব্যবসা ইত্যাদির থেকে সময় বের করে একান্তে গিয়ে স্মরণে বসতে হবে। কারণ খুঁজতে হবে যে, কেন আমার যোগ লাগছে না। অবশ্যই নিজের চার্ট রাখতে হবে।

বরদান:- নির্ণয় শক্তি আর কন্ট্রোলিং পাওয়ার দ্বারা সদা সফলতা মূর্তি ভব*

ব্যখ্যা :- যেকোনও লৌকিক বা অলৌকিক কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য বিশেষ কন্ট্রোলিং পাওয়ার আর জাঙ্মেন্ট পাওয়ারের অাবশ্যকতা হয়ে থাকে। কেননা যখন কোনও আত্মা তোমাদের সম্পর্কে আসে তখন প্রথমে জাজ্ করতে হয় যে, এই আত্মার কোন জিনিসের প্রয়োজনীয়তা আছে, নাড়ী দেখে যাচাই করে, তার চাহিদা অনুযায়ী তাকে তুষ্ট করা এবং নিজের কন্ট্রোলিং পাওয়ারের দ্বারা অন্যের উপর নিজের অনড় স্থিতির প্রভাব বিস্তার করা - এই দুটি শক্তি সেবার ক্ষেত্রে সফলতা মূর্তি বানিয়ে দেয়।

স্লোগান:- সর্বশক্তিবান বাবাকে সাথী বানিয়ে নাও, তাহলে মায়া পেপার-টাইগার হয়ে যাবে।*

22-10-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- সত্যযুগে কেবল মানুষই নয় পশু-পাখিও রুগী হয় না, কেন?

উত্তর:- কারণ সঙ্গমযুগে বাবা সব আত্মাদের এবং অসীম সৃষ্টির এমন অপারেশন করে দেন যে, রোগের নাম-চিহ্নও থাকে না। বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন। এখন যে সম্পূর্ণ সৃষ্টি রুগী হয়েছে, এই সৃষ্টিতে পরে দুঃখের নাম-চিহ্ন টুকুও থাকবে না। এখানকার দুঃখ থেকে রক্ষা পেতে খুব বীর সাহসী হতে হবে।

*গীত:- তোমাকে পেয়ে আমরা জগৎকে পেয়ে গেছি....

ওম্ শান্তি। ডবলও বলতে পারো, ডবল ওম্ শান্তি। আত্মা নিজের পরিচয় দিচ্ছে। আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ। আমাদের নিবাস স্থান হলো শান্তিধাম এবং আমরা বাবার সন্তান। সব আত্মারা ওম্ বলে, সেখানে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই তারপরে এখানে এসে ভাই-বোন হই। এখন ভাই-বোনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাবা বোঝান সবাই আমার সন্তান, তোমরা হলে ব্রহ্মারও সন্তান তাই তোমরা হলে ভাই-বোন। তোমাদের অন্য কোনও সম্পর্ক নেই। প্রজাপিতার সন্তান ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে এই সময়ে আসেন। শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। ব্রহ্মার সঙ্গেও সম্পর্ক আছে তাইনা। খুব ভালো যুক্তি। সবাই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে শিবপিতাকে স্মরণ করতে হবে এবং নিজেদেরকে ভাই-বোন ভাবতে হবে। কু দৃষ্টি থাকা উচিত নয়, এখানে তো কুমার-কুমারী যত বড় হয় ততই কুদৃষ্টি হতে থাকে তারপরে কুকর্ম করে। কুকর্ম করা হয় রাবণের রাজ্যে। সত্যযুগে কুকর্ম হয় না। ক্রিমিনাল শব্দটি ই থাকে না। এখানে তো ক্রিমিনাল অ্যাক্ট অনেক হয়। তার জন্য কোর্ট ইত্যাদিও আছে। সেখানে কোর্ট ইত্যাদি থাকে না। কত আশ্চর্য! তাইনা। না জেল, না পুলিশ, না চোর ইত্যাদি থাকে। এইসবই হলো দুঃখের কথা, যা এখানে হচ্ছে তাই জন্য বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে এই খেলাটি হলো সুখ ও দুঃখের, হার ও জিতের। এই কথাও তোমরাই বোঝো। গায়নও আছে মায়ার কাছে হারলে হার, মায়ার উপরে বিজয়মালা অর্ধকল্পের জন্যে বাবা এসে পরান। পরে অর্ধকল্প মায়ার কাছে হারতে হয়। এইসব কোনও নতুন কথা নয়। এই হলো পাই পয়সার কথা তারপর তোমরা আমাকে স্মরণ কর তো অর্ধকল্পের জন্য রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত কর। রাবণ রাজ্যে আমাকে ভুলে যাও। রাবণ হলো শত্রু, প্রতি বছর ভারতবাসীই রাবণ দহন করে। যে দেশে ভারতীয় দের সংখ্যা অনেক তারাও দহন করে হয়তো। বলবে এই হলো ভাতবাসীদের ধর্মীয় উৎসব। বিজয়া দশমী পালন করে তো বাচ্চাদের বোঝাতে হবে - এইসব তো হলো দৈহিক জগতের কথা। এখন সম্পূর্ণ বিশ্বে তো রাবণ রাজ্য চলছে। শুধু শ্রীলঙ্কায় নয়। বিশ্ব তো বিরাট, তাইনা। বাবা বুঝিয়েছেন এই সৃষ্টি সম্পূর্ণ সাগরের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ বলে - নীচে একটি বলদ বা গরু আছে যার শিং এর উপরে সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে, যখন ক্লান্ত হয়ে তখন পরিবর্তন হয়। কথাটি এরকম তো নয়। পৃথিবী তো জলের উপরে দাঁড়িয়ে, চারিদিকে জল এবং জল। সুতরাং এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ায় আছে রাবণ রাজ্য পরে রাম অথবা ঈশ্বরীয় রাজ্য স্থাপন করতে বাবাকে আসতে হয়। শুধু ঈশ্বর বললে বলে ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান, সবই করতে পারেন। মহিমা ব্যর্থ হয়। ততখানি ভালোবাসা থাকে না। এখানে ঈশ্বরকে পিতা বলা হয়। বাবা বলে ডাকলে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কথা থাকে। শিববাবা বলেন সর্বদা বাবা-বাবা বলা উচিত। ঈশ্বর বা প্রভু ইত্যাদি শব্দগুলি ভুলে যাওয়া উচিত। বাবা বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো। প্রদর্শনী ইত্যাদিতে গিয়েও যখন বোঝাও তখন ক্ষণে ক্ষণে শিববাবার পরিচয় দাও। শিববাবা হলেন সর্বোচ্চ, তাঁকেই গড ফাদার বলা হয়। "বাবা" শব্দটি খুবই মিষ্টি। শিববাবা, শিববাবা মুখে যেন থাকে। মুখ তো মানুষেরই হবে তাইনা। গৌ মুখ কি হতে পারে। তোমরা হলে শিব শক্তি। তোমাদের মুখ কমল দিয়ে জ্ঞান অমৃত নিঃসৃত হয়। তোমাদের সুনামের জন্যে গৌ মুখ বলা হয়েছে। গঙ্গার উদ্দেশ্যে এমন বলা হবে না। মুখ কমল থেকে অমৃত এখনই বেরোয়। জ্ঞান অমৃত পান করলে আর বিষ পান করতে পারবে না। অমৃত পান করে তোমরা দেবতায় পরিণত হও। এখন আমি এসেছি - অসুরদের দেবতা বানাতে। তোমরা এখন দৈব সম্প্রদায় হচ্ছে। সঙ্গমযুগ কখন, কীভাবে হয়, সে কথা কেউ জানে না। তোমরা জানো আমরা ব্রহ্মাকুমার- কুমারীরা হলাম পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী। বাকি যা আছে সবই কলিযুগী। তোমরা সংখ্যায় খুব কম। বৃক্ষের জ্ঞানও তোমাদেরই আছে। বৃক্ষ প্রথমে ছোট হয় তারপরে বৃদ্ধি পায়। কত রকমের আবিষ্কার করে যাতে শিশু জন্ম কম হয়। কিন্তু মানুষ চায় এক আর হয় আরেক। সবার মৃত্যু নিশ্চিত। এই এখন ফসল ভালো, বৃষ্টি এলো, অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো বলতে পারে না। কোনও কিছুই ঠিক ঠিকানা নেই। কোথাও ফসল ভালো হয় আর সেখানে ওলা বৃষ্টি হয়ে গেলে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। বৃষ্টি না হলেও ক্ষতি, একেই বলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এইসব তো অনেক হবে, এর থেকে রক্ষা পেতে খুব বীর

সাহসী হতে হবে। কারো অপারেশন হয় তখন অনেকে দেখতে পারে না, অজ্ঞান হয়ে যায়। এখন এই সম্পূর্ণ অপবিত্র সৃষ্টির অপারেশন হবে। বাবা বলেন আমি এসে সবার অপারেশন করি। সম্পূর্ণ সৃষ্টি হলো রুগী। অবিনাশী সার্জেনও বাবার-ই নাম। উনি সম্পূর্ণ বিশ্বের অপারেশন করে দেবেন, যার ফলে বিশ্ববাসীদের কখনও দুঃখ হবে না। বড় মাপের সার্জেন উনি। আত্মাদের অপারেশন, অসীম জগতেরও অপারেশন উনি করেন। সেখানে মানুষ কেন পশু পাখিরাও রুগী হয় না। বাবা বোঝান আমার এবং বাচ্চাদের কি পার্ট আছে। একেই বলা হয় রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান যা তোমরা প্রাপ্ত করছো। বাচ্চাদের সবচেয়ে প্রথমে এই খুশীর অনুভব হওয়া উচিত।

আজ সত্যগুরুবার, সর্বদা সত্য বলা উচিত। ব্যবসায়ও বলা হয় - সত্য কথা বোলো। মিথ্যা কথা বোলো না। তবুও লোভের বশে কিছু বেশি দাম বলে ব্যবসা করে। সত্য কখনও বলে না। মিথ্যা কথাই বলে তাই সত্য কে স্মরণ করে। বলে না - সত্য নাম সঙ্গে আছে। এখন তোমরা জানো বাবা হলেন সত্য তিনি-ই যাবেন, আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে। আত্মারা, এখন সত্যের সাথে তোমাদের সঙ্গ হয়েছে সুতরাং তোমরাই সঙ্গে যাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো শিববাবা এসেছেন, তাঁকেই টুখ বা সত্য বলা হয়। উনি আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের পবিত্র করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন একবার ই। সত্য যুগে এমন বলা হয় না যে রাম-রাম সঙ্গে আছে অথবা সত্য নাম সঙ্গে আছে। না। বাবা বলেন এখন আমি বাচ্চারা তোমাদের কাছে এসেছি, নয়নে বসিয়ে নিয়ে যাই। এই নয়ন নয়, তৃতীয় নেত্র। তোমরা জানো এই সময় বাবা এসেছেন - সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। শঙ্করের বরমাত্রা নয়, এই হলো শিবের সন্তানদের বরমাত্রা। তিনি হলেন স্বামীদের স্বামী। বলা হয় তোমরা সবাই হলে কনে। আমি হলাম বর। তোমরা সবাই হলে প্রেমিক, আমি প্রিয়তমা। প্রিয়তমা তো একজনই হয়, তাইনা। তোমরা অর্ধকল্প আমার সঙ্গে প্রেম করেছে। এখন আমি এসেছি, তোমরা সবাই হলো ভক্তিনী। ভক্তদের রক্ষা করেন ভগবান। আত্মা ভক্তি করে দেহের সাথে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভক্তি হয় না। ভক্তির ফল সত্য যুগে ভোগ কর, বাচ্চাদের এখন যা প্রাপ্ত হচ্ছে। উনি তোমাদের প্রিয়তম, তোমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, তখন তোমরা সেখানে গিয়ে নিজেদের পুরুষার্থ অনুসারে রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করবে। এখানে কোথাও সেই কথা লেখা নেই। বলা হয় শঙ্কর পার্বতীকে অমর কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তোমরা সবাই হলে পার্বতী। আমি অমরনাথ, তোমাদেরকে অমর কাহিনী শোনাই। অমর নাথ একজনকেই বলা হয়। সর্বোচ্চ হলেন শিববাবা, তাঁর নিজস্ব কোনো দেহ নেই, বলেন বাচ্চারা, আমি অমরনাথ তোমাদের অমর কাহিনী শোনাই। শঙ্কর-পার্বতী এখানে আসবে কীভাবে। তাঁরা তো থাকেন সৃষ্টিবতনে, যেখানে সূর্য চন্দ্রের আলো থাকে না।

সত্য পিতা তোমাদেরকে সত্য কাহিনী শোনাচ্ছেন। বাবা ব্যতীত সত্য কাহিনী কেউ শোনাতে পারে না। এই কথাও জানো যে বিনাশ হতে সময় লাগে। বিশাল এই দুনিয়া, অসংখ্য বাড়ি ঘর ভেঙে নষ্ট হবে। ভূমিকম্পে অনেক ক্ষতি হয়। অসংখ্য মৃত্যু হয়। যদিও তোমাদের বৃক্ষ ছোট হবে। দিল্লী পরিস্থান হয়ে যাবে। একটি পরিস্থানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব চলে। বিশাল মহল তৈরি হবে। অসীমের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। তোমাদের কোনো খরচ করতে হয় না। বাবা বলেন ব্রহ্মার জীবনে আনাজের দাম কত কম ছিল। তাহলে সত্যযুগে আরও কতখানি কম হবে। দিল্লীর মতন এক একজনের ঘর ও জমি জায়গা থাকবে। মিষ্টি নদীর তীরে তোমাদের রাজ্য থাকবে। প্রত্যেকের কাছে সব থাকবে। সর্বদা অল্প মজুদ থাকবে। সেখানকার ফল-ফুল দেখেছো, কতখানি বড় মাপের থাকে। তোমরা সুবিরস পান করে আসো। বলতে সেখানে মালি আছে। মালি তো নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠ বা নদীর তীরে থাকবে। সেখানে সংখ্যা খুব কম থাকবে। এখন কয়েক কোটি, সেখানে ৯ লক্ষ থাকবে আর সবকিছু তোমাদের থাকবে। বাবা এমন রাজত্ব প্রদান করেন যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আকাশ, ভূমি ইত্যাদি সবকিছুর মালিক থাকো তোমরা। বাচ্চারা গানও শুনেছে। এমন এমন ৬ - ৮ খানা গান শুনে খুশীর পারদ উর্ধ্বে উঠে যায়। যখন দেখবে মনের অবস্থা গড়বড়, তখনই গান শুনে নেবে। এই হলো খুশীর গান। তোমরা তো অর্থও জানো না। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন নিজেকে হাসি মুখে রাখবে কীভাবে। বাবাকে লেখে বাবা এত খুশীর অনুভূতি হয় না। মায়ার ঝড় আসে। আরে মায়ার ঝড় আসলে আসুক - তোমরা বাজনা বাজাও। খুশীর জন্য বিশাল মন্দিরের দ্বারে বাজনা বাজতেই থাকে। মুম্বাইয়ের মাধববাগের লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের দ্বারেও বাজনা বাজে। তোমাদেরকে বলে - ফিল্মি রেকর্ড কেন বাজানো হয়। তারা জানে না এই জিনিসও ড্রামা অনুযায়ী কাজে লাগে। এর অর্থ তো তোমরা বাচ্চারা জানো। এই কথা শুনে খুশীর অনুভব হবে। কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। ঘরে কোনো দুঃখ থাকলে এই গান শুনে খুশী হবে। এই গুলি খুব ভ্যালুয়েবল জিনিস। কারো ঘরে ক্লেশ হলে বোলো - ভগবানুবাচ কাম বিকার হলো মহাশত্রু। এই বিকারটিকে জয় করলে আমরা বিশ্বের মালিক হবো তখন পুষ্প বর্ষা হবে, জয়জয়কার হবে। স্বর্ণ পুষ্পের বর্ষা হবে। তোমরা এখন কাঁটা থেকে সোনার ফুলে পরিণত হচ্ছে, তাইনা। তারপরে তোমাদের অবতরণ হবে, পুষ্প বর্ষা হয় না ! তোমরাই ফুলে পরিণত হয়ে আসো। মানুষ ভাবে স্বর্ণ পুষ্পের বর্ষা হয়। একটি রাজকুমার বিদেশে গেল, সেখানে পার্টি করলো, তার জন্য সোনার ফুল তৈরি করেছিল। সবার উপরে পুষ্প বর্ষা করেছিল। খুশীতে আনন্দে এমন আপ্যায়ন করেছিল। খাঁটি সোনা দিয়ে

বানিয়েছিল। বাবা তাদের স্টেট ইত্যাদির বিষয়ে জানেন। বাস্তবে তোমরা ফুলে পরিণত হয়ে ফিরে আসো। সোনার ফুল তোমরাই, তোমরা উপরে থেকে নীচে নেমে আসো। বাচ্চারা, তোমরা কত বড় লটারী প্রাপ্ত কর বিশ্বে বাদশাহী করার। যেমন লৌকিক পিতা বাচ্চাদের বলেন - তোমাদের জন্য এনেছি তখন বাচ্চারা কত খুশী হয়। বাবাও বলেন তোমাদের জন্য স্বর্গ এনেছি। তোমরা সেখানে রাজ্য করবে অতএব কতখানি খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। কাউকে ছোট উপহার দিলে সে বলে, বাবা আপনি তো আমাদের বিশ্বের বাদশাহী দেন, এই উপহারের কি প্রয়োজন। আরে, শিববাবার স্মৃতিচিহ্ন সঙ্গে থাকলে শিববাবার স্মরণও থাকবে এবং তোমাদের পদ্ম গুণ প্রাপ্তি হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সত্যের (সত্য বাবা) সঙ্গে ফিরতে হবে, তাই সর্বদা সত্য হয়ে চলতে হবে। কখনও মিথ্যা বলবে না।

২) আমরা ব্রহ্মা বাবার সন্তান নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন, তাই কোনোরকম ক্রিমিনাল অ্যাক্ট করবে না। ভাই-ভাই এবং ভাই-বোনের সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোনো সম্পর্কের অনুভূতি যেন না থাকে।

বরদানঃ- লোক প্রিয় সভার টিকিট বুক কারী রাজ্য সিংহাসন অধিকারী ভব*

ব্যাখা: যে কোনো সঙ্কল্প বা বিচার (চিন্তন) করার সময় প্রথমে চেক করো যে, এই বিচার বা সঙ্কল্পটি কি বাবার পছন্দ হবে ? যা বাবার পছন্দ, সেটাই লোকের পছন্দ স্বতঃতই হয়ে যায়। যদি কোনো সংকল্পে স্বার্থ থাকে তাহলে মনের পছন্দ বলা হবে এবং বিশ্ব কল্যাণার্থের হলে লোকের পছন্দ এবং প্রভু পছন্দ বলা হবে। লোক প্রিয় সভার মেস্চার হওয়া অর্থাৎ ল' এবং অর্ডারের রাজ্য অধিকার এবং রাজ্য সিংহাসন প্রাপ্ত করা।

স্লোগানঃ- পরমাত্ম সঙ্গ অনুভব করো, তাহলে সবকিছু সহজ অনুভব করে সেফ থাকবে ।*

23-10-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন:- ভবিষ্যতে দেবতা হওয়ার জন্য বাচ্চাদেরকে কোন্ বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে?

উত্তর:- কখনো কোনো ব্যাপারে রেগে যাওয়া কিংবা মুখ ভার করা যাবে না। কাউকে দুঃখ দেওয়া যাবে না। দেবতা হতে চাইলে মুখ দিয়ে যেন সর্বদাই ফুল ঝরে। যদি কাঁটা কিংবা পাথর বের হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে পাথরের মতোই রয়েছে। খুব ভালো ভালো গুণ ধারণ করতে হবে। এখানেই সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। শাস্তি পেলে ভালো পদ পাবে না।

ওম্ শান্তি। আগামী নতুন বিশ্ব বা নতুন দুনিয়ার মালিক আত্মিক সন্তানদেরকে আত্মিক পিতা স্বয়ং বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। এটা তো বাচ্চারা বুঝেছে যে, বাবা এসেছেন সীমাহীন উত্তরাধিকার দিতে। আমরা আগে এর যোগ্য ছিলাম না। মানুষ বলে - হে প্রভু, আমার কোনো যোগ্যতাই নেই, আমাকে যোগ্য বানিয়ে দাও। বাবা এখন বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - তোমরাও মানুষ, আর এই দেবতারাও মানুষ। কিন্তু এনাদের মধ্যে দিব্যগুণ আছে। তাই এনাদেরকেই সত্যিকারের মানুষ বলা যাবে। মানুষের মধ্যে আসুরিক গুণ থাকার জন্য তাদের আচার আচরণ পাশবিক হয়ে যায়। যদি দিব্যগুণ না থাকে, তাহলে বলা যাবে যে তার মধ্যে আসুরিক গুণ রয়েছে। এখন পুনরায় বাবা এসে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বানাচ্ছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো সত্যভূমির নিবাসী সত্যিকারের মানুষ। এনাদেরকেই দেবতা বলা হয়। এনাদের মধ্যে দিব্যগুণ রয়েছে। হয়তো মানুষ গান করে - হে পতিত পাবন, তুমি এসো। কিন্তু আগে পবিত্র রাজারা কেমন ছিল এবং তারপর সেই রাজারা কিভাবে পতিত হলো - এইসব রহস্য কেউই জানে না। ওটা হলো ভক্তির পথ। জ্ঞানমার্গের ব্যাপারে কেউই জানে না। বাচ্চারা, তোমাদেরকেই এখন বাবা বোঝাচ্ছেন এবং এইরকম বানাচ্ছেন। এই দেবতারাও সত্যযুগে কর্ম করত কিন্তু পতিত কর্ম করত না। তাদের মধ্যে দিব্যগুণ ছিল। যারা কোনো পতিত কর্ম করবে না, তারাই স্বর্গবাসী হবে। নরকবাসীদের দ্বারা মায়া পতিত কর্ম করায়। এখন স্বয়ং ভগবান বসে থেকে শ্রেষ্ঠ কর্ম করাচ্ছেন এবং শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন যে এইরকম পতিত কর্ম করো না। সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন। দেবতারা তো শ্রেষ্ঠ ছিল, তাই না? নতুন দুনিয়া বা স্বর্গে থাকত। তোমরা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে এইসব কথা জেনেছ। তাই অষ্টরঞ্জের কিংবা ১০৮-এর মালা বলা হয়। খুব বেশি হলে ১৬ হাজার ১০৮-এর মালা বলা হয়। কিন্তু তাতে কি? এত কোটি কোটি মানুষ রয়েছে। তার মধ্যে থেকে মাত্র ১৬ হাজার জন বেঁচে আসবে। চার ভাগের এক ভাগও নয়। বাবা বাচ্চাদেরকে কতো শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দেন। তিনি রোজ বাচ্চাদেরকে বোঝান যে কোনো বিকর্ম করো না। তোমরা এইরকম বাবাকে পেয়েছ, তাই কতো খুশি হওয়া উচিত। তোমরা বুঝেছ যে স্বয়ং অসীম জগতের পিতা আমাদেরকে দত্তক নিয়েছেন। আমরা তাঁর সন্তান হয়েছি। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সুতরাং, এইরকম স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য সর্বগুণে পূর্ণ হতে হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্বগুণে পূর্ণ ছিলেন। তাদের সেই যোগ্যতার গুণগান করা হয়। তারপর ৮৪ জন্ম পরে আবার অযোগ্য হয়ে যায়। এক জন্ম নীচে নামলেও একটু কলা কমে যায়। যেভাবে ড্রামা উকুনের মতো চলতে থাকে, সেইরকম ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে। তোমরাও ধীরে ধীরে নীচে নামতে নামতে ১২৫০ বছরে ২ কলা কম হয়ে যায়। তারপর রাবণের রাজত্বে খুব তাড়াতাড়ি অধঃপতন হতে থাকে। সূর্য কিংবা চন্দ্রের যেমন গ্রহণ লাগে, সেইরকম গ্রহণ লেগে যায়। এমন তো নয় যে চন্দ্র কিংবা তারাদের গ্রহণ লাগে না। সকলেরই সম্পূর্ণ গ্রহণ হয়েছে। এখন বাবা বলছেন, স্মরণের দ্বারাই গ্রহণ কাটবে। কোনো পাপ করো না। এক নম্বর পাপ হলো দেহের অভিমান আসা। এটা খুব কড়া পাপ। বাচ্চাদেরকে কেবল এই একটা জন্মের জন্যই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কারণ এই সময়েই দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। এরপর আর এইরকম শিক্ষা কখনো পাওয়া যাবে না। ব্যারিস্টার ইত্যাদির শিক্ষা তো তোমরা জন্ম জন্ম ধরে নিয়েছ। স্কুল তো চিরকাল ছিল। এই জ্ঞান কেবল একবারই পাওয়া যায়। জ্ঞানের সাগর বাবা কেবল একবারই আসেন। তিনি নিজের এবং নিজের রচনার আদি, মধ্য, অন্তিমের পুরো জ্ঞান শোনান। বাবা কতো সহজ ভাবে বোঝাচ্ছেন যে তোমরা আত্মারা ভূমিকা পালন করছ। আত্মারা নিজের বাড়ি থেকে এখানে এসে অভিনয় করে। ওই ঘরকে বলা হয় মুক্তিধাম। আর স্বর্গকে বলা হয় জীবনমুক্তি। এখানে রয়েছে জীবনের বন্ধন। এইসব কথাগুলো সঠিকভাবে মনে রাখতে হবে। মোক্ষ কখনোই পাওয়া যায় না। মানুষ বলে যে মোক্ষলাভ হোক অর্থাৎ এই আসা যাওয়ার চক্র থেকেই বেরোতে চায়। কিন্তু কেউই নিজের ভূমিকা ছেড়ে বেরোতে পারে না। এই খেলা অনাদি এবং পূর্ব নির্মিত। বিশ্বের ইতিহাস এবং ভূগোল হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়। সত্যযুগে ওই দেবতারাও আবার আসবে। তারপর ধীরে ধীরে ইসলাম এবং বৌদ্ধরা আসবে। এইভাবে মানব-বৃক্ষ তৈরি হবে। এই বৃক্ষের বীজ রয়েছে

ওপরের দিকে। বাবা হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টিকৰ্ত্তা বৃষ্ণের বীজ। মনুষ্য সৃষ্টি তো চিরকাল রয়েছে কিন্তু সত্যযুগে এটা খুব ছোটো থাকে। ধীরে ধীরে অনেক বড়ো হয়ে যায়। আচ্ছা, এরপর কিভাবে আবার ছোট হবে? বাবা এসে পতিত থেকে পবিত্র বানান। কত কমজন পবিত্র হয়। কয়েক কোটির মধ্যে মাত্র কয়েকজন বেরিয়ে আসে। অর্ধেক কল্প জনসংখ্যা খুব কম থাকে। পরের অর্ধেক কল্পে কত বৃদ্ধি হয়ে যায়। সুতরাং দেবী দেবতা সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা সর্বাধিক হওয়া উচিত কারণ ওরাই সবার আগে আসে। কিন্তু বাবাকে ভুলে গিয়ে অন্যান্য ধর্মে ধর্মালম্বিত হয়ে যায়। এটাই হলো 'একটি ভুলের খেলা'। ভুলে যাওয়ার জন্যই কাণ্ডাল হয়ে যাও। ভুলতে ভুলতে একেবারে ভুলে যাও। প্রথমে কেবল একজনের ভক্তি করা হত কারণ সকলের সদগতি দাতা তো একজনই। তাহলে অন্য কারোর ভক্তি কেন করতে হবে? শিববাবাই এই লক্ষ্মী নারায়ণকে এইরকম বানিয়েছেন। কৃষ্ণ কিভাবে এইরকম বানাবেন। এটা তো অসম্ভব। কৃষ্ণের পক্ষে কীভাবে রাজযোগ শেখানো সম্ভব। তিনি তো সত্যযুগের রাজকুমার। কত বড় ভুল করে দিয়েছে। কারোর বোধগম্য হয় না। বাবা এখন বলছেন, আমাকে স্মরণ করো এবং দিব্যগুণ ধারণ করো। জায়গা জমি নিয়ে কারোর সাথে ঝগড়া থাকলে সেগুলো মিটিয়ে নাও। ঝগড়া করতে করতেই তো একদিন প্রাণ চলে যাবে। বাবা বোঝাচ্ছেন, ইনি যখন সবকিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন কি কোনো ঝগড়াঝাটি করেছিলেন? একটু কম পেলেও ক্ষতি নেই। তার পরিবর্তে তো কতো রাজস্ব প্রাপ্তি হয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, আমার যখন বিনাশ এবং রাজত্বের দিব্য দর্শন হয়েছিল, তখন আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আমি তো বিশ্বের মালিকানা পেয়ে যাব। তার কাছে এইসব আর এমন কি? কেউ কি না খেতে পেয়ে মারা যাবে? যার কাছে টাকা পয়সা নেই, সেও তো খেতে পায়। মাম্মা কি কিছু নিয়ে এসেছিলেন? কতজন মাম্মাকে স্মরণ করে। বাবা বলছেন - স্মরণ করছ ঠিক আছে, কিন্তু মাম্মার নাম-রূপকে মনে করা যাবে না। আমাদেরকেও ওনার মতো অর্জন করতে হবে। আমরাও মাম্মার মতো শ্রেষ্ঠ হয়ে সিংহাসনে বসার যোগ্য হব। কেবল মাম্মার গুণগান করলেই কি হয়ে যাবে? বাবা বলছেন - কেবল আমাকেই স্মরণ করো। স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। মাম্মার মতো গুণান শোনাতে হবে। তোমরা নিজেরা গুণগানের যোগ্য হয়ে দেখালেই মাম্মার গুণগান সঠিক প্রমাণিত হবে। কেবল 'মাম্মা মাম্মা' - বললেই পেট ভরবে না। আরও বেশি করে পেট ভেতরে ঢুকে যাবে। শিববাবাকে স্মরণ করলেই পেট ভর্তি হবে। এই ঠাকুরদাদাকে স্মরণ করলেও পেট ভরবে না। একজনকেই স্মরণ করতে হবে। দাতা তো একজনই। সেবা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় ভাবতে হবে। মুখ দিয়ে যেন সবসময় ফুল ঝরে। যদি কাঁটা কিংবা পাথর বের হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে পাথরের মতোই রয়েছে। খুব ভালোভাবে গুণ ধারণ করতে হবে। এখানেই তোমাদেরকে সর্বগুণে সম্পন্ন হতে হবে। শাস্তি খেতে হলে ভালো পদ পাবে না। বাবার কাছ থেকে সরাসরি শোনার জন্য এখানে বাচ্চারা আসে। এখানে বাবা টাটকা নেশা ধরিয়ে দেন। সেন্টারেও নেশা হয়, কিন্তু বাড়িতে গিয়ে প্রিয়জনের মুখ দেখলে সেই নেশা কেটে যায়। এখানে তোমরা জানো যে আমরা বাবার পরিবারের মধ্যে বসে আছি। ওখানে তো আসুরিক পরিবার রয়েছে। কত ঝগড়াঝাটি চলে। ওখানে গেলেই আবর্জনার মধ্যে গিয়ে পড়ে যাও। এখানে থাকার সময়ে তো বাবার কথা একটুও ভোলা উচিত নয়। দুনিয়ায় কেউই সত্যিকারের শান্তি পেতে পারে না। কেবল বাবা ছাড়া অন্য কেউই পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, সম্পত্তি দিতে পারবে না। তবে এমন নয় যে বাবা আশীর্বাদ করেন - আয়ুষ্সহান ভব, পুত্রবান ভব। না, আশীর্বাদ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। মানুষ তো এটাই ভুল ভেবেছে। কোনো সন্ন্যাসীও আশীর্বাদ করতে পারে না। আজকে আশীর্বাদ করল, তারপর কালকে নিজেই মারা গেল। সেইরকম দেখ, কতজনেই না পোপ হয়েছে। একজনের পর আরেকজন এইভাবে গুরুর পদের অধিকারী হয়। কম বয়সেই যদি গুরু মারা যায় তাহলে অন্য কারোর শিষ্য গ্রহণ করে অথবা তার কোনো শিষ্যকে গুরুর পদে বসিয়ে দেয়। এখানে তো স্বয়ং বাপদাদাই দাতা। ইনি কিছু নিয়ে কি করবেন? বাবা তো নিরাকার। নিলে তো শরীরধারীকেই নিতে হবে। এটাও বোঝার ব্যাপার। *কখনোই এইরকম বলা উচিত নয় যে আমি শিববাবাকে কিছু দিয়েছি। না, আমরা তো শিববাবার কাছ থেকে কোটি কোটি সম্পত্তি নিয়েছি, কিছুই দিইনি।* বাবা তোমাদেরকে অসীম সম্পত্তি দেন। শিববাবা হলেন দাতা। তোমরা তাঁকে কিভাবে দেবে? 'আমি দিয়েছি' - ভাবলেই দেহের অভিমান এসে যায়। আমরা শিববাবার কাছ থেকে নিষিদ্ধ। বাবার কাছে এত এত সন্তান আসেন, এসে থাকেন। এর জন্য তো ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের জন্যই দাও। তিনি কি নিজের জন্য কিছু করবেন? তোমাদেরকেই রাজধানী দেন, তাই তোমরাই করছ। তোমাদেরকে নিজের থেকেও শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দিই। এইরকম বাবাকেই তোমরা ভুলে যাও। অর্ধেক কল্পের জন্য পূজনীয়, তারপর অর্ধেক কল্পের জন্য পূজারী। পূজনীয় হয়ে গেলে তোমরা সুখধামের মালিক হয়ে যাও। এটাও কেউ জানে না যে বাবা কবে এসে স্বর্গ স্থাপন করেন। তোমরা, সঙ্গমযুগবাসী ব্রাহ্মণরাই এইসব বিষয়গুলো জানো। বাবা কতো ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। তারপরেও কারোর কারোর বোধগম্য হয় না। বাবা যেমন কতো যুক্তি করে বলেন, সেইরকম যুক্তি করে বলতে হবে। পুরুষার্থ করে এইরকম শ্রেষ্ঠ হতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চাদের মধ্যে অনেক দিব্যগুণ থাকতে হবে। কোনো ব্যাপারেই রেগে যাওয়া কিংবা মুখ ভার করা যাবে না। বাবা বলছেন, এখন আর এইরকম কোনো কাজ করো না। চন্দীদেবীর পূজা উপলক্ষ্যেও মেলা হয়। যে বাবার মতামত অনুসরণ করে না, তাকেই চন্দিকা দেবী বলা হয়। এইরকম

চন্ডিকা, যে কিনা অন্যকে দুঃখ দেয়, তার পূজা উপলক্ষ্যেও মেলার আয়োজন হয়। মানুষের মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই, তাই কোনো কিছুই অর্থ বোঝে না। আজকাল অনেকের মধ্যেই একটুও শক্তি নেই, একেবারে ফাঁপা। তোমরা যখন বাবাকে ভালোভাবে স্মরণ করো, তখন তোমরা শক্তি পেয়ে যাও। কিন্তু এখানে থাকার সময়েও অনেকের বুদ্ধি বাইরের দিকে চলে যায়। তাই বাবা বলেন, এখানে ছবির সামনে এসে বসো, তাহলে তোমাদের বুদ্ধি ওতেই ব্যস্ত থাকবে। যখন সৃষ্টিচক্র কিংবা সিঁড়ির বিষয়ে কাউকে বোঝাবে, তখন বলো যে সত্যযুগে অনেক কম সংখ্যক মানুষ থাকবে। এখন অনেক মানুষ আছে। বাবা বলছেন - আমি ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন করাই আর তারপর পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ করাই। এইভাবে বসে বসে কথা বলার অভ্যাস করতে হবে। নিজেই নিজের মুখ খুলতে পারো। মনের অন্তরের কথাগুলো বাইরেও বেরিয়ে আসা উচিত। বোবা তো নয়। ঘরে চিৎকার করার সময়ে মুখ খুলে যায়, আর জ্ঞান শোনানোর সময়ে খোলে না ! ছবি তো সকলেই পেয়ে যাবে। নিজের বাড়ির কল্যাণ করার জন্য সাহস রাখতে হবে। নিজের রুমকে ছবি দিয়ে সাজিয়ে দাও। তাহলে তুমি ব্যস্ত থাকবে। সেটা তোমার লাইব্রেরির মতো হয়ে যাবে। অন্যের কল্যাণ করার জন্য অনেক ছবি লাগিয়ে দিতে হবে। যে আসবে, তাকে বোঝাও। তোমরা এইভাবে অনেক সেবা করতে পারবে। একটু শুনলেও প্রজা হয়ে যাবে। উন্নতি করার জন্য বাবা অনেক রকমের উপায় বলছেন। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এছাড়া গঙ্গায় গিয়ে একেবারে ডুবে আসলেও বিকর্মের বিনাশ হবে না। এগুলো সব অন্ধবিশ্বাস। হরিদ্বারে গোটা শহরের আবর্জনা গঙ্গায় এসে পড়ে। সমুদ্রেও কতো আবর্জনা ফেলা হয়। নদীতেই যখন এত আবর্জনা পড়ে, তাহলে তার দ্বারা কিভাবে পবিত্র হওয়া যাবে ? মায়া সবাইকে অবুঝ বানিয়ে দিয়েছে। বাবা কেবল বাচ্চাদেরকেই বলেন - ' আমাকে স্মরণ করো'। তোমরা আত্মারাই তো ডেকেছিলে - হে পতিত পাবন, তুমি এসো। তোমাদের শরীরের লৌকিক পিতা তো একজন আছেই। কেবল বাবা-ই হলেন পতিত পাবন। এখন আমরা সেই বাবাকেই স্মরণ করছি যিনি পবিত্র বানিয়ে দেন। তিনিই হলেন জীবনমুক্তির দাতা, অন্য কেউ নয়। এত সহজ কথাটার অর্থও কেউ বুঝতে পারে না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মুখ থেকে জ্ঞান রত্ন বার করার অভ্যাস করতে হবে। কখনোই মুখ থেকে কাঁটা কিংবা পাথর যেন না নির্গত হয়। নিজের এবং ঘরের কল্যাণের জন্য ঘরেই ছবি সাজিয়ে রাখতে হবে এবং সেই ছবি নিয়ে বিচার সাগর মন্ডন করে অন্যকেও বোঝাতে হবে। ব্যস্ত থাকতে হবে।

২) বাবার কাছ থেকে আশীর্বাদ চাওয়ার বদলে, তাঁর শ্রেষ্ঠ মত অনুসারে চলতে হবে। শিববাবা-ই হলেন দাতা, তাই তাঁকে স্মরণ করতে হবে। কখনোই যেন অভিমান না আসে যে আমি বাবাকে এতকিছু দিয়েছি।

বরদান:- বিশ্ব কল্যাণের উঁচু স্থিতিতে অবস্থান করে বিনাশ লীলা দর্শনকারী সাক্ষী দর্শক ভব*
অন্তিমের বিনাশ লীলা দেখার জন্য বিশ্ব কল্যাণকারী নামক উঁচু অবস্থার প্রয়োজন। এই অবস্থায় অবস্থান করলে দেহের সকল আকর্ষণ অর্থাৎ সম্বন্ধ, পদার্থ, সংস্কার, প্রকৃতির অশান্ত অবস্থার আকর্ষণ সমাপ্ত হয়ে যায়। এই রকম অবস্থা প্রাপ্ত হলেই সাক্ষী দর্শক হয়ে উঁচু অবস্থায় স্থিত হয়ে সকল আত্মাকে শান্তি, শক্তির কিরণ দিতে পারবে।

স্লোগান:- ঐশ্বরীয় শক্তিতে শক্তিশালী হলেই মায়ার প্রভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে।*

24-10-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা মধুবন

প্রশ্ন:- বাবা তাঁর নিজের বাচ্চাদের কোন্ সংবাদ শুনিয়েছেন?

উত্তর:- বাবা শুনিয়েছেন- তোমরা আত্মারা নির্বাণধাম থেকে কীভাবে আসো আর আমি (শিববাবা) কীভাবে আসি। আমি কে, কি করি, কীভাবে রামরাজ্য স্থাপন করি, কীভাবে বাচ্চারা তোমাদের রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করিয়ে দিই। বাচ্চারা, তোমরা এখন এই সব কথা জানো। তোমাদের জ্যোতি আগ্রত হয়েছে।

*গীত:- তুমিই হলে মাতা.....

তুম্ হি হো মাতা পিতা...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা গান শুনলো। আত্মারা এই শারীরিক কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা গান শুনেছে। গানের প্রথমে তো ঠিক ছিলো। শেষে আবার ভক্তির শব্দ ছিলো - তোমার চরণ- ধূলি হই। এখন বাচ্চারা কি আর চরণের ধূলি হয় ! এটা হলো রঙ (ভুল)। বাবা বাচ্চাদের রাইট(সঠিক) শব্দ বোঝান। বাবাও সেখান থেকেই আসেন, যেখান থেকে বাচ্চারা আসে, সেটা হলো নির্বাণধাম। বাচ্চাদের তো সবারই আসার সংবাদ শোনানো হলো। নিজেও শুনিয়েছি যে আমি কীভাবে আসি, এসে কি করি। রামরাজ্য স্থাপন করার অর্থ রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করা। বাচ্চারা জানে যে- রামরাজ্য আর রাবণরাজ্য এই পৃথিবীর উপরই আছে বলা হয়ে থাকে। এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছে। ধরনী, আকাশ, সূর্য ইত্যাদি সব হাতে এসে যায়। তাই তো বলা হয় রাবণরাজ্য সারা বিশ্ব জুড়ে আর রামরাজ্যও সারা বিশ্ব জুড়ে আছে। রাবণরাজ্যে কতো কোটি লোক আছে, রামরাজ্যে লোক সামান্য হয়, আবার ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পায়। রাবণরাজ্যে বৃদ্ধি অনেক হয়, কারণ- মানুষ বিকারী হয়ে যায়। রামরাজ্যে হলো নির্বিকারী। এই সব কাহিনী তো সব হলো মানুষেরই। সুতরাং রামও অসীম জগতের মালিক, রাবণও হলো অসীম জগতের মালিক। এখন কতো রকমের ধর্ম আছে। বলা হয়ে থাকে অনেক ধর্মের বিনাশ। বাবা বৃষ্ণের(কল্পবৃষ্ণ) উপরেও বুদ্ধি দিয়েছেন। এখন দশহরা পালন করে, রাবণকে জ্বালিয়ে দেয়। এটা হলো পার্থিব জগতের জ্বালানো। তোমাদের তো হলো অসীম জগতের ব্যাপার। রাবণকেও শুধুমাত্র ভারতবাসীই জ্বালিয়ে থাকে, বিদেশেও যেখানে-যেখানে বেশী সংখ্যক ভারতবাসী আছে, সেখানেও জ্বালাবে। ওটা হলো পার্থিব জগতের দশহরা। দেখানো হয় লঙ্কাতে রাবণ রাজত্ব করতো, সীতাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। এটা হয়ে গেল পার্থিব জগতের কথা। বাবা এখন বলেন সমগ্র বিশ্বে হলো রাবণের রাজত্ব। এখন রামরাজ্য নেই। রামরাজ্য অর্থাৎ যা কি না ঈশ্বরের স্থাপন করা। সত্যযুগকে বলা হয় রামরাজ্য। মালা জপতে থাকে, রঘুপতি রাঘব রাজারাম বলে, কিন্তু রাজা রামকে (ত্রৈতার) জপ করে না, যে সারা বিশ্বের সেবা করে, তাঁর মালা জপ করে।

ভারতবাসী দশহরার পরে আবার দীপাবলি পালন করে। দীপাবলি কেন পালন করে ? কারণ দেবতাদের অভিশেক হয়। রাজ্যাভিশেকের সময় বাতি ইত্যাদি অনেক জ্বালানো হয়। এক তো হলো রাজ্যাভিশেক দ্বিতীয়ত আবার বলা হয়- প্রতি গৃহে দীপমালা। প্রত্যেক আত্মার জ্যোতি জাগৃত হয়ে ওঠে। এখন সব আত্মাদের জ্যোতি নিভে আছে। আয়রণ এজড্ অর্থাৎ হলো অন্ধকার। অন্ধকার মানে ভক্তি মার্গ। ভক্তি করতে করতে জ্যোতি নিস্প্রভ হয়ে যায়। তাছাড়া ওই দীপমালা তো হলো আর্টিফিশিয়াল। এমন না যে করোনেশন হয় তো আতসবাজি জ্বালানো হয়। দীপমালার সময় লক্ষ্মীকে আহ্বান জানায়, পূজা করে, এই উৎসব হলো ভক্তি মার্গের। যে রাজাই সিংহাসনে বসুক না কেন, তার কারোনেশন ডে (রাজ্যাভিশেকের দিন) ধূমধাম করে পালন করা হয়। এই সবই হলো পার্থিব জগতের।

এখন তো অসীম জগতের বিনাশ, সত্যিকারের দশহরা হবে। বাবা এসেছেন সকলের জ্যোতিকে জাগৃত করতে। মানুষ মনে করে আমাদের জ্যোতি বড় জ্যোতির সাথে মিলিত হবে। ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে সর্বদা জ্যোতি জাগৃত থাকে। মনে করে পতঙ্গ যেমন জ্যোতির চারপাশে আবর্তন করে মত্ত হয়ে ওঠে সেইরকম আমাদের আত্মাও এখন বড় জ্যোতির সাথে মিলিত হয়ে যাবে। এর উপর দৃষ্টান্ত তৈরী করেছে। এখন তোমরা হলে অর্ধ- কল্পের প্রিয়তমা। তোমারা এসে এক প্রিয়তমের প্রতি উন্মত্ত হয়েছে। জ্বলে যাওয়ার তো ব্যাপার নেই। যেমন লৌকিক দয়িত আর দয়িতা-- তারা একে অপরের অতি প্রিয়তম হয়ে ওঠে। এখানে হলো সেই একই প্রিয়তম, বাকি সব হলো প্রিয়তমা। প্রিয়তমারা সেই প্রীতমকে ভক্তি মার্গে স্মরণ করতে

থাকে। প্রিয়তম - তুমি আসলে পরে আমি তোমার প্রতি সমর্পিত হবো। তুমি ছাড়া আমি আর কাউকেই স্মরণ করব না। এটা হলো তোমাদের শারীরিক লভ(ভালোবাসা)। ওই প্রিয়তম-প্রিয়তমার শারীরিক লভ হয়। ব্যস্ ! একে অপরকে দেখতে থাকে, দেখাতেই যেন তৃপ্ত হয়ে যায়। এখানে তো এক জনই প্রিয়তম, বাকি সব হলো প্রিয়তমা। সকলেই বাবাকে স্মরণ করে। যদিও কেউ নেচার (প্রকৃতি) ইত্যাদিকে মান্যতা দিয়ে থাকে, তবুও ও গড়, হে ভগবান- মুখ থেকে অবশ্যই বের হয়। সবাই তাঁকে ডাকে, আমার দুঃখ দূর করো। ভক্তি মার্গে তো অনেক প্রিয়তম- প্রিয়তমা থাকে, এ ওর প্রিয়তমা তো ও তার প্রিয়তমা। হনুমানের কতো প্রিয়তমা হবে ? সকলে নিজের-নিজের প্রিয়তমের চিত্র তৈরী করে আবার নিজেদের মধ্যে মিলে- মিশে বসে পূজা করে। পূজা করে আবার প্রিয়তমকে ডুবিয়ে দেয়। অর্থ কিছুই দাঁড়ালো না। এক্ষেত্রে সেই ব্যাপার নেই। তোমাদের এই প্রিয়তম এভার (সর্বক্ষণের) সুন্দর, কখনো অসুন্দর হন না। বাবা মুসাফির (ভবধুরে সেবক) এসে সকলকে সুন্দর করে তোলেন। তোমারাও তো মুসাফির, তাই না ! দূর দেশ থেকে এখানে এসে ভূমিকা পালন করো। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে বুঝতে পারে। এখন তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে গেছো। রচনা আর রচয়িতার আদি- মধ্য- অন্তকে জানো, তাই তোমরা হয়ে গেলে ত্রিকালদর্শী ব্রহ্মাকুমার- কুমারী। যেমন করে জগতগুরু ইত্যাদিরও টাইটেল প্রাপ্ত হয় ! তোমাদের এই টাইটেল প্রাপ্ত হয়। তোমাদের সব থেকে ভালো টাইটেল প্রাপ্ত হয়- *স্বদর্শন চক্রধারী*। তোমরা ব্রাহ্মণরাই স্বদর্শন চক্রধারী হও, নাকি শিববাবাও ? (শিববাবাও)। হ্যাঁ, কারণ স্বদর্শন চক্রধারী আত্মা হয় --- শরীর সহ। বাবাও ঐনার মধ্যে এসে বোঝান। শিববাবা স্বদর্শন চক্রধারী না হলে তবে তোমাদের তৈরী করবেন কীভাবে ? তিনি সবচেয়ে সুপ্রিম, উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ আত্মা। দেহকে কি আর বলা হবে ? সেই সুপ্রিম বাবা এসেই তোমাদের সুপ্রিম তৈরী করেন। স্বদর্শন চক্রধারী আত্মারা ব্যাভীত আর কেউ হতে পারে না। কোন্ আত্মারা ? যারা হলো ব্রাহ্মণ আত্মা। যখন শূদ্র ধর্মে ছিলে, তখন জানতে না। এখন বাবার দ্বারা তোমরা জেনেছো। কতো ভালো- ভালো ব্যাপার। তোমারাই শোনো আর খুশী হও। বাইরের লোকেরা এটা শোনে তো আশ্চর্য হয়ে যায়, অহো! এটা তো হলো খুবই উচ্চ মানের জ্ঞান। আচ্ছা, তোমরাও এই রকম স্বদর্শন চক্রধারী হলে তারপর চক্রবর্তী রাজা, বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। এখান থেকে বাইরে গেলে শেষ। মায়া এতো বাহাদুর, যেমনকে তেমনই রয়ে যায়। যেমন গর্ভের বাচ্চা প্রতিজ্ঞা করে, বের হয়ে আবার যেমনকার তেমনই থেকে যায়। তোমরা প্রদর্শনী ইত্যাদিতে বোঝাও, খুব ভালো- ভালো করে। নলেজ খুব ভালো, আমি এই রকম পুরুষার্থ করবো, এই করবো---। বাইরে গেলে তো ব্যাস্, যেমনকার তেমন রইলো। কিন্তু তাও কিছু না কিছু প্রভাব থেকে যায়। এমন না যে সে আর ফিরে আসবে না। বৃক্ষের বিস্তার হতে থাকবে। বৃক্ষের বৃদ্ধি হতে থাকলে আবার সবাইকে আকৃষ্ট করবে। এখন তো এটা হলো ভয়ঙ্কর নরক। গড়ুর পুরানেও এমন সব গালগল্প কথা লেখা, যা সব মানুষকে শোনায় যাতে কিছু ভয় থাকে। ওর থেকেই বেরিয়েছে যে মানুষ সাপ, বিছা ইত্যাদি হয়। বাবা বলেন, আমি তোমাদের বিষয় বৈতরণী নদী থেকে উঠিয়ে ক্ষীর সাগরে পাঠিয়ে দিই। আসলে তোমরা শান্তিধামের নিবাসী ছিলে। তারপর সুখধামে ভূমিকা পালন করতে আসো। এখন আমরা আবার যাবো শান্তিধাম আর সুখধাম। এই ধাম তো স্মরণ করবে, তাই না ! গাওয়াও হয় তুমি মাতা - পিতা.... সেই গভীর সুখ তো সত্যযুগেই হয়ে থাকে। এখন হলো সঙ্গম। এখানে শেষে গ্রাহি- গ্রাহি করবে। কারণ অপরিমেয় দুঃখ থাকবে। আবার সত্যযুগে অতি সুখ হবে। অতি সুখ আর অতি দুঃখের এই খেলা পূর্ব নির্ধারিত। বিষ্ণু অবতারও দেখানো হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের জোড় যেমন উপর থেকে আসে। এখন উপর থেকে কোনো শরীরধারী কি আর আসে ! উপর থেকে তো আসে প্রত্যেক আত্মাই। কিন্তু ঈশ্বরের অবতরণ খুবই বিচিত্র, তিনিই এসে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন। ঐনার উৎসব- শিবজয়ন্তী পালন করা হয়। যদি জানতে পারতো যে পরমপিতা পরমাত্মা শিবই মুক্তি - জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার দেন, তবে সমগ্র বিশ্বে গড় ফাদারের উৎসব পালন করতো। অসীম জগতের বাবার স্মরণ- দিবস তখনই পালন করতো, যখন বুঝতো যে শিববাবাই হলেন লিবারেটর(মুক্তিদাতা), গাইড। ঐনার জন্মই হয় ভারতে। শিবজয়ন্তীও ভারতেই পালন করা হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচিতি না থাকাতে হলিডেও পালিত হয় না। *যে পিতা সকলের সঙ্গতি করেন, ঐনার জন্মভূমি যেখানে অলৌকিক কর্তব্য সেখানে করে থাকেন, ঐনার জন্ম দিন আর তীর্থ যাত্রা তো বেশী করে পালন করা উচিত*। তোমাদের স্মরণিক নিদর্শন মন্দিরও এখানেই। কিন্তু কারোর জানা নেই যে শিববাবা এসে লিবারেটর, গাইড হন। সকলেই বলে যে সকল দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করে সুখধামে নিয়ে চलो, কিন্তু বুঝতে পারে না। ভারত হলো খুবই শ্রেষ্ঠ দেশ। ভারতের মহিমা অপরম অপার বলে সুখ্যাত। সেখানেই শিববাবার জন্ম হয়, কেউ তাকে মান্যতা দেয় না। স্ট্যাম্প তৈরী করা হয় না। অন্যান্যদের তো খুবই তৈরী হয়। এখন কীভাবে বোঝানো যায়, যাতে ঐনার মাহাত্ম্য সকলের জ্ঞাত হয়। বিদেশে সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা গিয়ে ভারতের প্রাচীন রাজযোগ শেখায়, তোমরা যখন এই রাজযোগের কথা বলবে তো তোমাদের নাম হবে। বলো, রাজযোগ কে শিখিয়েছিলেন, এটা কারোরই জানা নেই। কৃষ্ণও তো হঠযোগ শেখায়নি। এই হঠযোগ হলো সন্ন্যাসীদের। যারা অনেক পড়াশুনা করেছে, যারা নিজেদের ফিলোসফার (দার্শনিক) বলে, তারা এই ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে আরো শুধরে যাবে, বলবে আমরাও শাস্ত্র পড়েছি, কিন্তু এখন বাবা যা শোনাচ্ছেন সেটাই হলো সঠিক। এছাড়া সব হলো রঙ(ভুল)। তাই এটাও বুঝে নাও যে সর্ব শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থান হলো এই মধুবন,

যেখানে বাবা আসেন। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এটাকে বলা হয় - ধর্মভূমি। এখানে যত ধর্মাত্মা থাকে এত আর কোথাও নেই। তোমরা কতো দান পূণ্য করো। বাবাকে জেনে, তন-মন-ধন সব এই সেবাতে নিয়োগ করে। একমাত্র বাবা সকলকে লিবারেট করেন। সবাইকে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করেন। আর কোনো ধর্ম স্থাপক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করতে পারে না। তিনি তো আসেন ওদের পরবর্তী সময়ে। নশ্বর অনুযায়ী সব ভূমিকা পালন করতে আসে। ভূমিকা পালন করতে করতে তমোপ্রধান হয়ে যায়। তারপর বাবা এসে সতোপ্রধান করে তোলেন। তবে এই ভারত কতো বড় তীর্থ হলো। ভারত হলো সবচেয়ে নশ্বর ওয়ান উম্ভ ভূমি। বাবা বলেন, এটা হলো আমার জন্ম-ভূমি। আমি এসে সকলের সঙ্গতি করাই। ভারতকে হেভেন(স্বর্গ) করে তুলি। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা স্বর্গের মালিক করে তুলতে এসেছেন। এমন বাবাকে খুবই ভালোবাসার সাথে স্মরণ করো। তোমাদের দেখে আরও সবাই এমন কর্ম করবে। *একেই বলা হয়ে থাকে- অলৌকিক দিব্য কর্ম*। এরকম মনে করো না যে কেউই জানবে না। এমন বেরোবে যে তোমাদের এই চিত্রও নিয়ে যাবে। স্টীমার যেখানে- যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে সেখানে এই চিত্র লাগিয়ে দেবে। তোমাদের অনেক সার্ভিস হতে হবে। অনেক উদার চিত্র, বিত্তবানও বেরোবে, যারা এরকম কাজ করতে লেগে যাবে। যাতে সকলের জ্ঞাত হয় যে ইনি কে, যে এই পুরানো দুনিয়া কে পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন। তোমাদেরও প্রথমে তুচ্ছ বুদ্ধি ছিলো, এখন তোমরা কতো স্বচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছো। জানো যে এই জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা আমরা বিশ্বকে হেভেন(স্বর্গ) করে তুলি। এছাড়া সবাই তো মুক্তিধামে চলে যাবে। তোমাদেরও অথরিটি(কর্তৃত্ব করার অধিকার) হতে হবে। অসীম জগতের বাবার বাচ্চা যে তোমরা ! শক্তি প্রাপ্ত হয় স্মরণের দ্বারা। বাবাকে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বলা হয়। সকলেই বেদ-শাস্ত্রের সার বলতে থাকে। তাই বাচ্চাদের সার্ভিসের জন্য কতো উৎফুল্লতা থাকা উচিত। মুখ থেকে জ্ঞান রক্ত ব্যাণীত আর কিছু নির্গত হওয়া উচিত নয়। তোমরা প্রত্যেকে হলে রূপ বসন্ত। তোমরা দেখো যে সমগ্র দুনিয়া সবুজে সবুজ হয়ে উঠেছে। সব কিছু নতুন, সেখানে দুঃখের নাম নেই। পাঁচ তত্ত্বও তোমাদের সার্ভিসে হাজির থাকে। এখন সেই পাঁচ তত্ত্ব ডিসসার্ভিস করে। কারণ মানুষ তার অযোগ্য হয়ে গেছে। বাবা এখন সুযোগ্য করে তোলেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) রূপ-বসন্ত হয়ে মুখ থেকে সর্বদা জ্ঞান-রক্তই বের করতে হবে। সার্ভিসের উৎসাহে থাকতে হবে। আর সকলকে বাবার কথা মনে করানো- এই দিব্য অলৌকিক কার্যই করতে হবে।

২) সত্যিকারের প্রিয়তমা হয়ে এক প্রিয়তমের উপর উন্মত্ত হতে হবে অর্থাৎ বলি চড়াতে হবে, তবেই সত্যিকারের দীপাবলি হবে।

বরদান:- গার্হস্থ্য ব্যবহার আর ঐশ্বরীয় ব্যবহার - দুই এর সমতার দ্বারা সদা হাল্কা আর সফল ভব*
সব বাচ্চাদের শরীর নির্বাহ আর আত্মা নির্বাহের ডবল সেবা প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই দুই সেবাতেই সময় আর শক্তির অ্যাটেনশন থাকা উচিত। যদি শ্রীমতের সূচক ঠিক থাকে, তবে দুই সাইড সমান হবে। কিন্তু গৃহস্থ শব্দ বললেই গৃহস্থী হয়ে যাও, তাই বাহানা বাজী শুরু হয়ে যায়। সেইজন্য গৃহস্থী নয়, ট্রাস্টি। এই স্মৃতির দ্বারা গার্হস্থ্য ব্যবহার আর ঐশ্বরীয় ব্যবহার দুটোতে সমতা রাখলে সদা হাল্কা আর সফল হতে থাকবে।

স্লোগান:- ফার্স্ট ডিভিশনে আসার জন্য কর্মেন্দ্রীয় জিৎ, মায়াজীৎ হয়ে ওঠো।*

প্রকৃত সেবাধারীর লক্ষণ

আজ জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা ধরিত্রীর তারামন্ডলে নিজের সব নক্ষত্রকে দেখছেন। ঝলমলে সব নক্ষত্র তাদের আলোক-আভা-উদ্ভিরণকরছে। বিভিন্ন নক্ষত্র রয়েছে। কিছু আছে জ্ঞানের বিশেষ নক্ষত্র, কিছু নক্ষত্র সহজ যোগী, কিছু গুণদান মূর্ত নক্ষত্র। কেউ কেউ আবার নিরন্তর সেবাধারী নক্ষত্র। কেউ সদা সম্পন্ন নক্ষত্র। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে, যে প্রতি সেকেন্ডে সফল নক্ষত্র। সেইসঙ্গে কেউ কেউ আছে শুধুই আশার নক্ষত্র। একদিকে আশার নক্ষত্র আরেকদিকে সফলতার নক্ষত্র, দুইয়ের মধ্যে বিশাল ফারাক আছে। তৎসঙ্গেও, বিশ্বের আত্মাদের উপরে, প্রকৃতির উপরে বিভিন্ন সব নক্ষত্রের নিজ নিজ প্রভাব পড়ছে। সফলতার নক্ষত্র সকলে চারিদিকে নিজেদের উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রভাব বিস্তার করছে। আশার নক্ষত্ররা নিজেরাও কখনো ভালোবাসার, কখনো পরিশ্রমের অনুভব করে। সেইজন্য এই দুই প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার কারণে অন্যদের প্রতি কখনো ভালোবাসা কখনো পরিশ্রমের প্রভাব ফেলে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রেখে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকে নিজেরাই নিজেদের জিজ্ঞাসা করো, "আমি কোন্ নক্ষত্র?" সবার মধ্যে জ্ঞান, যোগ, গুণের ধারণা আর সেবার ভাব আছে ঠিকই, কিন্তু সব কিছু থাকা সত্ত্বেও কারও মধ্যে জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য তো কারও মধ্যে স্মরণের ও যোগের বিশেষত্ব থাকে। আর কেউ কেউ নিজ গুণ-মূর্তের ঝলকানি দ্বারা অন্যদের আকর্ষণ করছে। চার বিষয়ের ধারণা থাকা সত্ত্বেও ধারণের পার্সেন্টেজে তারতম্য আছে, সেইজন্য ঝলমলে নক্ষত্রদের মধ্যে বিভিন্নতা প্রতীয়মান হচ্ছে। এটা আধ্যাত্মিক বিচিত্র তারামন্ডল। তোমরা সব অধ্যাত্ম নক্ষত্রের প্রভাব বিশ্বের উপর পড়ছে, ঠিক যেমন বিশ্বের উপর স্থূল নক্ষত্রদের প্রভাব পড়ে। তোমরা নিজেরা যত শক্তিশালী নক্ষত্র হও, বিশ্বের আত্মাদের উপর ততই প্রভাব পড়ে। যেমন ঘনঘোর অন্ধকারে নক্ষত্রদের ঝলকানি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, ঠিক তেমনই অপ্রাপ্তির অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসছে এবং আরও যত বাড়ছে আর যত বাড়তে থাকবে ততই তোমরা সব অধ্যাত্ম নক্ষত্রের বিশেষ প্রভাব তারা অনুভব করতে থাকবে। ধরিত্রীর ঝিকিমিকি নক্ষত্রের জ্যোতিবিন্দু রূপ, প্রকাশময় কায়ায় ফরিস্তা রূপে সবাইকে দেখা যাবে। যেমন, এখন আকাশে নক্ষত্রের অনুসন্ধানে তারা নিজেদের সময়, এনার্জি আর ধন খরচ করছে। সেইরকমই অধ্যাত্ম নক্ষত্রদের দেখে তারা আশ্চর্যান্বিত হবে। যেমন, এখন আকাশে নক্ষত্রদের দেখে, ঠিক সেইরকমই ধরিত্রীর নক্ষত্র মন্ডলে চারিদিকে ফরিস্তাদের ঝলক আর জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের ঝলক দেখবে, অনুভব করবে - এঁরা কারা? কোথা থেকে এই ধরিত্রীতে নিজেদের চমৎকার দেখাতে এসেছেন! যেমন, স্থাপনের আদিতে লোকে চারিদিকে ব্রহ্মা আর কৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের তরঙ্গ অনুভব করতো। ইনি কে? আমি কি দেখছি? - এটা বোঝার জন্য অনেকের অ্যাটেনশন টেনেছে। এইরকম এখন অল্পে চারিদিকে "জ্যোতি আর ফরিস্তা" এই দুই রূপে বাপদাদা আর বাচ্চারা, সকলের ঝলক দেখা যাবে। এক থেকে অনেকের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে, নিজে থেকেই সকলের অ্যাটেনশন এই দিকে আসবে। এখন এই দিব্য দৃশ্য তোমাদের সবার সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছে। যখন তোমরা ফরিস্তা ভাবের স্থিতি সহজভাবে আর নিজে থেকেই অনুভব করবে, তখনই প্রকৃত রূপে ফরিস্তার সাক্ষাৎকার হবে। এই বছর বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা ফরিস্তা স্থিতির তৈরি করতে পারো। অনেক বাচ্চা মনে করে, আমরা কি শুধুই স্মরণের অভ্যাস করব নাকি সেবাও করব, নাকি সেবা করা থেকে মুক্ত হয়ে তপস্যায় রত হবো? বাপদাদা সেবার যথার্থ অর্থ শোনাচ্ছেন :-

সেবাভাব অর্থাৎ সদা সকল আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনার ভাব। সেবাভাব অর্থাৎ সকল আত্মার ভাবনা অনুযায়ী তাদের ফল দেওয়া। সীমিত পরিসরের ভাবনা নয়, বরং শ্রেষ্ঠ ভাবনা থাকা। তোমরা সব সেবাধারীর থেকে যদি কেউ আত্মিক স্নেহের ভাবনা রাখে, শক্তি-সহযোগের ভাবনা রাখে, খুশির ভাবনা রাখে, শক্তি-প্রাপ্তির ভাবনা রাখে, উৎসাহ-উদ্দীপনার ভাবনা রাখে, তখন সেবার অর্থ হয় তাদেরকে সেই বিভিন্ন ভাবনার ফল দেওয়া অর্থাৎ সহযোগ দ্বারা অনুভব করানো - একেই বলে সেবা ভাব। শুধুমাত্র স্পীচ দিয়ে চলে এলে, অথবা গ্রুপে ব্যাখ্যা দিয়ে চলে এলে, কোর্স সম্পূর্ণ করে এলে, অথবা সেন্টার খুলে দিয়ে এলে, এটাকে সেবাভাব বলা যায় না। সেবা অর্থাৎ আত্মাদের প্রাপ্তির মেওয়া অনুভব করানো, এইরকম সেবার মধ্যেই তপস্যা আছে।

তপস্যার অর্থ তোমাদের শোনানো হয়েছে - দূঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা কোনও কার্য করা। যেখানে যথার্থ সেবাভাব আছে, সেখানে তপস্যার ভাব আলাদা নয়। ত্যাগ, তপস্যা, সেবা এই তিনের কস্মাইন্ড রূপ প্রকৃত সেবা, আর নামধারী সেবার ফল অল্পকালীন। যেখানেই সেবা সেখানেই অল্পকালের প্রভাবের ফল প্রাপ্ত হয় আর সমাপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ যত্ন আয় তত ব্যয়

। অল্পকালীন প্রভাবের ফলপ্রাপ্তির মহিমা অল্পকালের - তারা বলবে খুব ভালো ভাষণ হয়েছে, খুব ভালো করে কোর্স করানো হয়েছে, সেবার কাজ খুব ভালো হয়েছে। সুতরাং কারও 'ভালো-ভালো' বলায় অল্পকালের ফল লাভ হলো এবং যে বললো তারও অল্পকালের ফল লাভ হলো মহিমা শোনার জন্য। কিন্তু অনুভূতি করানো অর্থাৎ বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে দেওয়া, শক্তিশালী বানানো - এটাই প্রকৃত সেবা। প্রকৃত সেবায় ত্যাগ তপস্যা যদি না হয় তাহলে তা' শতকরা ৫০ ভাগ সেবাও হয় না, ২৫% সেবা হয়।

প্রকৃত সেবাধারীর লক্ষণ - ত্যাগ অর্থাৎ নম্রতা এবং তপস্যা অর্থাৎ এক বাবাতে নিশ্চয়ের এবং নেশার দৃঢ়তা থাকা। যথার্থ সেবা একেই বলে। বাপদাদা নিরন্তর প্রকৃত সেবাধারী হওয়ার জন্য বলেন। নামে সেবা অথচ নিজেই যদি ডিস্টার্ব হবে, অন্যকে ডিস্টার্ব করবে, তাহলে এমন ধরণের সেবা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য বাপদাদা বলছেন। এইরকম সেবা না করা ভালো, কারণ সেবার বিশেষ গুণ *সন্তুষ্টতা।* যেখানে সন্তুষ্টতা নেই, না নিজের প্রতি না সম্পর্কে থাকা কারও প্রতি, সেই সেবা না নিজেকে ফলের প্রাপ্তি করা, না অন্যদের। তার থেকে বরং প্রথমে নিজেকে সন্তুষ্টমণি বানিয়ে তারপরে সেবাতে আসবে, সেটাই ভালো। তা' নয়তো সূক্ষ্ম বোঝা অবশ্যই থাকবে। অনেক রকম বোঝা উড়তি কলায় বিঘ্নরূপ হয়ে যায়। বোঝা তোমরা বাড়াতে চাও না, নামাতে চাও - এইরকম যখন তোমাদের মনে হয়, তখন একান্তবাসী হওয়া বরং এর থেকে ভালো। কারণ একান্তবাসী হওয়াতে তোমরা স্ব পরিবর্তনে অ্যাটেনশন দেবে। সুতরাং বাপদাদা তপস্যা বিষয়ে যা বলছেন, তা' শুধু বসে বসে তপস্যা করার জন্য বলছেন না। তপস্যায় বসাও সেবাই। লাইট হাউজ, মাইট হাউজ হয়ে শান্তির শক্তির কিরণ দ্বারা বায়ুমন্ডল বানাও। তপস্যার সাথে মন্থা সেবা জুড়ে আছে, আলাদা নয়। নয়তো তোমরা কি রকম তপস্যা করবে! তোমরা তো শ্রেষ্ঠ আত্মা, ব্রাহ্মণ আত্মা হয়েই গেছ। এখন তপস্যা অর্থাৎ নিজে সর্বশক্তিতে সম্পন্ন হয়ে দৃঢ় স্থিতি, দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা বিশ্বের সেবা করা। শুধু বাণী দ্বারা সেবা, সেবা নয়। যেরকম সুখ-শান্তি পবিত্রতা একটার সঙ্গে আরেকটা সম্পর্কিত, ঠিক তেমনই ত্যাগ, তপস্যা, সেবা পারস্পরিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত। বাপদাদা, তপস্বী রূপ অর্থাৎ শক্তিশালী সেবাধারী রূপ হতে বলেন অর্থাৎ তপস্বী রূপের দৃষ্টিও সেবা করে। তার শান্তস্বরূপ চেহারাও সেবা করে, তপস্বী মূর্তির দর্শন মাত্রই প্রাপ্তির অনুভূতি হয়, সেইজন্য আজকাল দেখ যারা হঠ-তপস্যা করে তাদের দর্শনের জন্যও কতো ভিড় হয়! এটা তোমাদের তপস্যার প্রভাবের স্মরণিক, যা এখনও এই অন্ত পর্যন্ত চলে আসছে। সুতরাং বুঝেছ সেবা ভাব কাকে বলে! *সেবা ভাব অর্থাৎ সবার দুর্বলতা অন্তর্লীন করার ভাব। অন্যদের দুর্বলতার মোকাবিলা করার ভাব নয়, অন্তর্লীন করার ভাব। নিজে সহন করে অন্যকে শক্তি দেওয়ার ভাব, সেইজন্য সহনশক্তি বলা হয়। সহন করার অর্থ শক্তি দিয়ে কাউকে পূর্ণ করা, অন্যকে শক্তি দেওয়া। সহন করা মরণ নয়। কেউ কেউ ভাবে সহন করতে করতে তারা মরেই যাবে। তারা বলে, "আমাকে কি মরতে হবে নাকি!" কিন্তু এতো মরে যাওয়া নয়। এটা সবার হৃদয়ে সঞ্চেহে বেঁচে থাকা। বিরোধী যেমনই হোক, রাবণের থেকেও তেজিয়ান হোক, একবার নয় দশবারও যদি সহন করতেও হয়, তবুও সহনশক্তির ফল অবিনাশী আর মধুর হবে। তারাও অবশ্যই বদলে যাবে। তোমরা শুধু এই ভাবনা রেখো না যে আমি এত সহন করেছি, এও তো কিছু করবে! অল্পকালের ফলের ভাবনা রেখো না তোমরা। দয়াভাব রাখো - একেই বলে, 'সেবাভাব।'* সুতরাং এই বছর এইরকম প্রকৃত সেবার প্রমাণ দিয়ে সুপুত্রের অর্থাৎ সুযোগ্য হওয়ার লিষ্টে আসার গোল্ডেন চান্স দিচ্ছেন। এই বছর বাবা এটা দেখবেন না যে মেলা বা ফাংশন খুব ভালো করেছে। কিন্তু সন্তুষ্টমণি হয়ে সন্তুষ্টতার সেবায় সামনের দিকে নম্বর নিতে হবে। "বিঘ্ন বিনাশক" টাইটেলের বিজয় সেরিমনিতে পুরস্কার নিতে হবে। বুঝেছ! একেই বলা হয়ে থাকে "নষ্টমোহ স্মৃতিস্বরূপ।" সুতরাং এই ১৮ বছরের সমাপ্তিতে বিশেষ সম্পন্ন হওয়ার অধ্যায় স্ব-রূপে দেখাও। একেই বলা হয় "বাবা সমান হওয়া।" আচ্ছা!

যারা সদা ঝলমলে আধ্যাত্মিক নক্ষত্রের সন্তুষ্টতার তরঙ্গ ছড়ায়, সেই সন্তুষ্টমণি আত্মাদের, যারা সদা একই সময়ে নিজেদের ত্যাগ, তপস্যা, সেবা দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করে সেই প্রভাবশালী আত্মাদের, যারা সদা সর্ব আত্মাদের আধ্যাত্মিক ভাবনার আধ্যাত্মিক ফল দেয় সেই বীজ স্বরূপ বাবা সমান শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের সম্পন্ন হওয়ার জন্য বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাঞ্জাব তথা হরিয়ানা জোনের ভাই-বোনেদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

সদা নিজেদের অনড়, অটল আত্মা মনে করো? যে কোন ধরনের চাক্ষু্যকর পরিস্থিতিতে অনড় থাকা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদের লক্ষণ। দুনিয়া অস্থিরতায় হবে, কিন্তু তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মা অস্থিরতায় আসতে পারো না। কেন? ড্রামার প্রতিটা সীন তোমরা জানো। নলেজফুল আত্মারা, পাওয়ারফুল আত্মারা সদা নিজে থেকেই অনড় থাকে। সুতরাং বায়ুমন্ডল তো কখনো তোমাদের ভীত বানায় না! তোমরা সব নির্ভীক তো! শক্তির, তোমরা সবাই নির্ভীক? নাকি

অল্প অল্প ভয় লাগে ? কারণ এতো তোমরা প্রথমেই, স্থাপনার সময় থেকে জানো যে ভারতে সিভিল ওয়ার হওয়ারই আছে ! এটা শুরুর চিত্রেই তোমাদের দেখানো হয়েছে । সুতরাং যা দেখানো হয়েছে সেটা তো হতেই হবে, তাই না ! সিভিল ওয়ার হওয়াই ভারতের পার্ট, সেইজন্য নাথিং নিউ । সুতরাং নাথিং নিউ নাকি ঘাবড়ে যাও ? কি হলো, কীভাবে হলো, এটা হলো ... শক্তিশালী হয়ে সমাচার দেখলে এবং শুনলে ড্রামার পূর্ব নির্ধারিত ভবিষ্যৎ বোধগম্য হবে এবং অন্যদেরও শক্তি দেবে । এটাই তো তোমাদের সবার কাজ, তাই না ! দুনিয়ার লোকে ভীত হয় আর তোমরা সেই আত্মাদের শক্তি দিয়ে ভরিয়ে দাও । যে-ই সম্পর্কে আসবে, তাকে নিরন্তর শক্তির দান দাও ।

এখন অশান্তির সময়তেই শান্তি দেওয়ার সময় । তোমরা তো শান্তির মেসেঞ্জার । "শান্তি দূত" গাওয়া হয়েছে, তাই না ! সুতরাং তোমরা যখন যেখানেই থাকো, যেখানেই যাও, সদা নিজেদের শান্তির দূত মনে করে চলো । তোমরা শান্তির দূত, শান্তির সন্দেশ দাও, সেইজন্য নিজেরাও শান্তিস্বরূপ শক্তিশালী হবে আর অন্যদেরও দিতে থাকবে । তারা অশান্তি দেবে তোমরা শান্তি দাও । তারা আগুন দেবে তোমরা জল দাও । এটাই তোমাদের কাজ, তাই না ! একেই বলে, প্রকৃত সেবান্বী । সুতরাং এইরকম সময়ে এই সেবার আবশ্যিকতা আছে । শরীর তো বিনাশী, কিন্তু আত্মা শক্তিশালী, সুতরাং এক শরীর ছেড়ে দিলেও পরবর্তী শরীরে স্মরণের প্রালঙ্ক চলতে থাকে, সেইজন্য অন্যদের নিরন্তর অবিনাশী প্রাপ্তি করাতে থাক । তাহলে, তোমরা কারা ? শান্তির দূত । শান্তির মেসেঞ্জার, মাস্টার শান্তিদাতা, মাস্টার শক্তি দাতা । এই স্মৃতি সদা তোমাদের থাকে, তাই না ! সদা নিজেকে এই স্মৃতিতে এগিয়ে নিয়ে চলো । অন্যদেরও এগিয়ে নিয়ে চলো, এটাই সেবা । গভর্নমেন্টের কোনও নিয়ম যদি হয়, তাহলে সেটা পালন করতেই হয়, কিন্তু তোমরা সামান্য সময় পেলেও মন্সা দ্বারা, বাণী দ্বারা সেবা অবশ্যই করতে থাকো । এখন মন্সা সেবার তো খুবই প্রয়োজন, কিন্তু যখন তোমরা নিজেরাই শক্তিতে ভরপুর আছ, তখন তো তোমরা অন্যকে শক্তি দিতে পারবে । সুতরাং সদা শান্তি দাতার বাচ্চা শান্তি দাতা হও । তোমাদের দাতাও হতে হবে, বিধাতাও । চলতে -ফিরতে যেন স্মরণে থাকে - আমি মাস্টার শান্তি দাতা, মাস্টার শক্তি দাতা - এই স্মৃতিতে অনেক আত্মাকে ভাইব্রেশন দিতে থাকো । তখনই তাদের অনুভব হবে যে তারা তোমাদের সম্পর্কে আসায় শান্তি অনুভূত হচ্ছে । সেইজন্য এই বরদান মনে রাখো, বাবা সমান মাস্টার শান্তি দাতা, শক্তি দাতা হতে হবে । তোমরা তো সবাই বাহাদুর, তাই না ! অস্থির পরিস্থিতিতেও ব্যর্থ সঙ্কল্প হতে দিও না, কারণ ব্যর্থ সঙ্কল্প শক্তিশালী হতে দেবে না । কি হবে ! এইরকম হবে না তো ... এগুলো সব ব্যর্থ । যা হবে তা' শক্তিশালী হয়ে দেখ আর অন্যদেরও শক্তি দাও । এই সব সাইড সীনও আসবে । এটাও এক বাই প্লট, যা চলছে । বাইপ্লট মনে করে দেখ, তাহলে ঘাবড়ে যাবে না । আচ্ছা !

***বিদায়ের সময়* (অমৃতবেলা)**

এই সঙ্গমযুগ 'অমৃতবেলা' । পুরো সঙ্গমযুগই অমৃতবেলা হওয়ার কারণে সদা এই সময়ের মাহাত্ম্য গাওয়া হয়ে থাকে । সুতরাং পুরো সঙ্গমযুগই অর্থাৎ অমৃতবেলা অর্থাৎ ডায়মন্ড মর্নিং । বাবা সদা বাচ্চাদের সাথে আছেন আর বাচ্চারা বাবার সাথে, সেইজন্য অসীম ডায়মন্ড মর্নিং । বাপদাদা সদা বলতেই থাকেন, ব্যক্ত স্বরূপে ব্যক্ত দেশের হিসেবে আজও সব বাচ্চাকে সদা সাথে থাকার গুড মর্নিং বলো বা গোল্ডেন মর্নিং, অথবা ডায়মন্ড মর্নিং যা-ই বলো, তার সবই কিন্তু বাপদাদা সব বাচ্চাকে দিচ্ছেন । তোমরা নিজেরাও ডায়মন্ড আর মর্নিংও ডায়মন্ড, তোমাদের আরও ডায়মন্ড বানাতে হবে, সেইজন্য সদা বাবার সাথে হওয়ার গুড মর্নিং । আচ্ছা ।

বরদান:- পাঁচ তন্ত্র আর পাঁচ বিকারকে নিজের সেবান্বী বানিয়ে মায়াজিত স্বরাজ্য অধিকারী ভব*
সত্যযুগে যেমন বিশ্ব মহারাজা এবং বিশ্ব মহারানীর রাজ পোশাক (রাজ-ড্রেস) পিছন থেকে দাস-দাসীরা উঠিয়ে ধরে, সেইভাবেই সঙ্গমযুগে তোমরা সব বাচ্চা যখন মায়াজিত স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে টাইটেলস রুপী ড্রেসে সুসজ্জিত থাকবে তখন এই পাঁচ তন্ত্র আর পাঁচ বিকার তোমাদের ড্রেস পিছন থেকে বহন করবে অর্থাৎ অধীন হয়ে চলবে । সেইজন্য দূত সঙ্কল্পের বেল্ট দ্বারা সব টাইটেলের ড্রেস টাইট করো, বিভিন্ন ড্রেস আর শৃঙ্গারের সেট দ্বারা সাজগোজ করে বাবার সাথে থাকো, তাহলে এই বিকার বা তন্ত্র পরিবর্তিত হয়ে সহযোগী সেবান্বী হয়ে যাবে ।

স্লোগান:- যে গুণ বা শক্তির বর্ণন করো তার অনুভবে হারিয়ে যাও । অনুভবই হল সবচেয়ে বড় অথরিটি ।*

26-10-2020 প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:-** প্রশ্ন :- তোমাদের অর্থাৎ মহাবীর বাচ্চাদের কোন্ বিষয়ে পরোয়া করতে হবে না ? শুধুমাত্র কোন্ চেকিং করে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে হবে ?
- *উত্তর:-** উত্তর :- যদি কেউ পবিত্র হওয়ার পথে বিঘ্ন ঘটায় তবে তোমরা তার পরোয়া কোরো না। শুধু চেক করো যে, আমি কি মহাবীর ? আমি নিজেই নিজেকে প্রবঞ্চনা করি না তো ? অসীম জগতের বৈরাগ্য কি থাকে ? আমি নিজের সমান (অন্যদের) তৈরী করি কি ? আমার মধ্যে ক্রোধ নেই তো ? যা অন্যান্যদের বলি তা স্বয়ং করি কি ?
- *গীত:-** গীত :- তোমায় পেয়ে আমরা, পেয়েছি যে সমগ্র ভুবন / ভূমি তো ভূমি, পেয়েছি সম্পূর্ণ গগন.....

ওম্ শান্তি । এখানে বলার কিছু নেই, এ হলো বোঝার বিষয়। মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা বুঝতে পারছে যে, আমরা পুনরায় দেবতা হতে চলেছি। সম্পূর্ণ নির্বিকারী হচ্ছি। বাবা এসে বলেন -- বাচ্চা, কাম-বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত কর অর্থাৎ পবিত্র হও। বাচ্চারা গান শুনেছে। এখন পুনরায় বাচ্চাদের স্মৃতি ফিরে এসেছে যে --- আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না, ওখানে অন্য কেউ ছিনিয়ে নেওয়ার মতন থাকেই না। তাকে বলা হয় অদ্বৈত-রাজ্য। পরে আবার রাবণ-রাজ্য অন্যের হয়। এখন তোমরা বুঝতে পারছো। বোঝাতেও হবে এভাবে। আমরা পুনরায় শ্রীমতানুসারে ভারতকে নির্বিকারী করছি। সর্বোচ্চ ভগবান সবই বলেন। ওঁনাকেই বাবা বলা হয়। তাই একথা বোঝাতেও হবে, লিখতেও হবে যে ভারত সম্পূর্ণ নির্বিকারী স্বর্গ ছিল, সে-ই এখন বিকারী নরক হয়ে গেছে। পুনরায় আমরা শ্রীমতানুসারে ভারতকে স্বর্গে পরিনত করছি। বাবা যা বলেন তা নোট করে পরে তার উপর বিচারসাগর মন্ডন করে লেখায় সহায়তা করা উচিত। এমন কি-কি লেখা যায় যাতে বোঝে যে ভারত অবশ্যই স্বর্গ ছিল ? রাবণের রাজ্য ছিল না। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে -- এখন বাবা আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের নির্বিকারী করছেন। প্রথমে নিজেকে দেখতে হবে -- আমি নির্বিকারী হয়েছি কি ? ঈশ্বরকে আমি ঠকাই না তো ? এমন নয় যে, ঈশ্বর আমাদের দেখছেন নাকি! তোমাদের মুখ থেকে এরকম শব্দ বেরোতে পারে না। তোমরা জানো, পবিত্রকারী পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা। ভারত যখন নির্বিকারী ছিল তখন স্বর্গ ছিল। এই দেবতারা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী, তাই না! যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা হবে, তবেই তো সমগ্র ভারতকে স্বর্গ বলা হয়, তাই না! আর এখন নরক। এই ৮৪ জন্মের সিঁড়ি অত্যন্ত সঠিক জিনিস। কেউ ভালো হলে তাকে উপহার-স্বরূপ দিতে পারা যায়। গণ্যমান্য ব্যক্তির বড়-বড় উপহার পায়, তাই না! যারা আসে তোমরাও তাদেরকে বুঝিয়ে এরকম ধরণের উপহার দিতে পারো। দেওয়ার জন্য জিনিস সর্বদা প্রস্তুত করা থাকে। তোমাদের কাছেও নলেজ রেডী থাকা উচিত। সিঁড়িতে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছি -- তা স্মরণে রাখা উচিত। এ হলো বুঝবার মতন বিষয়, তাই না! অবশ্যই যারা প্রথমে এসেছে তারাই ৮৪ জন্ম নিয়েছে। বাবা ৮৪ জন্ম বলে পুনরায় বলেন -- আমি এঁনার ৮৪ জন্মের অন্তে এই সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। পুনরায় এঁনার নাম রাখি ব্রহ্মা। এঁনার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করি। তা নাহলে ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আনবো। ব্রহ্মার বাবার কথা কেউ শুনেছে কি ? অবশ্যই ভগবানই বলবে। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুকে সূক্ষ্মলোকে দেখানো হয়। বাবা তো বলেন, এঁনার ৮৪ জন্মের অন্তে আমি প্রবেশ করি। দওক(অ্যাডপ্ট) নিলে নামা বদল করে দেওয়া হয়। সন্ন্যাসও করানো হয়। সন্ন্যাসীও যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে, ততক্ষণও তো সব ভুলে যায় না, স্মরণে অবশ্যই থাকে। তোমাদেরও স্মরণে থাকবে কিন্তু তোমাদের এদের প্রতি বৈরাগ্য আসবে কারণ তোমরা জানো যে, এসব কবরে চাপা পড়ে যাবে, তাহলে আমরা তাদের কেন স্মরণ করবো। জ্ঞানের মাধ্যমে সঠিকভাবে সবকিছু বুঝতে হবে। ওরাও(সন্ন্যাসী) জ্ঞানের দ্বারাই ঘর-বাড়ী ত্যাগ করেছেন। তাদের জিজ্ঞাসা করা হোক, ঘর-বাড়ী কিভাবে ত্যাগ করেছো তারা বলবে না। তখন তাদের যুক্তিযুক্তভাবে বলা হয় যে -- তোমাদের বৈরাগ্য কিভাবে এসেছে, আমাদের বলা তাহলে আমরাও এরকম করবো। তোমরা প্রলোভন দেখাও যে পবিত্র হও, এছাড়া তোমাদের সবকিছুই স্মরণে থাকে। ছোট থেকে নিয়ে সবকিছুই বলতে পারো। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। কিরকম সব ড্রামার অ্যাক্টরস্ যারা ভূমিকা পালন করতে এসেছে। এখন সকলের কলিযুগীয় কর্মবন্ধন ছিল হবে। পুনরায় যাবে শান্তিধাম। ওখান থেকে আবার সকলের নতুন কর্মসম্বন্ধ জুড়বে। বোঝানোর মতন পয়েন্টস্ও বাবা ভাল-ভাল দিতে থাকেন। এই ভারতবাসীরাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বী ছিল, তখন নির্বিকারী ছিল, পুনরায় ৮৪ জন্ম পরে বিকারী হয়ে গেছে। এখন পুনরায় নির্বিকারী হতে হবে। কিন্তু পুরুষার্থ

করানোর কেউ তো চাই। এখন বাবা তোমাদের বলেছেন। বাবা বলেন -- তোমরা হলে তারাই, তাই না! বাচ্চারাও বলে, বাবা তুমিও সে-ই আছো। বাবা বলেন, কল্প-পূর্বেও তোমাদের পড়িয়ে রাজ্য-ভাগ্য দিয়েছিলাম। প্রতি কল্পে এইরকমই করবো। ড্রামায় যা কিছু হয়েছে, বিঘ্ন ঘটেছে, তবুও পড়বো। জীবনে যা-যা ঘটে, স্মরণে তো থাকে, তাই না! এঁনার তো সবই স্মরণে রয়েছে। তিনি বলতেন, গ্রামের ছেলে ছিলাম বৈকুণ্ঠের মালিক হয়েছি। বৈকুণ্ঠে গ্রাম থাকবে কিকরে, সে তো তোমরা এখন জানো। এইসময় তোমাদের জন্যও এই পুরানো দুনিয়া হলো গ্রাম, তাই না! কোথায় বৈকুণ্ঠ, আর কোথার এই নরক। মানুষ বড়-বড় অট্টালিকা, বিন্ডিং ইত্যাদি দেখে মনে করে এটাই স্বর্গ। বাবা বলেন, এ তো সব মাটি, পাথর এর কোনো মূল্য নেই। সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য হয় হীরের। বাবা বলেন, বিচার করো সত্যযুগে তোমাদের সোনার মহল কেমন ছিল। ওখানে সব খনি ভরপুর থাকত। প্রচুর সোনা ছিল। তাহলে বাচ্চাদের কত খুশী থাকা উচিত। কোনো সময় বিষন্নতা এলে তখন বাবা বলেন -- এমন অনেক রেকর্ড(গান) রয়েছে যা তোমাদের খুশী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে আনবে। সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে চলে আসে। তোমরা বোঝ যে, বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করে দেন। তা কখনও কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। আধাকল্পের জন্য আমরা সুখধামের মালিক হয়ে যাই। রাজার সন্তান মনে করে যে, আমরা এই পার্থিব জগতের রাজত্বের উত্তরাধিকারী। বাবা স্বর্গ স্থাপন করছেন, আমরা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকারী হয়ে যাবো। কত খুশী হওয়া উচিত। যাঁর উত্তরাধিকারী হবে তাঁকেও অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। স্মরণ ব্যতীত তো উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। স্মরণ করলে পবিত্র হবে তবেই উত্তরাধিকারী হতে পারবে। তোমরা জানো, শ্রীমতানুসারে আমরা বিশ্বের মালিক, দ্বিমুকুটধারী হয়ে যাই। জন্মের পর জন্ম আমরা রাজত্ব করবো। ভক্তিমার্গে মানুষ হয় বিনাশী দান-পুণ্য। তোমাদের হলো অবিনাশী জ্ঞান-ধন। তোমরা কত বড় লটারী পাও। কর্ম অনুসারেই ফল প্রাপ্ত হয়, তাই না! কেউ বড় রাজার সন্তান হলে তখন সেটাকে বড় পার্থিব জগতের লটারী বলা হবে। সিঙ্গেল তাজধারীরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারে না। দ্বিমুকুটধারী বিশ্বের মালিক তোমরা হও। সেইসময় দ্বিতীয় কোন রাজত্ব বা রাজ্য থাকেই না। অন্যান্য ধর্ম পরে আসে। তারা যখন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হবে তখন প্রথমে আসা রাজারা বিকারের হয়ে যাওয়ার জন্য মতানৈক্যের কারণে টুকড়ো-টুকড়ো হয়ে আলাদা হয়ে যায়। প্রথমে তো সমগ্র বিশ্বে একটিই রাজ্য ছিল। ওখানে এমন বলা হবে না যে, এ হলো গত জন্মের কর্মের ফল। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাচ্ছেন। যে যেমন-যেমন কর্ম করবে, সার্ভিস করবে, সে পরিবর্তে(রিটার্নে) তেমনই ফল প্রাপ্ত করবে। ভাল কর্মই করতে হবে। কেউ কর্ম করে কিন্তু বুঝতে পারে না, তার জন্য শ্রীমত নিতে হবে। প্রতি মুহূর্তে পত্রের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করতে হবে। এখন এই যে প্রাইম মিনিষ্টার রয়েছে, তোমরা মনে করো তার কাছে কত পোস্ট(চিঠিপত্র) আসে। কিন্তু সে তো তা একলা পড়ে না। তার কাছে অনেক সেক্রেটারি ইত্যাদি রয়েছে, তারাই সব পোস্টগুলো দেখে। যেগুলো অত্যন্ত জরুরী হবে সেগুলোই পাস করে প্রাইম মিনিষ্টারের টেবিলে রাখবে। এখানেও এরকম হয়। প্রধান-প্রধান চিঠি উত্তর তৎক্ষণাৎ দিয়ে দেবে, বাকিগুলোর জন্য স্মরণ-স্নেহ (ইয়াদ-প্যায়ার) লিখে দেয়। এক-একজনকে আলাদা-আলাদা করে বসে পত্র লিখবে এমন তো হতে পারে না। বড় মুশকিল। বাচ্চারা কত খুশী হয় -- আহা! আজ অসীম জগতের পিতার চিঠি এসেছে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা রেসপন্ড করে। বাচ্চারা অত্যন্ত খুশী হয়। সর্বাপেক্ষা অধিক গদ-গদ(খুশী) হয় সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ মাতারা(বাঁধেলীরা)। আহা! আমরা বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছি, অসীম জগতের পিতা আমাদের কেমন চিঠি লেখে। নয়নে বসিয়ে রাখে। অজ্ঞানকালে স্বামীকে যারা পরমাত্মা মনে করে তাদের স্বামীদের চিঠি এলে, তাতে চুশ্বন করে। তোমাদের মধ্যেও বাপদাদার পত্র দেখে অনেক বাচ্চারা অত্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে যায়। প্রেমাত্ম আসে। চুশ্বন করবে, নয়নে রেখে দেবে। অতি প্রেম-পূর্বক পত্র(চিঠি) পড়ে। সংসার-জালে আবদ্ধ মাতারাও কেউ কম কি? অনেক বাচ্চাদের উপর মায়া বিজয়প্রাপ্ত করে নেয়। কেউ আবার বোঝে যে, আমাকে তো পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। ভারত নির্বিকারী ছিল, তাই না! এখন বিকারী। তোমাদেরও তো এই পরিকল্পনা রয়েছে, তাই না! গীতার যুগ চলছে। গীতার পুরুষোত্তম যুগেরই গায়ন করা হয়। তোমরা লিখেছোও এমনভাবে -- এ হলো গীতার পুরুষোত্তম যুগ। যখন পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে নতুন হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে -- অসীম জগতের পিতা যিনি আমাদের শিক্ষকও, আমরা তাঁর কাছ থেকে রাজযোগ শিখছি। ভালভাবে পড়লে দ্বিমুকুটধারী হবে। কত বড় স্কুল। রাজত্ব স্থাপন হয়। প্রজাও অবশ্যই অনেকপ্রকারের হবে। রাজত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যারা স্বল্পজ্ঞান প্রাপ্ত করবে তারা পরে আসবে। যারা যেমন পুরুষার্থ করবে তারা তেমনভাবেই প্রথম থেকে ক্রমে-ক্রমে আসতে থাকবে। এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত খেলা(ড্রামা)। এই নাটকের চক্র পুনরাবৃত্ত হয়, তাই না! এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। বাবা বলেন, পবিত্র হও। এরমাঝে যদি কেউ বিঘ্ন ঘটায় তাহলে পরোয়া করা উচিত নয়। এক টুকরো রুটি তো পাওয়া যাবে, তাই না! বাচ্চাদের পুরুষার্থ করা উচিত তবেই স্মরণে থাকবে। বাবা ভক্তিমার্গের উদাহরণ দেন -- পূজার সময় বুদ্ধিযোগ বাইরে চলে যেত, তখন নিজের কান ধরতেন, চড় মারতেন। এখন এ হলো জ্ঞান। এরমধ্যেও মুখ্য কথা(বিষয়) হলো স্মরণের। স্মরণে না থাকলে নিজেকে চড় মারা উচিত। মায়া কেন আমার উপর বিজয়প্রাপ্ত করে। আমি কি এতই কাঁচা। আমারই তো এর(মায়া) উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে। নিজেকে ভালভাবে সুরক্ষিত করতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো -- আমি

কি এতখানি মহাবীর হয়েছি ? অন্যান্যদেরকেও মহাবীরে পরিনত করার পুরুষার্থ করতে হবে। যত অধিকজনকে নিজের সমান করতে পারবে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। নিজের রাজ্য-ভাগ্য পাওয়ার জন্য রেস করতে হবে। যদি আমাদের মধ্যেই ক্রোধ থাকে তবে অন্যদের কিভাবে বলবে যে, ক্রোধ করা উচিত নয়। সত্য (কথা) আমি তো হলো না, তাই না! লজ্জা পাওয়া উচিত। অন্যদের বোঝায় আর তারা উষ্ণে (পদলাভ) উঠে যায়, আমরা নীচে রয়ে যাই, এও কি কোনো পুরুষার্থ হলো ! (পন্ডিতের গল্প) বাবাকে স্মরণ করতে-করতেই তোমরা বিষয়সাগর থেকে ক্ষীরসাগরে চলে যাও। বাকি এ'সব উদাহরণ বাবা বসে বোঝান, যা পুনরায় ভক্তিমাৰ্গে পুনরাবৃত্ত(রিপীট) করা হয়। ভ্রমরীর উদাহরণও রয়েছে। তোমরা ব্রাহ্মণী হও, তাই না! -- বি.কে., এ তো সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কোথায় ? অবশ্যই এখানে হবে, তাই না! ওখানে(সূক্ষ্মলোকে) হবে কি, না তা হবে না। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক হাশিয়ার হতে হবে। বাবার পরিকল্পনা আছে মানুষকে দেবতায় পরিনত করার। বোঝানোর জন্য এই চিত্রও রয়েছে। এতে লেখাও সেরকমই হওয়া উচিত। গীতার ভগবানের এই প্ল্যান, তাই না! আমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা হলাম কেশ-শিখা(টিকি)। একি একজনের কথা নাকি! প্রজাপিতা ব্রহ্মা যখন, তখন কেশ-শিখা তো ব্রাহ্মণদের হলো, তাই না! ব্রহ্মাই হলেন ব্রাহ্মণদের পিতা। এসময় বড় গভীর আত্মীয়-পরিজন অর্থাৎ পরিবার হবে, তাই না। পরে আবার তোমরা দৈবী-পরিবারে আসবে। এইসময় তোমরা অত্যন্ত খুশী হও কারণ তোমরা লটারি পাও। তোমাদের অনেক নাম হয়। বন্দে মাতরম্, তোমরা তো শিবের শক্তিসেনা, তাই না! ও'সব তো হলো মিথ্যা। অনেক হওয়ার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তাই রাজধানী স্থাপন করতে পরিশ্রম হয়। বাবা বলেন -- এই ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত। এতে আমারও ভূমিকা রয়েছে। আমি হলাম সর্বশক্তিমান। আমায় স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণকারী অর্থাৎ চুম্বক হলেন শিববাবা, তিনিই হন উচ্চ থেকে উচ্চতম। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সদা এই নেশা বা খুশীতে থাকতে হবে যে, আমরা ২১ জন্মের জন্য অসীম জগতের বাবার উত্তরাধিকারী হয়েছি। যাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছি তাঁকে স্মরণও করতে হবে আর পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে।

২) বাবা যে শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাচ্ছেন সেই কর্মই করতে হবে। শ্রীমত গ্রহণ করে যেতে হবে।

বরদান:- বরদান :- মন্সার(মনের) উপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিয়ে উত্তরণ কলার (চড়তী) অনুভাবী বিশ্ব-পরিবর্তক ভব
এখন শেষসময়ে মন্সার দ্বারাই বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত হতে হবে। তাই এখন মন্সার একটি সঙ্কল্পও যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তবে অনেককিছু হারিয়ে ফেলবে। একটি সঙ্কল্পকেও সাধারণ কথা মনে করবে না, বর্তমান সময়ে সঙ্কল্পের অস্থিরতাও বড় অস্থিরতা হিসেবে গণ্য হবে। কারণ এখন সময় বদলে গেছে, পুরুষার্থের গতিও বদলে গেছে। তাই সঙ্কল্পেই ফুলস্টপ চাই। যখন মন্সার উপর এতখানি অ্যাটেনশন থাকবে তখন উত্তরণের কলার দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তক হতে পারবে।

স্লোগান:- স্লোগান :- কর্মে যোগের অনুভব হওয়া অর্থাৎ কর্মযোগী হয়ে যাওয়া।

27-10-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- প্রশ্ন :- কোন অ্যাক্ট বা পুরুষার্থ এখনই চলে, সারা কল্পে নয় ?

*উত্তর:- উত্তর :-- স্মরণের যাত্রায় থেকে প্রত্যেক আত্মাকে পাবন বানানোর পুরুষার্থ, সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র বানানোর অ্যাক্ট সম্পূর্ণ কল্পে এই সঙ্গম সময়েই চলে । এই অ্যাক্ট প্রতি কল্পে রিপিট হয় । বাচ্চারা, তোমরা এই অনাদি অবিনাশী ড্রামার আশ্চর্য রহস্যকে বুঝতে পারো ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের বাবা বসে তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝান, তাই আত্মারূপী বাচ্চাদের দেহী অভিমানী বা আত্মিক অবস্থাতে নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বসতে বা শুনতে হবে । বাবা বুঝিয়েছেন যে - আত্মাই এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা শোনে, এইকথা দৃঢ়ভাবে স্মরণে রেখো । সদগতি আর দুর্গতির এই চক্র তো প্রত্যেকের বুদ্ধিতে থাকাই উচিত, যাতে জ্ঞান আর ভক্তি সব এসে যায় । চলতে - ফিরতে একথা যেন বুদ্ধিতে থাকে যে, জ্ঞান আর ভক্তি, সুখ আর দুঃখ, দিন আর রাতের খেলা কিভাবে চলতে থাকে । আমরা ৮৪ জন্মের জন্য অভিনয় করি । বাবার স্মরণ থাকে, তাই বাচ্চাদেরও স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করান, এতে তোমাদের বিকর্মও বিনাশ হয়, আর তোমরা রাজ্যও পাও । তোমরা জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হয়ে যাবে । কেউ যেমন পুরানো বাড়ীতে থাকলে, নতুন বাড়ী তৈরী করলে মন থেকে নিশ্চিত হয় যে - এখন আমরা নতুন বাড়ীতে যাবো । তবুও বাড়ী বানানোতে দু বছরও লেগে যায় । নতুন দিল্লীতে যেমন গভর্নমেন্ট হাউস ইত্যাদি তৈরী হয়, তখন অবশ্যই গভর্নমেন্ট বলবে আমরা ট্রান্সফার হয়ে নতুন দিল্লীতে যাবো । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, অসীম জগতের এই সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন পুরানো । এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে । বাবা যুক্তি বলে দেন - তেমন তেমন যুক্তিতে বুদ্ধিকে স্মরণের যাত্রায় লাগাতে হবে । আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই সুইট হোমকে স্মরণ করতে হবে, যার জন্য মানুষ মাথা খুঁটে মরে । এও বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, এই দুঃখধাম এখন শেষ হয়ে যাবে । যদিও তোমরা এখন এখানে আছো, তবুও তোমাদের এই পুরানো দুনিয়া পছন্দ নয় । আমাদের আবার নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে । যদিও সামনে কিছুই চিত্র নেই, তবুও তোমরা বুঝতে পারো যে, এখন পুরানো দুনিয়ার অন্তিম সময় । এখন আমরা নতুন দুনিয়াতে যাবো । ভক্তিমার্গের তো কতো চিত্র আছে । তার তুলনায় তোমাদের তো কতো অল্প । তোমাদের এ হলো জ্ঞান মার্গের চিত্র, আর ওইসব হলো ভক্তিমার্গের । চিত্রের উপরই সম্পূর্ণ ভক্তি হয় । তোমাদের তো এখন আসল চিত্র, তাই তোমরা বোঝাতে পারো - ভুল কি আর ঠিক কি । বাবাকে বলা হয় নলেজফুল । তোমাদের এই জ্ঞান আছে । তোমরা জানো যে, আমরা সম্পূর্ণ কল্পে কতবার জন্ম নিয়েছি । এই চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে । তোমাদের নিরন্তর বাবার স্মরণ আর এই জ্ঞানে থাকতে হবে । বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ রচনা আর রচয়িতার জ্ঞান দান করেন । তাই বাবারও স্মরণ থাকে । বাবা বুঝিয়েছেন যে - আমি তোমাদের বাবা, টিচার এবং সঙ্গী । তোমরা কেবল এই বোঝাও যে - বাবা বলেন, তোমরা আমাকে পতিত পাবন, উদ্ধারকর্তা, গাইড বলা, তাই না । কোথাকার গাইড ? শান্তিধাম, মুক্তিধামের । ওখান পর্যন্ত বাবা নিয়েই যাবেন । বাবা বাচ্চাদের পড়িয়ে, শিখিয়ে, ফুল বানিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে ছাড়বেন । বাবা ছাড়া তো আর কেউই নিয়ে যেতে পারবে না, যতই যেই তত্ত্ব জ্ঞানী বা ব্রহ্ম জ্ঞানী হোক না কেন । ওরা মনে করে আমরা ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবো । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, শান্তিধামে হলো আমাদের ঘর । ওখানে গিয়ে আমরা প্রথম দিকে নতুন দুনিয়াতে আসবো । ওরা সব পরের দিকে আসবে । তোমরা জানো যে, কিভাবে নম্বর অনুযায়ী সব ধর্ম আসে । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে কাদের রাজ্য । তাদের ধর্ম, শাস্ত্র কি ? সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীদের তো একটাই শাস্ত্র, কিন্তু ওই গীতা কোনো প্রকৃত গীতা নয়, কারণ তোমরা যে জ্ঞান পাও তা এখানেই শেষ হয়ে যায় । ওখানে কোনো শাস্ত্র থাকে না । দ্বাপর থেকে যে ধর্ম আসে, তাদের শাস্ত্র চলতে থাকে । তাই চলে আসছে । এখন আবার যখন এক ধর্মের স্থাপনা হয়, তখন বাকি সব বিনাশ হয়ে যাবে । মানুষ বলতে থাকে, এক রাজ্য, এক ধর্ম, এক ভাষা, এক মত হোক । তা তো একের দ্বারাই স্থাপন হতে পারে । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত সমস্ত জ্ঞান আছে । বাবা বলেন যে, এখন তোমরা পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । তোমাদের পতিত হতে অর্ধেক কল্প সময় লেগেছে । বাস্তবে সম্পূর্ণ কল্পে এই স্মরণের যাত্রা তোমরা এখনই শেখো । ওখানে এইসব নেই । দেবতারা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করে না । ওরা প্রথমে এখান থেকে রাজযোগ শিখে পবিত্র হয়ে যায় । ওকে বলা হয় সুখধাম । তোমরা জানো যে, সম্পূর্ণ কল্পে আমরা কেবল এখনই স্মরণের যাত্রার পুরুষার্থ করি । তারপর পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর জন্য এই পুরুষার্থ অথবা যেই অভিনয় চলে - আবার পরের কল্পে রিপিট হবে । চক্র তো তোমরা ঘুরবেই, তাই না । তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা

আছে যে - এ হলো নাটক, সমস্ত আত্মারয় পাটধারী, যাদের মধ্যে অবিনাশী পাট ভরা আছে । ওই ড্রামা যেমন চলতে থাকে কিন্তু ওই ফিল্ম ঘষে পুরানো হয়ে যায় । এ হলো অবিনাশী ড্রামা । এও আশ্চর্যের । কতো ছোটো আত্মার মধ্যে সমস্ত পাট ভরা আছে । বাবা তোমাদের কতো গুহ্য - গুহ্য, সূক্ষ্ম কথা বোঝাতে থাকেন । এখনো যদি কেউ শোনে তাহলে বলবে, তোমরা এ তো খুব আশ্চর্যের কথা বোঝাও । আত্মা কি, তা এখন বুঝেছো । শরীরকে তো সবাই বুঝতে পারে । ডাক্তাররা তো মানুষের হাট বের করে বাইরে রাখে, আবার জায়গা মতো লাগিয়ে দেয়, কিন্তু আত্মার কথা কেউই জানে না । আত্মা কিভাবে পতিত থেকে পাবন হয়, একথাও কেউ জানে না । পতিত আত্মা, পবিত্র আত্মা, মহান আত্মা, বলা হয়, তাই না । সবাই ডাকতে থাকে যে, হে পতিত পাবন, তুমি এসে আমাকে পবিত্র বানাও, কিন্তু আত্মা কিভাবে পবিত্র হবে -- তার জন্য চাই অবিনাশী সার্জন । আত্মা তাঁকেই ডাকে, যিনি পুনর্জন্ম রহিত । আত্মাকে পবিত্র বানানোর ওষুধ একমাত্র তাঁর কাছেই আছে । তাই বাচ্চারা, তোমাদের খুশীতে রোমাঞ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত -- ভগবান তোমাদের পড়ান, অবশ্যই তিনি তোমাদের ভগবান - ভগবতী তৈরী করবেন । ভক্তিমার্গে এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে ভগবান - ভগবতী বলা হয় । তাই যথা রাজা - রানী তথা প্রজা থাকবে, তাই না । বাবা তোমাদের নিজের সমান পবিত্র বানান । তিনি জ্ঞানের সাগরও বানান, তারপর নিজের থেকেও বেশী, বিশ্বের মালিক বানান । পবিত্র, অপবিত্রের সম্পূর্ণ অ্যাক্ট তোমাদেরই করতে হয় । তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন আবার নতুন করে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপনা করতে । যার জন্য বলা হয়, এই ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গিয়েছে । এর উদাহরণ বটের বৃক্ষের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে । শাখা অনেক বের হয়, কিন্তু কাণ্ড নেই । এও কতো ধর্মের শাখা বের হয়েছে, ফাউণ্ডেশন দেবতা ধর্ম আর নেই । প্রায় লোপ হয়ে গেছে । বাবা বলেন যে, সেই ধর্ম আছে কিন্তু ধর্মের নাম ঘুরিয়ে দিয়েছে । পবিত্র না হওয়ার কারণে নিজেদের দেবতা বলে পরিচয় দিতে পারে না । আর এই না থাকার কারণেই বাবা এসে আবার রচনা করেন । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা পবিত্র দেবতা ছিলাম । এখন পতিত হয়ে গেছি । প্রতিটা জিনিসই এভাবে হয় । বাচ্চারা, তোমাদের এই কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় । প্রথম মুখ্য লক্ষ্য হলো বাবাকে স্মরণ করার, যেই স্মরণে তোমাদের পবিত্র হতে হবে । সবাই এমন কথা বলে যে, আমাকে পবিত্র করো । এমন বলবে না যে, আমাকে রাজা - রানী করো বাচ্চারা, তোমাদের তাই অত্যন্ত নেশা থাকা উচিত তোমরা তো জানো যে, আমরা ভগবানের সন্তান । এখন তোমাদের অবশ্যই উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত । কল্প - কল্প তোমরা এই অভিনয় করে এসেছো । এই বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে বাবা চিত্র দেখিয়েও বুঝিয়েছেন যে, এ হলো সদগতির চিত্র । তোমরা মুখেও বোঝাও আবার চিত্র দেখিয়েও বোঝাও । তোমাদের এই চিত্রের মধ্যে সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য এসে যায় । বাচ্চারা, যারা সেবা করে, তারা নিজের সমান বানাতে থাকে । নিজে পড়ে অন্যকে পড়ানোর চেষ্টা করা উচিত । যতো বেশী পড়বে, তত উঁচু পদ পাবে । বাবা বলেন যে, আমি তো চেষ্টা করাই কিন্তু ভাগ্যেও তো থাকা চাই, তাই না । প্রত্যেকেই ড্রামা অনুসারে পুরুষার্থ করতে থাকে । এই ড্রামার রহস্যও বাবাই বুঝিয়ে বলেছেন । বাবা যেমন বাবাও, তেমনই টিচারও । সাথে করে নিয়ে যাওয়ার মতো প্রকৃত সদগুরুও তিনিই । বাবা হলেন অকালমূর্ত । আত্মার এ হলো আসন, যার দ্বারা আত্মা অভিনয় করে । তাই বাবারও তো অভিনয় করার জন্য, সদগতি করার জন্য আসন চাই, তাই না । বাবা বলেন, আমাকে সাধারণ শরীরেই আসতে হবে । আড়ম্বর কিছুই রাখতে পারি না । ওই গুরুদের অনুসরণকারীরা গুরুদের জন্য সোনার সিংহাসন, মহল ইত্যাদি বানায় । তোমরা কি বানাতে ? তোমরা তো বাচ্চাও, আবার স্টুডেন্টও । তাহলে তোমরা তাঁর জন্য কি করবে ? কোথায় বানাতে ? ইনি তো সাধারণ, তাই না । বাবা বাচ্চাদের এও বোঝান যে - তোমরা পতিতাদেরও সেবা করো । গরীবদেরও তো উদ্ধার করতে হবে । বাচ্চারা চেষ্টাও করে, তারা বেনারসেও গিয়েছে । ওদের যদি তোমরা উদ্ধার করো, তাহলে বলবে যে - বাহ বিকেরা তো জাদু করে, পতিতাদেরও জ্ঞান দান করে । তাদেরও বোঝাতে হবে যে, তোমরা এখন এই কাজ ছেড়ে শিবালয়ের মালিক হও । এই জ্ঞান শিখে তারপর অন্যদেরও শেখাও । পতিতারও তখন অন্যদের শেখাতে পারে । শিখে যখন বুদ্ধিমান হয়ে যাবে তখন নিজের অফিসারদেরও বোঝাবে । হলে চিত্র আদি রেখে বসে যদি বোঝাও, তখন সবাই বলবে যে - বাঃ, পতিতাদেরও শিবালয়বাসী বানানোর জন্য বি. কে'রা নিমিত্ত হয়েছে । বাচ্চাদের এই সেবার জন্য ইচ্ছা থাকা উচিত । তোমাদের উপর অনেক দায়িত্ব । অহল্যা, কুন্ডা, ভিলনী, গণিকা, এদের সকলকে উদ্ধার করতে হবে । এমন মহিমাও আছে যে, সাধুদেরও উদ্ধার করা হয়েছিলো । এ তো বুঝতেই পারো যে, সাধুদের উদ্ধার হবে পরের দিকে । এখনই যদি তাঁরা তোমাদের হয়ে যায়, তাহলে তো ভক্তিমার্গ সমাপ্ত হয়ে যাবে । তখন আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে । সন্ন্যাসীরাও তাঁদের আশ্রম ছেড়ে দেবে এই বলে যে - ব্যস্, আমরা হেরে গেছি । এ পরের দিকে হবে । বাবা নির্দেশ দেন - তোমরা এমন এমন করো । বাবা তো বাইরে কোথাও যেতে পারেন না । বাবা বলবেন, বাচ্চাদের কাছে গিয়ে শেখো । বোঝানোর যুক্তি তো তিনি সব বাচ্চাদের বলতেই থাকেন । তোমরা এমন কাজ করে দেখাও যে, মানুষের মুখ থেকে বাহ বাঃ শব্দ বের হয় । এমন গায়নও আছে যে, শক্তির মধ্যে ভগবানই জ্ঞান বাণ ভরেছিলেন । এ হলো জ্ঞান বাণ । তোমরা জানো যে, এই বাণ তোমাদের এই দুনিয়া থেকে ওই দুনিয়ায় নিয়ে যায় । তাই বাচ্চারা, তোমাদের অনেক বিশাল বুদ্ধির হতে হবে । এক জায়গায় যদি তোমাদের নাম হয়, গভর্নমেন্ট যদি

জানতে পারে তাহলে অনেক প্রভাব পড়বে। এক জায়গা থেকেই যদি পাঁচ - সাতজন ভালো অফিসার্স বের হয় তাহলে খবরের কাগজে দিতে শুরু করবে। তখন বলবে, এই বিকেরা পতিতাদেরও এই পতিতা বৃত্তি ছাড়িয়ে শিবালয়ের মালিক বানায়। তখন অনেক বাহ - বাহ হবে। তারা তখন ধন ইত্যাদি নিয়ে আসবে। তোমরা অর্থ নিয়ে কি করবে? তোমরা বড় বড় সেন্টার খুলবে। অর্থ দিয়ে চিত্র ইত্যাদি বানানো হয়। মানুষ দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে। তখন বলবে, প্রথমে তো তোমাদের প্রাইজ দেওয়া উচিত। গভর্নমেন্ট হাউসেও তোমাদের চিত্র নিয়ে যাবে। তখন অনেক ভালোবাসার মানুষ তৈরী হবে। মনেও এই চাহিদা থাকা উচিত - কিভাবে মানুষকে দেবতা বানানো যায় এ তো জানোই, যারা পূর্ব কল্পে নিয়েছিলো, তারাই নেবে। এতো অর্থ ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে দেয়, এ অনেক পরিশ্রম। বাবা বলেছেন - আমার নিজের ঘর - পরিবার, মিত্র - সম্বন্ধী আদি কিছুই নেই, আমার কি স্মরণে আসবে, বাবা আর তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আমার কেউই নেই। সব এক্সচেঞ্জ করে দিয়েছি। বাকি বুদ্ধি আর কোথায় যাবে। বাবাকে রথ (শরীর) দিয়েছি। যেমন তোমরা তেমন আমিও পড়ছি। কেবল এই রথ বাবাকে ধার দিয়েছি। তোমরা জানো যে, আমরা পুরুষার্থ করছি প্রথম প্রথম সূর্যবংশী পরিবারে আসার জন্য। এই হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা। আত্মাই তৃতীয় নেত্র পায়। আমরা আত্মারা এই পাঠ গ্রহণ করে, এই জ্ঞান শুনে দেবতা তৈরী হচ্ছি। এরপর আবার রাজার রাজা হবো। শিববাবা বলেন যে, আমি তোমাদের ডবল মুকুটধারী তৈরী করি। ড্রামা অনুসারে, পূর্ব কল্পের মতো তোমাদের বুদ্ধি এখন কতো উন্মুক্ত হয়েছে। এখন স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। এই সৃষ্টিচক্রকেও স্মরণ করতে হবে। পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, এখন আমাদের জন্য নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে, এই দুঃখের দুনিয়া শেষ হলো বলে। এই দুনিয়া একদম পছন্দ হওয়া উচিত নয়।

২) বাবা যেমন নিজের সবকিছুই এক্সচেঞ্জ করে দিয়েছিলেন, তাই বুদ্ধি অন্য কোথাও যেত না। এমনই বাবাকে অনুসরণ করতে হবে। মনে যেন এই ইচ্ছাই থাকে যে, আমরা মানুষকে দেবতা বানানোর সেবা করবো, এই পতিতালয়কে শিবালয় তৈরী করবো।

বরদানঃ:- বরদান :-- মুরলীর সুরের দ্বারা মায়াকে সমর্পণ করিয়ে মাস্টার মুরলীধর ভব মুরলী তো অনেক শুনেছো, এখন এমন মুরলীধর হও, যাতে মায়া মুরলীর সুরের সামনে সমর্পিত হয়ে যায়। মুরলীর রহস্যময় সুর যদি সর্বদা বাজাতে থাকে, তাহলে মায়া সর্বদার জন্য সমর্পিত হয়ে যাবে। মায়ার মুখ্য স্বরূপ কারণের রূপে আসে। মুরলীর দ্বারা যখন কারণের নিবারণ হয়ে যাবে, তখন মায়া সর্বদার জন্য সমাপ্ত হয়ে যাবে। কারণ সমাপ্ত অর্থাৎ মায়াও সমাপ্ত।

স্লোগানঃ:- স্লোগান :-- অনুভাবী স্বরূপ হও, তাহলে চেহারায় খুশীর ঝলক দেখা যাবে।

28-10-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন :- প্রশ্ন : - কোন্ স্মৃতি না থাকার কারণে বাচ্চারা বাবার সম্মান রাখে না ?
- *উত্তর :- উত্তর : - অনেক বাচ্চাই এই স্মৃতি থাকে না যে, যাকে সমগ্র দুনিয়া চিৎকার করে ডাকছে, স্মরণ করছে, সেই উচ্চ থেকে উচ্চ বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদের সেবায় উপস্থিত হয়েছেন। এই নিশ্চয় (দৃঢ় বিশ্বাস) নম্বরক্রমে রয়েছে। যার যত নিশ্চয়, সে ততই নিশ্চয় রাখে।
- *গীত:- গীত : - যে পিয়ার সাথে আছে, তার তরেই বরিশণ আছে....

ওম্ শান্তি । সব বাচ্চারা জ্ঞান সাগরের সাথে তো আছেই। এত এত বাচ্চা তো এক জায়গায় থাকতে পারে না। যদিও যারা সাথে আছে তারা একদম সামনে ডাইরেক্ট জ্ঞান শোনে। আর যারা দূরে রয়েছে, তারা একটু দেরিতে পায়। কিন্তু তাই বলে এমন নয় যে, সাথে আছে যারা তারা বেশি উল্লসিত করতে পারে আর যারা দূরে রয়েছে তারা কম উল্লসিত করতে পারে। তা নয়। প্র্যাকটিক্যাল দেখা যায় যে, যারা দূরে রয়েছে, তারা বেশি পড়ে আর উল্লসিতও করে। এটা অবশ্যই ঠিক যে অসীম জগতের পিতা এখানে রয়েছেন। ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বর অনুক্রমে রয়েছে। দৈবীগুণও বাচ্চাদেরকে ধারণ করতে হবে। কোনো কোনো বাচ্চাদের দ্বারা বড় বড় ভুল হয়ে যায়। তারা এটা জানে যে, অসীম জগতের বাবা, যাকে সারা দুনিয়া স্মরণ করছে, সেই তিনিই আমাদের সেবায় উপস্থিত রয়েছেন আর আমাদেরকে উচ্চ থেকেও উচ্চ হয়ে ওঠার পথ প্রদর্শন করছেন। বাবা অনেক ভালোবাসা দিয়ে বোঝান, তবুও সেই মতো রিগার্ড দেয় না। বন্ধনে আবদ্ধ যারা, তারা কত মার খায়, ছটফট করে, তবুও বাবার স্মরণে থেকে নিজেকে অনেক উপরে নিয়ে যায়। পদও অনেক উঁচু তৈরী হয়ে যায়। বাবা সবার জন্য বলেন না। বাবা বাচ্চাদেরকে সাবধান করেন। সবাই তো এক রকম হবে না। বন্ধনে যারা আছে তারা সেন্টারের বাইরে থেকেও অনেক বড় উপার্জন জমা করে নেয়। এই গীত তো ভক্তি মার্গের জন্য বানানো হয়েছে। কিন্তু তোমাদের জন্য বড়ই অর্থপূর্ণ। তারা কী জানে পিয়া কে, কার পিয়া ? আত্মা নিজেকেই জানে না তো বাবাকে কীভাবে জানবে ! হল তো আত্মাই। আমি কী, কোথা থেকে এসেছি - এও তাদের জানা নেই। দেহ অভিমান থাকার কারণে না আত্মাকে না পরমপিতা পরমাত্মাকে জানে। এখানে তো বাচ্চারা, তোমাদেরকে বিশেষ ভাবে সামনে বসে বোঝাচ্ছেন। এ হল অসীম জগতের স্কুল। এখানে হল একটাই এইম অবজেক্ট - স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করা। স্বর্গেও অনেক পদ রয়েছে। কেউ রাজা রানী, কেউ প্রজা। বাবা বলেন - আমি এসেছি পুনরায় তোমাদেরকে দ্বি-মুকুটধারী বানাতে। সবাই তো দ্বি-মুকুটধারী হতে পারবে না। যারা ভালো ভাবে পঠন-পাঠন করবে, তারা মনে মনে জানবে আমরা এই রকম হতে পারি। তারা স্যারেন্ডারও, নিশ্চয়ও আছে তাদের। সবাই বুঝতে পারে ইনি কোনো খারাপ কাজই করেন না। কারো কারো মধ্যে আবার অনেক অবগুণ রয়েছে। তারা খাড়াই বুঝবে আমরা এত উঁচু পদ পেতে পারি ? সেইজন্য পুরুষার্থও করে না। বাবাকে যদি জিজ্ঞাসা করো যে, বাবা, আমি কী হব, তবে বাবা সাথে সাথে বলে দেবেন। নিজেকে নিজে দেখলেই বুঝতে পারবে, আমি তো এত উঁচু পদ পাব না ! পাওয়ার মতো লক্ষণও তো থাকতে হবে না ! সত্যযুগ ত্রেতাতে তো এ'সব কিছুই থাকে না। সেখানে হল প্রালম্ব। পরবর্তী কালের রাজারাও খুবই প্রজাহিতৈষী হয়। রাজা রানী মাতা - পিতা যে ! এও তোমরা বাচ্চাই জান। ইনি তো হলেন অসীম জগতের পিতা, এই সমগ্র জগতের রেজিস্টার তো ইনি করে থাকেন। তোমরাও তো রেজিস্টার করছো, তাই না ! পাসপোর্ট দিচ্ছ। স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য তোমরা এখান থেকেই পাসপোর্ট পাও। বাবা বলেছিলেন যারা বৈকুণ্ঠের যোগ্য হবে তাদের সকলের ছবি থাকতে হবে - কেননা তোমরা মানব থেকে দেবতা হচ্ছে। তার পাশে সিংহাসনে মুকুট ধারণ করে আসীন ছবি থাকবে। আমরা এই রূপ হয়ে উঠছি। প্রদর্শনী ইত্যাদিতেও এইরূপ স্যাম্পল রাখতে হবে। এটা হলই রাজযোগ। মনে করো কেউ ব্যারিস্টার হতে চলেছে, একদিকে অর্ডিনারী ড্রেসে ছবি, অন্য দিকে ব্যারিস্টারের ড্রেসে। ঠিক তেমনি একদিকে তোমরা সাধারণ ড্রেসে, আরেক দিকে দ্বিমুকুটধারী। এই রকম চিত্র হতে হবে। ব্যারিস্টার জজ ইত্যাদি তো এখানকার। তোমাদেরকে রাজারও রাজা নতুন দুনিয়াতে হতে হবে। এইম অবজেক্ট সামনে রয়েছে। আমি এই রূপ হতে চলেছি। বোঝার জন্য এটা কত সুন্দর বিষয়। চিত্রও খুব ভালো হতে হবে, ফুল সাইজের। তারা ব্যারিস্টারি পড়ে তো যোগ ব্যারিস্টারের সাথে থাকে। তখন ব্যারিস্টারই হয়। এদের যোগ পরমপিতা পরমাত্মার সাথে, তাই দ্বিমুকুটধারী হয়। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, বাচ্চাদের এখন অ্যাক্ট-এ আসা উচিত (যেটা বাবা বলছেন সেটা করে দেখানো) । লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্রের ওপরে বোঝানো অনেক সহজ হবে । আমরা এই রূপ হতে চলেছি (হওয়ার জন্য নিজেদেরকে গড়ছি), তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া চাই।

নরকের পরে হল স্বর্গ। এখন এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই ঈশ্বরীয় পাঠ কতখানি উচ্চ বানিয়ে থাকে ! এতে টাকা পয়সার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কেবল পড়ার শখ থাকতে হবে। একটি লোক খুব গরীব ছিল, পড়াশোনা করার মতো অর্থ ছিল না, তারপর পড়তে পড়তে পরিশ্রম করে এত বড়লোক হয়ে গেল যে কুইন ডিক্টোরিয়ার মিনিস্টার হয়ে যায়। তোমরাও এখন কত গরিব। বাবা কত উচ্চ স্তরের পাঠ পড়ান। এতে কেবল বুদ্ধি দিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আলো ইত্যাদি জ্বালানোর দরকার নেই। যেখানে খুশী বসে স্মরণ করো। কিন্তু মায়া এমনই যে বাবার স্মরণ ভুলিয়ে দেয়। স্মরণেই বিঘ্ন পড়ে যায়। এটাই তো যুদ্ধ, তাই না ! আত্মা পবিত্রই হয় বাবাকে স্মরণের দ্বারা। পড়ার সময় মায়া কিছু করে না। পড়ার থেকেও স্মরণের নেশা হল উচ্চ। সেইজন্যই প্রাচীন যোগ বলা হয়ে থাকে। বলা হয় যোগ এবং জ্ঞান। যোগের জন্যই জ্ঞান প্রাপ্ত হয় - এইরকম এইরকম করো। আর তার পরে আছে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা আর কেউই জানে না। ভারতের প্রাচীন যোগ শেখানো হয়। প্রাচীন তো বলা হয় নতুন দুনিয়াকে। তাকেই আবার লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। কল্পের আয়ুও নানান রকমের বলা আছে। এক একজন এক এক রকম বলেছে। এখানে তোমাদের একমাত্র পরমাত্মা পিতাই পড়াচ্ছেন। তোমরা যদি বাইরেও যাও তোমরা চিত্র পেয়ে যাবে। ইনি তো হলেন ব্যাপারী, তাই না ! বাবা বলেন, তোমরা কাপড়ের উপরেও (ছবি) প্রিন্ট করে নিতে পারো। কারো কাছে যদি বড় স্ক্রিন প্রেস না থাকে, তবে অর্ধেক অর্ধেক করে করতে পারো। তারপর জয়েন্ট করে নিলে বোঝা যাবে না। অসীম জগতের বাবা, বড় অথরিটি (সরকার) বলা হয় তাঁকে। কেউ যদি এই ভাবে ছেপে দেখাতে পারে, তবে আমি তাকে প্রসিদ্ধ করে দেবো। এই সব চিত্র কেউ যদি কাপড়ের উপরে প্রিন্ট করে বিদেশে নিয়ে যায়, এক একটি চিত্রের জন্য তারা ৫ - ১০ হাজারও দিয়ে দেবে। ওদের কাছে তো প্রচুর অর্থ রয়েছে। তৈরী করা সম্ভব। এত বড় বড় প্রেস রয়েছে, শহরের সীন সীন গুলি এত সুন্দর ছাপে যে কী বলবো ! এসবও ছাপাতে পারবে। এ তো এতো ফার্স্ট ক্লাস বিষয় যে - তারা দেখে বলবে, সত্যিকারের জ্ঞান তো এর মধ্যেই রয়েছে, আর কারো কাছে থাকাই সম্ভব নয়। কেউ জানে না। এরপর যে বোঝাবে তাকে ইংরেজি ভাষাতেও দক্ষ হতে হবে। ইংরেজি তো সকলেই জানে। তাদেরকেও তো সন্দেশ (বাবার বার্তা) দিতে হবে, তাই না ! তারাই তো ড্রামা অনুসারে বিনাশের জন্য নিমিত্ত হয়েছে। বাবা বলেন, তাদের কাছে এমন এমন সব বস্তু রয়েছে যে, তারা যদি দুই পক্ষ মিলে যায়, তবে বিশ্বের মালিক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ড্রামাই এমন রচিত হয়ে রয়েছে যে, তোমরাই যোগ বলের দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করো। কোনো হাতিয়ার দিয়েই কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারবে না। তাদের হল সায়েন্স আর তোমাদের হল সাইলেন্স। কেবল বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করো, নিজ সম বানাও। তোমরা বাচ্চারা যোগ বলের দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী নিচ্ছে। ওদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যই বাঁধবে। মাখন মাঝখানে তোমরা পেয়ে যাও। কৃষ্ণের মুখে মাখনের গোলা দেখানো হয়। বলাও হয়ে থাকে, তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, মাঝখানে থেকে তৃতীয় জন খেয়ে নেয়। এও তেমনই। সমগ্র বিশ্বের রাজত্বের মাখন তোমরা পেয়ে যাও। তাহলে তোমাদের কতখানি খুশী হওয়ার কথা ! বাবা, সব তোমারই কামাল ! নলেজ তো তোমারই ! তোমার বোঝানোও কী সুন্দর ! আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের যারা, তারা কীভাবে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করেছিল সে'কথা কারোরই মাথায় আসে না। সেই সময় আর কোনো খন্ড থাকে না। বাবা বলেন, আমি বিশ্বের মালিক হই না, তোমাদেরকে বানাই। আমি পরমাত্মা তো হলামই অশরীরী। তোমাদের সকলের শরীর রয়েছে। দেহধারী তোমরা। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকরেরও সূক্ষ্ম শরীর রয়েছে। যেমন তোমরা হলে আত্মা, আমিও হলাম পরম আত্মা। আমার জন্ম হল দিব্য আর অলৌকিক। আর কেউই এই ভাবে জন্ম নেয় না। এটাই ঠিক করা আছে। এ সবই ড্রামাতে নির্ধারিত করাই আছে। এই মুহূর্তে কারো যদি এখন মৃত্যু হয়, তাও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। ড্রামার বিষয়ে তোমাদেরকে সব কিছুই বুঝিয়ে দেওয়া হয়। বোঝে নম্বর অনুক্রমে। কেউ কেউ তো আবার ডবল বুদ্ধির। তিনটি গ্রেড থাকে। একদম পিছনে (বুদ্ধির দিক দিয়ে) যারা, তাদেরকে ডাল (ভোঁতা) বুদ্ধির বলা হয়। তারা নিজেরাও বোঝে যে, এরা হল ফার্স্ট গ্রেডের, এরা সেকেন্ড গ্রেডের। প্রজার মধ্যেও এমনই রয়েছে। পড়ি তো একই। বাচ্চারা জানে যে, আমরাই দ্বিমুকুটধারী হব। আমরাই দ্বিমুকুটধারী ছিলাম, তারপর সিঙ্গল মুকুটধারী, তার থেকে নো মুকুট। যেমন কর্ম তেমনই ফল বলা হয়ে থাকে। সত্যযুগে এমন বলা হবে না। এখানে ভালো কর্ম করলে এক জন্মের জন্য ভালো ফল পাওয়া যায়। কেউ কেউ এমন কর্ম করে যে, দেখা যায় জন্ম থেকেই রোগী। এও তো কর্ম ভোগ, তাই না ! বাচ্চাদেরকে কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের বিষয়ে বোঝানো হয়েছে। এখানে যেমন কাজ করবে তার ভালো কিম্বা খারাপ ফল প্রাপ্ত করে। কেউ সম্পত্তিবান হলে, নিশ্চয়ই সে ভালো কর্ম করেছিল। এখন তোমরা জন্ম জন্মান্তরের প্রালব্ধ বানাচ্ছে। গরীব বড়লোকের প্রভেদ তো সেখানে (সত্যযুগে) থাকে, এখনকার পুরুষার্থ অনুসারে। সেই প্রালব্ধ হল অবিনাশী ২১ জন্মের জন্য। এখানে পাওয়া যায় অল্প কালের জন্য। কর্ম তো চলতেই থাকে। এটা হল কর্মক্ষেত্র। সত্যযুগ হল স্বর্গের কর্মক্ষেত্র। সেখানে বিকর্মই হয় না। এই সকল কথা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। বিরলই কেউ আছে যে সব সময় পয়েন্টস লিখতে থাকে। চার্ট লিখতে লিখতেও শেষ করতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের পয়েন্টস লেখা উচিত। অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পয়েন্টস রয়েছে। যা তোমরা কখনোই মনে রাখতে পারবে না, মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে। তারপর অনুশোচনা হবে যে, এই

পয়েন্টটা তো আমি ভুলে গেছি। সকলেরই একই হাল হয়। ভুলে যায়, তারপর পরদিন মনে পড়ে। বাচ্চাদেরকে নিজেদের উল্লতির বিষয়ে নজর দিতে হবে। বাবা জানেন বিরলই কেউ কেউ আছে যারা লেখে। বাবা নিজে তো ব্যাপারী, তাই না! সেই সব হল বিনাশী রক্তের ব্যাপার, আর এ হল জ্ঞান রক্তের। যোগেই অনেক বাচ্চাই ফেল হয়ে যায়। এ্যাক্যুয়েট স্মরণে অতি কষ্টে ঘন্টা দেড়েক কেউ থাকতে পারে! ৮ ঘন্টা তো পুরুষার্থ করতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে শরীর নির্বাহও করতে হবে। বাবা প্রিয় আর প্রিয়তমারও উদাহরণ দিয়েছেন। বসে বসে স্মরণ করছে আর সাথে সাথেই চোখের সামনে উপস্থিত। এও এক প্রকারের সাক্ষাৎকার। এ তাকে স্মরণ করে আর সে একে স্মরণ করে। এখানে তো তাও মাশুক অর্থাৎ প্রিয় হল এক আর তোমরা সবাই হলে প্রিয়তমা। সেই সুন্দর প্রীতম তো সর্বদা গৌর (সুন্দর), এভার পিওর (সদা পবিত্র)। বাবা বলেন আমি চির পথিক (মুসাফির), তোমাদেরকেও খুব সুন্দর বানাই। এই দেবতাদের হল ন্যাচারাল বিউটি। এখানে তো কেমন কেমন সব ফ্যাশন করে। নানা রকমের ড্রেস পরে। ওখানে তো একদম ন্যাচারাল বিউটি থাকে। এইরকম দুনিয়াতে এখন তোমরা যাচ্ছ। বাবা বলেন, আমি পুরানো পতিত দেশ, পতিত শরীরে আসি। বাবা বলেন, আমি এনার অনেক জন্মের অন্তিমে প্রবেশ করে প্রবৃত্তি মার্গের স্থাপনা করি। ধীরে-ধীরে পরে তোমরা সার্ভিসেবল হয়ে উঠবে। পুরুষার্থ করলে তবেই বুঝতে পারবে। পূর্বেও এই রূপ পুরুষার্থ করেছিলে, এখন আবার করছো। নতুন দুনিয়ার রাজধানী ছিল, এখন নেই, আবার হবে। আইরন এজের পরে আবার গোল্ডেন এজ অবশ্যই হবে। রাজধানী স্থাপন হতেই হবে। কল্প পূর্বের মতো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) স্যারেন্ডারের সাথে সাথে নিশ্চয় বুদ্ধি হতে হবে। কোনও রকমের ছিঃ ছিঃ কাজ যেন না হয়। ভিতরে যেন কোনো রকমের অবগুণ না থাকে, তবেই ভালো পদ পাওয়া যেতে পারে।

২) জ্ঞান রক্তের ব্যবসা করবার জন্য বাবা যে সব ভালো ভালো পয়েন্ট শোনান, সেগুলিকে নোট করতে হবে। তারপর সেগুলিকে মাথায় গেঁথে নিয়ে অন্যদেরকে শোনাতে হবে। সর্বদা নিজের উল্লতির দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বরদানঃ বরদান : - ওয়্যারলেস সেট দ্বারা বিনাশ কালে অন্তিম ডাইরেকশনকে ক্যাচ করতে সমর্থ ভাইসলেস ভব বিনাশের সময় অন্তিম ডাইরেকশনকে ক্যাচ করবার জন্য ভাইসলেস বুদ্ধি চাই। তারা যেমন ওয়্যারলেস সেট দ্বারা একজনের আওয়াজ অন্যজনের কাছে পৌঁছে দেয়, এখানে হল ভাইসলেসের ওয়্যারলেস। এই ওয়্যারলেসের দ্বারা তোমার কাছে আওয়াজ আসবে অমুক নিরাপদ জায়গায় চলে যাও। যে বাচ্চারা বাবার স্মরণে থাকা ওয়্যারলেস, যাদের অশরীরী হওয়ার অভ্যাস রয়েছে, বিনাশের সময় তাদের বিনাশ হবে না, স্বেচ্ছায় তারা শরীর ত্যাগ করবে।

স্লোগানঃ স্লোগান : - যোগকে সরিয়ে রেখে কর্মে বিজি হয়ে যাওয়া - এটাই হল ঔদাসীন্য।

29-10-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন :- প্রশ্ন :- ভালো ফার্স্টক্লাস পুরুষার্থী বাচ্চারা কোন্ কথটি মন খুলে বলবে ?

*উত্তর :- উত্তর :- বাবা আমরা তো পাস উইথ অনার হয়ে দেখাবো। আপনি নিশ্চিত থাকুন। তাদের রেজিস্টারও ভালো হবে। তাদের মুখে কখনও এমন কথা থাকবে না যে আমরা তো এখন পুরুষার্থী। পুরুষার্থ করে এমন মহাবীর হতে হবে যাতে মায়া একটুও অস্থির না করতে পারে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা আত্মিক পিতার কাছে পড়াশোনা করছে। নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে। নিরাকার পিতার আমরা নিরাকারী সন্তান আত্মারা পড়াশোনা করছি। দুনিয়ায় সাকারী টিচার পড়ায়। এখানে হলেন নিরাকার পিতা, নিরাকার টিচার, এনার (ব্রহ্মাবাবার) কোনও ভ্যালু নেই। শিববাবা অসীম জগতের পিতা এসে ব্রহ্মাবাবাকে ভ্যালু দেন। মোস্ট ভ্যালুয়েবল হলেন শিববাবা, উনি স্বর্গের স্থাপনা করেন। উনিই সর্বোচ্চ কাজ করেন। উঁচু থেকে উঁচু বাবার মহিমা গায়ন যতখানি করা হয়, বাচ্চাদেরও ততখানি উঁচু হতে হবে। তোমরা জানো সবচেয়ে উঁচু হলেন বাবা। এই কথাও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে যথাযথভাবে, এখন স্বর্গের রাজত্বের স্থাপনা হচ্ছে, এটা হল সঙ্গমযুগ। সত্যযুগ ও কলিযুগের মধ্য কাল হল পুরুষোত্তম হওয়ার সঙ্গমযুগ। পুরুষোত্তম শব্দের অর্থও মানুষ জানে না। সর্বোচ্চ স্থিতি থেকে অতি নিম্ন স্থিতিতে এসেছে। পতিত ও পবিত্র দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যারা দেবতার পূজারী, তারা নিজেরাই বর্ণনা করে, আপনি সর্বগুণসম্পন্ন বিশ্বের মালিক। আমরা বিষয় বৈতরণী নদীতে ডুবে আছি। বলার জন্য শুধু বলে দেয়, কিছুই বোঝে না। ড্রামা হলো বিচিত্র ওয়াল্ডারফুল। এমন এমন কথা তোমরা কল্প-কল্প শুনেছো। বাবা এসে বোঝান। যাদের বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ভালোবাসা আছে তারা বাবার আকর্ষণ অনুভব করে। এখন আত্মা কীভাবে বাবাকে প্রাপ্ত করবে ? মিলন হয় সাকারে, নিরাকারী দুনিয়ায় আকর্ষণের কোনও কথা নেই। সেখানে তো সবাই পবিত্র। মরচে বিহীন অবস্থা। আকর্ষণের কথা নেই। ভালোবাসার কথা এইখানে হয়। এমন বাবাকে তো শক্ত হাতে ধরো। বাবা সবই তোমার কামাল। আপনি আমাদের জীবন পরিবর্তন করেন। খুব ভালোবাসা থাকা চাই। ভালোবাসা কেন নেই কারণ মরচে পড়েছে। স্মরণের যাত্রা ব্যতীত মরচে মিটেবে না, লাভলী হওয়া সম্ভব নয়। তোমরা ফুল, তোমাদের এখানেই প্রস্ফুটিত হতে হবে। তারপরে সেখানে জন্ম-জন্মান্তর ফুল হয়ে থাকে। অনেক খুশীর অনুভব হওয়া উচিত - আমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছি। ফুল সর্বদা সবাইকে সুখ দান করে। সবাই ফুলকে নিজের চোখের উপরে রাখে, সুগন্ধ নেয়। ফুল দিয়ে তরল-সুগন্ধি তৈরি করে। গোলাপ জল বানায়। বাবা তোমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করেন। তাহলে বাচ্চারা তোমাদের খুশীর অনুভূতি হয় না কেন! বাবা আশ্চর্য অনুভব করেন, শিববাবা আমাদের স্বর্গের ফুলে পরিণত করেন! ফুল পুরানো হলে নিস্বেজ হয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে এখন আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হই। তমোপ্রধান মানুষ এবং সতোপ্রধান দেবতাদের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। এই কথাও বাবা ব্যতীত অন্য কেউ বোঝাতে পারে না।

তোমরা জানো আমরা দেবতা হওয়ার জন্যে পড়া করছি। পড়াশোনা করলে নেশা তো থাকে, তাইনা। তোমরাও বুঝতে পারো আমরা বাবার কাছে পড়াশোনা করে বিশ্বের মালিক হই। তোমাদের পড়াশোনা হলো ভবিষ্যতের জন্যে। ভবিষ্যতের জন্যে পড়াশোনা কখনও শুনেছো ? তোমরাই বলো আমরা পড়াশোনা করি নতুন দুনিয়ার জন্য। নতুন জন্মের জন্য। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিও বাবা বুঝিয়ে দেন। গীতায়ও আছে কিন্তু তার অর্থ গীতাপাঠীরাও জানেনা। এখন বাবার কাছে তোমরা জেনেছো যে সত্যযুগে কর্ম হয়ে যায় অকর্ম, তারপরে রাবণের রাজ্যে কর্ম বিকর্ম হওয়া শুরু হয়। ৬৩ জন্ম তোমরা এমন কর্ম করেছো। বিকর্মের ভার মাথায় রয়েছে। সবাই পাপ আত্মায় পরিণত হয়েছে। এখন সেই অতীতের বিকর্ম গুলি কীভাবে নষ্ট হবে। তোমরা জানো প্রথমে সতোপ্রধান ছিলে তারপরে ৮৪ জন্ম হয়েছে। বাবা ড্রামার পরিচয় দিয়েছেন। যারা প্রথমে আসবে, প্রথমে যাদের রাজ্য হবে তারাই ৮৪ জন্ম নেবে। পরে বাবা এসে রাজ্য-ভাগ্য দেবেন। এখন তোমরা রাজ্য প্রাপ্ত করছো। তোমরা বুঝেছো আমরা কীভাবে ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করেছি। এখন পুনরায় পবিত্র হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে-করতে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন এই পুরানো শরীর শেষ হয়ে যাবে। বাচ্চাদের অপার খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত। বাবার এইরূপ মহিমা কেউ কখনও শোনেনি যে পিতাও তিনি, টিচারও তিনি, গুরুও তিনি। তাও তিনটি রূপে তিনি হলেন সর্বোচ্চ। সত্য পিতা, সত্য টিচার, সত্যগুরু তিন রূপে তিনিই হলেন একমাত্র। এখন তোমাদের অনুভূতি হয়। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সব আত্মাদের পিতা, তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন। যুক্তি রচনা

করছেন। ম্যাগাজিনেও ভালো ভালো পয়েন্টস বের হয়। রঙিন চিত্রের ম্যাগাজিনও বের হবে। শুধুমাত্র শব্দ গুলি ছোট হয়ে যায়। চিত্র তো বানানোই আছে। যে কেউ কোথাও বানাতে পারে। উপর থেকে ক্রম অনুযায়ী প্রতিটি চিত্রের বিষয় বস্তু তোমরা জানো। শিববাবার অক্যুপেশানও তোমরা জানো। বাচ্চারা পিতার অক্যুপেশানের বিষয়ে নিশ্চয়ই পিতার কাছেই জানবে, তাইনা। তোমরাও কিছু জানতে না। ছোট বাচ্চারা পড়াশোনার কি জানে। ৫ বছর পরে পড়াশোনা আরম্ভ হয়। তারপরে পড়া করতে করতে অনেক বছর লেগে যায়, উঁচু পরীক্ষা পাস করতে। তোমরা কত সাধারণ, কিন্তু ভবিষ্যতে গিয়ে কি হও! বিশ্বের মালিক হও। তোমাদের অনেক শৃঙ্গার করা হবে। গোল্ডেন স্প্রিন ইন মাউথ অর্থাৎ মুখে সোনার চামচ। সেখানকার মহিমা তো গায়ন আছে। এখনও কোনো বাচ্চা দেহ ত্যাগ করে খুব ভালো ঘরে জন্ম নেয়। অর্থাৎ সোনার চামচ মুখে থাকে। ইন-অ্যাডভান্স তো যাবেই কারো কাছে। নির্বিকারীর কাছে সর্বপ্রথমে জন্ম শ্রীকৃষ্ণকেই নিতে হয়। বাকি যারা যাবে সবাই বিকারীদের কাছে জন্ম নেবে। কিন্তু গর্ভে দন্ড ভোগ করবে না। খুব ভালো ঘরে জন্ম নেবে। দন্ড তো শেষ, তবু একটু থাকবে। এতখানি দুঃখ হবে না। ভবিষ্যতে গিয়ে দেখবে তোমাদের কাছে বড় ঘরের বাচ্চারা প্রিন্স-প্রিন্সেস কীভাবে আসবে। বাবা তোমাদের অনেক মহিমা করেন। তোমাদের আমি নিজের থেকেও উচ্চ বানাই। যেমন কোনও লৌকিক পিতা নিজের সন্তানদের সুখী করে। ৬০ বছর হলে নিজে বাণপ্রস্থে চলে যায়, ভক্তি করা আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞান তো কেউ দিতে পারেনা। জ্ঞানের দ্বারা সর্বজনের সদগতি আমিই করি। তোমরা হলে নিমিত্ত, তোমাদের দ্বারা সবার কল্যাণ হয়ে যায়। কারণ তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া চাই। তোমরা অনেক খুশীতে থাকো। এখন ভেজিটেরিয়ান কনফারেন্সেও তোমরা বাচ্চারা নিমন্ত্রিত থাকো। বাবা তো তোমাদের বলতে থাকেন - সাহস করো। দিল্লির মতন শহরে যেন আওয়াজ ছড়িয়ে যায়। দুনিয়ায় অন্ধশ্রদ্ধার ভক্তি তো অনেক আছে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভক্তির কোনও বিষয়ই নেই। সেই ডিপার্টমেন্ট আলাদা। অর্ধকল্প জ্ঞানের প্রালব্ধ থাকে। তোমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর, অসীম জগতের পিতার কাছে। তারপরে ২১ জন্ম তোমরা সুখে থাকো। বৃদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত দুঃখ থাকে না। সম্পূর্ণ আয়ু সুখী থাকো। উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য যত পুরুষার্থ করবে ততই উঁচু পদমর্যাদা প্রাপ্ত করবে। সূতরাং পুরুষার্থ পুরোপুরি করা উচিত। তোমরা দেখছো নশ্বর অনুসারে মালা কীভাবে তৈরি হয়। পুরুষার্থ অনুসারেই হবে। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, ওয়ান্ডারফুল। স্কুলেও বাচ্চাদের রেস হয় মার্ক পর্যন্ত, তাইনা। বাবাও বলেন তোমাদেরও নির্দিষ্ট মার্ক পর্যন্ত রেস করে পুনরায় এখানেই আসতে হবে। স্মরণের যাত্রা দ্বারা তোমরা ছুটে যাও পরে তোমরা নশ্বরওয়ান হয়ে যাবে। মুখ্য হল স্মরণের যাত্রা। বাচ্চারা বলে - বাবা আমরা ভুলে যাই। আরে, বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক করেন, তাঁকেই তোমরা ভুলে যাও। ঝড় তো আসবেই। বাবা সাহস দেন। তার সাথে বলেন এ হলো যুদ্ধ-স্থল। বাস্তবে যুধিষ্ঠির, বাবাকে বলা উচিত তিনি যুদ্ধ শেখান। যুধিষ্ঠির পিতা তোমাদের শেখান - মায়ার সঙ্গে তোমরা কীভাবে যুদ্ধ করতে পারো। এইসময় হলো যুদ্ধের ময়দান, তাইনা। বাবা বলেন - কাম হল মহাশত্রু, এই বিকারকে জয় করলেই তোমরা জগৎ জিত হবে। তোমাদেরকে মুখে জপ ইত্যাদি কিছু করতে হবে না, চুপ থাকতে হবে। ভক্তিমার্গে অনেক পরিশ্রম করে। মনে মনে রাম-রাম জপ করে, তাকেই বলা হয় কঠোর ভক্তি (নবধা ভক্তি)। তোমরা জানো বাবা আমাদেরকে নিজের মালার দানা বানাচ্ছেন। তোমরা রুদ্র মালার দানা হতে চলেছ যাকে জগতের মানুষ পূজা করবে। রুদ্র মালা এবং রুন্ড মালা তৈরি হচ্ছে। বিষ্ণুর মালাকে রুন্ড বলা হয়। তোমরা বিষ্ণুর গলার হার হও। কীভাবে হবে? যখন রেসে জিতবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং ৮৪-র চক্রকে জানতে হবে। বাবার স্মরণ দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা হলে লাইট হাউস। একটি চোখে মুক্তিধাম, অন্য চোখে জীবনমুক্তিধাম। এই চক্রকে জানলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা, সুখধামের মালিক হয়ে যাবে। তোমাদের আত্মা বলে - এখন আমরা আত্মারা ফিরে যাব নিজধাম। নিজের ধামকে স্মরণ করতে করতে ফিরে যাব। এ হল স্মরণের যাত্রা। তোমাদের যাত্রা দেখো কেমন ফার্স্টক্লাস। বাবা জানেন আমরা এইভাবে বসে - বসে ক্ষীরসাগরে যাব। বিষ্ণুকে ক্ষীর সাগরে দেখানো হয়, তাইনা। বাবাকে স্মরণ করতে-করতে ক্ষীর সাগরে চলে যাব। ক্ষীর সাগর এখন তো নেই। যারা পুকুর বানিয়েছে নিশ্চয়ই ক্ষীর ঢেলেছে তাতে। আগে তো ক্ষীর বা দুধ সস্তা ছিল। এক পয়সায় ঘটি ভরে যেত। তাহলে পুকুর তো ভরবেই। এখন ক্ষীর কোথায়। সবই জল হয়েছে। বাবা নেপালে দেখেছেন - বিষ্ণুর বিশাল মূর্তি আছে। শ্যাম বর্ণই বানিয়েছে। এখন তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক হচ্ছেো - স্মরণের যাত্রা দ্বারা এবং স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে। দিব্য গুণ এখানেই ধারণ করতে হবে। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। পঠন-পাঠন করে তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে যাবে। আত্মার কনিষ্ঠ গুণগুলি নষ্ট হবে। বাবা রোজ বোঝান - নেশা থাকা উচিত। বাচ্চারা বলে বাবা, পুরুষার্থ করছি। আরে মন খুলে বলো - বাবা আমরা তো পাস উইথ অনার হয়ে দেখাবো। আপনি চিন্তা করবেন না। ফার্স্টক্লাস বাচ্চারা যারা ভালো ভাবে পড়াশোনা করে, তাদের রেজিস্টারও ভালো হবে। বাবাকে বলা উচিত - বাবা আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমরা এমন হয়ে দেখাবো। বাবাও জানেন, অনেক টিচার আছে ফার্স্টক্লাস। সবাই তো ফার্স্টক্লাস হতে পারেনা। ভালো টিচার একে অপরকে জানে। সবাইকে মহারথীদের লাইনে আনা যাবেনা। ভালো বড় বড় সেন্টার খোলো, তাহলে বড় বড় মানুষ আসবে। কল্প পূর্বেও ভান্ডার ভরপুর হয়েছিল। সাঁওয়ালশাহ অর্থাৎ বাদশাহ বাবা ভান্ডার নিশ্চয়ই ভরপুর করবেন। দুই পিতার অনেক

সন্তান আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অসংখ্য সন্তান আছে। কেউ গরিব, কেউ সাধারণ, কেউ ধনী। কল্প পূর্বেও ব্রহ্মা দ্বারা রাজত্ব স্থাপন হয়েছিল, যাকে দৈবী রাজস্থান বলা হতো। এখন তো আসুরিক রাজস্থান হয়েছে। সম্পূর্ণ বিশ্ব দৈবী রাজস্থান ছিলো, এত খন্ড ছিল না। এই দিল্লি যমুনার তীরে ছিল, তাকে পরিস্থান বলা হতো। সেখানকার নদীতে তীর ঢেউ থাকে না। এখন তো ঢেউয়ের তীরতা অনেক, ড্যাম ইত্যাদি ভেঙে যায়। আমরা প্রকৃতির দাস হয়েছি। পরে তোমরা মালিক হয়ে যাবে। সেখানে মায়ার এমন শক্তি থাকে না যে অসম্মান করবে। এত শক্তি থাকবে না যে ভূমিকম্প হবে। তোমাদেরও মহাবীর হওয়া উচিত। হনুমানকে মহাবীর বলা হয়। বাবা বলেন তোমরা সবাই হলে মহাবীর। মহাবীর বাচ্চারা কখনও অস্থির হবে না। মহাবীর ও বীরঙ্গনাদের অনেক মন্দির আছে। সবার এত চিত্র রাখা হয় না। মডেল রূপে বানানো হয়েছে। এখন তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানাও, তাই অনেক খুশী থাকা উচিত। খুব ভালো গুণ থাকা উচিত। অবগুণগুলি ত্যাগ করতে থাকো। সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে। ঝড় ইত্যাদি তো আসবেই। ঝড় এলে তবে তো বীরঙ্গনাদের শক্তি দেখা যাবে। তোমরা যত দৃঢ় হবে ততই ঝড় আসবে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করে মহাবীর হচ্ছো, নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। জ্ঞানের সাগর হলেন বাবা। বাকি সব শাস্ত্র ইত্যাদি হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। তোমাদের জন্যে হলো - পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। কৃষ্ণের আত্মা এখানেই বসে আছে। ভাগীরথ হলেন ইনি। যদিও তোমরা সবাই হলে ভাগীরথ, তোমরা হলে ভাগ্যশালী, তাইনা। ভক্তি মার্গে বাবা তো যে কারোরই সাফাংকার করতে পারেন। এই জন্য মানুষ সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে, এও হল ড্রামার ভবিষ্যৎ। তোমরা বাচ্চারা সর্বোচ্চ পড়াশোনা করছো। আচ্ছা!

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আত্মার উপরে যে মরচে পড়েছে, সেসব স্মরণের যাত্রা দ্বারা পরিষ্কার করে খুব খুব লাভলী হতে হবে। বাবার সঙ্গে এমন ভালোবাসা রাখো যাতে বাবার আকর্ষণ যেন সদা অনুভব হয়।

২) মায়ার ঝড়কে ভয় পাবে না, মহাবীর হতে হবে। নিজের অবগুণগুলি মেটাতে হবে, সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে। সদা অনড় থাকতে হবে।

বরদান:- বরদান : - নিজের অধিকারের শক্তি দ্বারা ত্রিমূর্তি রচনাকে সহযোগী বানাতে সক্ষম মাস্টার রচয়িতা ভব ত্রিমূর্তি শক্তিগুলি (মন, বুদ্ধি ও সংস্কার) হলো তোমাদের অর্থাৎ মাস্টার রচয়িতাদের রচনা। এ'গুলিকে নিজের অধিকারের শক্তির দ্বারা সহযোগী বানাও। যেমন রাজা নিজে কোনো কাজ করে না, করায়। কর্ম করার রাজ্য দরবারী আলাদা থাকে। তেমনই আত্মাও হলো করাবনহার অর্থাৎ কর্মের আদেশকর্তা, করনহার অর্থাৎ আদেশ অনুযায়ী কর্ম করে এই বিশেষ ত্রিমূর্তি শক্তি গুলি। অতএব মাস্টার রচয়িতা বরদানকে স্মৃতিতে রেখে ত্রিমূর্তি শক্তি গুলিকে এবং সাকার কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে সঠিক পথে চালনা করো।

স্লোগান:- স্লোগান : - অব্যক্ত পালনার বরদানের অধিকার প্রাপ্তির জন্যে স্পষ্টবাদী হও।

30-10-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- প্রশ্ন :— মানুষ এই গোলকধাঁধার খেলায় প্রধান কোন্ বিষয়টিকে ভুলে যায় ?

*উত্তর:- উত্তর:— আমাদের ঘর কোথায়, তার পথ এই খেলায় এসে ভুলে গেছে। জানেই না যে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে আর কিভাবে যেতে হবে। বাবা এসেছেন তোমাদের সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। তোমাদের এখন পুরুষার্থ হল বাণীর ঊর্ধ্বে গিয়ে সুইট হোমে যাওয়ার।

*গীত:- গীত :— অন্ধকারের পথিক ক্লান্ত হয়ো না

ওম্ শান্তি । ডামার প্ল্যান অনুসারে, এই গানের অর্থ কেউ বুঝবে না। কোনও কোনও গান মানুষ এমনভাবে তৈরি করেছে, যা তোমাদের সাহায্য করে থাকে। বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে এখন আমরা দেবী-দেবতা হতে যাচ্ছি। যেমন লৌকিকের শিক্ষার্থীরা বলে আমরা ডাক্তার, ব্যারিস্টার হতে চলেছি। তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে আমরা দেবী-দেবতা হতে যাচ্ছি — নতুন দুনিয়ার জন্য। এই বিষয় শুধু তোমাদের ভাবনাতেই আসে। অমরলোক, নতুন দুনিয়া সত্যযুগকেই বলা হয়। এখন তো না সত্যযুগ, না দেবতাদের রাজ্য আছে। এখানে তো হতে পারে না। তোমরা জান এই চক্র ঘুরতে-ঘুরতে এখন কলিযুগের অস্তিমে এসে পৌঁছেছে। কারো বুদ্ধিতেই এই চক্রের বিষয় ঢুকবে না। ওরা তো সত্যযুগকে লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। তোমরা বাচ্চারা নিশ্চিত রূপে জানো যে — এই চক্র ৫ হাজার বছর ধরে ঘোরে। মানুষ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে, হিসেব আছে না ! এই দেবী-দেবতা ধর্মকে অদ্বৈত ধর্মও বলা হয়ে থাকে। অদ্বৈত ধর্ম একটাই। এছাড়া তো অসংখ্য ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। তোমরা হলে এক এবং একজনের একটাই মত পেয়ে থাকো। একে বলে অদ্বৈত মত। এই মত শুধুমাত্র তোমরাই পেয়ে থাকো, দেবী-দেবতা হওয়ার জন্যই এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন তাইনা। সেইজন্যই বাবাকে জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল বলা হয়। বাচ্চারা জানে ভগবান এসে আমাদের পড়াচ্ছেন, নতুন দুনিয়ার জন্য এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। স্কুলে স্টুডেন্টসরা কি টিচারকে ভুলে যায় ? ভোলে না। গৃহস্থ পরিবারে থেকেও উচ্চ পজিসন পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করে। তোমরাও ঘর পরিবারে থেকে ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করছ, নিজের উন্নতির জন্য। অন্তরে থাকা উচিত আমরা অনন্ত জগতের বাবার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করছি। শিববাবাও বাবা, প্রজাপিতা ব্রহ্মাও বাবা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আদি দেব তাঁর নাম প্রসিদ্ধ। শুধু এখন অতীত হয়ে গেছে। যেমন গান্ধীজিও অতীত হয়ে গেছে। তাঁকে বাপুজী বলে থাকে কিন্তু জানেনা, এমনই বলে থাকে। শিববাবা হলেন সত্য, ব্রহ্মা বাবাও সত্য, লৌকিক বাবাও সত্য। শহরের মেয়র ইত্যাদি যারা আছে তাদেরও বাপু বলে দেয়, কিন্তু সে সবই কৃত্রিম। শিববাবা হলেন টিচার। পরমাত্মা বাবা এসে আমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেন। ব্রহ্মার অসংখ্য সন্তান। শিববাবার সন্তান সবাই, তাঁকে সবাই স্মরণ করে। তবুও কেউ-কেউ ওঁনাকে মানেনা, সম্পূর্ণ নাস্তিক হয় — যারা বলে এই দুনিয়া কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, আমরা পড়ছি, বুদ্ধিতে যেন থাকে। শিববাবা পড়াচ্ছেন, দিবারাত্র এটা স্মরণে রাখা উচিত। মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দেয়, সেইজন্যই স্মরণ করা উচিত। বাবা, টিচার, গুরু তিনজনকেই ভুলে যাও। তিনি একজনই তবুও তাঁকে ভুলে যাও। রাবণের সাথে লড়াই এখানেই। বাবা বলেন — হে আত্মারা, তোমরা সতোগ্রহণ ছিলে, এখন তমোগ্রহণ হয়ে গেছে। যখন শান্তিধামে ছিলে তখন তোমরা পবিত্র ছিলে। পবিত্রতা ছাড়া কোনও আত্মা উপরে যেতে পারে না। সেইজন্যই সব আত্মারা পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করে। যখন সবাই পতিত হয়ে যায় তখনই বাবা এসে বলেন আমিই তোমাদের সতোগ্রহণ করে তুলি। তোমরা যখন শান্তিধামে ছিলে ওখানে সবাই পবিত্র ছিলে। অপবিত্র আত্মা ওখানে থাকতে পারে না। সবাইকে সাজা ভোগ করে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পবিত্রতা ছাড়া কেউ-ই ওখানে যেতে পারে না। যদিও লৌকিকে বলে থাকে অমুক ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে, অমুক জ্যোতিতে সমাহিত হয়ে গেছে। এ সবই হলো ভক্তি মার্গের অনেক মত। তোমাদের হলো অদ্বৈত মত। মানুষ থেকে দেবতা একমাত্র বাবাই করে তুলতে পারেন। কল্পে-কল্পে বাবা আসেন ঈশ্বরীয় জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলতে। ওঁনার ভূমিকা হুবহু কল্প পূর্বের মতোই। এটা অনাদি অবিনাশী পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা না ! সৃষ্টি চক্র ঘুরতেই থাকে। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ আর এখন হলো সঙ্গম যুগ। প্রধান ধর্মই হলো আদি সনাতন দৈবী ধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান অর্থাৎ যাদের রাজস্ব চলে। ব্রাহ্মণদের কোনও রাজস্ব নেই, না কৌরবদের আছে। বাচ্চারা তোমাদের এখন প্রতি মুহূর্তে অনন্ত জগতের বাবাকে স্মরণে রাখা উচিত। তোমরা ব্রাহ্মণদেরও বোঝাতে পার। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন — সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের স্থান, ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী সর্বপ্রথম তোমরাই। তোমরা এসবই জানো যে আমরাই ভক্তি মার্গে পূজ্য থেকে পূজারি হয়ে যাই। এখন আবার পূজ্য হতে চলেছি। ঐ ব্রাহ্মণরা গৃহস্থী হয়, না কি সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীরা হলো হঠযোগী, ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া হঠ তাইনা। হঠযোগীরা অনেক রকমের যোগ শিখিয়ে থাকে। জয়পুরে হঠযোগীদের মিউজিয়াম আছে। রাজযোগের কোনও চিত্র নেই। রাজযোগের চিত্র আছে দিলওয়ারা মন্দিরে। এর কোনও মিউজিয়াম নেই। হঠযোগের অনেক মিউজিয়াম রয়েছে। রাজযোগের মন্দির এই ভারতেই রয়েছে। এ হলো চৈতন্য। তোমরা এখন চৈতন্য রূপে বসে আছ।

মানুষের তো জানাই নেই যে স্বর্গ কোথায়। দিলওয়ারা মন্দির স্মৃতি স্মারক নীচে সবাই বসে তপস্যা করছে আর স্বর্গ অবশ্যই উপরে দেখাতে হবে। মানুষও মনে করে স্বর্গ উপরে রয়েছে। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। অর্ধকল্প পরে স্বর্গ নীচে নেমে যাবে আবারও অর্ধকল্প স্বর্গ উপরে উঠে আসবে। এর আয়ু কত কেউ জানেনা। বাবা এসে তোমাদের সম্পূর্ণ চক্র সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। তোমরা গ্তান প্রাপ্ত করে উত্তোরণের পথে উঠতে থাকো। চক্র সম্পূর্ণ হলে আবারও নতুন করে চক্র শুরু হবে। বুদ্ধিতে এসব থাকা উচিত। যেমন লোকিকের পড়াশোনা সব বুদ্ধিতে থাকে। এও হলো ঈশ্বরীয় পড়াশোনা। এই পঠন-পাঠনে ভরপুর থাকা উচিত। এই পড়াশোনা ভোলা উচিত নয়। বৃদ্ধ, জোয়ান, বাচ্চা সবার জন্য একটাই বিষয়। শুধু অল্ফকে জানতে হবে। অল্ফকে জানলে বাবার প্রপাটিও বুদ্ধিতে এসে যাবে। জানোয়ারেরও বাচ্চার কথা বুদ্ধিতে থাকে যখন জঙ্গলে যায় (শিকারের খোঁজে)। জঙ্গলে গেলেও তার ঘর আর বাচ্চার কথা মনে পড়বে। নিজেই খুঁজে ঘরে চলে আসে। বাবা বলেন বাচ্চারা মামেকম স্মরণ কর আর নিজের ঘরকে স্মরণ কর। যেখান থেকে তোমরা ভূমিকা পালন করতে এসেছ। আত্মাদের নিজের ঘর বড়ো মিষ্টি মনে করে। কত স্মরণ করে কিন্তু রাস্তা ভুলে গেছে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা অনেক দূরে আছি। কিন্তু ওখানে কিভাবে যেতে হয়, কেন আমরা যেতে পারিনা, এসব কিছুই জানিনা। সেইজন্যই বাবা বলেন ভুলভুলাইয়া খেলা তৈরি হয়েছে, যেকোনো যাওনা কেন দরজা বন্ধ। এখন তোমরা জান এই লড়াইয়ের পর স্বর্গের দরজা খুলে যাবে। এই মৃত্যুলোক থেকে সবাই চলে যাবে। এতো অসংখ্য মানুষ নম্বরানুসারে ধর্ম অনুসারে আর ভূমিকা অনুযায়ী যেতে থাকবে। তোমাদের এসব বিষয়ে জানা আছে। মানুষ ব্রহ্ম তত্ত্বে যাওয়ার জন্য মাথা ঠুকতে থাকে। বাণীর উর্ধ্বে যেতে হবে। আত্মা শরীর থেকে বেড়িয়ে গেলে কোনও আওয়াজ থাকে না। বাচ্চারা জানে আমাদের সুইট হোম ওটাই। দেবতাদের অদ্বৈত, মিষ্টি রাজধানী।

বাবা এসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। সম্পূর্ণ নলেজ বুঝিয়ে থাকেন, যা পরে ভক্তি মার্গে শাস্ত্র রূপে তৈরি হয়। তোমাদের এখন ঐসব শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ার প্রয়োজন নেই। লৌকিক স্কুলে বৃদ্ধরা পড়াশোনা করে না। এখানে সবাই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করতে পারে। তোমরা বাচ্চারা পড়াশোনা করে অমরলোকে দেবতা হয়ে যাও। ওখানে কোনও শব্দ উচ্চারণ হয়না যাতে কারো গ্লানি হয়। তোমরা জান স্বর্গ এখন অতীত হয়ে গেছে। যার মহিমা করা হয়। কত মন্দির নির্মাণ করে থাকে। তাদের জিজ্ঞাসা কর — এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কবে ছিল? কিছুই জানে না। তোমরা জান আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে — "ওম" শব্দের অর্থ আলাদা আর "সো হম" এর অর্থ আলাদা। ভক্তি মার্গে ওম, সো হমের অর্থ এক করে দিয়েছে। ওম অর্থাত্ আমি আত্মা। কতো পার্থক্য, ওরা দুটোকে এক করে দিয়েছে। তোমরা শান্তিধাম নিবাসী এখানে আসো নিজেদের ভূমিকা পালন করতে। দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য থেকে শূদ্র হয়ে যাও। বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বিষয়। কেউ-কেউ যথার্থ রীতিতে না বোঝার কারণে ঝিম্মাতে থাকে। উপার্জন করার সময় কিন্তু কখনোই ঝিম্মায় না। সেই উপার্জন হলো অল্প সময়ের জন্য। এই উপার্জন অর্ধকল্পের জন্য। কিন্তু বুদ্ধি অন্য দিকে বিভ্রান্ত হয় বলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আলসেমি ঘিরে ধরে। তোমাদের চোখ বন্ধ করে বসা উচিত নয়। তোমরা তো জান আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী। কলিযুগে নরকবাসী মানুষের দৃষ্টি আর তোমাদের দৃষ্টির মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য আছে। তোমরা জান আমরা আত্মারা বাবার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করছি। আর কেউ জানেনা। গ্তানের সাগর পরমপিতা এসে আমাদের পড়ান। আমরা আত্মারা শুনি। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমাদের বুদ্ধি উপরে চলে যাবে। শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, এতে বুদ্ধির অনেক রিফাইন থাকা চাই। রিফাইন বুদ্ধির জন্য বাবা যুক্তি বলে দেন — নিজেকে আত্মা মনে করলে অবশ্যই বাবাকে মনে পড়বে, বাবার সাথে সম্বন্ধ তৈরি হবে যা সারা কল্প ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেখানে (সত্যযুগে) তো প্রালব্ধ, সুখ আর সুখ, দুঃখের লেশ মাত্র নেই। তাকেই স্বর্গ বলে। হেভেনলি গড ফাদার হেভনের মালিক করে তোলেন। এমন বাবাকে তোমরা ভুলে যাও। বাবা এসে বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেন। মারোয়াড়ীরা অনেক অ্যাডপ্ট করে, যাদের অ্যাডপ্ট করে তার খুব আনন্দ হয় যে — আমি বড়লোকের ঘরে এসেছি। বড়লোকের সন্তান গরিবের কাছে কখনোই যাবে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা অবশ্যই মুখ বংশাবলী। তোমরা ব্রাহ্মণরা মুখ বংশাবলী। লৌকিকে ওরা কুখ বংশাবলী, এই পার্থক্য তোমরা জান।

তোমরা যখন তাদের বোঝাও তারাও তখন মুখ বংশাবলী হয়ে যায়। এটা হল অ্যাডপ্টেশন। স্ত্রীকে মনে করে আমার।

এখন স্ত্রী কুখ বংশাবলী, না মুখ বংশাবলী ? স্ত্রী হলই মুখ বংশাবলী। তারপর যখন তাদের সন্তান হয়, সে হয় কুখ বংশাবলী। বাবা বলেন তোমরা সবাই হলে মুখ বংশাবলী। আমার বললে তো আমারই হলো, তাই না ! এরা হল আমার বাচ্চা, বাবা একথা বললে নেশা বৃদ্ধি পায় (ঈশ্বরীয় নেশা)। সুতরাং এরা সবাই হল মুখ বংশাবলী, আত্মারা মুখ বংশাবলী হয়না। আত্মা তো অনাদি অবিনাশী। তোমরা জান এই মনুষ্য সৃষ্টি কিভাবে ট্রান্সফার হয়। বাচ্চারা অনেক পয়েন্টস পেয়ে থাকে। তবুও বাবা বলেন, যদি কিছু ধারণ করতে না পার, বলতেও না পার ঠিক আছে, কিন্তু যদি বাবাকে স্মরণ কর তাহলেও যারা বক্তৃতা দেয় তাদের থেকেও উচ্চ পদ লাভ করতে সক্ষম হবে। কখনো-কখনো যারা বক্তৃতা দিয়ে থাকে তারাও ঝড়ের মুখে পড়ে। পিতাকে স্মরণ করলে তারাও উচ্চ পদ পেতে পারে। যারা বেশী বিকারগ্রস্ত হয়, ৫ মারের কারণে তাদের হাড়গোড় গুড়িয়ে যায়। ৫ ম তলা হলো - দেহ-অভিমান। চতুর্থ তলা হলো কাম, তারপর নীচে নামতে থাকে। বাবা বলেন কাম হলো মহাশত্রু। লিখেও থাকে বাবা নিচে পড়ে গেছি। ক্রোধের জন্য এমনটা বলবে না যে, নীচে নেমে গেছি। মুখ কালো (কলঙ্কিত) করলে খুব চোট লাগে, তখন আর অন্যদেরও বলতে পারবে না যে কাম হলো মহাশত্রু। বাবা বারংবার বোঝাতে থাকেন — ক্রিমিনাল দৃষ্টিকে অনেক বেশী সামলে রাখতে হবে। সত্যযুগে নগ্নতার কোনও প্রশ্নই নেই। সেখানে ক্রিমিনাল আই হয় না, সিভিল আই হয়ে যায়। সেটা হল সিভিলিয়ন রাজ্য। এই সময় হল ক্রিমিনাল দুনিয়া। এখন তোমাদের আত্মা সিভিলাইজ হতে থাকে, যা ২১ জন্ম কাজে লাগে। ওখানে কেউই ক্রিমিনাল তৈরি হয়না। প্রধান বিষয়ই হলো যা বাবা বোঝান, বাবাকে স্মরণ কর আর ৮৪ চক্র স্মরণ কর। এও অত্যন্ত চমকপ্রদ বিষয় যে, যিনি স্ত্রী নারায়ণ হন, তিনিই অন্তিমে এসে ভাগ্যশালী রথ হন। তার মধ্যে বাবার প্রবেশ ঘটলে রথ ভাগ্যশালী হয়ে যায়। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা এই ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার স্মরণে থেকে বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করতে হবে। বুদ্ধি যেন ঈশ্বরীয় জ্ঞানে সবসময় ভরপুর থাকে। বাবা এবং (পরমধাম) ঘরকে সবসময় স্মরণে রাখতে হবে আর স্মরণ করাতে হবে।

২) এই অন্তিম জন্মে ক্রিমিনাল দৃষ্টি সমাপ্ত করে সিভিল আই বানাতে হবে।

বরদান:- বরদান :— স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স এর দ্বারা চড়তি কলার (উত্তরণের কলা) অনুভবকারী রাজ্য অধিকারী ভব

স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স থাকলে প্রতিটি পদক্ষেপে চড়তি কলার অনুভব করতে থাকবে। প্রতিটি সঙ্কল্পে সেবা থাকলে ব্যর্থ থেকে মুক্তি পাবে। সেবা জীবনের এক অঙ্গ হয়ে উঠুক। যেমন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জরুরী তেমনই ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ অঙ্গ হলো সেবা। অনেক সেবার সুযোগ পাওয়া, স্থান পাওয়া, সঙ্গ পাওয়া এটাও ভাগ্যের লক্ষণ। এমন সেবার গোল্ডেন চান্স গ্রহণকারীই রাজ্য অধিকারী হয়।

স্লোগান:- স্লোগান :— পরমাত্ম ভালোবাসার পালনার স্বরূপ হলো — সহজ যোগী জীবন

31-10-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন :- প্রশ্ন :- কোন্ গুপ্ত রহস্যকে বুঝতে পারার জন্য অসীম জগতের বুদ্ধির প্রয়োজন ?

*উত্তর :- উত্তর :- ড্রামার যে সীন যে সময় চলে, সেই সময়ই চলবে। এই সময় পরিধি অ্যাকুরেট, বাবাও অ্যাকুরেট টাইমে আসেন, এতে এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য হতে পারে না। পুরো ৫ হাজার বছর পরে বাবা এসে প্রবেশ করেন, এই গুট রহস্যকে বুঝতে পারার জন্য অসীম জগতের বুদ্ধির প্রয়োজন।

*গীত:- গীত :- দুনিয়া বদলে যাক, আমরা বদলাব না....

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি পরমাত্মা পরমপিতা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চাদের রাস্তা বলে দিচ্ছেন- শান্তিধাম আর সুখধামের। এই সময় সব মানুষ বিশ্বে শান্তি চায়। প্রত্যেকেই ইনডিভিজুয়ালিও(একক ভাবে) চায় আর বিশ্বেও শান্তি চায়। প্রত্যেকেই বলে মনের শান্তি চাই। এখন সেটাও কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে। শান্তির সাগর তো হলেন একমাত্র বাবা, যার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ইনডিভিজুয়ালিও পাওয়া যায়, হোলসেলেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ সকলেই পায়। যে বাচ্চারা অধ্যয়ণ করে, বুঝতে পারে যে আমরা শান্তির উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য নিজেরও পুরুষার্থ করছি, আর সকলকে রাস্তা বলে দিচ্ছি। বিশ্বে তো শান্তি হতেই হবে। চাই কেউ উত্তরাধিকার নিতে আসুক বা নাই আসুক, বাচ্চাদের কর্তব্য, সব বাচ্চাদের শান্তি প্রদান করতে হবে। এটা বুঝতে পারে না, ২ - ৪ জনের উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে কি আর হবে। রাস্তা বলে দেওয়া হয়, কিন্তু বিশ্বাস না থাকার কারণে অপরকে নিজ সম বানাতে পারে না। যারা নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন তারা মনে করে বাবার থেকে আমাদের বর প্রাপ্ত হচ্ছে। বরদান দেন যে তিনি -- আয়ুত্বান ভব, ধনবান ভব'ও বলেন। শুধু বললে তো আশীর্বাদ পাওয়া যায় না। আশীর্বাদ চাইলে তো তাকে বোঝানো হয় যে - তোমার যদি শান্তি চাই তো এরকম পুরুষার্থ করো। পরিশ্রমের দ্বারা সব কিছু প্রাপ্ত হয়। ভক্তি মার্গে কতো আশীর্বাদ নেয়। মা, বাবা, টিচার, গুরু ইত্যাদি সকলের থেকে চায় -- আমরা সুখী আর শান্ত থাকবো। কিন্তু থাকতে পারা যায় না। কারণ এতো প্রচুর মানুষ, তাদের সুখ-শান্তি কীভাবে প্রাপ্ত হবে ! গানও করে- শান্তি দাও (দেবা) । বুদ্ধিতে আসে-- হে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের শান্তির বকশিশ দাও। বাস্তবে বকশিশ (পারিতোষিক) তাকেই বলে, যে জিনিস হাতে তুলে দেওয়া হয় দেওয়া হয়। বলে এটা হলো তোমার বখশিশ, পারিতোষিক। বাবা বলেন বখশিশ কেউ যাই কিছু করে, ধনের, মহলের, জামা কাপড় ইত্যাদি করে থাকে, সেটা হলো দান-পুণ্য, অল্প সময়ের। মানুষ, মানুষকে দিয়ে থাকে। বিত্তবান গরীবকে অথবা বিত্তবান, বিত্তবানকে দিয়ে এসেছে। কিন্তু এটা তো হলো শান্তি আর সুখ, যা কিনা স্থায়ী। এখানে তো কেউ এক জন্মের জন্যও সুখ-শান্তি দিতে পারে না, কারণ তাদের কাছে তো নেইই। দিতে সক্ষম একমাত্র বাবা। ওঁনাকে সুখ - শান্তি - পবিত্রতার সাগর বলা হয়ে থাকে। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবানেরই মহিমার সুখ্যাতি করা হয়। বুঝতে পারে যে ওঁনার থেকেই শান্তি পাওয়া যাবে। আবার তারা সাধু-সন্ত ইত্যাদির কাছে যায়- কারণ ভক্তি মার্গ যে, তাই ঘূর্ণাবর্তে চলতে থাকে। সেই সব হলো অল্প সময়ের পুরুষার্থ। বাচ্চারা, তোমাদের এই সব বন্ধ হয়ে যায়। তোমরা লেখোও যে, অসীম জগতের পিতার থেকে ১০০ ভাগ পবিত্রতা, সুখ, শান্তির উত্তরাধিকার পাওয়া যেতে পারে। এখানে হল ১০০ ভাগই অপবিত্রতা, দুঃখ, অশান্তি। কিন্তু মানুষ বোঝে না। বলে ঋষি-মুনীরা তো পবিত্র ! কিন্তু প্রজনন তো সেই বিষ থেকেই হয়। এটাই তো হলো মুখ্য ব্যাপার। রাবণ রাজ্যে পবিত্রতা হতে পারে না। পবিত্রতা - সুখ সব কিছুর সাগরই হলেন এক বাবা। তোমরা জানো যে, আমাদের শিববাবার থেকে ২১ জন্ম অর্থাৎ অর্ধ-কল্প ২৫০০ বছরের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এটার তো গ্যারান্টি আছে। অর্ধ-কল্প হলো সুখধাম অর্ধ-কল্প হলো দুঃখধাম। সৃষ্টির দুই ভাগ আছে- এক নূতন, এক পুরাতন। কিন্তু নূতন কখন, পুরানো কখন হয়ে থাকে, এটাও জানে না। বৃষ্টির (কল্প) আয়ু এতোটাই অ্যাকুরেট যে বলার নয়। এখন বাবার মাধ্যমে তোমরা এই বৃষ্কে জানো, এটা হলো ৫ হাজার বছরের পুরানো বৃষ্ক, এর অ্যাকুরেট আয়ুর কথা তোমাদের জানা আছে, আর অন্য সব বৃষ্কের আয়ু যে কত সে ব্যাপারে কারোরই জানা নেই, অনুমানে বলে দেয়। ঝড় এলো, বৃষ্কের পতন হলো, আয়ু শেষ। মানুষেরও হঠাৎ মৃত্যু হতে থাকে। এই অসীম জগতের বৃষ্কের আয়ু হলো সম্পূর্ণ ৫ হাজার বছরের। এর মধ্যে না এক দিন কম বা বেশী হতে পারে। এটা পূর্ব - নির্মিত বৃষ্ক। এতে কোনো তফাৎ হতে পারে না। ড্রামাতে যে সীন যেই সময় চলতে থাকে, সেই সময়ই চলবে। হুবহু রিপিট(পুনরাবৃত্তি) হতে হবে। সময়ও হলো অ্যাকুরেট। বাবাকেও নূতন দুনিয়া স্থাপন করতে আসতে হয়। অ্যাকুরেট অর্থাৎ নির্দিষ্ট টাইমে আসেন। এই ক্ষেত্রে এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য হয় না। তোমাদের এখন এই অসীম জগতের বুদ্ধিও হয়েছে। তোমরাই বুঝতে পারো। সম্পূর্ণ ৫ হাজার বছর পরে বাবা এসে প্রবেশ

করেন, সেইজন্য শিবরাত্রি বলা হয়। কৃষ্ণের জন্য জন্মাষ্টমী বলা হয়। শিবের জন্য জন্মাষ্টমী বলা হয় না, শিবের রাত্রি বলা হয়, কারণ জন্ম যদি হয় তবে তো মৃত্যুও হবে। মানুষের জন্য বলা হবে জন্মদিন। শিবের জন্য শিবরাত্রি বলা হয়। দুনিয়া এই ব্যাপারে কিছু জানে না। তোমরা বুঝতে পারো শিবরাত্রি বলে কেন, জন্মাষ্টমী বলে না কেন। ঔঁনার জন্ম হলো দিব্য অলৌকিক, যা আর কারোর হতে পারে না। এটা কেউ জানে না- শিববাবা কখন, কীভাবে আসেন। শিবরাত্রির অর্থ কি, তোমরাই জানো। এটা হলো অসীম জগতের রাত। ভক্তির রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিনের উদয় হয়। ব্রহ্মার রাত আর দিন তো আবার ব্রাহ্মণদেরও। একজন ব্রহ্মার খেলাই শুধু কি চলে নাকি ! এখন তোমরা জানো যে, এখন দিন শুরু হতে হবে। য এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়তে-পড়তে গিয়ে নিজ গৃহে পৌঁছাবে, আবার দিনে আসবে। অর্ধ-কল্প দিন আর অর্ধ-কল্প রাত গাওয়া হয়, কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে আসে না। ওরা তো বলবে কলিযুগের আয়ু ৪০ হাজার বছর বাকি আছে, সত্যযুগের হলো লক্ষ বছর। তবে অর্ধেক- অর্ধেকের হিসাব তো দাঁড়াল না। কল্পের আয়ু কত তা কেউ জানে না। তোমরা সমগ্র বিশ্বের আদি-মধ্য - অন্তকে জানো। ৫ হাজার বছর পর পর সৃষ্টি চক্র আবর্তিত হতে থাকে। বিশ্ব তো আছেই, সেখানে ভূমিকা পালন করতে করতে মানুষই বিরক্ত হয়ে যায়। এ কেমন আবাগমন (আসা যাওয়া) ! যদি ৮৪ লক্ষ জন্মের আবাগমন হতো তো না জানি কি হতো। না জানার ফলে কল্পের আয়ুও বড় বানিয়ে দেয়। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সম্মুখে পড়াশুনা করছো। ভিতরে-ভিতরে ভাবনা আসে- আমরা প্র্যাকটিক্যালি বসে আছি। পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগকেও অবশ্যই আসতে হবে। কখন আসে, কীভাবে আসে- এটা কেউই জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানো বলে কতো গদগদ হয়ে যাওয়া উচিত। তোমরাই প্রতি কল্পে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো অর্থাৎ মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করো আবার পরাজিত হও। এটা হলো অসীম জগতের হার আর জিত। সেইসব (দ্বাপরের) রাজাদের তো অনেক হার-জিত হতে থাকে। অনেক লড়াই লাগতে থাকে। ছোটো লড়াই লাগলে বলে দেয় এখন আমরা জিতেছি। কি জিতেছে ? সামান্য টুকরোকে জিতেছে। বড় লড়াইতে হারলে তো আবার ঝান্ডা ফেলে দেয়। সবার প্রথমে তো এক রাজা থাকে তারপর আর সব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বপ্রথমে তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো, তারপর আর সব রাজাদের আসা শুরু হলো। যেমন পোপের দেখানো হয়। প্রথমে একজন ছিলো তারপর আরো পোপ বসতে থাকলো। কারোর মৃত্যুর তো আর ঠিকানা নেই না! বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা আমাদের অমর বানাচ্ছেন। অমরপুরীর মালিক তৈরী করছেন, কতো খুশী হওয়া উচিত। এটা হলো মৃত্যুলোক। ওটা হলো অমরলোক। এই ব্যাপারটা নূতন কেউ বুঝবে না। তাদের মজা লাগবে না, যতটা পুরানোদের লাগবে। দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সহনশীলতা হওয়াও খুব জরুরী। এটা তো হলো আসুরি দুনিয়া, দুঃখ দিতে দেরী করে না। তোমাদের আত্মা বলে, এখন আমরা বাবার শ্রীমত অনুযায়ী চলছি। আমরা আছি সঙ্গমযুগে। তাছাড়া সব কলিযুগে আছে। আমরা এখন পুরুষোত্তম হয়ে উঠছি। পুরুষের মধ্যে উত্তম পুরুষ অধ্যয়নের দ্বারাই হয়। পড়াশোনার দ্বারাই চিফ জাস্টিস ইত্যাদি হয়, তাই না ! বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন। এই অধ্যয়নের দ্বারাই নিজের-নিজের পুরুষার্থ অনুসারে তোমরা পদ প্রাপ্ত করো। যে যত অধ্যয়ন করবে ততোটাই গ্রেড(পদ) প্রাপ্ত হবে। এতে রাজস্বের গ্রেড আছে। ওই পড়াশোনাতে রাজস্বের গ্রেড হয় না। তোমরা জানো যে, আমরা রাজারও রাজা হয়ে উঠছি। তাই ভিতরে-ভিতরে কতো খুশী হওয়া উচিত। আমরা ডবল মুকুটধারী অনেক উচ্চ স্থানাধিকারী হবো। ভগবান বাবা আমাদের পড়াশুনা করান। কেউ কখনো বুঝতে পারবে না যে নিরাকার বাবা কীভাবে এসে অধ্যয়ন করান। মানুষ ডাকেও যে- হে পতিত পাবন, এসে আমাদের পবিত্র করো। তবুও পবিত্র হতে পারে না। বাবা বলেন কাম হলো মহাশত্রু। তোমরা একদিকে ডাকতে থাকো যে পতিত- পাবন এসো, এখন আমি এসে বলছি বাচ্চারা পতিতপনা ছেড়ে দাও, তো তোমরা ছাড়ো না কেন। এইভাবে কি বাবা তোমাদের পবিত্র করবেন আর তোমরা পতিত হতে থাকবে ? অনেকেই এই রকম পতিত হয়ে যায়। কেউ কেউ সত্যি স্বীকার বলে, বাবা এই ভুল হয়ে গেছে। বাবা বলেন, কোনো পাপ কর্ম যদি হয়ে যায় তো তাড়াতাড়ি বলো। কেউ সত্যি, কেউ মিথ্যা বলে। কে জিজ্ঞাসা করেন ? আমি কি আর সকলের ভিতরে বসে বসে জানবো! এ তো হতে পারে না। আমি আসিই শুধু মত দিতে। পবিত্র না হলে তোমাদেরই লোকসান। পরিশ্রম করে পবিত্র থেকে আবার পতিত হয়ে যাবে, তবে তো যা উপার্জন করলে সব চলে যাবে। লজ্জা হবে যে আমরা নিজেই পতিত হয়ে পড়েছি, তবে অপরকে কীভাবে বলবো পবিত্র হও। ভিতরে ভিতরে দংশন হবে যে- আমরা কতো আদেশ উলঙ্ঘন করেছি। এখানে তোমরা বাবার কাছে ডায়রেক্ট প্রতিজ্ঞা করো, জানো যে বাবা আমাদের সুখধাম শান্তধামের মালিক করে তুলছেন। তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, আমরা ঔঁনার সামনে বসে আছি। প্রথমে এই নলেজ ছিলো কি ছিল নাকি ! না কোনো গুরু এই রূপ নলেজ দিয়েছিল। যদি গুরু হতেন তবে কী শুধু একজন দুজনকে জ্ঞান দিতেন ! গুরুদের ফলোয়ার্স তো অনেকেই হয়, তাই না ! একজন হয় নাকি। সঙ্গুরু হলেনই এক। তিনি আমাদের রাস্তা বলে দেন। আমরা আবার অপরকে বলি। তোমরা সবাইকে বলো - বাবাকে স্মরণ করো। ব্যাস ! উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবাকে স্মরণ করলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। তোমরা রাজার রাজা হচ্ছে। তোমাদের কাছে অগুপ্তি ধন থাকবে। তোমরা তো এখন নিজেদের ঝুলি ভরছো। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের ঝুলি ভরে ভরে দিচ্ছেন। বলা হয় কুবেরের কাছে অনেক ধন ছিলো। বাস্তবে

তোমরা প্রত্যেকে হলে এক একজন কুবের। তোমাদের বৈকুণ্ঠ রূপী ধন-ভান্ডার প্রাপ্ত হয়। খোদা দোস্তেরও (বন্ধু রূপে ভগবানের) গল্প আছে। প্রথমে সে যাকে পেতো তাকে একদিনের জন্য বাদশাহী দিতো। এই সব হলো দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ মানে বাবা, তিনি আলাদিন রচনা করেন। তারপর সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। তোমরা জানো যে সত্যই আমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করি। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই আসুরিক দুনিয়াতে খুবই সহনশীল হয়ে থাকতে হবে। কেউ গালি দিক বা দুঃখ দিক- তাও সহ্য করতে হবে। বাবার শ্রীমত কখনো ছাড়তে নেই।

২) বাবা ডায়রেক্ট (সরাসরি) পবিত্র হওয়ার আদেশ জারি করেছেন, তাই কখনো পতিত হয়ো না। কখনো কোনো পাপ হয়ে গেলে লুকিও না।

বরদান:- বরদান : - পরমাত্মা মিলন দ্বারা রুহরুহানের (আত্মিক আলাপচারিতা) সঠিক রেসপন্স প্রাপ্তকারী বাবা সম বহুরূপী ভব
বাবা যেমন বহুরূপী - সেকেন্ডে নিরাকার থেকে আকারী বস্ত্র ধারণ করে নেন, সেইরকম তোমরাও এই মাটির ড্রেসকে ত্যাগ করে আকারী ফরিস্তা ড্রেস, চকচকে ড্রেস পড়লে তবে মিলনও সহজ হবে আর আত্মিক আলাপচারিতার ক্রীয়ার রেসপন্স বুঝতে পেরে যাবে। কারণ এই ড্রেস পুরানো দুনিয়ার বৃত্তি আর ভাইব্রেশন থেকে মায়ার ওয়াটার ফ্রফ আর ফায়ার ফ্রফহয়, এতে মায়া ইন্টারফেয়ার (হস্তক্ষেপ) করতে পারে না।

স্লোগান:- স্লোগান : - দূততা অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়ে দেয়।